অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

পঞ্চম খণ্ড : প্রেরিত

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

পঞ্চম খণ্ড : প্রেরিত

ভূমিকা

কিতাবখানির লেখক:
কিতাবটির লেখক তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেন নি, তবুও অন্যান্য কিতাব ও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কিতাবটির লেখক হলেন লূক লিখিত সুসমাচারের লেখক ডা: লূক।
মুরাটোরিয়ান ক্যাননে (১৭০ খ্রী.) সুস্পষ্ট এই বিবৃতি রয়েছে যে, লূকই তৃতীয় সুসমাচার ও 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ' কিতাব দুটির লেখক। ইউসেবিয়াস (৩২৫ খ্রী.) অসংখ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লূককে এই দু'টি কিতাবের লেখক হিসেবে প্রমাণ করেছেন। তবে কিছু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও কিতাবখানি লূকের লেখা বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রেরিত পৌলের সঙ্গী হিসেবে লূক ও অন্যান্যদের তবলিগ-যাত্রার বর্ণনায় বিশেষ বিশেষ অংশে লেখক 'আমরা' সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। এই সূত্রে বলা যায় লেখক নিজে পৌলের সঙ্গী হিসেবে এই সকল যাত্রায় ছিলেন (১৬:১০-১৭; ২০:৫-১৫; ২১:১-১৮; ২৭:১-২৮:১৬)। যদিও প্রমাণ করা যায় না যে, প্রেরিত পুস্তকের লেখক একজন চিকিৎসক ছিলেন, তবুও এই কিতাবে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং রচনাশৈলী একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রতিফলিত করে, যিনি সে যুগে একজন ধর্মীয় শিক্ষক বা চিকিৎসক হিসেবেই বেশি মানানসই ছিলেন (২৮:৬ আয়াত দেখুন)। লূক প্রেরিত কিতাবে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের সাথে সম্পৃক্ত একজন ব্যক্তিই এই কিতাবটি লিখেছেন। পৌলও লূকের পরিচয় দিতে গিয়ে 'চিকিৎসক' শব্দটি উল্লেখ করেছেন (কল ৪:১৪)।

লিখবার সময়:
অধিকাংশ পণ্ডিত কিতাবটি রচনার সম্ভাব্য সময়কাল ৬৩-৭০ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধারণা করেছেন।

যার উদ্দেশে কিতাবখানি লেখা হয়েছে:
কিতাবটির মূল পাঠক ছিলেন থিয়ফিল, যাকে প্রথম খণ্ড অর্থাৎ লূক লিখিত সুসমাচারের পাঠক হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে।

কিতাবটির গুরুত্ব:
প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবটি সুসমাচার ও সুসমাচারের পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে এক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। লূক লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে এটি ঈসা যে সমস্ত কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন (১:১), তার সাথে প্রেরিতদের শিক্ষা দান ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক পরিচর্যা কাজ সংযোজিত হয়েছে। ভৌগলিকভাবে এর পটভূমি

ছিল জেরুশালেম, যেখানে মণ্ডলীর সূচনা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রোম সাম্রাজের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এখানে মণ্ডলীর প্রথম ৩০ বছরের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিতাবটি মণ্ডলীকে পরবর্তী প্রত্যেক যুগের সূচনাকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। নীতির উপলব্ধি লাভের জন্য এই কিতাবটি পাঠ করা প্রয়োজন, যা যে কোন যুগের মণ্ডলীর প্রশাসন ও অনুশাসনের জন্য উপযোগী।

কিতাবটির উদ্দেশ্য:
কিতাবটির প্রধান উদ্দেশ্য ১:৮ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া, ঐতিহাসিক লূক তাঁর রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু ঈসা মসীহের উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন: "আর তোমরা জেরুশালেমে, সমুদয় এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।" কার্যত এই উক্তিই প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবের মূল রূপরেখা। কিতাবটিতে মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সুসমাচারের বিস্তার, এবাদতকারী দলের সূচনা এবং প্রৈরিতিক পদ্ধতিতে তবলিগনির্ভর পরিচর্যা কাজের কথা বলা হয়েছে। ঈসা মসীহের জীবন ও শিক্ষা চারটি সুসমাচারে বলা হয়েছে এবং মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যাপ্তি প্রেরিতদের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য:
ঐতিহাসিক বিবরণের বস্তুনিষ্ঠতা: প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কাহিনীর ধারাবর্ণনার বস্তুনিষ্ঠতা, স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা সব ধরনের পাঠককে আকর্ষণ করে। কিতাবটিতে জেরুশালেম থেকে রোম পর্যন্ত প্রতিটি দেশে প্রায় ৩০ বছরব্যাপী সুসমাচার তব-লিগ ও মণ্ডলী স্থাপনের কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে ৩২টি দেশ, ৫৪টি শহর, ৯টি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ, ৯৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যান্য আরও অনেক সরকারী কর্মকর্তা ও শাসনকর্তার উল্লেখ রয়েছে কিতাবটিতে। এসব স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে লূকের বর্ণনা

তৎকালীন ও তৎসংলগ্ন স্থানের সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং বিখ্যাত শহরগুলোর গতিময়তা ও মানুষের জীবন-আচরণের মত নাটকীয় বিষয়বস্তুতে পূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদেরকে দেখায় যে, লূক সময়, স্থান ও ব্যক্তি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

সময়কালীন সাহিত্যের তুলনায় এর আধুনিকতা: ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় লূক যে কেবলমাত্র সমৃদ্ধ এক শব্দকোষ ব্যবহার করেছেন তা-ই নয়, সেই সাথে তিনি এই সকল শব্দ সাহিত্যধর্মী রচনাশৈলীর আদলে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা তাঁর রচনার সময়কালের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রীক রচনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় প্রথম শতাব্দীর প্যালেস্টাইনে প্রচলিত অরামীয় লেখনভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে (অধ্যায় ১-১২)। অন্যদিকে পৌল যখন গ্রীক অধ্যুষিত দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে অরামীয় ভাষাভাষী লোকদের আবাস নেই, সেই সকল বর্ণনায় লূক আর অরামীয় শব্দাবলী ব্যবহার করেন নি।

বার্নাবাসের নাটকীয়তা: বর্ণনার মাঝে কথোপকথন ও বক্তৃতাগুলোকে দক্ষতার সাথে সংযোজন করার কারণে লূক তাঁর আখ্যানের নাটকীয়তা সাফল্যের সাথে বজায় রাখতে পেরেছেন। শুধুমাত্র পিতর ও পৌলকে ঘিরেই কিতাবটির কাহিনী আবর্তিত হয় নি, বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তির বহু সংখ্যক কথোপকথন এবং আনুষাঙ্গিক ঘটনাসমূহের বিবরণও আমাদের জন্য তুলে ধরা হয়েছে। অন্য কোন প্রাচীন সাহিত্যে জাহাজ দুর্ঘটনার এমন নাটকীয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা লূক এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন (অধ্যায় ২৭)।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব:

লূককে শুধুমাত্র একজন ঐতিহাসিক হিসেবে আখ্যা দিলে চলবে না, কারণ তাঁর রচনা ধর্মতত্ত্বীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। তাই লূককে যথার্থভাবেই একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক বলা যায়। তাঁর সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণ কিতাব ঈসা মসীহের জীবন, কাজ ও মণ্ডলীর বৃদ্ধি লাভের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। এই কিতাবে পাক-রূহ্ এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, সামেরীয় ও অ-ইহুদীদের মধ্যে মণ্ডলীর বিস্তৃতি ঈসায়ী ঈমানদারদের নিজস্ব উদ্যোগে শুরু হয় নি; বরং পাক-রূহ্ নিজেই এর উদ্যোগ নিয়েছেন এবং প্রেরিতদেরকে এর জন্য অনুমোদন ও আদেশ দিয়েছেন।

কিতাবটিতে ফুটে উঠেছে যে, একজন আল্লাহ্ আছেন যিনি দৃশ্যপটের পেছনে থেকে কাজ করেছেন, যেভাবে তিনি অতীতে তাঁর লোকদের সাথে অবস্থান করেছেন। এখানে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ই আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেন এবং এই কাজ সম্পন্ন করতে তিনি ঈমানদারদেরকে ব্যবহার করে থাকেন।

কিতাবটির মধ্যে ঈমানদারদের সমস্ত মানবিক বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে যেমন, মতদ্বৈততা, বাকযুদ্ধ, মতবিরোধ, ইত্যাদি। আবার আল্লাহ্ ঈমানদারদের অধার্মিকতা, গুনাহ্ এবং ভণ্ডামি প্রকাশ পেলে অবশ্যই তাদের বেহেশতী বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন (প্রেরিত ৫:১-১১)।

কিতাবটি আমাদেরকে শুধুমাত্র আদর্শ জীবন ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে বলে না, বরং তা আমাদেরকে সেই বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, আল্লাহ্র লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত যার মুখোমুখি হয়েছেন। সেজন্য বলা যায়, এই কিতাবটি মোটেও শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বা তত্ত্বীয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক চেতনায় সমৃদ্ধ।

প্রধান আয়াত:

“কিন্তু পাক-রূহ্ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর তোমরা জেরুশালেমে, সমুদয় এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।” (১:৮)।

প্রধান প্রধান ব্যক্তি:

পিতর, ইউহোন্না, ইয়াকুব, স্তিফান, ফিলিপ, পৌল, বার্নাবাস, কর্ণীলিয়াস, ইয়াকুব (ঈসার ভাই), তিমথি, লূদিয়া, সীল, তীত, আপোল্লো, আগাব, অননিয়, ফিলিক্স, ফীষ্ট, আগ্রিপ্প, লূক।

প্রধান স্থানসমূহ:

জেরুশালেম, সামেরিয়া, লূদিয়া, যাফো, এন্টিয়ক, সাইপ্রাস, পিষিদিয়া, ফিলিপীয়, থিষলনীকীয়, বিরয়া, এথেনস্, করিন্থ, ইফিষীয়, সীজারিয়া, মাল্টা, রোম।

কিতাবটির রূপরেখা:

১. পিতরের পরিচর্যা কাজ এবং প্যালেস্টাইনে মণ্ডলীর সূচনা (অধ্যায় ১-১২)

ক. এহুদিয়া, গালীল ও সামেরিয়া (১:১-৯:৩১; ৯:৩১)

(১) ভূমিকা (১:১-২)

(২) ঈসা মসীহের পুনরুত্থান পরবর্তী পরিচর্যা কাজ (১:৩-১১)

(৩) পাক-রূহের জন্য প্রতীক্ষা (১:১২-২৬)

(৪) পাক-রূহের অবতরণ (অধ্যায় ২)

(৫) জন্মখঞ্জকে সুস্থকরণ এবং ফলস্বরূপ পিতর ও ইউহোন্নাকে গ্রেফতার (৩:১-৪:৩১)

(৬) ঈমানদারদের সহায়-সম্পত্তির সহভাগিতা (৪:৩২-৫:১১)

(৭) প্রেরিতদের উপর জুলুম ও নির্যাতন (৫:১২-৪২)

(৮) সাতজন পরিচারকের নির্বাচন (৬:১-৭)

খ. স্তিফানের বন্দীত্ব ও মৃত্যুবরণ (৬:৮-৭:৬০)
গ. জেরুশালেমের ঈমানদারদের ছড়িয়ে পড়া (৮:১-৪)
ঘ. ফিলিপের পরিচর্যা কাজ (৮:৫-৪০)
ঙ. সামেরিয়ায় (৮:৫-২৫)
চ. ইথিয়পীয় নপুংসকের কাছে (৮:২৬-৪০)
ছ. শৌলের মন পরিবর্তন (৯:১-৩১)
জ.ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খিয়া (৯:৩২-১২:২৫; ১১:১৯)
ঝ. ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে পিতরের পরিচর্যা কাজ (৯:৩২-১১:১৮)
ঞ. ঐনিয় ও দর্কার কাছে (৯:৩২-৪৩)
ট. কর্ণীলিয়ের কাছে (১০:১-১১:১৮)
ঠ. আন্তিয়খিয়াতে নতুন পরজাতীয় মণ্ডলী (১১:১৯-৩০)
ড. মণ্ডলীতে হেরোদের অত্যাচার এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু (অধ্যায় ১২)
২. পৌলের পরিচর্যা কাজ এবং আন্তিয়খিয়া থেকে রোম পর্যন্ত মণ্ডলীর বিস্তার (অধ্যায় ১৩-২৮)
ক. ফরুগিয়া ও গালাতিয়া (১৩:১-১৫:৩৫; ১৬:৬)
- পৌলের প্রথম তবলিগ যাত্রা (অধ্যায় ১৩-১৪)
- জেরুশালেমে প্রেরিতদের সভা (১৫:১-৩৫)
খ. মেসিডোনিয়া (১৫:৩৬-২১:১৬; ১৬:৯)
- পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রা (১৫:৩৬-১৮:২২)
- পৌলের তৃতীয় তবলিগ যাত্রা (১৮:২৩-২১:১৬)
গ. রোম (২১:১৭−২৮:৩১; ২৮:১৪)
- জেরুশালেমে পৌলের কারাবন্দীত্ব (২১: ১৭−২৩:৩৫)
ক. গ্রেফতার (২১:১৭-২২:২৯)
খ. মহাসভার সম্মুখে বিচার (২২:৩০-২৩-১১)
গ. সিজারিয়ায় স্থানান্তর (২৩:১২-৩৫)
ঘ. সিজারিয়াতে পৌলের কারাবন্দীত্ব (অধ্যায় ২৪-২৬)
ক. ফিলিক্সের সম্মুখে বিচার (অধ্যায় ২৪)
খ. ফীষ্টের সম্মুখে বিচার (২৫:১-১২)
গ. ফিষ্ট ও আগ্রিপ্পের সম্মুখে শুনানি (২৫:১৩-২৬:৩২)
৩. রোম যাত্রা (২৭:১-২৮:১৫)
৪. রোমে দু'বছর গৃহবন্দীত্ব (২৮:১৬-৩১)

সুসমাচারের বিস্তার লাভ					
	প্রেরিত ১-১২	কেন্দ্র: জেরুশালেম	প্রধান ব্যক্তি: পিতর	সুসমাচার: ইহুদীদের কাছে	তবলিগ: ইহুদীদের কাছে
	প্রেরিত ১৩-২৮	কেন্দ্র: এন্টিয়ক	প্রধান ব্যক্তি: পৌল	তবলিগ: দুনিয়ার শেষ সীমা	তবলিগ: অ-ইহুদীদের কাছে

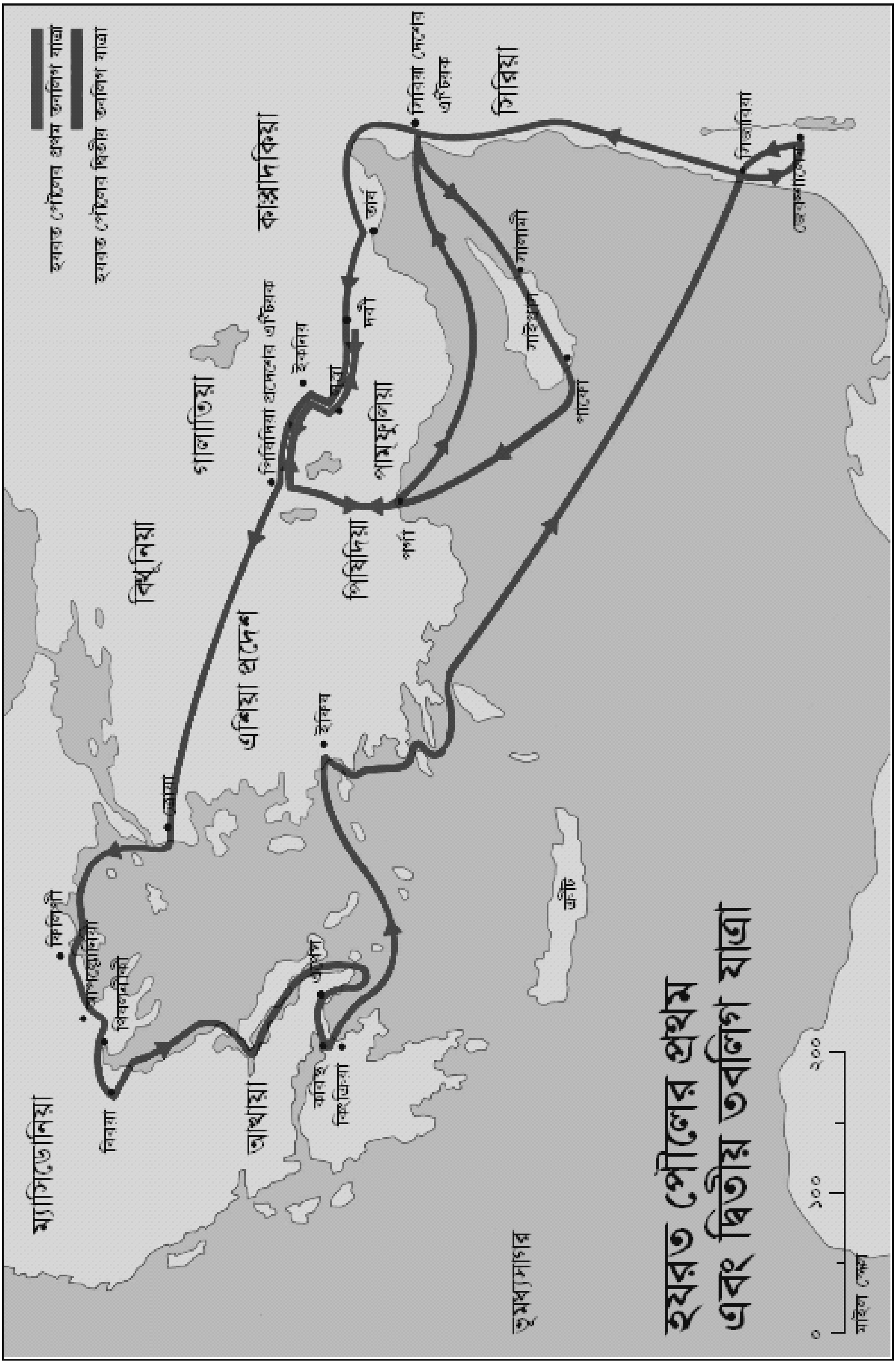

BACIB International Bible CHURCH

প্রেরিতদের যুগের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক তালিকা

ঘটনাবলী	*কিতাবের অংশ*	*সময়কাল*
পঞ্চাশত্তমী	প্রেরিত অধ্যায় ২	মে ৩৩ খ্রী:
পিতরের দ্বিতীয় বক্তৃতা ও মহাসভায় সমন	প্রেরিত ৩:১-৪:৩১	৩৩ খ্রী:
অনানিয় ও সাফিরার মৃত্যু	প্রেরিত ৪:৩২-৫:১১	৩৩-৩৪ খ্রী:
মহাসভার সামনে পিতর	প্রেরিত ৫:১২-৪২	৩৪-৩৫ খ্রী:
প্রথম মণ্ডলীর পরিচারক নির্বাচন	প্রেরিত ৬:১-৭	৩৪ এর শেষ-৩৫ খ্রী: এর শুরু
স্তিফানের সাক্ষ্যমর হওয়া	প্রেরিত ৬:৮-৭:৬০	এপ্রিল ৩৫ খ্রী:
পৌলের মন পরিবর্তন	প্রেরিত ৯:১-৭	গ্রীষ্ম ৩৫ খ্রী:
দামেস্ক ও আরবে পৌল	প্রেরিত ৯:৮-২৫; গালা ১:১৬-১৭	গ্রীষ্ম ৩৫ - ৩৭ খ্রী: গ্রীষ্মের শুরু
জেরুশালেমে পৌলের প্রথম যাত্রা	প্রেরিত ৯:২৬-২৯; গালা ১:১৮-২০	গ্রীষ্ম ৩৭ খ্রী:
পৌল তার্ষ ও সিরিয়া-কিলিকিয়ায় যান	প্রেরিত ৯:৩০; গালা ১:২১	শরৎ ৩৭ খ্রী:
পিতর অ-ইহুদীদের মাঝে পরিচর্যা কাজ করেন	প্রেরিত ১০:১–১১:১৮	৪০-৪১ খ্রী:
বার্নাবাস আন্তিয়খিয়ায় যান	প্রেরিত ১১:১৯-২৪	৪১ খ্রী:
পৌল আন্তিয়খিয়ায় যান	প্রেরিত ১১:২৫-২৬	বসন্ত ৪৩ খ্রী:
আগাব দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেন	প্রেরিত ১১:২৭-২৮	বসন্ত ৪৪ খ্রী:
আগ্রিপ্পের অত্যাচার, ইয়াকুব সাক্ষ্যমর হন	প্রেরিত ১২:১-২৩	বসন্ত ৪৪ খ্রী:
ত্রাণ নিয়ে যাত্রা, জেরুশালেমে পৌলের দ্বিতীয় যাত্রা	প্রেরিত ১১:৩০; গালা ২:১-১০	শরৎ ৪৭ খ্রী:
আন্তিয়খিয়াতে পৌল	প্রেরিত ১২:২৫-১৩:১	শরৎ ৪৭, বসন্ত ৪৮ খ্রী:
প্রথম তবলিগ যাত্রা	প্রেরিত ১৩:২-১৪:২৮	এপ্রিল ৪৮-সেপ্টেম্বর ৪৯ খ্রী:
আন্তিয়খিয়া থেকে গমন		এপ্রিল ৪৮ খ্রী:
সাইপ্রাস দ্বীপ		এপ্রিল-জুন ৪৮ খ্রী:
পাফঃ		মধ্য জুলাই পর্যন্ত ৪৮ খ্রী:
পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া		মধ্য জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ৪৮
ইকনিয়		অক্টোবর ৪৮-ফেব্রুয়ারি ৪৯ খ্রী:
লুস্ত্রা ও দর্বী		মার্চ-মধ্য জুন ৪৯ খ্রী:
পুনরায় মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন		মধ্য জুন-আগষ্ট ৪৯ খ্রী:
সিরিয়া-আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন		সেপ্টেম্বর ৪৯ খ্রী:
আন্তিয়খিয়ায় পিতর	গালা ২:১১-১৬	শরৎ ৪৯ খ্রী:
আন্তিয়খিয়া থেকে পৌলের গালাতীয় পত্র পাঠানো		শরৎ ৪৯ খ্রী:
জেরুশালেম প্রেরিতদের সভা, পৌলের তৃতীয় যাত্রা	প্রেরিত ১৫	শরৎ ৪৯ খ্রী:
আন্তিয়খিয়ায় পৌল	প্রেরিত ১২:২৫-১৩:১	শীত ৪৯-৫০ খ্রী:
পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রা	প্রেরিত ১৫:৩৬-১৮:২২	এপ্রিল ৫০-সেপ্টেম্বর ৫২ খ্রী:
আন্তিয়খিয়া থেকে গমন		এপ্রিল ৫০ খ্রী:
সিরিয়া ও কিলিকিয়া		এপ্রিল ৫০ খ্রী:
লুস্ত্রা ও দর্বী		মে ৫০ খ্রী:
ইকনিয়		মে শেষ-মধ্য জুন ৫০ খ্রী:
পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া		মধ্য জুন-জুলাই প্রথম দিক ৫০ খ্রী:
আন্তিয়খিয়া থেকে ত্রোয়া		জুলাই ৫০ খ্রী:
ফিলিপী		আগষ্ট-অক্টোবর ৫০ খ্রী:
থিষলনীকী		নভেম্বর ৫০-জানুয়ারী ৫১ খ্রী:

বিরয়া		ফেব্রুয়ারি ৫১ খ্রী:
এথেন্স		ফেব্রুয়ারি-মধ্য মার্চ ৫১ খ্রী:
করিন্থে আগমন		মধ্য মার্চ ৫১ খ্রী:
বিরয়া থেকে সীল ও তীমথির আগমন		এপ্রিল/মে ৫১ খ্রী:
করিন্থ থেকে ১ম থিষলনীকীয় পত্র পাঠানো		গ্রীষ্মের প্রথম দিক ৫১ খ্রী:
করিন্থ থেকে ২য় থিষলনীকীয় পত্র পাঠানো		গ্রীষ্ম ৫১ খ্রী:
করিন্থ থেকে প্রস্থান		সেপ্টেম্বর প্রথম দিক ৫২ খ্রী:
ইফিষ		মধ্য সেপ্টেম্বর ৫২ খ্রী:
জেরুশালেমে পৌলের চতুর্থ যাত্রা		সেপ্টেম্বরের শেষ দিক ৫২
আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন		নভেম্বরের প্রথম/মধ্যভাগ ৫২
আন্তিয়খিয়ায় পৌলের অবস্থান		শীত ৫২/৫৩ খ্রী:
তৃতীয় তবলিগ যাত্রা	প্রেরিত ১৮:২৩-২১:১৬	বসন্ত ৫৩-মে ৫৭ খ্রী:
আন্তিয়খিয়া থেকে প্রস্থান		বসন্ত ৫৩ খ্রী:
গালাতীয় মণ্ডলী পরিদর্শন		বসন্ত-গ্রীষ্ম ৫৩ খ্রী:
ইফিষে আগমন		সেপ্টেম্বর ৫৩ খ্রী:
ইফিষ থেকে ১ম করিন্থীয় পত্র রচনা		বসন্তের প্রথম দিক ৫৬ খ্রী:
ইফিষ থেকে প্রস্থান (দাঙ্গা)		মের প্রথম দিক ৫৬ খ্রী:
ত্রোয়া		মে ৫৬ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়ার আগমন		জুনের প্রথম দিক ৫৬ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়া থেকে ২য় করিন্থীয় পত্র রচনা		সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ৫৬ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়া থেকে প্রস্থান		মধ্য নভেম্বর ৫৬ খ্রী:
করিন্থে আগমন		নভেম্বরের শেষ দিক ৫৬ খ্রী:
করিন্থ থেকে রোমীয় পত্র পাঠানো		শীত ৫৬/৫৭ খ্রী:
করিন্থ থেকে প্রস্থান		ফেব্রুয়ারির শেষভাগ ৫৭ খ্রী:
ফিলিপী		এপ্রিল ৬-১৪, ৫৭ খ্রী:
ত্রোয়া		এপ্রিল ১৯-২৫, ৫৭ খ্রী:
ত্রোয়া থেকে আঃস		সোমবার, এপ্রিল ২৫, ৫৭ খ্রী:
আঃস থেকে মিতুলীনী		এপ্রিল ২৬, ৫৭ খ্রী:
মিতুলীনী থেকে খীয়		এপ্রিল ২৭, ৫৭ খ্রী:
খীয় থেকে সামঃ		এপ্রিল ২৮, ৫৭ খ্রী:
সামঃ থেকে মিলেটাস		এপ্রিল ২৯, ৫৭ খ্রী:
ইফিষীয় প্রাচীনগণ পৌলের সাথে সাক্ষাৎ করেন		এপ্রিল ৩০-মে ২, ৫৭ খ্রী:
মিলেটাস থেকে পাতারা		মে ২-৪, ৫৭ খ্রী:
পাতারা থেকে টায়ার		মে ৫-৯, ৫৭ খ্রী:
টায়ারে অবস্থান		মে ১০-১৫, ৫৭ খ্রী:
টায়ার থেকে সিজারিয়া		মে ১৭-১৯, ৫৭ খ্রী:
সিজারিয়ায় অবস্থান		মে ১৯-২৫, ৫৭ খ্রী:
সিজারিয়া থেকে জেরুশালেম		মে ২৫-২৭, ৫৭ খ্রী:
জেরুশালেম পৌলের পঞ্চম যাত্রা		মে ২৭-৫৭ খ্রী:
পঞ্চাশত্তমীতে ইয়াকুবের সাথে সাক্ষাৎ	প্রেরিত ২১:১৩-২৩	মে ২৮, ৫৭ খ্রী:
পৌলের বন্দীত্ব ও ফীলিক্সের সম্মুখে বিচার		প্রেরিত ২১:২৬-২৪:২২
মে ২৯-জুন ৯, ৫৭ খ্রী:		
পাক-সাফকরণের প্রথম দিন		রবিবার, মে ২৯, ৫৭ খ্রী:
পাক-সাফকরণের দ্বিতীয় দিন		মে ৩০, ৫৭ খ্রী:
পাক-সাফকরণের তৃতীয় দিন		মে ৩১, ৫৭ খ্রী:
পাক-সাফকরণের চতুর্থ দিন		জুন ১, ৫৭ খ্রী:
পাক-সাফকরণের পঞ্চম দিন, দাঙ্গা, পৌলের বক্তৃতা		জুন ২, ৫৭ খ্রী:

BACIB International Bible CHURCH

মহাসভার সামনে পৌল		জুন ৩, ৫৭ খ্রী:
প্রভুর দেখা দান (রাতে)		জুন ৪, ৫৭ খ্রী:
ষড়যন্ত্র (দিনে)		জুন ৪, ৫৭ খ্রী:
আন্তিপাত্রির দিকে যাত্রা (রাতে)		জুন ৫, ৫৭ খ্রী:
সিজারিয়ার দিকে যাত্রা (দিনে)		জুন ৫, ৫৭ খ্রী:
বিচারের জন্য সিজারিয়ায় অপেক্ষা		জুন ৫-৯, ৫৭ খ্রী:
ফীলিক্সের সামনে বিচার		জুন ৯, ৫৭ খ্রী:
ফীলিক্স ও দ্রুষিল্লার সামনে পৌল	প্রেরিত ২৪:২৪-২৭	জুন ৫৭ খ্রী:
সিজারিয়ায় কারাবরণ	প্রেরিত ২৪:২৭-২৬:৩২	জুন ৫৭-আগষ্ট ৫৯ খ্রী:
ফীষ্টের সামনে বিচার		জুলাই ৫৯ খ্রী:
আগ্রিপ্পের সামনে বিচার		আগষ্টের প্রথম দিক, ৫৯ খ্রী:
রোমের দিকে যাত্রা	প্রেরিত ২৭:১-২৮:২৯	আগষ্ট ৫৯-ফেব্রুয়ারি ৬০ খ্রী:
সিজারিয়া থেকে প্রস্থান		মধ্য আগষ্ট ৫৯ খ্রী:
মুরা		সেপ্টেম্বরের প্রথমদিক ৫৯ খ্রী:
সুন্দর পোতাশ্রয়		অক্টোবর ৫-১০, ৫৯ খ্রী:
মাল্টায় ঝড়ের কবলে জাহাজ		অক্টোবরের শেষ দিক ৫৯ খ্রী:
মাল্টা থেকে প্রস্থান		ফেব্রুয়ারির প্রথম ৬০ খ্রী:
রোমে আগমন		ফেব্রুয়ারির শেষ দিক ৬০ খ্রী:
রোমে প্রথম কারাবরণ	প্রেরিত ২৮:৩০	ফেব্রুয়ারি ৬০-মার্চ ৬২ খ্রী:
রোম থেকে ইফিষীয় পত্র রচনা		শরৎ ৬০ খ্রী:
রোম থেকে কলসীয় পত্র রচনা		শরৎ ৬১ খ্রী:
রোম থেকে ফিলীমন পত্র রচনা		শরৎ ৬১ খ্রী:
রোম থেকে ফিলিপীয় পত্র রচনা		বসন্তের প্রথমে ৬২ খ্রী:
প্রভুর ভাই ইয়াকুব সাক্ষ্যমর হন		বসন্ত ৬২ খ্রী:
কারাগার থেকে মুক্তি		বসন্ত ৬২-শরৎ ৬৭ খ্রী:
ইফিষ ও কলসে পৌল		বসন্ত থেকে শরৎ ৬২ খ্রী:
পিতরের রোম যাত্রা		৬২ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়ায় পৌল		গ্রীষ্মের শেষ ৬২-শীত ৬২/৬৩ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়া থেকে ১ম তীমথিয় পত্র পাঠানো		শরৎ ৬২ খ্রী:
এশিয়া মাইনরে পৌল		বসন্ত ৬৩-বসন্ত ৬৪ খ্রী:
স্পেনে পৌল		বসন্ত ৬৪-বসন্ত ৬৬ খ্রী:
ঈসায়ীরা অত্যাচারিত, পিতর সাক্ষ্যমর হন		গ্রীষ্ম ৬৪ খ্রী:
ক্রীট দ্বীপে পৌল		গ্রীষ্মের প্রথমে ৬৬ খ্রী:
এশিয়া মাইনরে পৌল		গ্রীষ্ম-শরৎ ৬৬ খ্রী:
এশিয়া মাইনর থেকে তীত পত্র রচনা		গ্রীষ্ম ৬৬ খ্রী:
নিকোপলিতে পৌল		শীত ৬৬/৬৭ খ্রী:
ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসে পৌল		বসন্ত -শরৎ ৬৭ খ্রী:
পৌলের বন্দীত্ব ও রোমে আনয়ন		শরৎ ৬৭ খ্রী:
রোমে দ্বিতীয় কারাবরণ		শরৎ ৬৭–বসন্ত ৬৮ খ্রী:
রোম থেকে ২য় তীমথিয় পত্র পাঠানো		শরৎ ৬৭ খ্রী:
পৌলের মৃত্যু		বসন্ত ৬৮ খ্রী:
জেরুশালেম নগরীর ধ্বংস সাধন		সেপ্টেম্বর ২, ৭০ খ্রী:

পাক-রূহের আগমনের প্রতিজ্ঞা

১ ১ হে থিয়ফিল, প্রথম কিতাবটি আমি সেসব
বিষয় নিয়ে রচনা করেছি, যা ঈসা সেদিন
পর্যন্ত যে সব কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ
করেছিলেন, ২ যে দিনে তিনি তাঁর মনোনীত
প্রেরিতদেরকে পাক-রূহ্ দ্বারা হুকুম দিয়ে ঊর্ধ্বে
নীত হলেন। ৩ তিনি তাঁর দুঃখভোগের পরে
তাঁদের কাছে অনেক প্রমাণ দ্বারা দেখালেন যে,
তিনি জীবিত আছেন। ফলত তিনি চল্লিশ দিন
যাবৎ তাঁদেরকে দর্শন দিলেন এবং আল্লাহ্‌র
রাজ্যের বিষয় নানান কথা বললেন। ৪ একবার
তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি
তাঁদের এই হুকুম দিলেন, তোমরা জেরুশালেম
থেকে প্রস্থান করো না, কিন্তু পিতার ওয়াদা করা
যে দানের কথা আমার কাছে শুনেছ তার
অপেক্ষায় থাক। ৫ কেননা ইয়াহিয়া পানিতে
বাপ্তিস্ম দিতেন বটে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই
তোমাদের পাক-রূহে বাপ্তিস্ম হবে।

ঈসা মসীহের বেহেশতে গমন

৬ অতএব তাঁরা একত্র হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইসরাইলের
হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? ৭ তিনি তাঁদেরকে
বললেন, যেসব সময় বা কাল পিতা নিজের
কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের
জানবার বিষয় নয়। ৮ কিন্তু পাক-রূহ্ তোমাদের
উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর
তোমরা জেরুশালেমে, সমুদয় এহুদিয়া ও
সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত
আমার সাক্ষী হবে। ৯ এই কথা বলবার পর
তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে নীত হলেন এবং
একখানি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টিপথের আড়ালে
নিয়ে গেল। ১০ তিনি যাচ্ছেন, আর তাঁরা
আসমানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, এমন
সময়ে দেখ, সাদা কাপড় পরা দু'জন পুরুষ
তাঁদের কাছে দাঁড়ালেন; ১১ আর তাঁরা বললেন,
হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে
আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? এই যে
ঈসা তোমাদের কাছ থেকে বেহেশতে ঊর্ধ্বে
নীত হলেন, তাঁকে যেভাবে বেহেশতে তুলে
নেওয়া হল সেভাবে তিনি ফিরে আসবেন।

এহুদার পরিবর্তে মত্তথিয়কে বেছে নেওয়া

১২ তখন তাঁরা জৈতুন নামক পর্বত থেকে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। সেই পর্বতটি
জেরুশালেমের নিকটবর্তী, প্রায় অর্ধেক মাইলের

[১:১] লূক ১: ১-৪; ৩:২৩।
[১:২] মার্ক ১৬:১৯; ৬:৩০;মথি ২৮:১৯,২০; ইউ ১৩:১৮; ১৫:১৬,১৯।
[১:৩] মথি ২৮:১৭; লূক ২৪:৩৪,৩৬; ইউ ২০:১৯,২৬; ২১:১,১৪; ১করি ১৫:৫ -৭; মথি ৩:২।
[১:৪] জবুর ২৭:১৪; লূক ২৪:৪৯; ইউ ১৪:১৬।
[১:৫] মার্ক ১:৪; ১:৮।
[১:৬] মথি ১৭:১১; প্রেরিত ৩:২১।
[১:৭] দ্বিঃবিঃ ২৯:২৯; জবুর ১০২:১৩; মথি ২৪:৩৬।
[১:৮] লূক ২৪:৪৮; মথি ২৮:১৯
[১:৯] মার্ক ১৬:১৯
[১:১০] ইউ ২০:১২
[১:১১] মেথি ১৬:২৭
[১:১২] লূক ২৪:৫২; মথি ২১:১

১:১ প্রথম কিতাবটি। লূক লিখিত সুসমাচার। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবটিও একই ব্যক্তির জন্য রচিত হয়েছে, যার নাম থিয়ফিল।

কাজ করতে ... আরম্ভ করেছিলেন। লূকের সুসমাচারের যথাযথ সারাংশ, যা বোঝায় যে, ঈসা মসীহের কাজ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও পাক-রূহের পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে প্রেরিতদের মাঝে অব্যাহত রয়েছে।

১:২ মনোনীত প্রেরিত। লূক মসীহের বারোজন সাহাবীকে বোঝাতে সব সময় 'প্রেরিত' সম্বোধনটি ব্যবহার করেছেন।

পাক-রূহ্ দ্বারা। ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদেরকে পুনরুত্থানের পর পাক-রূহের নির্দেশ অনুসারে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী আয়াতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, প্রেরিতগণ যে সমস্ত কাজ করেছেন তা মূলত পাক-রূহ্ই সম্পন্ন করেছেন। লূক বিশেষভাবে পাক-রূহ্ ও তাঁর কার্যকর ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঊর্ধ্বে নীত হলেন। লূক লিখিত সুসমাচারের শেষ দৃশ্য (২৪: ৫০-৫২) এবং প্রেরিত কিতাবের প্রারম্ভিক দৃশ্য (১:৬-১১)। ঈসা মসীহ্ তাঁর পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর বেহেশতে আরোহণ করেছিলেন (আয়াত ৩)।

১:৩ অনেক প্রমাণ। পুনরুত্থানের পর সাহাবীদের কাছে ঈসা মসীহের দেখা দেওয়ার ঘটনাবলী।

চল্লিশ দিন ... দর্শন দিলেন। ঈসায়ী দিনপঞ্জি অনুসারে পুনরুত্থানের পর চল্লিশতম দিনে ঈসা মসীহ্ বেহেশতে আরোহণ করেছিলেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সাহ-াবীদেরকে বিভিন্ন সময়ে দর্শন দিয়েছেন এবং তাঁদের পরিচর্যা করেছেন।

১:৪ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিতাবের এই অংশে সহভাগিতা ও ঘনিষ্ঠতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

পিতার অঙ্গীকৃত যে দান। পাক-রূহ্।

১:৫ কয়েক দিনের মধ্যেই। ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের দশ দিন পরেই ছিল পঞ্চাশত্তমীর দিন, যখন পাক-রূহের কাঙ্ক্ষিত বাপ্তিস্ম ঘটেছিল।

১:৬ ইসরাইলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? তাঁদের জাতির লোকদের মত তাঁরাও বিদেশী আধিপত্য থেকে ইসরাইল জাতির মুক্তি এবং পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করছিলেন। এই কারণে পাক-রূহের আগমনের উল্লেখ তাঁদেরকে অবাক করেছিল।

১:৮ দুনিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। পৃথিবী গোলাকার, এর কোন প্রান্ত নেই। তাই এই উক্তির মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্ মূলত অবিরাম সুসমাচার তবলিগের জন্য আদেশ দান করেছেন, যেন সর্বস্থানে সব সময় তাঁর নাম তবলিগককৃত হতে থাকে।

১:৯ একখানি মেঘ। মসীহ্ যখন উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছিলেন, সে সময় তাঁর চারপাশে এ ধরনের মেঘ জড়ো হয়েছিল (লূক ৯:৩৪-৩৫; হিজ ১৬:১০; জবুর ১০৪:৩); এই মেঘ বেহেশতী গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে।

১:১০ সাদা কাপড় পরা দু'জন পুরুষ। ফেরেশতা। সাধারণত ফেরেশতাদের কথা বলতে গেলে এভাবেই বলা হত।

১:১১ গালীলীয় লোকেরা। বারো জন সাহাবীর মধ্যে ঈষ্কোরিয়োতীয় এহুদা ছাড়া বাকি সকলে গালীল থেকে এসেছিলেন; কাজেই এখন আর এহুদা না থাকায় তাঁদেরকে একত্রে গালীলীয় বলে সম্বোধন করা যায়।

যেরূপে ... সেরূপে। বেহেশতে আরোহণের সময় মসীহ্ যে মহিমা ধারণ করেছিলেন, তিনি দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এই একই মহিমা ধারণ করবেন।

১:১২ জৈতুন নামক পর্বত। মসীহের বেহেশতারোহণ ঘটেছিল জেরুশালেম ও বৈথনিয়ার মাঝামাঝি পর্বতের পূর্ব পাশে (লূক ৯:২৮-২৯,৩৭; ১৯:২৯; জাকা ১৪:৪; মার্ক ১১:১ দেখুন)।

পথ। ১৩ নগরে প্রবেশ করলে পর তাঁরা যেখানে
অবস্থান করছিলেন, সেই উপরের কুঠরিতে
গেলেন। এঁরা ছিলেন পিতর, ইউহোন্না, ইয়াকুব ও
আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি,
আলফেয়ের পুত্র ইয়াকুব ও উদ্‌যোগী শিমোন
এবং ইয়াকুবের (ভাই) এহুদা। ১৪ এঁরা সকলে
স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এবং ঈসার মা মরিয়মের ও
তাঁর ভাইদের সঙ্গে এক চিত্তে মুনাজাতে নিবিষ্ট
রইলেন।

এহুদার পদে এক জন প্রেরিতের নিয়োগ

১৫ সেই সময়ে এক দিন যখন অনুমান এক
শত বিশ জন এক স্থানে সমবেত ছিলেন তখন
পিতর ভাইদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, ১৬ 'হে
ভাইয়েরা, এহুদার বিষয়ে পাক-রূহ্‌ দাউদের মুখ
দিয়ে আগেই যা বলেছিলেন, সেই কিতাবের কথা
পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। যারা ঈসাকে ধরেছিল,
এই এহুদাই তাদের পথ-প্রদর্শক হয়েছিল;
১৭ কেননা সেই ব্যক্তি আমাদেরই এক জন ছিল
এবং এই পরিচর্যা-কাজের অধিকার পেয়েছিল।'
১৮ সে অধর্মের বেতন দ্বারা একখণ্ড ভূমি ক্রয়
করলো এবং সেই ভূমিতে অধোমুখে পড়ে তার

[১:১৩] প্রেরিত ৯:৩৭; ২০:৮; মথি ১০:২-৪; মার্ক ৩:১৬-১৯; লূক ৬:১৪-১৬। [১:১৪] লূক ১৮:১; রোমীয় ১:১০; লূক ২৩:৪৯,৫৫; মথি ১২:৪৬। [১:১৬] রোমীয় ৭:১; মথি ১:২২; ১০:৪। [১:১৭] ইউ ৬:৭০,৭১। [১:১৮] মথি ২৬:১৪,১৫; ২৭:৩-১০। [১:১৯] ইউ ৫:২। [১:২০] জবুর ৬৯:২৫; ১০৯:৮। [১:২২] মার্ক ১:৪; আঃ ৮; লূক ২৪:৪৮। [১:২৪] প্রেরিত ৬:৬; ১৩:৩; ১৪:২৩; প্রকা ২:২৩;

পেট ফেটে গেল ও নাড়িভুঁড়িগুলো বের হয়ে
পড়লো। ১৯ আর জেরুশালেম-নিবাসী সকল
লোকে তা জানতে পেরেছিল; এজন্য তাদের
ভাষায় ঐ ক্ষেত হকলদামা, অর্থাৎ রক্তক্ষেত,
নামে আখ্যাত। ২০ পিতর আরও বললেন, 'বস্তুত
জবুর শরীফে লেখা আছে,

"তার নিবাস শূন্য হোক,
তাতে বাস করে,
এমন কেউ না থাকুক;" এবং
"অন্য ব্যক্তি তার নেতার পদ প্রাপ্ত হোক।"

২১ অতএব ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম থেকে আরম্ভ করে,
যেদিন প্রভু ঈসা আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে
নীত হন, সেদিন পর্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের
কাছে ভিতরে আসতেন ও বাইরে যেতেন, তত
দিন সব সময় যাঁরা আমাদের সহচর ছিলেন,
২২ তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে
তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়া আবশ্যক।'
২৩ তখন তাঁরা ইউসুফ, যাঁকে বার্শব্বা বলে ডাকে
এবং যাঁর উপাধি যুষ্ট এবং মত্তথিয়– এই দুই
জনকে দাঁড় করালেন। ২৪ এর পরে তাঁরা
মুনাজাত করলেন, হে প্রভু, তুমি সকলের

১:১৩ উপরের কুঠরী। সম্ভবত প্রভুর শেষ ভোজ যেখানে পালিত হয়েছিল সেই স্থানের মত একটি দোতলা ঘরের উপরের কক্ষ (মার্ক ১৪:১৫) অথবা মার্কের মা মরিয়মের গৃহের উপরের কক্ষ (প্রেরিত ১২:১২)।

বর্থলময়। ইউহোন্না তাঁকে নথনেল নামে সম্বোধন করেছেন (ইউ ১:৪৫-৪৯; ২১:২)।

আলফেয়ের পুত্র ইয়াকুব। ছোট ইয়াকুব (মার্ক ১৫:৪০)।

ইয়াকুবের ভাই এহুদা। থদ্দেয়, ঈষ্কোরিয়োতীয় এহুদা নয়।

১:১৪ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে। সম্ভবত প্রেরিতদের স্ত্রীরা (১ করি ৯:৫) এবং ঈসা যাদেরকে পরিচর্যাকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছিলেন সেই সমস্ত নারীরা (মথি ২৭:৫৫; লূক ৮:২-৩; ২৪:২২)।

ঈসার মা মরিয়ম। কিতাবুল মোকাদ্দসে এখানেই শেষবারের মত তাঁর উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাঁর ভাইদের সঙ্গে। এই ভাইদের মধ্যে ইয়াকুব রয়েছেন, যিনি পরবর্তী সময়ে মণ্ডলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন পরিচর্যাকারী হয়ে উঠেছিলেন (লূক ৮:১৯; প্রেরিত ১২:১৭; ১৫:১৩; গালা ২:৯)।

১:১৫ একশো বিশ জন। এই সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইহুদী প্রথা অনুসারে এটি একটি পরিষদ গঠন করার জন্য ন্যূনতম উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা। ইহুদীদের মধ্যে একজন বিচারক কমপক্ষে দশ জনকে শাসন করতেন বা দশ জনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। সেই অর্থে প্রাথমিক মণ্ডলী ইতোমধ্যে একটি সমাজ হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং তাদের বারো জন নেতারও প্রয়োজন ছিল।

১:১৬ কিতাবের কথা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। কিতাবের এই কথা ২০ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে (জবুর ৬৯:২৫; ১০৯:৮)। জবুর শরীফের অসংখ্য গজল মসীহের উদ্দেশে রচিত হয়েছে।

১:১৮ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করলো। পরোক্ষভাবে সে এই ভূমি ক্রয় করেছিল, অর্থাৎ যে টাকা সে ইমামদের ফিরিয়ে দিয়েছিল তা কুম্ভকারের জমি কিনতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

অধোমুখে পতিত হলে। মথি ২৭:৫ আয়াত অনুসারে এহুদা গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। হতে পারে দড়ি ছিঁড়ে তার শরীর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিংবা তার শরীর পচে গলে গিয়ে খণ্ডাংশ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

১:১৯ হকলদামা। একটি অরামীয় শব্দ, যার অর্থ 'রক্তক্ষেত্র'। নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক এহুদার পরিণতি সম্পর্কে জানতো তারাই জায়গাটিকে এই নামে সম্বোধন করতো (মথি ২৭:৩-৮)।

১:২০ লেখা আছে। জবুর শরীফের দু'টি অংশ সমন্বিতভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, এহুদা যে শূন্যস্থান তৈরি করেছিল তা পূর্ণ করতে হবে।

১:২১ ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম থেকে আরম্ভ করে। অর্থাৎ ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের সময় থেকে, যা প্রেরিতিক তবলিগ (প্রেরিত ১০:৩৭ দেখুন) ও মার্ক লিখিত সুসমাচার জুড়ে রয়েছে।

আমাদের কাছে ... বাইরে যেতেন। অর্থাৎ প্রকাশ্যে পরিচর্যা কাজ করতেন।

১:২২ আমাদের সঙ্গে ... সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। স্পষ্টত বেশ কয়েকজন ছিলেন, যারা বারো জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও ঈসা মসীহ্‌কে অবিরত অনুসরণ করেছেন। এমনই একজন দ্বাদশ সাহাবীর শূন্য পদে আরোহণ করার জন্য যোগ্য ছিলেন।

১:২৩ বার্শব্বা। অর্থাৎ 'বিশ্রামবার-এর পুত্র'। প্রাথমিক মণ্ডলীর দু'জন ঈসায়ী ঈমানদারের নামের সাথে এই পদবী দেখা যায়, সম্ভবত তারা ভাই ছিলেন। একজন হলেন ইউসুফ, যাকে আমরা এখানে দেখতে পাই; অপরজন হলেন এহুদা, জেরুশালেমের একজন নবী, যাকে সীলের সাথে আন্তিয়খিয়াতে পাঠানো হয়েছিল (১৫:২২,৩২)।

অন্তঃকরণ জান, এহুদা নিজের স্থানে যাবার জন্য
এই যে পরিচর্যা ও প্রেরিত-পদ ছেড়ে গেছে,
[২৫] তার স্থান গ্রহণ করার জন্য তুমি এই দুইয়ের
মধ্যে যাকে মনোনীত করেছ, তাকে দেখিয়ে
দাও। [২৬] পরে তাঁরা উভয়ের জন্য গুলিবাঁট
করলেন, আর মত্তথিয়ের নামে গুলি উঠলো;
তাতে তিনি এগার জন প্রেরিতের সঙ্গে গণিত
হলেন।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পাক-রূহের অবতরণ

২ [১] পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হলে তাঁরা
সকলে এক স্থানে সমবেত হলেন। [২] তখন
হঠাৎ আসমান থেকে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দের
মত একটা আওয়াজ আসল এবং যে গৃহে তাঁরা
বসেছিলেন, সেই আওয়াজে গৃহটি পূর্ণ হয়ে
গেল। [৩] এমন সময়ে তাঁরা দেখতে পেলেন
আগুনের জিহ্বার মত অনেক জিহ্বা অংশ অংশ
হয়ে পড়ছে এবং সেই জিহ্বাগুলো এসে তাঁদের
প্রত্যেক জনের উপরে বসলো। [৪] তাতে তাঁরা
সকলে পাক-রূহে পরিপূর্ণ হলেন এবং রূহ্
তাঁদেরকে যেরকম কথা বলার শক্তি দান
করলেন, সেই অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়
কথা বলতে লাগলেন।
[৫] সেই সময়ে আসমানের নিচের সমস্ত দেশ
থেকে আগত বহু ভক্ত ইহুদীরা এসে
জেরুশালেমে বাস করছিল। [৬] আর তাদের
অনেক লোক সেই ধ্বনি শুনে সমাগত হল এবং
তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কারণ প্রত্যেক জন
তাদের নিজ নিজ ভাষায় তাঁদেরকে কথা বলতে
শুনছিল। [৭] তখন সকলে ভীষণ আশ্চর্য ও
চমৎকৃত হয়ে বলতে লাগল, দেখ, এই যে
লোকেরা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালীলীয়
নয়? [৮] তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ
নিজ মাতৃভাষায় কথা শুনছি? [৯] পার্থীয়, মাদীয় ও
ইলামীয় লোক এবং মেসোপটেমিয়া, এহুদিয়া ও
কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া, ফরুগিয়া ও
পাম্ফুলিয়া, [১০] মিসর এবং লিবিয়া দেশস্থ কুরীণীর

১শামু ১৪:৪১।
[১:২৬] প্রেরিত ২:১৪।
[২:১] লেবীয় ২৩:১৫,১৬; ১করি ১৬:৮।
[২:২] লূক ১:১৫; মার্ক ১৬:১৭।
[২:৫] লূক ২:২৫; প্রেরিত ৮:২।
[২:৭] প্রেরিত ১:১১।
[২:৯] ১পিতর ১:১; প্রেরিত ১৮:২; ১৬:৬; ১৯:১০; রোমীয় ১৬:৫; ১করি ১৬:১৯; ২করি ১:৮; প্রকা ১:৪।
[২:১০] প্রেরিত ১৬:৬;

যুষ্ট। উপরোল্লিখিত বার্শব্বার আরেক নাম ‘ইউসুফ’-এর গ্রীক রূপ।

১:২৬ গুলিবাঁট করলেন। গুলিবাঁট করার মধ্য দিয়ে প্রেরিতগণ আল্লাহ্‌কে এই নির্বাচনের সর্বাধিকার দিলেন। সাধারণত পাথর বা লাঠি দিয়ে গুলিবাঁট করা হত (১ খান্দান ২৬:১৩-১৬; নহি ১১:১; ইউনুস ১:৭; লূক ১:৯ দেখুন)। প্রাচীন ইসরাইলে গুলিবাঁট পবিত্র এক প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল এবং বেহেশতী ইচ্ছা সম্পর্কে জানার সুপ্রতিষ্ঠিত উপায় বলে তা বিবেচিত হত (মেসাল ১৬:৩৩ দেখুন), যা উরীম ও তুম্মীম দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতি থেকে প্রচলিত হয়েছে। এর মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যেত তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া হত।

২:১ পঞ্চাশত্তমীর দিন। ঈদুল ফেসাখের সপ্তাহে পালিত বিশ্রামবারের পরবর্তী ৫০তম দিন। পঞ্চাশত্তমীকে সাত সপ্তাহের ঈদ (দ্বি.বি. ১৬:১০), ফসল মাড়াইয়ের ঈদ (হিজ ২৩:১৬) এবং প্রথমজাত শস্যের ঈদও বলা হয় (শুমারী ২৮:২৬)।

তাঁরা সকলে। ১১ জন প্রেরিতসহ ১:১৩-১৫ আয়াতে বর্ণিত সকলে।

এক স্থানে। এই স্থানটি উপরের তলার কুঠরি নয়, যেখানে তারা অবস্থান করছিলেন (১:১৩); তবে তা হতে পারে বায়তুল মোকাদ্দসের পার্শ্ববর্তী কোন স্থান, কারণ প্রেরিতগণ ‘নিরন্তর বায়তুল-মোকাদ্দসে থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিলেন’ (লূক ২৪:৫৩)।

২:২ প্রচণ্ড বায়ু। আল্লাহ্‌র রূহের প্রতীক হচ্ছে নিঃশ্বাস বা বায়ু (ইহি ৩৭:৯,১৪; ইউ ৩:৮)। তাঁর রূহের আগমন শ্রবণযোগ্য (বাতাস) এবং দৃশ্যনীয় (আগুন) হিসেবে বিবেচিত হত।

২:৩ আগুনের জিহ্বা। বেহেশতী উপস্থিতির প্রতীক (হিজ ৩:২; ১৩:১২; ১৯:১৮; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:২৪,৩৮ দেখুন)। আগুনকে বিচারের সাথেও তুলনা করা হয়েছে (মথি ৩:১২ দেখুন)।

২:৪ তাঁরা সকলে। এখানে শুধুমাত্র প্রেরিতদেরকে বোঝানো হতে পারে বা ১২০ জনকে বোঝানো হতে পারে। যারা মনে করেন যে, এখানে ১২০ জনকে বোঝানো হয়েছে, তারা এটি যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর (আয়াত ১৭-১৮) পূর্ণতা বলে মনে করেন, যেখানে ১২ জন প্রেরিতের চেয়ে অধিকজন যুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন যে, এখানে ১২ জন প্রেরিতকে বোঝানো হয়েছে (২:১ আয়াতের টীকা দেখুন)।

পাক-রূহে পরিপূর্ণ হলেন। তাদের রূহ্ সম্পূর্ণরূপে পাক-রূহের নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হল।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। যে সব ভাষা তাঁরা আগে জানতেন না, পাক-রূহ্ তাঁদেরকে সেসব ভাষায় কথা বলতে সক্ষম করলেন। এই কিতাবে পরভাষায় কথা বলার আরো দু'টি উদাহরণ দেখা যায় (১০:৪৬ এবং ১৯:৬ আয়াত)। এখানে সাহাবীদেরকে তাদের স্থানীয় গালীলীয় তথা অরামীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিল। যারা এখানে যোগ দিয়েছিলেন অধিকাংশই সাধারণত গ্রীক ভাষায় কথা বলতেন, কেবল পূর্বাঞ্চলীয়রা, অর্থাৎ পার্থীয়, মাদীয়, পারসীয়, মেসোপটেমীয় ও সিরীয় অধিবাসীরা অরামীয় ভাষায় কথা বলতেন।

২:৫ ভক্ত ইহুদীরা। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আগত আল্লাহ্‌-ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা, যারা সে সময় জেরুশালেমে সমবেত হয়েছিল দর্শনার্থী হিসেবে বা পঞ্চাশত্তমী ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য (লূক ২:২৫)। এরা মূলত সেই সমস্ত ইহুদী, যারা বন্দীদশার সময় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

২:৬ নিজ নিজ ভাষায় ... কথা বলতে শুনছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ইহুদীরা তাদের মাতৃভাষা হিসেবে অরামীয় ভাষায় পটু ছিল, আবার সারা দুনিয়াতে গ্রীক ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত ভাষার বাইরেও তারা প্রেরিতদেরকে বিভিন্ন স্থানের ভাষায় কথা বলতে শুনছিল। তারা সকলে একই ব্যক্তির বক্তৃতা নিজ নিজ ভাষায় বুঝতে পারছিল।

২:৯ পার্থীয়। টাইগ্রিস থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা।

মাদীয়। মেসোপটেমিয়ার পূর্বে, পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিদিয়া অঞ্চলের অধিবাসীরা।

এলমীয়। পারস্য উপসাগরের উত্তরে অবস্থিত এলম অঞ্চলের অধিবাসীরা।

পরভাষায় কথা বলা

বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা প্রকাশের দু'টি দিক আছে: প্রথমত, প্রেরিত ২:১০,১৯ (সম্ভবত ৮ অধ্যায়ও) আয়াতে চিহ্ন হিসাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা; দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে দেওয়া বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দান। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার দানটি স্থায়ী ছিল না (১ করি ১৩:৯-১৩) এবং এই দান সব ঈমানদারদের দেওয়া হয় নি। এই দানের সঙ্গে ব্যাখ্যা করার দানও প্রয়োজন (১ করি ১২:১০; ১৪:১-৪০)। ব্যাখ্যা সহ চিহ্নরূপ এই দানটি ইঞ্জিল শরীফ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মণ্ডলীকে শিক্ষা দেবার মাধ্যম হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

কথা বলার প্রথম দিকটি ছিল একটি মাধ্যম যার দ্বারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে পাক-রূহ্ বনি-ইসরাইলদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন (২:৪-১৩)। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার প্রথম দিকটির তিনটি উদ্দেশ্য ছিল: (১) একটি মাধ্যম...; (২) প্রভু ঈসা যে মসীহ্ তার চিহ্নস্বরূপ; (৩) পাক-রূহের নতুন যুগ যে এসেছে তার দিক নির্দেশনা।

অ-ইহুদীদের কাছেও এই একইভাবে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার মধ্য দিয়ে পাক-রূহের দানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১০:৪৪-৪৭)।

পিতরের কাছে ও তাঁর সহ ইহুদী ঈমানদারদের কাছে প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করবার দরকার ছিল না। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, অ-ইহুদীরা পাক-রূহ্ পেয়েছে, কারণ কর্ণীলিয় ও অন্যান্য অ-ইহুদীরা পঞ্চাশত্তমী দিনের ন্যায় ইহুদীদের মতই অতি প্রাকৃতিক ভাষায় কথা বলছে।

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহাবীরা যারা পাক-রূহ্ পেয়েছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিল তারা (প্রেরিত ১৯:৬-১০) ইফিষের শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে ছিল একটি সাক্ষ্য। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যাঁকে সাধারণত ইহুদীরা আল্লাহ্র পাঠানো একজন নবী হিসেবে গ্রহণ করেছিল সেই বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহাবীরা মসীহের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর পাক-রূহ্ কর্তৃক বরপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল খুব একগুঁয়ে; তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল, যেমন নবী ইশাইয়া তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (ইশা ২৮:১১-১২; ১ করি ১৪:২২; ১ করি ১৪)।

পাক-রূহ্

গৌরবময় ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে এই সকল তথ্যসমূহ থেকে: ১) ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, যেমন বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁর ভেতরে রয়েছে, ইউ ১৪:১৭, ২৬; ১৫:২৬; ১ করি ২:১০,১১; ১২:১১। তিনি ভর্ৎসনা করেন, সাহায্য করেন, গৌরবান্বিত করেন, মধ্যস্থতা করেন, ইউ ১৬:৭-১৩; রোমীয় ৮:২৬। ২) তিনি শুধুমাত্র বিশেষ একজনকে কার্যপদে বহাল করেন। এই পদের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য জড়িত, লূক ১২:১২; প্রেরিত ৫:৩২; ১৫:২৮; ১৬:৬; ২৮:২৫; ১ করি ২:১৩; ইব ২:৪; ৩:৭; ২ পিতর ১:২১। তাঁর স্বতন্ত্র আল্লাহ্ত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত, হিজ ১৭:৭; জবুর ৯৫:৭; ইব ৩:৭-১১। বেহেশতী বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, জবুর ১৩৯:৭; ইফি ২:১৭,১৮; ১ করি ১২:১৩; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং অনন্তকাল বিরাজমান, ১ করি ২:১০,১১; লূক ১:৩৫; রোমীয় ৮:১১; ইব ৯:৪। তাঁর উপর সৃষ্টির কর্তৃত্ব এবং অলৌকিক কাজসমূহ আরোপ করা হয়েছে, পয়দা ১:২; আইউব ২৬:১৩; জবুর ১০৪:৩০; মথি ১২:২৮; ১ করি ১২:৯-১১। এবাদত-বন্দেগী তাঁর জন্য নির্ধারিত ও তাঁরই উপর আরোপিত, ইশা ৬:৩; প্রেরিত ২৮:২৫; রোমীয় ৯:১; প্রকা ১:৪; মথি ২৮:১৯।

পাক-রূহ্ আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। আমাদের নিজ নিজ রূহে পাক-রূহের উপস্থিতি সব সময় বিরাজমান থাকে। আমাদের অন্তরে তাঁর কাজই আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়, মুনাজাতের জন্য চেতনা দেয়, গুনাহের জন্য আমাদের তিরস্কার করে, মহব্বতের চেতনায় চালনা করে। তাঁর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহ্র মহান সত্যের সাক্ষ্য বহন করি। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রত্যেকটি কিতাব তাঁরই প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছে।

স্তিফানের মৃত্যুর প্রভাব	প্রথম সাক্ষ্যমর স্তিফানের মৃত্যু বৃথা যায় নি। নিচে আমরা কিছু ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই যা স্তিফানের মৃত্যুর পর ঈসায়ী ঈমানদারদের উপর শুরু হওয়া নির্যাতনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব: ১. ফিলিপের সুসমাচার তবলিগ-যাত্রা (প্রেরিত ৮:৪-১০) ২. পৌলের (শৌল) মন পরিবর্তন (প্রেরিত ৯:১-৩০) ৩. পিতরের সুসমাচার তবলিগ-যাত্রা (প্রেরিত ৯:৩২-১১:১৮) ৪. সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা (প্রেরিত ১১:১৯)

নিকটবর্তী অঞ্চল-নিবাসী এবং প্রবাসকারী
রোমীয় ইহুদী ও ইহুদী-ধর্মাবলম্বী অ-ইহুদী
লোকেরা এবং ক্রীটীয় ও আরবীয় লোক যে
আমরা, ১১ আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ওদেরকে
আল্লাহ্‌র মহৎ মহৎ কাজের কথা বলতে শুনছি।
১২ এভাবে তারা সকলে চমৎকৃত হল ও হতবুদ্ধি
হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, এর অর্থ কি?
১৩ অন্য লোকেরা পরিহাস করে বললো, ওরা মিষ্ট
আঙ্গুর-রসে মাতাল হয়েছে।

হযরত পিতরের তবলিগ

১৪ কিন্তু পিতর এগার জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে
উচ্চৈঃস্বরে তাদের কাছে বক্তৃতা করে বললেন, হে
ইহুদী লোকেরা, হে জেরুশালেম-নিবাসী সকলে,
তোমরা এই কথা জেনে রাখ এবং আমার কথা
শুন। ১৫ কেননা তোমরা যে অনুমান করছো, এরা
মাতাল, তা নয়, কারণ এখন তো সকাল নয়
ঘটিকা মাত্র। ১৬ কিন্তু এটি সেই ঘটনা, যার কথা
যোয়েল নবীর মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে,

১৭ "শেষ কালে এরকম হবে, এই কথা আল্লাহ্‌
বলছেন,
আমি মানুষের উপরে আমার রূহ্‌ সেচন
করবো;
তাতে তোমাদের পুত্ররা ও তোমাদের
কন্যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে,
আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,
এবং তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখবে।
১৮ আবার আমার গোলামদের উপরে
এবং আমার বাঁদীদের উপরে সেই সময়ে
আমি আমার রূহ্‌ সেচন করবো,
আর তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে।
১৯ আমি উপরে আসমানে নানা অদ্ভুত লক্ষণ
এবং নিচে দুনিয়াতে নানা চিহ্ন রক্ত, আগুন

১৮:২৩; ১৩:১৩;
১৪:২৪; ১৫:৩৮;
মথি ২৭:৩২।
[২:১৩] ১করি
১৪:২৩;
ইফি ৫:১৮।
[২:১৫] ১থিষ ৫:৭।
[২:১৭] শুমারী
১১:২৫; ইশা
৪৪:৩; ইহি
৩৯:২৯।
[২:১৮] প্রেরিত
২১:৯-১২।
[২:১৯] লূক
২১:১১।
[২:২০] মথি ২৪:২৯।
[২:২১] পয়দা
৪:২৬; ২৬:২৫;
জবুর ১০৫:১;
যোয়েল ২:২৮-৩২;
রোমীয় ১০:১৩।
[২:২২] মার্ক ১:২৪;
ইউ ৪:৪৮; ৩:২।
[২:২৩] ইশা
৫৩:১০;
মথি ১৬:২১;
লূক ২৪:২০।
[২:২৪] রোমীয়
৬:৪; ৮:১১;
১০:৯; ১করি ৬:১৪;
১৫:১৫;
ইফি ১:২০; কল
২:১২; ইব ১৩:২০;
১পিতর ১:২১;
ইউ ২০:৯।
[২:২৭] প্রেরিত
১৩:৩৫
[২:২৮]

ও ধোঁয়া দেখাবো।
২০ প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগমনের
আগে
সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্ত হয়ে যাবে;
২১ আর এরকম হবে, যে কেউ প্রভুর নামে
ডাকবে,
সেই নাজাত পাবে।"
২২ হে ইসরাইল লোকেরা, এসব কথা শোন।
নাসরতীয় ঈসা কুদরতি-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও
চিহ্নগুলো দ্বারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌-কর্তৃক
প্রমাণিত মানুষ; তাঁরই দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমাদের
মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ করেছেন, যা তোমরা
নিজেরাই জান। ২৩ সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তাঁর
নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের
হাতে দিলে তোমরা তাঁকে অধর্মীদের দ্বারা ক্রুশে
দিয়ে হত্যা করেছিলে। ২৪ কিন্তু আল্লাহ্‌ মৃত্যু-
যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে উঠিয়েছেন;
কেননা তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না।
২৫ কারণ দাউদ তাঁর বিষয়ে বলেন,
"আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে
দেখতাম;
কারণ তিনি আমার ডান পাশে আছেন, যেন
আমি বিচলিত না হই।
২৬ এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত ও আমার
জিহ্বা উল্লসিত হল;
আবার আমার দেহও প্রত্যাশায় প্রবাস করবে;
২৭ কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ
করবে না,
আর নিজের বিশ্বস্ত গোলামের ক্ষয় দেখতে
দেবে না।
২৮ তুমি আমাকে জীবনের পথ জানিয়েছ,
তোমার উপস্থিতি দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ

মেসোপটেমিয়া। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মাঝখানে।

কাপ্পাদকিয়া ... পাম্ফুলিয়া। এশিয়া মাইনর অঞ্চল।

২:১০ মিসর। এখানে বহু সংখ্যক ইহুদীর বসবাস ছিল; আলেকজান্দ্রিয়ার দুই-পঞ্চমাংশ অধিবাসী ছিল ইহুদী।

লিবিয়া। মিসরের পশ্চিমাঞ্চল।

২:১১ ক্রীটীয়। গ্রীসের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা।

আরবীয়রা। লোহিত সাগর ও ফোরাত নদীর মাঝে শায়িত মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা।

আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ... বলতে শুনছি। সদ্য পাক-রূহের অভিষেকপ্রাপ্ত প্রেরিতগণ প্রত্যেক আগত শ্রোতার মাতৃভাষায় আল্লাহ্‌র অলৌকিক কর্ম সকল ঘোষণা করছিলেন।

২:১৪ এগার জনের সঙ্গে। প্রেরিতগণ সকলে পাক-রূহ্‌ দ্বারা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন। এখন তারা পিতরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে সহযোগিতা করছেন, যিনি তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছেন।

২:১৫ এখন তো সকাল নয় ঘটিকা মাত্র। পঞ্চাশত্তমীর ঈদে ইহুদীরা সাধারণত সকাল ১০টা পর্যন্ত রোজা রাখতো। তাই সকালে কারও মাতাল হয়ে পড়া অত্যন্ত অসঙ্গত ঘটনা ছিল।

২:১৭-১৮ মানুষ ... পুত্র ... কন্যা ... যুবক ... প্রাচীন ... গোলাম ... বাঁদী। লিঙ্গ, বয়স ও পদমর্যাদা বিচার না করে সবার উপরে পাক-রূহ্‌ অর্পণ করা হবে।

২:১৭ শেষ কাল। ঈসা মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে শেষ কালের সূচনা ঘটেছে; এই কাল সকল প্রকার অধার্মিকতার অবসান এবং ঈসায়ী যুগের সূচনা নির্দেশ করে (ইশা ২:২; হোসিয়া ৩:৫; মিকাহ্‌ ৪:১; ১ তীম ৪:১; ২ তীম ৩:১; ইব ১:১; ১ পিতর ১:২০; ১ ইউ ২:১৮ দেখুন)।

২:২১ যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে। পাক-কালামের সাহায্য না নিয়েও শুধুমাত্র ঈমান আনার মধ্য দিয়ে (মথি ৭:২১)।

২:২২ কুদরতি-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন। ঈসা কর্তৃক কৃত এই সকল কাজ হচ্ছে মসীহ্‌ হিসেবে তাঁর সত্তার বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর আগমনের চিহ্ন।

২:২৩ আল্লাহ্‌র নিরূপিত পরামর্শ ও পূর্বজ্ঞান। অর্থাৎ পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌ আগেই যে সমস্ত বিষয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন। যারা ঈসা মসীহের মৃত্যুর কারণ ছিল তাদের গুনাহ্‌ নেই এমন নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিজ্ঞাত নাজাত দানের জন্য এই গুনাহ্‌ অনুমোদন করেছেন।

করবে।”
২৯ ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদের
বিষয়ে আমি তোমাদেরকে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি
যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁকে দাফন
করা হয়েছে, আর তাঁর কবর আজ পর্যন্ত আমাদের
কাছে রয়েছে। ৩০ ভাল, তিনি নবী ছিলেন এবং
জানতেন, আল্লাহ্ কসম খেয়ে তাঁর কাছে এই
শপথ করেছিলেন যে, তাঁর এক জন বংশধরকে
তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; ৩১ অতএব দাউদ আগে
থেকে দেখে মসীহেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই
কথা বললেন যে, তাঁকে পাতালে পরিত্যাগও করা
হয় নি, তাঁর দেহ ক্ষয়ও হয় নি। ৩২ এই ঈসাকেই
আল্লাহ্ উঠিয়েছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের
সাক্ষী। ৩৩ অতএব আল্লাহ্‌র ডান পাশে বসবার
গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং পিতার
কাছ থেকে ওয়াদা করা পাক-রূহ্ পেয়েছেন, আর
এখন তোমরা যা দেখছো ও শুনছো, তা তিনি
সেচন করলেন। ৩৪ কেননা দাউদ বেহেশতে যান
নি, কিন্তু তিনি নিজে এই কথা বলেন,
“প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
তুমি আমার ডান দিকে বস,
৩৫ যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে,
তোমার পায়ের তলায় না রাখি।”
৩৬ অতএব ইসরাইলের সমস্ত কুল নিশ্চিতভাবে
জানুক যে, যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে,

জবুর ২৬:৮-১১
[২:২৯] ২বাদশা ২:১০; নহি ৩:১৬।
[২:৩০] মথি ১:১।
[২:৩১] জবুর ১৬:১০।
[২:৩২] লূক ২৪:৪৮।
[২:৩৩] ফিলি ২:৯; মার্ক ১৬:১৯; ইউ ৭:৩৯; ১৪:২৬; ১৫:২৬।
[২:৩৫] জবুর ১১০:১; মথি ২২:৪৪।
[২:৩৬] মথি ২৮:১৮; লূক ২:১১।
[২:৩৭] লূক ৩:১০,১২,১৪।
[২:৩৮] কল ২:১২; ইয়ার ৩৬:৩; মার্ক ১:৪; লূক ২৪:৪৭; ইউ ২০:২২।
[২:৩৯] ইশা ৪৪:৩; ৬৫:২৩; ৫৭:১৯; ইফি ২:১৩।
[২:৪০] দ্বি:বি: ৩২:৫; ফিলি ২:১৫।
[[২:৪২] মথি ২৮:২০; ১৪:১৯; প্রেরিত ১:১৪।
[২:৪৩] প্রেরিত ৫:১২।

আল্লাহ্ সেই ঈসাকেই প্রভু ও মসীহ্ উভয়ই
করেছেন।

তিন হাজার লোক মণ্ডলীভুক্ত হওয়া

৩৭ এই কথা শুনে তাদের অন্তরে যেন শেলবিদ্ধ
হল এবং তারা পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদেরকে
বলতে লাগল, ভাইয়েরা, আমরা কি করবো?
৩৮ তখন পিতর তাদেরকে বললেন, মন ফিরাও
এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের গুনাহ্
মাফের জন্য ঈসা মসীহের নামে বাপ্তিস্ম নেও;
তা হলে পাক-রূহ্‌রূপ দান পাবে। ৩৯ কারণ
তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং
দূরবর্তী সকলের জন্য অর্থাৎ, যত লোককে
আমাদের আল্লাহ্ প্রভু ডেকে আনবেন তাদের
সকলের জন্য এই ওয়াদা করা হয়েছে।
৪০ এছাড়া, আরও অনেক কথা বলে তিনি সাক্ষ্য
দিলেন ও তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, এই
কালের কুটিল লোকদের থেকে তোমাদের
নিজেদেরকে রক্ষা কর। ৪১ তখন যারা তাঁর কথা
গ্রাহ্য করলো, তারা বাপ্তিস্ম নিল; তাতে সেদিন
কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত
হল। ৪২ আর তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও
সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও মুনাজাতে নিবিষ্ট
থাকলো।

ঈমানদারদের জীবন-যাপন

৪৩ তখন সকলের মধ্যে ভয় উপস্থিত হল,

অধর্মী। ‘শরীয়তবিহীন’, অর্থাৎ অ-ইহুদীরা। এখানে নেতিবাচক অর্থে অ-ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

২:২৭ আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করবে না। দাউদ এই উক্তি করেছেন মসীহের মুখস্বরূপ হয়ে, অর্থাৎ এই কথা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ঈসা মসীহ্ বলছেন (আয়াত ৩১)। এখানে মূলত মৃতদের মধ্য থেকে মসীহের জীবন লাভের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যার পূর্ণতা আমরা দেখি মসীহের পুনরুত্থানের ঘটনায়।

২:২৯ তাঁর কবর ... আমাদের কাছে রয়েছে। বাদশাহ্ দাউদকে জেরুশালেম নগরীতে কবরস্থ করা হয়। জবুর ১৬:৮-১১ আয়াতের উক্তি তাঁর জন্য প্রযোজ্য ছিল না।

২:৩৪ প্রভু আমার প্রভুকে বললেন। অর্থাৎ, “প্রভু আল্লাহ্ আমার প্রভু, দাউদ-সন্তান মসীহ্‌কে বললেন।” পিতরের উক্তি অনুসারে দাউদ তাঁর বংশধরকে অস্বাভাবিক শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করলেন, কারণ তিনি পাক-রূহ্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বুঝেছিলেন যে, মসীহ্ কতটা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হবেন (মথি ২২:৪১-৪৫)। ইঞ্জিল শরীফে ঈসা নিজে (মথি ২২:৪৩-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪), পিতর (প্রেরিত ২:৩৪-৩৬) এবং ইবরানী কিতাবের লেখক (১:১৩; ৫:৬-১০; ৭:১১-২৮) যেভাবে বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন, তাতে করে ঈসায়ীরা মনে করেন যে, এটি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জবুর।

ডান দিকে। বাদশাহর পাশে সবচেয়ে সম্মানজনক স্থান (১ বাদশাহ্ ২:১৯; জবুর ৪৫:৯ দেখুন)।

২:৩৭ অন্তরে যেন শেল-বিদ্ধ হল। ঈসাতে ঈমান ও আগের প্রত্যাখ্যানের জন্য দুঃখ উভয়ই প্রতিফলিত হয়েছে।

২:৩৮ মন ফিরাও ... বাপ্তিস্ম নেও। মসীহের অগ্রদূত বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার বার্তায়, ঈসা মসীহের তবলিগ এবং তাঁর বেহেশতে আরোহণের ঠিক পূর্বে যে নির্দেশ তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাতে মন পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইভাবে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কাছে ঈসা মসীহের নির্দেশনায় (মথি ২৮:১৯-১৯) এবং প্রেরিত কিতাবে লিপিবদ্ধকৃত ঘটনায় বাপ্তিস্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল– যার সাথে যুক্ত রয়েছে ঈমান, পাক-কালাম গ্রহণ এবং মন পরিবর্তন।

তোমাদের গুনাহ্ মাফের জন্য। বাপ্তিস্মের ফল গুনাহ্ থেকে মাফ নয়, বরং গুনাহ্ থেকে মাফ পেলে পরে তা বাপ্তিস্ম দ্বারা অনেকের সামনে স্বীকার করা হয় (রোমীয় ৬:৩-৪ দেখুন)।

ঈসা মসীহের নামে। ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্মের মত ঈসায়ী বাপ্তিস্ম পানিতে অনুষ্ঠিত হয়, যা ঈসা মসীহের নামে সাধিত হয় এবং পাক-রূহ্ নিজে তা সম্পন্ন করেন। ইহুদীদের মধ্যে যারা ঈসায়ী হয়েছিলেন তাদের বাপ্তিস্ম ও ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্মকে পৃথক করে দেখাতে ‘ঈসা মসীহের নামে বাপ্তিস্ম’ বলা হয়েছে।

পাক-রূহ্‌রূপ দান। দু’টো দান এখানে দেওয়া হচ্ছে– গুনাহের ক্ষমা এবং পাক-রূহ্। সকল ঈসায়ী ঈমানদারের জন্যই পাক-রূহ্‌কে উপহার হিসেবে প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে।

২:৪১ তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হল। ঈসায়ী ঈমান দ্বারা দীক্ষিত হল।

২:৪২ প্রেরিতদের শিক্ষা। ঈসা মসীহ্ নিজে যে সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন তার সব, বিশেষভাবে তাঁর মৃত্যু, দাফন ও পুনরুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষা।

সহভাগিতা। এবাদতে ঈমানদারদের যৌথ সহভাগিতা।

রুটি ভাঙ্গা। যদিও পাক-কিতাবের এই অংশটি ৪৬ আয়াতে সাধারণত ভোজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (লূক ২৪:৩০,৩৫

BACIB International Bible CHURCH

কেননা প্রেরিতদের কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ সাধিত হত। ৪৪ আর যারা ঈমান আনলো, তারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখতো; ৪৫ আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যার যেমন প্রয়োজন, সেই অনুসারে সকলকে ভাগ করে দিত। ৪৬ আর তারা প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে একসঙ্গে মিলিত হত এবং বাড়িতে রুটি ভেঙ্গে উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করতো; তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতো এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হল। ৪৭ আর যারা নাজাত পাচ্ছিল, প্রভু দিন দিন তাদেরকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতেন।

হযরত পিতর এক জন জন্মখঞ্জকে সুস্থ করেন

৩ ১ এক দিন মুনাজাতের নির্দিষ্ট সময়ে, বিকেল তিন ঘটিকায়, পিতর ও ইউহোন্না বায়তুল-মোকাদ্দসে যাচ্ছিলেন। ২ লোকেরা প্রতিদিন এক ব্যক্তিকে বহন করে এনে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর নামক দ্বারে রেখে দিত। সে জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল; যারা বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ করে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইবার জন্য তাকে সেখানে রাখা হত। ৩ সে পিতরকে ও ইউহোন্নাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ করতে উদ্যত দেখে ভিক্ষা পাবার জন্য ফরিয়াদ করতে লাগল। ৪ তাতে পিতর ও ইউহোন্না তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ৫ তাতে সে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রইলো, তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার অপেক্ষা করছিল। ৬ কিন্তু পিতর বললেন, রূপা কি সোনা আমার নেই, কিন্তু যা আছে, তা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় ঈসা মসীহের নামে হেঁটে বেড়াও। ৭ পরে তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন; তাতে তৎক্ষণাৎ তার পা ও গোড়ালি সবল হল। ৮ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল এবং বেড়াতে বেড়াতে, লাফ দিতে দিতে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে তাঁদের সঙ্গে বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ করলো। ৯ সমস্ত লোক তাকে হাঁটতে ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে দেখল; ১০ আর তারা তাকে চিনতে পারলো যে, এই সেই ব্যক্তি, যে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর দ্বারে বসে ভিক্ষা করতো। তার প্রতি যা ঘটেছিল, তাতে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্মিত হল।

হযরত পিতর ও হযরত ইউহোন্নার সাক্ষ্য ও কারাবাস

১১ আর সে পিতরকে ও ইউহোন্নাকে ধরে থাকাতে লোকেরা অতিশয় চমৎকৃত হয়ে তাঁদের কাছে সোলায়মানের নামে যে বারান্দা ছিল, সেখানে দৌড়ে আসল। ১২ তা দেখে পিতর লোকদেরকে বললেন, হে ইসরাইলের লোকেরা, এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করছো? অথবা আমরাই যে নিজের শক্তি বা ভক্তিগুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি, এই কথা মনে করে কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ? ১৩ ইব্রাহিমের, ইস্‌হাকের ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, তাঁর গোলাম সেই ঈসাকে মহিমান্বিত করেছেন। তোমরা তাঁকে

[২:৪৪] প্রেরিত ৪:৩২।
[২:৪৫] মথি ১৯:২১; লূক ১২:৩৩; ১৮:২২।
[২:৪৬] লূক ২৪:৫৩; মথি ১৪:১৯।
[২:৪৭] রোমীয় ১৪:২৮।
[৩:১] লূক ২২:৮; প্রেরিত ২:৪৬; ১০:৩০; জবুর ৫৫:১৭।
[৩:২] প্রেরিত ১৪:৮; লূক ১৬:২০; ইউ ৯:৮।
[৩:৬] মার্ক ১:২৪।
[৩:৮] ইশা ৩৫:৬; প্রেরিত ১৪:১০।
[৩:৯]প্রেরিত ৪:১৬,২১।
[৩:১১] লূক ২২:৮; ইউ ১০:২৩; প্রেরিত ৫:১২।

দেখুন), তথাপি এখানে সম্ভবত প্রভুর ভোজকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

মুনাজাত। ঈসায়ী জীবনে ব্যক্তিগত ও সমবেত মুনাজাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

২:৪৪ তারা সকলে একসঙ্গে ... রাখতো। প্রাথমিক মণ্ডলীর একতার চিহ্ন।

সাধারণে রাখতো। এটি ছিল ঈমানদারদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, যা মণ্ডলীর সেই সমস্ত সদস্যদেরকে দেওয়া হত, যাদের জীবন-ধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ছিল না।

২:৪৬ বাড়ীতে রুটি ভেঙ্গে। এখানে ঈসায়ীদের দৈনন্দিন জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তারা একসাথে বসে ভোজন করতেন; তবে এখানে প্রভুর ভোজের কথা বলা হয় নি।

উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায়। যে সহভাগিতা, একতা ও আন্তরিকতা প্রাথমিক মণ্ডলীতে দেখা গিয়েছিল, তা ছিল পাক-রূহের ফল।

২:৪৭ দিন দিন ... সংযুক্ত করতেন। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির নাজাতের অবিরত উত্তরণ প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে না, বরং প্রতিনিয়ত যারা নাজাত লাভ করে মণ্ডলীতে যুক্ত হচ্ছিল এবং ঈসায়ী ঈমানে দীক্ষিত হচ্ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে।

৩:১ মুনাজাতের নির্দিষ্ট সময়। মুনাজাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়গুলো হচ্ছে– খুব ভোরে কোরবানীর সময়, দুপুরে, সান্ধ্যকালীন কোরবানীর সময় এবং সূর্যাস্তের সময়। পরবর্তীতে ইহুদীবাদে মুনাজাতের নির্দিষ্ট সময় হিসেবে নির্ধারিত হয়– সকাল (৩য় ঘটিকা, সকাল ৯টা), সান্ধ্যকালীন কোরবানীর সময় (৯ম ঘটিকা, বিকেল ৩টা) এবং সূর্যাস্ত।

পিতর ও ইউহোন্না। তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী এবং উৎসাহী প্রেরিত (গালা ২:৯ দেখুন)। পিতর, ইউহোন্না এবং ইউহোন্নার ভাই ইয়াকুব ঈসা মসীহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রেরিত কিতাবে পিতর ও ইউহোন্না একত্রে বহু পরিচর্যা কাজ করেছেন।

৩:২ সুন্দর নামক দ্বার। বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গণের একটি বিখ্যাত প্রবেশদ্বার। এটি ছিল অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গণ থেকে মহিলাদের প্রাঙ্গণের দিকে যাওয়ার ফটক, যার অবস্থান ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের মূল ভবনের পূর্ব পাশের দেয়ালের উপর।

৩:৬ ঈসা মসীহের নামে। তাঁদের নিজেদের শক্তিতে নয়, কিন্তু মসীহের দত্ত শক্তিতে।

৩:৭ ডান হাত ধরে তাকে তুললেন। সে যে সুস্থ হতে পারবে, এ ব্যাপারে তার ঈমান ছিল।

৩:৮ বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ করলো। অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গন থেকে মহিলাদের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলো, যেখানে বায়তুল মোকাদ্দসের ভাণ্ডার ছিল। বাইরের এই প্রাঙ্গন থেকে পুরোপুরি ভেতরে যেতে ৯টি দরজা পার হতে হত।

৩:১১ সোলায়মানের নামে যে বারান্দা ছিল। অ-ইহুদীদের প্রাঙ্গনের সাথে সংলগ্ন দেয়ালের ওপাশে ভেতরের দিকে অবস্থিত একটি বারান্দা, যা ২৭ ফুট উঁচু পাথরের স্তম্ভের উপরে দাঁড় করানো ছিল।

দুশমনদের হাতে তুলে দিয়েছিলে এবং পীলাত
যখন তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখন
পিলাতের সাক্ষাতে তোমরা তাঁকে অস্বীকার
করেছিলে। ১৪ তোমরা সেই পবিত্র ও ধর্মময়
ব্যক্তিকে অস্বীকার করে তোমাদের জন্য এক জন
নরঘাতককে ছেড়ে দিতে বলেছিলে, ১৫ কিন্তু
তোমরা জীবনের আদিকর্তাকে হত্যা করেছিলে।
আর আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে
উঠিয়েছেন, আমরা এর সাক্ষী। ১৬ আর তাঁর
নামে ঈমান আনার ফলে এই যে ব্যক্তিকে
তোমরা দেখছো ও জানো, তাঁরই নাম একে
বলবান করেছে; তাঁরই দেওয়া ঈমান তোমাদের
সকলের সাক্ষাতে একে সম্পূর্ণ সুস্থতা এনে
দিয়েছে।
১৭ এখন হে ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমাদের
নেতাদের মত তোমরাও অজ্ঞানতাবশত সেই কাজ
করেছ; ১৮ কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর মসীহের
দুঃখভোগের বিষয়ে যেসব কথা সমস্ত নবীর মুখ
দ্বারা আগে জানিয়ে ছিলেন, সেসব এভাবে পূর্ণ
করেছেন। ১৯ অতএব তোমরা মন ফিরাও ও
ফির, যেন তোমাদের গুনাহ্‌ মুছে ফেলা হয়,
২০ যেন এভাবে প্রভুর সম্মুখ থেকে সান্ত্বনার সময়
উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য আগেই
যাঁকে নিরূপিত করে রেখেছেন সেই মসীহ্‌কে,
ঈসাকে, প্রেরণ করেন। ২১ আল্লাহ্‌ অনেক দিন
আগে নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দ্বারা যে কালের
বিষয়ে বলেছেন, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের
পুনঃস্থাপনের সেই কাল উপস্থিত হয়, তত দিন
পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁকে বেহেশতে থাকতে হবে।
২২ মূসা তো বলেছিলেন, “প্রভু আল্লাহ্‌
তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্যে থেকে
আমার মত এক জন নবীকে উৎপন্ন করবেন,
তিনি তোমাদেরকে যা যা বলবেন, সেসব বিষয়ে
তোমরা তাঁর কথা শুনবে; ২৩ আর এরকম হবে,
যে কোন প্রাণী সেই নবীর কথা না শুনবে, সেই
লোক লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে।”
২৪ আর শামুয়েল ও তাঁর পরবর্তী যত নবী কথা
বলেছেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা
বলেছেন। ২৫ তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই
নিয়মেরও সন্তান, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, তিনি তো
ইব্রাহিমকে বলেছিলেন, “আর তোমার বংশে
দুনিয়ার সমস্ত পিতৃকুল দোয়া পাবে।” ২৬ আল্লাহ্‌
আপন গোলামকে উৎপন্ন করে প্রথমে
তোমাদেরই কাছে তাঁকে প্রেরণ করলেন, যেন
তিনি তোমাদের অধর্মগুলো থেকে তোমাদের
প্রত্যেক জনকে ফিরিয়ে এনে তোমাদেরকে
দোয়া করেন।

মহাসভার সম্মুখে হযরত পিতর ও ইউহোন্না

৪ ১ তাঁরা লোকদের কাছে কথা বলছেন,
এমন সময়ে ইমামেরা ও বায়তুল-
মোকাদ্দসের সেনাপতি এবং সদ্দূকীরা হঠাৎ

[৩:১৩] হিজ ৩:৬; প্রেরিত ৫:৩০; ৭:৩২; ২২:১৪; ২:২৩; মথি ২৭:২; লূক ২৩:৪।
[৩:১৪] মার্ক ১:২৪; ১৫:১১; প্রেরিত ৪:২৭; ৭:৫২; লূক ২৩:১৮-২৫।
[৩:১৫] লূক ২৪:৪৮; প্রেরিত ২:২৪।
[৩:১৭] লূক ২৩:৩৪।
[৩:১৮] মথি ১:২২; লূক ২৪:২৭।
[৩:১৯] জবুর ৫১:১; ইশা ৪৩:২৫; ৪৪:২২।
[৩:২০] লূক ২:১১।
[৩:২১] মথি ১৭:১১; লূক ১:৭০।
[৩:২২] দ্বি:বি: ১৮:১৫,১৮; প্রেরিত ৭:৩৭।
[৩:২৩] দ্বি:বি: ১৮:১৯।
[৩:২৪] লূক ২৪:২৭।
[৩:২৫] রোমীয় ৯:৪,৫; পয়দা ১২:৩; ২২:১৮;

৩:১৩ তাঁর গোলাম সেই ঈসাকে। ইশা ৫২:১৩-৫৩:১২ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দুঃখভোগকারী গোলামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অস্বীকার করেছিলে। সাধারণ লোকেরা প্রধান-ইমাম ও ফরীশীদের প্ররোচনায় ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তারা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিল, তাঁকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁকে সত্যিকার মসীহ্‌ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

৩:১৪ সেই পবিত্র ও ধর্মময় ব্যক্তি। ঈসা মসীহ্‌, যিনি মানুষ হিসেবে নির্দোষ ও নিস্পাপ ছিলেন।

৩:১৮ যেসব কথা ... জ্ঞাত করেছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ যা বলেছিলেন সেই একই কথার পুনরুক্তি করা হচ্ছে। মসীহ্‌ এই কথার মধ্য দিয়ে মূলত তাঁর দুঃখভোগ এবং ক্রুশারোপণের কথা বুঝিয়েছিলেন।

৩:১৯ মন ফিরাও ... ফির। মন পরিবর্তন হচ্ছে অন্তর ও ইচ্ছার পরিবর্তন, যা গুনাহের জন্য দুঃখবোধ থেকে আসে এবং জীবনকে সম্পূর্ণ নতুন পথে চালিত করে। নিগূঢ় অর্থে মন পরিবর্তন হচ্ছে গুনাহ্‌ থেকে ফেরা আর ঈমান আনা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরা।

যেন তোমাদের গুনাহ্‌ মুছে ফেলা হয়। মন পরিবর্তনের ফল হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে মন পরিবর্তনকারীর পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্‌ মুছে ফেলা হবে।

৩:২০ সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হয়। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের আগ পর্যন্ত বর্তমান যুগের এই পুরো সময়টিতে যারা মন ফিরাবে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরবে, তাদের জন্য এই সান্ত্বনা দেওয়া হবে; আর এই সান্ত্বনা হচ্ছে পাক-রূহের দান।

আগেই যাঁকে নিরূপিত করে রেখেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উত্তোলন ও তাঁর সিংহাসনে তাঁকে মহিমান্বিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ইতোমধ্যেই তাঁকে ‘প্রভু ও মসীহ্‌’ হিসেবে মহিমান্বিত করেছেন।

৩:২১ পুনঃস্থাপনের সেই কাল। এই কাল হচ্ছে মসীহের দ্বিতীয় আগমন, যখন তিনি বেহেশত থেকে পুনরাগমন করবেন এবং শয়তানকে পরাজিত করে আল্লাহ্‌র রাজ্য ও তাঁর শান্তি পুনঃস্থাপন করবেন।

৩:২২ আমার সদৃশ এক নবী। উদ্ধৃতিটি প্রাথমিক মণ্ডলীর কাছে মসীহ্‌ সংক্রান্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাক্ষ্য ছিল। বিশেষভাবে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈসায়ীরা ঈসা মসীহ্‌কে দ্বিতীয় মূসা হিসেবে দেখতো।

তোমরা তাঁর কথা শুনবে। সম্ভবত মসীহ্‌ উজ্জ্বল রূপ ধারণের সময়ে আকাশ থেকে যে বাণী শোনা গিয়েছিল, সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে (মার্ক ৯:৭; লূক ৯:৩৫)।

৩:২৪ শামুয়েল ও তাঁর পরবর্তী যত নবী। শামুয়েলকে এখানে প্রথম নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে (১ শামু ৩:২০ দেখুন)।

৩:২৬ অধর্ম সকল থেকে ... ফিরিয়ে। ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনার এবং পাক-রূহ্‌ লাভ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে মন্দতা এবং গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত হওয়া।

৪:১ ইমামেরা। যারা সেই সপ্তাহে বায়তুল মোকাদ্দসে এবাদত পরিচালনা এবং কোরবানী-উৎসর্গ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

বায়তুল মোকাদ্দসের সেনাপতি। বায়তুল মোকাদ্দসের আইন

তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হল। ২ তারা
অতিশয় বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তাঁরা
লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং ঈসার মধ্য
দিয়ে মৃতদের আবার পুনরুত্থিত হয়ে উঠবার
বিষয় তবলিগ করছিলেন। ৩ তখন সন্ধ্যা হয়েছিল
বলে তারা তাঁদেরকে ধরে পর দিন পর্যন্ত আটক
করে রাখল। ৪ কিন্তু যেসব লোক কালাম
শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে ঈমান আনল;
তাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার
হল।
৫ পরের দিন লোকদের নেতৃবর্গরা, প্রাচীন-বর্গরা
ও আলেমরা জেরুশালেমে একত্র হলেন, ৬ এবং
মহা-ইমাম হানন, কাইয়াফা, যোহন,
আলেক্‌সান্দর, আর মহা-ইমামের আত্মীয় স্বজন
সকলে উপস্থিত ছিলেন। ৭ তাঁরা পিতর ও
ইউহোন্নাকে মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা
এই কাজ করেছ? ৮ তখন পিতর পাক-রূহে পূর্ণ
হয়ে তাঁদেরকে বললেন, হে লোকদের নেতৃবর্গ ও
প্রাচীনবর্গরা, ৯ এক জন দুর্বল মানুষের উপকার
সাধন করেছি বলে যদি আজ আমাদেরকে
জিজ্ঞাসা করা হয়, কিভাবে এ লোক সুস্থ হয়েছে,
১০ তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইসরাইল
লোক এই কথা জানুন যে, আপনারা যাঁকে ক্রুশে
দিয়েছিলেন এবং যাঁকে আল্লাহ্‌ মৃতদের মধ্য
থেকে উঠালেন, সেই নাসরতীয় ঈসা মসীহের
নামে, তাঁরই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে
সুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

২৬:৪; ২৮:১৪।
[৩:২৬] রোমীয় ১:১৬।
[৪:১] লূক ২২:৪; মথি ৩:৭;১৬:১, ৬; ২২:২৩,৩৪।
[৪:২] প্রেরিত ১৭:১৮।
[৪:৩] প্রেরিত ৫:১৮।
[৪:৪] প্রেরিত ২:৪১।
[৪:৫] লূক ২৩:১৩
[৪:৬] মথি ২৬:৩
[৪:৮] লূক ১:১৫; ২৩:১৩।
[৪:৯] প্রেরিত ৩:৬।
[৪:১০] মার্ক ১:২৪।
[৪:১১] জবুর ১১৮: ২২; ইশা ২৮:১৬; জাকা ১০:৪; মথি ২১:৪২; ইফি ২:২০; ১পিতর ২:৭।
[৪:১২] মথি ১:২১; ইউ ১৪:৬; রোমীয় ১১:১৪; ১তীম ২:৫।
[৪:১৩] লূক ২২:৮; মথি ১১:২৫; মার্ক ৩:১৪।
[৪:১৫] মথি ৫:২২।
[৪:১৬] ইউ ১১:৪৭।
[৪:১৮] আমোস ৭:১৩।

১১ তিনিই সেই পাথর, যা রাজমিস্ত্রিদের অর্থাৎ
আপনাদের,
আপনাদেরই দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিল,
তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো।
১২ আর অন্য কারো কাছে নাজাত নেই; কেননা
আসমানের নিচে মানুষের মধ্যে এমন আর কোন
নাম দেওয়া হয় নি, যে নামে আমরা নাজাত
পেতে পারি।
১৩ তখন পিতরের ও ইউহোন্নার সাহস দেখে
এবং এরা যে অশিক্ষিত ও সামান্য লোক তা
বুঝে, তাঁরা আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং চিনতে
পারলেন যে, এঁরা ঈসার সঙ্গে ছিলেন। ১৪ আর
ঐ সুস্থতা লাভ করা ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে
আছে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে
পারলেন না। ১৫ পরে তাঁদেরকে সভা থেকে
বাইরে যেতে হুকুম দিয়ে তাঁরা পরস্পর এই
পরামর্শ করতে লাগলেন, ১৬ এই লোকদের প্রতি
কি করি? কেননা জেরুশালেম-নিবাসী সকলেই
জানে যে, ওদের দ্বারা একটা প্রসিদ্ধ চিহ্ন-কাজ
সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরাও তা অস্বীকার
করতে পারি না। ১৭ কিন্তু কথাটা যেন লোকদের
মধ্যে আরও রটে না যায়, এজন্য ওদেরকে ভয়
দেখানো যাক, যেন কোন লোককেই আর এই
নামে কিছু না বলে। ১৮ পরে তাঁরা ওঁদেরকে
ডেকে এই হুকুম দিলেন, তোমরা ঈসার নামে
একেবারেই কোন কথা বলো না, কোন শিক্ষাও
দিও না। ১৯ কিন্তু পিতর ও ইউহোন্না জবাবে
তাঁদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র চোখে কোনটা

শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান; পদমর্যাদার দিক থেকে মহা-ইমামের পরেই তার অবস্থান।

সদ্দূকী। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যার সদস্যরা ইমামীয় বংশোদ্ভূত এবং তারা বায়তুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতো। তারা পুনরুত্থানের নীতিতে বিশ্বাস করতো না।

৪:২ ঈসার মধ্য দিয়ে ... তবলিগ করছিলেন। সদ্দূকীরা পুনরুত্থানের নীতির ঘোর বিরোধী ছিল, সে কারণে তারা প্রেরিতদের এই তবলিগের বিরোধিতা করেছিল।

৪:৩ তখন সন্ধ্যা হয়েছিল। সান্ধ্যকালীন কোরবানী বিকেল ৪টার দিকে শেষ হয়ে যেত এবং বায়তুল মোকাদ্দসের দরজাগুলো সে সময় বন্ধ হয়ে যেত।

৪:৪ পুরুষদের সংখ্যা ... পাঁচ হাজার হল। মহিলা ও শিশু ব্যতীত শুধু পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ৩ হাজার পুরুষ ঈমান এনেছিল, সুতরাং এরপর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার পুরুষ ঈমান এনেছিল।

৪:৫ লোকদের নেতৃবর্গরা, প্রাচীন নেতৃবর্গরা ও আলেমগণ। এই তিনটি দল নিয়ে মহাসভা গঠিত হত; এটি ছিল ইসরাইলের সর্বোচ্চ আদালত (লূক ২২:৬৬; মথি ২:৪; ১৫:৫৫ দেখুন)। এই মহাসভায় সভাপতি হিসেবে মহা-ইমাম থাকতেন এবং সদস্য হিসেবে ৭১ জন প্রাচীন থাকতেন।

৪:৬ হানন। ৬-১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মহা-ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এরপর তিনি রোমীয় সরকার কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তাঁর পুত্র ইলিয়াসর মহা-ইমাম হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; পরবর্তী সময়ে তাঁর জামাতা কাইয়াফা (১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) এই পদে স্থলাভিষিক্ত হন, যাকে ইউসুফ নামেও সম্বোধন করা হত। পদচ্যুত হলেও হানন তখন পর্যন্ত সাধারণ ইহুদীদের কাছে মহা-ইমাম হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন (লূক ৩:২; ইউ ১৮:১৩,২৪)।

যোহন। সম্ভবত হাননের পুত্র, যে ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহা-ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, সে ছিল সক্কেয়র পুত্র যোহানন, যে জেরুশালেমের পতনের পর মহাসভার সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিল।

৪:৮ পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে। পিতর পাক-রূহের শক্তি লাভ করে যে অনুপ্রেরণা ও প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন, তাতে ভর করেই তিনি এই বেহেশতী সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

৪:১১ সেই প্রস্তর ... অবজ্ঞাত হয়েছিল। প্রাথমিক যুগের ঈসায়ীদের তবলিগে ও সাক্ষ্যদানে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

৪:১৩ সাহস। প্রেরিতদের বিশেষ দৃঢ় ঈমান, আত্মবিশ্বাস এবং সততার বহিঃপ্রকাশ।

অশিক্ষিত ও সামান্য লোক। পিতর ও ইউহোন্না ফরীশীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিংবা তাঁরা কোন স্বীকৃত ধর্মীয় দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন না।

৪:১৫ পরস্পর এই পরামর্শ করতে লাগলেন। প্রেরিতরা ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের যে সত্য তবলিগ করছিলেন, তাকে ভুল

ঠিক, আপনাদের কথা শোনা নাকি আল্লাহ্‌র হুকুম
পালন করা? আপনারা বিচার করে দেখুন।
২০ কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না
বলে থাকতে পারি না। ২১ পরে তাঁরা ওঁদেরকে
আরও ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লোকদের
ভয়ে তাঁরা স্থির করতে পারছিলেন না, কিভাবে
ওঁদেরকে শাস্তি দেওয়া যায়, কারণ যা ঘটেছিল,
সেজন্য সকল লোক আল্লাহ্‌র গৌরব করছিল।
২২ কেননা সেই সুস্থতা-দানরূপ চিহ্ন-কাজ যে
ব্যক্তিতে সাধিত হয়েছিল, তার বয়স চল্লিশ
বছরের বেশি হয়েছিল।

সাহস দানের জন্য ঈমানদারদের মুনাজাত

২৩ তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে পর তাঁরা
তাঁদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং প্রধান
ইমামেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁদেরকে যা যা
বলেছিলেন সেই সমস্তই জানালেন। ২৪ তা শুনে
সকলে এক চিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে
বলতে লাগল, হে সার্বভৌম প্রভু, তুমি আসমান,
দুনিয়া, সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে যা কিছু
আছে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা; ২৫ তুমি পাক-রূহ্‌
দ্বারা তোমার গোলাম আমাদের পিতা দাউদের
মুখ দিয়ে এই কথা বলেছিলে, যথা,

“জাতিরা কেন কলহ করলো?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করলো?
২৬ দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা দণ্ডায়মান হল,
শাসনকর্তারা একত্র হল,
প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্তের
বিরুদ্ধে।”

[৪:১৯] প্রেরিত ৫:২৯। [৪:২০] আইয়ুব ৩২:১৮; ইয়ার ২০:৯; আমোস ৩:৮; লূক ২৪:৪৮। [৪:২১] প্রেরিত ৫:২৬; মথি ৯:৮ [৪:২৪] নহি ৯:৬; আইয়ুব ৪১:১১; ইশা ৩৭:১৬। [৪:২৫] প্রেরিত ১:১৬। [৪:২৬] জবুর ২:১,২; দানি ৯:২৫; লূক ৪:১৮; ইব ১:৯। [৪:২৭] মথি ১৪:১; ২৭:২; লূক ২৩:১২। [৪:২৮] প্রেরিত ২:২৩। [৪:২৯] জবুর ১৩৮:৩; ইফি ৬:১৯; ফিলি ১:১৪। [৪:৩০] ইউ ৪:৪৮। [৪:৩১] লূক ১:১৫; ইব ৪:১২; আঃ ২৯। [৪:৩৩] লূক ২৪:৪৮; রোমীয় ৩:২৪

২৭ কেননা সত্যিই তোমার পবিত্র গোলাম ঈসা,
যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ, তাঁর বিরুদ্ধে
হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত জাতিদের ও ইসরাইল
লোকদের সঙ্গে এই নগরে একত্র হয়েছিল,
২৮ যেন তোমার হাত ও তোমার পরামর্শ দ্বারা
আগে থেকে যেসব বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল, তা
সম্পন্ন করে। ২৯ আর এখন, হে প্রভু, ওদের ভয়
প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই
গোলামদেরকে সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গে তোমার
কালাম বলবার ক্ষমতা দাও, ৩০ সুস্থতা দান
করবার জন্য তোমার হাত বাড়িয়ে দাও; আর
তোমার পবিত্র গোলাম ঈসার নামে যেন চিহ্ন-
কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়। ৩১ যে স্থানে
তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা মুনাজাত করলে
পর সেই স্থান কেঁপে উঠলো; এবং তাঁরা সকলেই
পাক-রূহে পরিপূর্ণ হলেন ও সাহসপূর্বক আল্লাহ্‌র
কালাম বলতে থাকলেন।

ঈমানদারদের সহায়-সম্পত্তির সহভাগিতা

৩২ আর যে বহুসংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল,
তারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল। তাদের এক
জনও নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলে
দাবী করতো না, কিন্তু তাদের সকল বিষয় সাধ-
ারণে থাকতো। ৩৩ আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে
প্রভু ঈসার পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন
এবং তাদের সকলের উপরে মহা রহমত ছিল।
৩৪ এমন কি, তাদের মধ্যে কেউই দীনহীন ছিল
না; কারণ যারা ভূমির অথবা বাড়ির মালিক ছিল,

প্রমাণিত করা মহাসভার জন্য অসম্ভব কাজ হয়ে পড়েছিল, কারণ সারা দেশের মানুষ এর সত্যতা সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল।

৪:২০ না বলে থাকতে পারি না। পাক-রূহ্‌ লাভের ফলে প্রেরিতদের প্রতি সুসমাচার তবলিগ করার যে মহান দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছিল, তা ছিল তাঁদের সবচেয়ে প্রধান ও গুরুদায়িত্ব। পাক-রূহের তাগিদে তাঁরা সব সময় সুসমাচার তবলিগ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন।

৪:২৩ সঙ্গীদের কাছে গেলেন। সম্ভবত সেই উপরের কুঠরিতে, যেখানে এর আগে প্রেরিতগণ মিলিত হয়েছিলেন (১:১৩) এবং এখানেই সকলে এবাদতের জন্য মিলিত হওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন (১২:১২)।

৪:২৪ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। মুনাজাতের এই প্রারম্ভিক উক্তিগুলো প্রাথমিক ঈসায়ী এবাদতের রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, যা ইহুদী এবাদত ও মুনাজাতের ধারা অনুসরণ করে গঠিত হয়েছে ধায়ায় ভিত্তিকৃত।

৪:২৭ হেরোদ। হেরোদ আন্তিপ; গালীল ও পেরিয়া প্রদেশের শাসক।

পন্তীয় পীলাত। এহুদা প্রদেশে রোমীয় সরকারের প্রতিনিধি।

৪:২৮ পূর্ব থেকে ... নির্ধারিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাঁর কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং তারাও নিজের ইচ্ছায় কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের অজান্তেই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সাধন করেছিল।

৪:২৯ সাহসের সঙ্গে তোমার কালাম বলবার ক্ষমতা দাও। মসীহের কালাম তবলিগ করার জন্য সাহাবীদের বিশেষ সাহস লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল, যেন তাঁদের মাঝে কোন ভীতি কিংবা সঙ্কোচ কাজ না করে।

৪:৩১ সেই স্থান কেঁপে উঠলো। মুনাজাত গৃহীত হওয়ার প্রাথমিক চিহ্ন (১৬:২৬ দেখুন)।

সাহসপূর্বক আল্লাহ্‌র কালাম বলতে থাকলেন। মহাসভার সাবধানবাণী উপেক্ষা করে তাঁরা সুসমাচার তবলিগ করা অব্যহত রেখেছিলেন (১৩ আয়াতের টীকা দেখুন)।

৪:৩২ একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল। সম্পূর্ণ একমত হয়ে এবং ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে তারা একত্রে বাস করতেন এবং মুনাজাতে রত ছিলেন।

৪:৩৩ মহাপরাক্রমে ... সাক্ষ্য দিতেন। ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মত এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য না দিয়ে তাঁরা থাকতে পারতেন না; তাঁরা যে কোন প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তবলিগ করতেন ও সাক্ষ্য দিতেন।

৪:৩৬ ইউসুফ ... সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। যদিও লেবীয় বংশের লোকেরা প্যালেস্টাইনে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ভূমি পায় নি, তথাপি এই নিয়ম অন্যান্য দেশ – যেমন সাইপ্রাসে বসবাসরত লেবীয়দের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। সে কারণেই হয়তোবা ইউসুফ তথা বার্নাবাস সাইপ্রাসে তাঁর মালিকানায় থাকা সেই ভূমি বিক্রি করতে পেরেছিলেন। অথবা হতে পারে তিনি বৈবাহিক সূত্রে এই ভূমি লাভ করেছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, ভূমির ব্যাপারে লেবীয়দের

তারা তা বিক্রি করে, বিক্রি করা সম্পত্তির মূল্য
এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখত। ৩৫ পরে
যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমনি দেওয়া হত।
৩৬ আর ইউসুফ নামে এক জন লেবীয় লোক
সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে
প্রেরিতেরা বার্নাবাস নাম দিয়েছিলেন, অনুবাদ
করলে এই নামের অর্থ 'উৎসাহের সন্তান'।
৩৭ তাঁর একখণ্ড ভূমি থাকাতে তিনি তা বিক্রি
করে তার মূল্য এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে
রাখলেন।

অননিয় ও সাফীরা

৫ ১ কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী
সাফীরা একটি সম্পত্তি বিক্রি করলো,
২ এবং স্ত্রীর জানামতেই তার মূল্যের কিছু রেখে
দিল, আর বাকি টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ের
কাছে রাখল। ৩ তখন পিতর বললেন, অননিয়,
শয়তান কেন তোমার অন্তর এমন পূর্ণ করেছে
যে, তুমি পাক-রূহের কাছে মিথ্যা বললে এবং
ভূমির মূল্য থেকে কতকটা রেখে দিলে? ৪ সেই
ভূমি বিক্রয়ের আগে কি তা তোমারই ছিল না?
এবং বিক্রি হলে পর কি সেটি তোমার নিজের
অধিকারে ছিল না? তবে এমন বিষয় তোমার
অন্তরে কেন ধারণ করলে? তুমি মানুষের কাছে
মিথ্যা বললে এমন নয়, আল্লাহ্‌রই কাছে বললে।
৫ এসব কথা শোনামাত্র অননিয় ভূমিতে পড়ে
মারা গেল; আর যারা শুনলো, সকলেই ভীষণ
ভয় পেল। ৬ পরে যুবকেরা উঠে তাকে কাফনের
কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল।
৭ আর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও উপস্থিত
হল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে জানত না। ৮ তখন
পিতর তাকে জবাবে বললেন, আমাকে বল
দেখি, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রি
করেছিলে? সে বললো, হ্যাঁ, এত টাকাতেই
বটে। ৯ তাতে পিতর তাকে বললেন, তোমরা
প্রভুর রূহ্‌কে পরীক্ষা করার জন্য কেন এক মত
হলে? দেখ, যারা তোমার স্বামীকে দাফন
করেছে, তারা দ্বারে পদার্পণ করছে এবং
তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে। ১০ সে তৎক্ষণাৎ
তাঁর পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল; আর ঐ
যুবকেরা ভিতরে এসে তাকে মৃত দেখলো এবং
বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে কবর দিল।
১১ তখন সমস্ত মণ্ডলী এবং যত লোক এই কথা
শুনলো, সকলেই ভীষণ ভয় পেল।

প্রেরিতদের অলৌকিক কাজ

১২ আর প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে লোকদের মধ্যে
অনেক চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হত;
এবং তাঁরা সকলে একচিত্তে সোলায়মানের
বারান্দাতে একসঙ্গে মিলিত হতেন। ১৩ কিন্তু
অন্য লোকদের মধ্য থেকে আর কেউ তাঁদের

[৪:৩৪] মথি ১৯:২১।
[৪:৩৬] ১করি ৯:৬; গালা ২:১,৯,১৩।
[৪:৩৭] প্রেরিত ৫:২।
[৫:২] ইউসা ৭:১১; প্রেরিত ৪:৩৫,৩৭।
[৫:৩] মথি ৪:১০; ইউ ১৩:২,২৭; দ্বি:বি: ২৩:২১
[৫:৪] লেবীয় ৬:২; দ্বি:বি: ২৩:২২।
[৫:৫] জবুর ৫:৬; আঃ ১১।
[৫:৬] ইউ ১৯:৪০। প্রেরিত ১৯:১৭।
[৫:১২] ইউ ৪:৪৮; ১০:২৩; প্রেরিত ২:৪৩; ৩:১১; ৪:৩২।
[৫:১৩] প্রেরিত ২:৪৭; ৪:২১।
[৫:১৪] প্রেরিত

মালিকানার উপরে আর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

সাইপ্রাস। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এহুদা মাক্কাবিয়ার সময় থেকে এই অঞ্চলে ইহুদীরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

বার্নাবাস। দানশীলতার উদাহরণ হিসেবে এখানে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি পরবর্তীতে প্রেরিতদের সহকর্মী হিসেবে পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি বহু দিন পিতর ও পৌলের পরিচর্যা কাজের সঙ্গী ছিলেন। এই মহৎ হৃদয়ের লোকটি তাঁর আরও অন্যান্য তাৎপর্যময় অবদানের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

৫:১ অননিয় ... সাফীরা। অর্থ ও খ্যাতির মোহের কারণে মণ্ডলীর ইতিহাসে তারা প্রথম গুনাহ্‌গার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পাঠকদের কাছে তাদের ঘটনা এই সতর্কবার্তা দেয় যে, 'আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেওয়া যায় না' (গালা ৬:৭)। এই ঘটনার সাথে তুলনা করুন নাদব ও অবীহূ (লেবীয় ১০:২), আখন (ইউসা ৭:২৫) এবং উষের প্রতি আল্লাহ্‌র বিচার (২ শামু ৬:৭)।

৫:২ কিছু রেখে দিল। সম্পত্তি বিক্রয় করে তারা যে অর্থ পেয়েছিল তার সবটুকু বা কিছু অংশ রেখে দেওয়ার অধিকার যে তাদের ছিল না তা নয়; কিন্তু তারা একটুও না রেখে দিয়ে তারা সবকিছু দিয়েছে বলাই গুনাহ্ ছিল।

৫:৩ পাক-রূহের কাছে মিথ্যা বললে। পাক-রূহ্‌কে স্বয়ং আল্লাহ্ বলে দেখানো হচ্ছে, যিনি তাঁর লোকদের মাঝে উপস্থিত আছেন। প্রাথমিক মণ্ডলীতে পাক-রূহের সার্বভৌম উপস্থিতি এতটাই বাস্তব ছিল যে, মণ্ডলীতে করা যে কোন কাজ পাক-রূহের উদ্দেশ্যে করা বলে গণ্য হত, ঠিক যেভাবে মণ্ডলীর নেওয়া কোন পদক্ষেপ পাক-রূহের ইচ্ছা বলে গণ্য করা হত।

৫:৫ এসব কথা শোনামাত্র ... মারা গেল। আল্লাহ্ অননিয় এবং সাফীরাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি কোন ধরনের দয়া দেখান নি। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর রাজ্যের সমস্ত মিথ্যা, ছল-চাতুরি এবং অসততার প্রতি তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা ব্যক্ত করলেন।

৫:৯ প্রভুর রূহ্‌কে পরীক্ষা করার জন্য। পাক-রূহ্ এবং আল্লাহ্‌র সাথে ছল-চাতুরি করার মত বড় গুনাহ্ আর নেই। যদি এই গুনাহ্ প্রকাশ পাওয়া পর অননিয় এবং সাফীরার কোন ভয়াবহ পরিণতি না ঘটতো, তাহলে ঈমানদারদের মাঝে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তো। মণ্ডলীর শুরুতেই যথাযথভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে, আল্লাহ্ এরূপ ভণ্ডামী ও প্রতারণা সহ্য করবেন না।

৫:১১ মণ্ডলী। প্রেরিতদের কার্যবিবরণ কিতাবে এই প্রথমবারের মত শব্দটি ব্যবহৃত হল। শব্দটি স্থানীয় এবাদতকারী দল বোঝাতে পারে (৮:১; ১১:২২; ১৩:১) বা সার্বজনীন মণ্ডলী বোঝাতে পারে (২০:২৮ দেখুন)। এর গ্রীক প্রতিশব্দ '*এক্লেশিয়া*' রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমাবেশ বোঝাতেও ব্যবহৃত হত (১৯:৩২,৪০ দেখুন)। সেপ্টুয়াজিন্টে (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ), ইসরাইল জাতি যখন ধর্মীয় সমাবেশে মিলিত হত, সে সময় তাদেরকে সম্বোধন করতে এই গ্রীক শব্দটি ব্যবহৃত হত; হিব্রুতে বলা হত '*কাহাল*'।

৫:১৩ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করলো না। অননিয় ও তার স্ত্রীর পরিণতির কারণে এ ধরনের অন্যান্য ভণ্ড বা স্বার্থান্বেষী লোকেরা ঈমানদারদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি

সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করলো না, তবুও
লোকেরা তাদেরকে সম্মান করতো। ১৪ আর
উত্তরোত্তর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ঈমান এনে
প্রভুতে সংযুক্ত হতে লাগল। ১৫ এমন কি,
লোকেরা রোগীদেরকে বিছানায় ও খাটে করে
বাইরে পথে পথে এনে রাখত যেন পিতর আসার
সময়ে অন্তত তাঁর ছায়া কারো কারো উপরে
পড়ে। ১৬ আর জেরুশালেমের চারদিকের
নগরগুলো থেকেও অনেক লোক রোগীদেরকে
এবং নাপাক রূহ্‌ দ্বারা কষ্ট পাওয়া লোকদেরকে
নিয়ে ভিড় করতো, আর তারা সকলেই সুস্থ হত।

প্রেরিতদের উপর জুলুম ও নির্যাতন

১৭ পরে মহা-ইমাম এবং তাঁর সঙ্গীরা সকলে
অর্থাৎ সদ্দূকী-সম্প্রদায় উঠলেন, তারা ঈর্ষাতে
পূর্ণ হলেন, ১৮ এবং প্রেরিতদেরকে ধরে সাধারণ
কারাগারে আটক করলেন। ১৯ কিন্তু রাতের
বেলায় প্রভুর এক জন ফেরেশতা কারাগারের
দ্বারগুলো খুলে দিলেন ও তাঁদেরকে বাইরে এনে
বললেন, ২০ তোমরা যাও, বায়তুল-মোকাদ্দসে
দাঁড়িয়ে লোকদেরকে এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত
কথা বল। ২১ এই কথা শুনে তাঁরা খুব ভোরে
বায়তুল-মোকাদ্দসে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে
লাগলেন। ইতোমধ্যে মহা-ইমাম ও তাঁর সঙ্গীরা
এসে মহাসভাকে এবং বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
প্রাচীনদলকে ডেকে একত্র করলেন এবং
ওঁদেরকে নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক
পাঠালেন। ২২ কিন্তু যে পদাতিকেরা গেল, তারা
কারাগারে তাঁদেরকে পেল না; ২৩ তখন ফিরে
এসে এই সংবাদ দিল, আমরা দেখলাম,
কারাগার সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ, দ্বারে দ্বারে
পাহারাদারেরা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দ্বার খুললে
ভিতরে কাউকেও পেলাম না। ২৪ এই কথা শুনে

২:৪১।
[৫:১৫] প্রেরিত ১৯:১২।
[৫:১৬] মথি ৮:১৬; মার্ক ১৬:১৭।
[৫:১৭] প্রেরিত ১৫:৫; ৪:১।
[৫:১৮] প্রেরিত ৪:৩।
[৫:১৯] পয়দা ১৬:৭; হিজ ৩:২; মথি ১:২০; লূক ১:১১; ২:৯; ইউ ২০:১২; প্রেরিত ৮:২৬; জবুর ৩৪:৭।
[৫:২০] ইউ ৬:৬৩,৬৮।
[৫:২১] মথি ৫:২২; প্রেরিত ৪:৫,৬; আঃ ২৭,৩৪,৪১।
[৫:২২] প্রেরিত ১২:১৮,১৯।
[৫:২৪] প্রেরিত ৪:১।
[৫:২৬] প্রেরিত ৪:২১।
[৫:২৭] মথি ৫:২২।
[৫:২৮] মথি ২৩:৩৫; ২৭:২৫।

বায়তুল-মোকাদ্দসের সেনাপতি এবং প্রধান
ইমামেরা ভেবে আকুল হলেন যে, এর পরিণাম
কি হবে। ২৫ ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি এসে
তাঁদেরকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, আপনারা যে
লোকদেরকে কারাগারে রেখেছিলেন, তাঁরা
বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে আছে ও
লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছে। ২৬ তখন
সেনাপতি পদাতিকদেরকে সঙ্গে করে সেখানে
গিয়ে তাঁদেরকে ধরে আনলেন, কিন্তু লোকে
তাঁদেরকে পাথর মারতে পারে সেই ভয়ে তাঁরা
প্রেরিতদের প্রতি কোন বল প্রয়োগ করলেন না।
২৭ পরে তাঁরা তাঁদেরকে এনে মহাসভার মধ্যে
দাঁড় করালেন, আর মহা-ইমাম তাঁদেরকে
জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন, ২৮ আমরা
তোমাদেরকে এই নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়ভাবে
নিষেধ করেছিলাম; তবুও দেখ, তোমরা
তোমাদের উপদেশে জেরুশালেম পরিপূর্ণ করেছ
এবং সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের উপরে বর্তাতে
মনস্থ করেছ। ২৯ কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতেরা
জবাবে বললেন, মানুষের চেয়ে বরং আল্লাহ্‌র
হুকুম পালন করতে হবে। ৩০ যাঁকে আপনারা
ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিলেন, আমাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ সেই ঈসাকে মৃত্যু থেকে
জীবিত করে তুলেছেন, ৩১ আর তাঁকেই আল্লাহ্‌
অধিপতি ও নাজাতদাতা করে তাঁর ডান পাশে
বসবার গৌরব দান করেছেন, যেন ইসরাইলকে
মন পরিবর্তন ও গুনাহ্‌ মাফ করার সুযোগ দান
করেন। ৩২ এসব বিষয়ের আমরা সাক্ষী এবং যে
রূহ্‌ আল্লাহ্‌ তাঁর বাধ্য লোকদেরকে দিয়েছেন,
সেই পাক-রূহ্‌ও সাক্ষী।
৩৩ এই কথা শুনে তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ও
ওঁদেরকে হত্যা করার মনস্থ করলেন। ৩৪ কিন্তু

নিত না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঈসায়ী ঈমানদারদের বৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়েছিল; কারণ আয়াত ১৪ নির্দেশ করে যে, অনেকেই ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনছিল।

৫:১৫ তাঁর ছায়া। ঈসা মসীহের কাপড়ের প্রান্তভাগ (মথি ৯:২০), পৌলের রুমাল (প্রেরিত ১৯:১২) এবং এখানে পিতরের ছায়া– এগুলোর যে কোন মন্ত্রগুণ আছে তা নয়; কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্য দিয়ে সুস্থতা দান করার মধ্য দিয়ে প্রভু বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি যে কোন বস্তু ও যে কোন মানুষের মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারেন।

৫:১৮ সাধারণ কারাগারে বন্ধ করলেন। পরবর্তী দিনে বিচারের জন্য তাঁদেরকে সাময়িকভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

৫:১৯ প্রভুর এক ফেরেশতা। এই বাক্যাংশটি প্রেরিত কিতাবে আরও চারবার ব্যবহৃত হয়েছে:

(১) স্তিফান তাঁর কথা বলেন (৭:৩০-৩৮);
(২) তিনি ফিলিপকে পথ দেখান (৮:২৬);
(৩) তিনি পিতরকে মুক্ত করেন (১২:৭-১০);
(৪) তিনি হেরোদকে আঘাত করেন (১২:২৩)।

৫:২০ এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত কথা। অরামীয় ভাষায় 'জীবন' ও 'নাজাত' বোঝাতে একটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫:২১ মহাসভা। ইহুদীদের সর্বোচ্চ আদালত, যা ৭০ থেকে ১০০ জন (সাধারণত ৭১ জন) পুরুষ নিয়ে গঠিত হত। মহাসভার সদস্যরা অর্ধবৃত্তাকার আকৃতি নিয়ে বসতেন; পিছনে 'শিক্ষিত পুরুষদের' তিনটি সারি থাকতো এবং আদালতের কেরানীরা সামনে দাঁড়ানো থাকতো।

৫:২২ পদাতিকেরা। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দসের নিরাপত্তা কর্মীরা।

৫:২৮ সেই ব্যক্তির রক্ত ... মনস্থ করেছ। সম্ভবত প্রেরিতদের এই ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত যে, ইহুদীদের কয়েকজন নেতা ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছে।

৫:৩২ আমরা সাক্ষী ... পাক-রূহ্‌ও সাক্ষী। প্রেরিত ও সাহাবীদের সাক্ষ্য পাক-রূহ্‌ দ্বারা নির্দেশিত ও প্রমাণিত, যিনি কালাম দিয়ে দুনিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই সাক্ষ্য তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমানের কারণে বাধ্যতা এনেছে।

৫:৩৪ গমলীয়েল নামে এক জন ফরীশী। তৎকালীন সবচেয়ে বিখ্যাত ইহুদী শিক্ষক; বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি 'পণ্ডিতদের নেতৃস্থানীয়দের' মধ্যে তালিকাভুক্ত ছিলেন। সম্ভবত তিনি আরেক বিখ্যাত পণ্ডিত হিল্লেল-এর পৌত্র। তিনি হিল্লেলবাদী সংগঠনের প্রধান ছিলেন। হিল্লেলের মত (মথি

মহাসভায় গমলীয়েল নামে এক জন ফরীশী উঠে ঐ লোকদেরকে কিছুক্ষণের জন্য বের করার হুকুম দিলেন। তিনি শরীয়তের এক জন শিক্ষক ছিলেন এবং সকলে তাঁকে মান্য করতো। ৩৫ পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে বনি-ইসরাইলরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করতে উদ্যত হয়েছ, সেই বিষয়ে সাবধান হও। ৩৬ কেননা ইতোপূর্বে থুদা উঠে নিজেকে মহাপুরুষ বলে দাবী করেছিল এবং কমবেশ চারশত জন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সে হত হল এবং যত লোক তার অনুগত হয়েছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো, কেউই রইলো না। ৩৭ সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখে দেবার সময়ে গালীলীয় এহুদা উঠে কতগুলো লোককে তার পিছনে টেনে নিয়েছিল; সেও বিনষ্ট হল এবং যত লোক তার অনুগত হয়েছিল, সকলে ছড়িয়ে পড়লো। ৩৮ এখন আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এই লোকদের থেকে ক্ষান্ত হও, তাদেরকে থাকতে দাও; কেননা এই পরামর্শ কিংবা এই ব্যাপার যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে, তবে লোপ পাবে; ৩৯ কিন্তু যদি আল্লাহ্‌ থেকে হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করছো। ৪০ তখন তারা তাঁর কথায় সম্মত হলেন, আর প্রেরিতদেরকে কাছে ডেকে প্রহার করলেন এবং ঈসার নামে কোন কথা বলতে নিষেধ করে ছেড়ে দিলেন। ৪১ তখন প্রেরিতেরা মহাসভার সম্মুখ থেকে আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন, কারণ তাঁরা সেই নামের জন্য অপমানিত হবার যোগ্য পাত্র গণিত হয়েছিলেন। ৪২ আর তাঁরা প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে ও বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং ঈসা-ই যে মসীহ্‌, এই সুসমাচার তবলিগ করতেন, ক্ষান্ত হতেন না।

[৫:২৯] হিজ ১:১৭। [৫:৩০] গালা ৩:১৩। [৫:৩১] মার্ক ১৬:১৯; ১:৪; লূক ২:১১; ২৪:৪৭; মথি ১:২১। [৫:৩২] লূক ২৪:৪৮; ইউ ১৫:২৬। [৫:৩৪] প্রেরিত ২২:৩; লূক ২:৪৬; ৫:১৭ [৫:৩৭] লূক ২:১,২। [৫:৩৮] মথি ১৫:১৩। [৫:৩৯] ২খান্দান ১৩:১২; মেসাল ২১:৩০; ইশা ৪৬:১০। [৫:৪০] মথি ১০:১৭ [৫:৪১] মথি ৫:১২; ইউ ১৫:২১।

সাত জন পরিচারক নির্বাচন করা

৬ ১ আর এই সময়ে, যখন সাহাবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদীরা ইবরানীদের বিপক্ষে বচসা করতে লাগল, কেননা দৈনিক পরিচর্যায় তাদের বিধবারা উপেক্ষিত হচ্ছিল। ২ তখন সেই বারো জন প্রেরিত সমস্ত উম্মতদের কাছে ডেকে বললেন,

১৯:৩ দেখুন) গমলীয়েলও তাঁর চিন্তাধারায় মধ্যপন্থী ছিলেন, যা তাঁর সুপারিশে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শৌল, অর্থাৎ প্রেরিত পৌল তাঁর একজন ছাত্র ছিলেন (২২:২৩)। তিনি উদারপন্থী হলেও এই ধারণা পোষণ করতেন যে, আল্লাহ্‌ ঈসায়ীদের সাথে নেই, তাদের আন্দোলনের কারণে কোন ধরনের পরিবর্তন আসবে না, ঠিক যেমন থুদা ও এহুদার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

সকলে তাঁকে মান্য করতো। মহাসভায় ফরীশীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল, কিন্তু গমলীয়েলের মত এমন উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদ্দূকীদেরও মান্য করতে হত।

৫:৩৬ থুদা। অন্য কোন ঐতিহাসিক উৎস থেকে তার সম্পর্কে জানা যায় না। যোসেফাসের মতে এই থুদা তার একজন অনুগত নিয়ে জর্ডান নদীর পারে গিয়েছিল এবং সে এই নদী দু'ভাগ করে শুকিয়ে পার হওয়ার ওয়াদা করেছিল। কিন্তু শাসনকর্তা ফাদুস তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার সময়কাল ৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, আলোচ্য ঘটনার ১০ থেকে ১২ বছর আগেকার কথা। তবে থুদা সেই সমস্ত বিদ্রোহীদের একজন হতে পারে, যারা ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হেরোদের মৃত্যুর পর প্যালেস্টাইনে বিদ্রোহ শুরু করেছিল।

৫:৩৭ নাম লিখে দেবার সময়ে। ঈসা মসীহের জন্মগ্রহণের সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরিণীয়ের আদেশকৃত প্রথম লোক গণনা নয়, যা লূক তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন (২:২); এই লোক গণনা করা হয়েছিল ৬ খ্রীষ্টাব্দে।

গালীলীয় এহুদা। ৬ খ্রীষ্টাব্দে এহুদিয়াকে রোমীয় প্রদেশে পরিণত করে এর মর্যাদা খাটো করা হয়। সে সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরিণীয় নতুন প্রদেশ থেকে কী পরিমাণ কর আদায় করতে হবে তা নির্ণয় করার জন্য লোক গণনা করার আদেশ দেন। এই পদক্ষেপকে আল্লাহ্‌র প্রতি অবমাননাকর ও ইহুদী জাতির প্রতি অপমানজনক হিসেবে গণ্য করে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিল। তাদের নেতা ছিল এই এহুদা। এ বিদ্রোহ ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলেও মূল বিদ্রোহী দলের আন্দোলন ৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ইহুদী-রোমীয় যুদ্ধ পর্যন্ত চলেছিল। ঐতিহাসিক যোসিফাস বলেন, এহুদা ছিল *গলানিতিস* নামক স্থানের অধিবাসী, যে সীজারকে কর দিতে অস্বীকার করেছিল। তার নেতৃত্বে চলতে থাকা বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেলেও তার দলের অন্যান্যরা তা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ১:১৩; মথি ১০:৪ দেখুন)।

৫:৩৮ তোমরা এই লোকদের ... থাকতে দাও। গমলীয়েল কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ ছিল খাঁটি ফরীশী শিক্ষা: "আল্লাহ্‌ সবার উপরে এবং তাঁর উদ্দেশ্যের পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষের কোন সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। মানুষকে শুধু তাঁর আদেশ মান্য করতে হবে এবং সমস্ত কিছুর ফলাফল তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।"

৫:৪০ প্রহার করলেন। সম্ভবত ইহুদীদের শাস্তিদানের নিয়ম অনুসারে তাঁদেরকে ঊনচল্লিশবার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল (২ করি ১১:২৪)।

৬:১ সাহাবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ের পর থেকে বেশ কিছু সময় কেটে গেছে যা লূক লিপিবদ্ধ করেন নি। এই সময়ের মধ্যে মণ্ডলীর পরিসর অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল (৫:১৪ দেখুন); কিন্তু এর ফলে মণ্ডলীর ভেতরে (৬:১-৭) এবং বাইরে (৬:৮-৭:৬০) উভয় দিক থেকে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিচ্ছিল। বিশেষত ঈমানদারদের মধ্যে গ্রীক বংশোদ্ভূত ইহুদী এবং আদি ইহুদীদের মধ্যকার বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

দৈনিক পরিচর্যা। প্রতিদিনের খাবার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বণ্টন।

বিধবা। বিধবাদেরকে দেখাশোনা করার মত কেউ ছিল না, তাই এটি মণ্ডলীর দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত ৪:৩৫; ১১:২৮-২৯; ১ তীম ৫:৩-১৬ দেখুন)।

৬:২ বারো জন। এই বারোজন প্রেরিত প্রাথমিক মণ্ডলীর সদস্যদের তত্ত্বাবধান, পাক-কালামের পরিচর্যা এবং অভাবীদের

আমরা যে আল্লাহ্‌র কালাম ত্যাগ করে ভোজনের
পরিচর্যা করি, এটা উপযুক্ত নয়। ৩ কিন্তু হে
ভাইয়েরা, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে যাদের
সুনাম আছে এবং রূহে ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এমন
সাত জনকে বেছে নেও; তাঁদেরকে আমরা এই
কাজের ভার দেব। ৪ কিন্তু আমরা মুনাজাতে ও
কালামের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকব। ৫ এই কথায়
সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হল এবং তারা ঈমানে ও পাক
-রূহে পরিপূর্ণ স্তিফানকে মনোনীত করলো।
এছাড়া, তারা ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন,
পার্মিনা ও এণ্টিয়কের ইহুদী-ধর্মাবলম্বী
নিকলায়কে মনোনীত করলো। ৬ তারা এঁদেরকে
প্রেরিতদের সম্মুখে উপস্থিত করলো এবং তাঁরা
মুনাজাত করে এঁদের উপরে হস্তার্পণ করলেন।
৭ আর আল্লাহ্‌র কালাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল
এবং জেরুশালেমে উম্মতের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি
পেতে লাগল; আর ইমামদের মধ্যে অনেক
লোক ঈমানের বশবর্তী হল।

হযরত স্তিফানের বন্দী হওয়া

৮ আর স্তিফান রহমতে ও শক্তিতে পরি-পূর্ণ হয়ে
লোকদের মধ্যে মহা মহা অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-
কাজ সাধন করতে লাগলেন। ৯ কিন্তু যাকে মুক্ত-
করা লোকদের মজলিস-খানা বলে, তার কয়েক
জন এবং কোন কোন কুরীণীয় ও
আলেক্‌জান্দ্রিয়ার লোক এবং কিলিকিয়া ও
এশিয়ার কতগুলো লোক উঠে স্তিফানের সঙ্গে
বাদানুবাদ করতে লাগল। ১০ কিন্তু তিনি যে
বিজ্ঞতার ও যে রূহের বলে কথা বলছিলেন, তার
প্রতিরোধ করতে তাদের সাধ্য হল না। ১১ তখন
তারা কয়েক জনকে দলে ভিড়াল, আর এরা এই
কথা বললো, আমরা একে মূসার ও আল্লাহ্‌র
বিরুদ্ধে কুফরী করতে শুনেছি। ১২ আর তারা

[৫:৪২] প্রেরিত ২:৪৬; ১৩:৩২; ৯:২২।
[৬:১] ১তীম ৫:৩।
[৬:২] প্রেরিত ১১:২৬; ইব ৪:১২।
[৬:৩] প্রেরিত ১:১৬; লূক ১:১৫; হিজ ১৮:২১; নহি ১৩:১৩।
[৬:৪] প্রেরিত ১:১৪।
[৬:৫] প্রেরিত ৭:৫৫-৬০; ১১:১৯; ২২:২০; ৮:৫-৪০।
২১:৮; লূক ১:১৫

দেখাশুনা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

ভোজনের পরিচর্যা। প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই বারোজন প্রেরিতই মণ্ডলীর সদস্যদের দৈনন্দিন ভোজের আপ্যায়ন করতেন, কারণ ইহুদী রীতি অনুসারে গৃহের কর্তা নিজে খাবার পরিবেশন করতেন; যেমনটি দেখা যায় শেষ ভোজে ঈসা মসীহের রুটি নেয়া, দোয়া করা, ভাঙ্গা ও বণ্টনের বেলায় (লূক ২২:১৯ দেখুন)।

৬:৩ সাতজনকে বেছে নাও। মণ্ডলী তাদেরকে নির্বাচিত করেছিল (আয়াত ৫) এবং প্রেরিতেরা তাদের উপর হস্তার্পণ করেছিলেন (আয়াত ৬)। এভাবে তাদেরকে মণ্ডলীর সকল সদস্যের জন্য পরিচারক হিসেবে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত তারা প্রাথমিক মণ্ডলীতে গ্রীক ভাষাভাষী ঈমানদারদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।

৬:৫ এছাড়া তারা ফিলিপ, প্রখর ... নিকলায়কে মনোনীত করলো। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, বাছাই-কৃত সাতজন পুরুষেরই গ্রীক নাম ছিল। অভিযোগ উঠেছিল মণ্ডলীর গ্রীক ভাষাভাষী দল থেকে, তাই পরিচারক হিসেবে যাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল তাদের গ্রীক ভাবাপন্ন হওয়াটা জরুরি ছিল।

নিকলায়। ইরেনিয়াসের মতে, প্রকাশিত কালাম ২:৬,১৫ আয়াতে উল্লিখিত নিকলায়তীয়রা এই নিকলায়ের অনুসারী বা বংশধর; তবে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৬:৬ মুনাজাত করে ... হস্তার্পণ করলেন। পুরাতন নিয়মে হস্তার্পণ করা হত দোয়া করার জন্য (পয়দা ৪৮:১৩-২০), গুনাহ্‌গারদের গুনাহ্‌ মোচন করার জন্য (লেবীয় ১:৪) এবং একজন ব্যক্তিকে নতুন দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য (শুমারী ২৭:২৩)। ইঞ্জিল শরীফে হস্তার্পণ করা হয়েছে সুস্থতা দানের জন্য (প্রেরিত ২৮:৮; মার্ক ১:৪১), দোয়া করার জন্য (মার্ক ১০:১৬), অভিষেক করার জন্য বা দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য (প্রেরিত ৬:৬; ১৩:৩; ১ তীম ৫:২২) এবং রূহানিক বর দেওয়ার জন্য (প্রেরিত ৮:১৭; ১৯:৬; ১ তীম ৪:১৪; ২ তীম ১:৬)। এই সাতজন পুরুষকে প্রেরিতদের কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের পদের নাম ছিল ‘পরিচারক’। গ্রীক ভাষায় পদটিকে বলা হয়েছে ‘ডীকন’ (Deacon), যার অর্থ মূলত ‘পরিচর্যাকারী’ বা ‘সেবক’। যাদেরকে এখানে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদেরকে এক নামে ‘সাতজন’ বলে ডাকা হত (২১:৮), ঠিক যেভাবে প্রেরিতদেরকে বলা হত ‘বারোজন’। ধারণা করা হয় যে, এই সাতজনের পদচিহ্ন ধরেই মণ্ডলীতে *ডীকন* পদের সূচনা হয়।

৬:৭ ইমামদের মধ্যে অনেক লোক। যদিও পুরাতন চুক্তির অধীনে এই ইমামরা এবাদত-বন্দেগী এবং কোরবানী-উৎসর্গ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তবুও তারা প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; এই শিক্ষা এমন কোরবানীর কথা ঘোষণা দিয়েছিল, যা পালন করলে পুরাতন কোরবানীর আর প্রয়োজন পড়বে না (ইব ৮:১৩; ১০:১-১৪ দেখুন)।

ঈমানের বশবর্তী হল। ইমামরা সুসমাচারের আদেশে সাড়া দিয়েছিলেন এবং ঈসা মসীহের উপরে ঈমান এনেছিলেন। সাধারণ ইমামদের অনেকেই নম্র ও ভক্তিপূর্ণ লোক ছিলেন, যারা প্রধান ইমামদের মত বিত্তবান, সম্পদশালী ও রাজনীতিমনস্ক ছিলেন না।

৬:৮ অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য। এখন পর্যন্ত প্রেরিত কিতাবে কেবলমাত্র প্রেরিতদের করা অলৌকিক কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে (২:৪৩; ৩:৪-৮; ৫:১২)। কিন্তু প্রেরিতদের হস্তার্পণের পর, স্তিফানও অলৌকিক কাজ ও চিহ্ন-কার্য করতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরবর্তীতে ফিলিপও আশ্চর্য কাজ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন (৮:৬)।

৬:৯ মুক্ত-করা লোক। যে লোকেরা গোলামি থেকে মুক্ত হয়েছে। এরা বিভিন্ন গ্রীক ভাষাভাষী দল থেকে এসেছিল।

কুরিণী। লিবিয়া ও উত্তর আফ্রিকার প্রধান নগর; এর অবস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও কার্থের মধ্যবর্তী স্থানে। এর মোট জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ইহুদী (১১:১৯-২১)।

আলেকজান্দ্রিয়া। মিসরের রাজধানী; এর পাঁচটি প্রদেশের দু'টি ছিল ইহুদী অধ্যুষিত।

কিলিকিয়া। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্বে সিরিয়ার সাথে সংলগ্ন একটি প্রদেশ, যা রোমীয় শাসনাধীনে ছিল। পৌলের জন্মস্থান তর্শীশ ছিল এর একটি প্রধান শহর।

এশিয়া। এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি রোমীয় প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল ইফিষ, যেখানে পৌল দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচর্যা কাজ করেছেন।

৬:১১ মূসার ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কুফরী। স্তিফান ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র এবাদতকে আর বায়তুল মোকাদ্দসে আটকিয়ে রাখা যাবে না (৭:৪৮-৮৯); সে কারণে তাঁর

লোক সাধারণকে, প্রাচীন নেতৃবর্গদের ও
আলেমদেরকে উত্তেজিত করে তুললো এবং
স্তিফানকে আক্রমণ করে ধরলো। তারা তাঁকে
মহাসভাতে নিয়ে গেল, [১৩] এবং তাঁর বিরুদ্ধে
মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করালো। এই মিথ্যা সাক্ষীরা
বললো, এই ব্যক্তি পবিত্র স্থানের ও শরীয়তের
বিরুদ্ধে কথা বলতে ক্ষান্ত হয় না। [১৪] আমরা
একে বলতে শুনেছি যে, সেই নাসরতীয় ঈসা এই
স্থান ভেঙ্গে ফেলবে এবং মূসা আমাদের কাছে
যেসব নিয়ম-প্রণালী দিয়ে গেছেন, সেসব
পরিবর্তন করবে। [১৫] তখন যারা সভায় বসেছিল,
তারা সকলে তাঁর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে দেখল,
তাঁর মুখ ফেরেশতার মুখের মত।

মহাসভায় হযরত স্তিফানের বক্তৃতা

৭ [১] তখন মহা-ইমাম স্তিফানকে বললেন,
এসব কথা কি সত্যি? [২] জবাবে তিনি
বললেন, হে ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন।
আমাদের পিতা ইব্রাহিম হারণে বাস করার আগে
যে সময়ে মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, সেই সময়ে
মহিমাময় আল্লাহ্ তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর
বলেছিলেন, [৩] “তুমি স্বদেশ থেকে ও তোমার
জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্য থেকে বের হও এবং আমি
যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।”
[৪] তখন তিনি কলদীয়দের দেশ থেকে বের হয়ে
গিয়ে হারণে বাস করলেন; আর তাঁর পিতার
মৃত্যু হলে পর আল্লাহ্ তাঁকে সেখান থেকে এই
দেশে আনলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস
করছেন, [৫] কিন্তু এই দেশের মধ্যে তাঁকে কোন
অধিকার দিলেন না, এক পা পরিমিত ভূমিও
দিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে অঙ্গীকার
করলেন, তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশকে
অধিকারার্থে তা দেবেন, যদিও তখন তাঁর সন্তান
হয় নি। [৬] আর আল্লাহ্ এরকম বললেন, যে,
“তাঁর বংশ পরদেশে প্রবাসী থাকবে এবং লোকে
তাদেরকে দিয়ে গোলামী করাবে ও চার শত
বছর পর্যন্ত তাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করবে; [৭] আর
তারা যে জাতির গোলাম হবে, আমিই তার
বিচার করবো,” আল্লাহ্ আরও বললেন, “এর
পরে তারা বের হয়ে আসবে এবং এই স্থানে
আমার এবাদত করবে।” [৮] আর তিনি তাঁকে
খৎনার নিয়ম দিলেন; আর এভাবে ইব্রাহিম
ইস্‌হাককে জন্ম দিলেন এবং অষ্টম দিনে তাঁর
খৎনা করলেন। পরে ইস্‌হাক ইয়াকুবের এবং
ইয়াকুব সেই বারো জন পিতৃকুলপতির জন্ম
দিলেন।
[৯] আর পিতৃকুলপতিরা ইউসুফের প্রতি ঈর্ষা করে
তাঁকে বিক্রি করলে তিনি মিসরে নীত হন।
[১০] কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং
তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার
করলেন, আর মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের
সুনজরে আনলেন ও বিজ্ঞতা দিলেন। তাতে
ফেরাউন তাঁকে মিসরের ও তাঁর সমস্ত গৃহের
নেতৃত্ব পদে নিযুক্ত করলেন। [১১] পরে সমস্ত
মিসর ও কেনান দেশে দুর্ভিক্ষ হল, বড়ই কষ্ট
উপস্থিত হল, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের
খাদ্যের অভাব হল। [১২] কিন্তু মিসরে শস্য আছে
শুনে ইয়াকুব আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে
প্রথমবার প্রেরণ করলেন। [১৩] পরে দ্বিতীয়বারে
ইউসুফ আপন ভাইদের কাছে নিজের পরিচয়
দিলেন এবং ইউসুফের পরিবার সম্বন্ধে ফেরাউন

[৬:৬] শুমারী ৮:১০; ২৭:১৮; ১তীম ৪:১৪; মার্ক ৫:২৩।
[৬:৭] প্রেরিত ১২:২৪; ১৯:২০; ২:৪১।
[৬:৮] ইউ ৪:৪৮।
[৬:৯] মথি ২৭:৩২; প্রেরিত ১৫:২৩,৪১; ২২:৩; ২৩:৩৪; ২:৯।
[৬:১০] লূক ২১:১৫
[৬:১১] ১বাদশা ২১:১০; মথি ২৬:৫৯-৬১।
[৬:১২] মথি ৫:২২।
[৬:১৩] হিজ ২৩:১; জবুর ২৭:১২; মথি ২৪:১৫; প্রেরিত ৭:৪৮; ২১:২৮।
[৬:১৪] ইউ ২:১৯; প্রেরিত ১৫:১; ২১:২১; ২৬:৩; ২৮:১৭।
[৬:১৫] মথি ৫:২২ ।
[৭:২] প্রেরিত ২২:১; জবুর ২৯:৩; পয়দা ১১:৩১; ১৫:৭।
[৭:৫] ইব ১১:১৩; পয়দা ১২:৭; ১৭:৮; ২৬:৩।
[৭:৬] হিজ ১:৮-১১; ১২:৪০।
[৭:৭] হিজ ৩:১২; পয়দা ১৫:১৩,১৪।
[৭:৮] পয়দা ১৭:৯-১৪; ২১:২-৪; ২৫:২৬; ২৯:৩১-৩৫; ৩০:৫-১৩, ১৭ -২৪; ৩৫:১৬-১৮, ২২-২৬।

বিরোধীরা কৌশলে এসব কথাকে বিকৃত করে এই অভিযোগ তৈরি করেছিল যে, স্তিফান বায়তুল মোকাদ্দস, শরীয়ত, মূসা এবং সর্বোপরি প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌কে বিরুদ্ধে কুফরী করেছেন।

৬:১৩ পবিত্র স্থানের … ক্ষান্ত হয় না। মসীহের বিরুদ্ধে প্রায় একই অভিযোগ আনা হয়েছিল (মথি ২৬:৬১ দেখুন)। স্তিফান ঈসা মসীহের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, যা ইউহোন্না ২:১৯ আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মসীহের বিচারের সময়েও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর এই উক্তিগুলোর অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল (আয়াত ১৪)।

৭:১ মহা-ইমাম। সম্ভবত কায়াফা (মথি ২৬:৫৭-৬৬ দেখুন)।

৭:২ ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন। মহাসভার সামনে স্তিফানের বক্তব্য ছিল সেই ঈমান এবং শিক্ষার সাক্ষ্য, যা ঈসা মসীহ্ স্বয়ং ও প্রেরিতগণ তবলিগ করতেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রকৃত সত্যের পক্ষ সমর্থন করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরোধিতা করেন, যারা এর সত্যকে বাধা দিত এবং বিকৃত ব্যাখ্যা দিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই কাজের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ইব্রাহিম … মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন। ইব্রাহিমের আহ্বান ঊর দেশে অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় অবস্থানকালে এসেছিল, হারণে নয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে হারণ ছিল এক উন্নত নগরী, যেখানে ইব্রাহিমের জীবন বিকশিত হয়েছিল। ফিলো ও যোসেফাস স্তিফানের সাথে একমত হন যে, হারণে যাওয়ার আগেই ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আহ্বান লাভ করেছিলেন।

৭:৪ কলদীয়দের দেশ। দক্ষিণ ব্যাবিলনের এক জেলা, নামটি পরে একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছিল যা সমস্ত ব্যাবিলন যুক্ত করেছিল।

তাঁর পিতার মৃত্যু হলে পর। পয়দা ১১:২৬ আয়াতে এ কথা বোঝানো হয় নি যে, তিনি তাঁর সত্তর বছর বয়সে অর্থাৎ একই বছরে তিন পুত্র ইব্রাম, নাহোর ও হারণের জন্ম দিয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, তেরহের প্রথমজাত পুত্র হারণের জন্মের ৬০ বছর পর দ্বিতীয় পুত্র ইব্রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে কারণে হয়তোবা ইব্রাহিম ৭৫ বছর বয়সে হারণ শহর ত্যাগ করার পূর্বেই ২০৫ বছর বয়সে তেরহের মৃত্যু ঘটে।

৭:৬ চারশো বছর। মিসরে ইসরাইল জাতির অবস্থানের এক আনুমানিক সময়কাল; হিজ ১২:৪০,৪১ আয়াতে বলা হয়েছে ৪৩০ বছর।

৭:৭ এই স্থানে আমার এবাদত করবে। এখানে হোরেব পর্বতকে বোঝানো হয়েছে।

৭:৮ খৎনার নিয়ম। আল্লাহ্‌র নিরূপিত চুক্তির চিহ্ন, ইব্রাহিমের সাথে কৃত চুক্তির প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ– কেবল মাবুদ তাঁর আল্লাহ্ হবেন, যাঁকে তিনি সেবা করবেন ও বিশ্বাস করবেন।

জানতে পারলেন। ১৪ পরে ইউসুফ তাঁর পিতা
ইয়াকুবকে এবং তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিকে নিজের
কাছে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা সংখ্যায় মোট
পঁচাত্তর জন ছিলেন। ১৫ তাতে ইয়াকুব মিসরে
গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের পূর্বপুরুষদের
মৃত্যু হল। ১৬ আর তাঁরা শিখিমে নীত হলেন
এবং যে কবর ইব্রাহিম রূপা দিয়ে শিখিমে হমোর
-সন্তানদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন, সেখানে
সমাহিত হলেন।

১৭ পরে আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে যে ওয়াদা
করেছিলেন, সেই ওয়াদা পূর্ণ হবার সময় কাছে
এসে গেলে, লোকেরা মিসরে বৃদ্ধি পেয়ে
বহুসংখ্যক হয়ে উঠলো। ১৮ অবশেষে মিসরের
উপরে এমন আর এক জন বাদশাহ্‌ উৎপন্ন
হলেন, যিনি ইউসুফকে জানতেন না। ১৯ তিনি
আমাদের জাতির সঙ্গে চাতুর্য ব্যবহার করলেন,
আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করলেন।
এমন কি, তাঁদের শিশুরা যেন জীবিত না থাকে
সেজন্য তাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হত।
২০ সেই সময়ে মূসার জন্ম হয়। তিনি আল্লাহ্‌র
দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন এবং তিন মাস পর্যন্ত
পিতার বাড়িতে পালিত হলেন। ২১ পরে তাঁকে
বাইরে ফেলে দেওয়া হলে ফেরাউনের কন্যা তুলে
নেন ও তাঁর নিজের পুত্র করার উদ্দেশ্যে
প্রতিপালন করেন। ২২ আর মূসা মিসরীয়দের
সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেন এবং তিনি কথায় ও
কাজে শক্তিশালী ছিলেন।

২৩ মূসার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর
নিজের ভাইদের, বনি-ইসরাইলদের তত্ত্বাবধান
করার ইচ্ছা তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো। ২৪ তখন
এক জনের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে দেখে তিনি
তার পক্ষ হলেন, সেই মিসরীয় ব্যক্তিকে আঘাত
করে নির্যাতিত লোকের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার
করলেন। ২৫ তিনি মনে করছিলেন, তাঁর
ভাইয়েরা বুঝেছে যে, তাঁর হাত দিয়ে আল্লাহ্‌
তাদেরকে উদ্ধার করছেন; কিন্তু তারা তা বুঝতে
পারল না। ২৬ আর পর দিন তারা যখন মারামারি
করছিল, তখন তিনি তাদের কাছে দেখা দিয়ে
মিলন করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন,
ওহে, তোমরা পরস্পর ভাই, এক জন অন্যের
প্রতি অন্যায় করছো কেন? ২৭ কিন্তু যে ব্যক্তি
প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করছিল, সে তাঁকে
ঠেলে ফেলে দিয়ে বললো, তোমাকে নেতা ও
বিচারকর্তা করে আমাদের উপরে কে নিযুক্ত
করেছে? ২৮ গতকাল যেমন সেই মিসরীয়কে খুন
করলে, তেমনি কি আমাকেও খুন করতে চাইছো?
২৯ এই কথা শুনে মূসা পালিয়ে গেলেন, আর
মাদিয়ান দেশে প্রবাসী হলেন; সেখানে তাঁর দুই
পুত্রের জন্ম হয়।

৩০ পরে চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে তুর পর্বতের
মরুভূমিতে এক জন ফেরেশতা একটা ঝোপে
আগুনের শিখায় তাঁকে দর্শন দিলেন। ৩১ মূসা
সেই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য জ্ঞান করলেন, আর ভাল
করে দেখবার জন্য কাছে যাচ্ছেন, এমন সময়ে
প্রভুর এই বাণী শোনা গেল, ৩২ “আমি তোমার
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের, ইস্‌হাকের ও
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌।” তখন মূসা ভয়ে কাঁপতে
লাগলেন এবং ভাল করে তাকিয়ে দেখবার সাহস
করলেন না। ৩৩ পরে প্রভু তাঁকে বললেন,
“তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল; কেননা যে
স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেটি পবিত্র ভূমি।
৩৪ আমি মিসরে অবস্থিত আমার লোকদের দুঃখ
সত্যিই দেখেছি, তাদের আর্তস্বর শুনেছি, আর
তাদেরকে উদ্ধার করতে নেমে এসেছি, এখন

[৭:৯] পয়দা ৩৭:৪,১১; হগয় ২:৪।
[৭:১০] পয়দা ৪১:৩৭-৪৩।
[৭:১১] পয়দা ৪১:৫৪।
[৭:১২] পয়দা ৪২:১,২।
[৭:১৩] পয়দা ৪৫:১-৪,১৬।
[৭:১৪] হিজ ১:৫।
[৭:১৫] হিজ ১:৬।
[৭:১৬] পয়দা ২৩:১৬-২০।
[৭:১৭] হিজ ১:৭।
[৭:১৮] হিজ ১:৮।
[৭:১৯] হিজ ১:১০-২২।
[৭:২০] হিজ ২:২; ইব ১১:২৩।
[৭:২১] হিজ ২:৩-১০
[৭:২২] ইশা ১৯:১১; ১বাদশা ৪:৩০।
[৭:২৭] পয়দা ১৯:৯; শুমারী ১৬:১৩।
[৭:২৯] হিজ ২:১১-১৫।
[৭:৩১] হিজ ৩:১-৪।
[৭:৩২] প্রেরিত ৩:১৩; হিজ ৩:৬।

৭:৯ তাঁকে বিক্রি করলে। ইসরাইল জাতি অবিরতভাবে আল্লাহ্‌র পছন্দের লোকদের প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। স্তিফান ঈসা মসীহ্‌কে ইসরাইলদের প্রত্যাখ্যানের সাথে ইউসুফের ভাইদের দ্বারা ইউসুফের প্রত্যাখ্যানকে তুলনা করে এর গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

৭:১৪ তাঁরা ... পঁচাত্তর জন ছিলেন। যদিও হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসে ইয়াকুব নিজে এবং ইউসুফ ও তাঁর দুই পুত্রসহ ৭০ জনের কথা বলা হয়েছে, তথাপি পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে ইয়াকুব ও ইউসুফকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইউসুফের ৯ পুত্রকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া মানাশার ১ পুত্র, ইফ্রয়িমের ২ পুত্র এবং প্রত্যেকের ১ জন করে পৌত্রকে এই তালিকায় আনা হয়েছে। এতে করে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ জন এবং এই সংখ্যাটিই স্তিফান ব্যবহার করেছেন।

৭:১৬ তাঁরা শিখিমে নীত হলেন। স্তিফান গুরুত্ব সহকারে পুরাতন নিয়মের দু'টি জমি ক্রয় (ইব্রাহিম ও ইয়াকুব দ্বারা) এবং দু'টি কবরস্থানের (হেবরন ও শিখিমে) বিবরণে জোর দেন। ইব্রাহিম হেবরনে জমি ক্রয় করেছিলেন (পয়দা ২৩:১৭-১৮), সেখানে তাঁকে (পয়দা ২৫:৯-১১), ইসহাক (পয়দা ৩৫:২৯) এবং ইয়াকুবকে (পয়দা ৫০:১৩) কবর দেয়া হয়েছিল। ইয়াকুব শিখিমে জমি ক্রয় করেছিলেন (পয়দা ৩৩:১৯), যেখানে পরবর্তীতে ইউসুফকে কবর দেয়া হয়েছিল (ইউসা ২৪:৩২)।

৭:১৮ আর এক জন বাদশাহ্‌। সম্ভবত এখানে ১৯তম রাজবংশের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩২০); কিংবা তিনি ছিলেন ১৮তম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা *আহ্‌মোস*।

৭:২১ ফেরাউনের কন্যা। প্রথম সেতি অথবা দ্বিতীয় রামিষেষের কন্যা।

৭:২২ মিসরীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হলেন। পুরাতন নিয়মে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও, যেহেতু তিনি ফেরাউনের কন্যার কাছে বড় হয়েছিলেন, সে কারণে নিশ্চয়ই তিনি তৎকালীন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ফিলো ও যোসেফাস উভয়েই মূসার পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

৭:২৯ দুই পুত্রের জন্ম হয়। গের্শোম ও ইলীয়েষর (হিজ ২:২২; ১৮:৩-৪; ১ খান্দান ২৩:১০)।

স্তিফান

প্রাথমিক মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে প্রথমজন। তাঁর নামের অর্থ হল “মুকুট,” একটি যথোপযুক্ত নাম, কারণ তিনিই প্রথম ঈমানের জন্য সাক্ষ্যমর হন এবং বেহেশতী মুকুট পান। তিনি ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ করতেন এবং লোকদের মধ্যে অনেক অলৌকিক কাজ করতেন। তাই ইহুদী ও ফরীশীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। বেহেশত থেকে পাওয়া তাঁর রূহানিক শক্তি দেখে বিচারকরা প্রথমে ভয় পেয়ে যায় এবং শেষে তারা তাঁর কথায় ফাঁদ খুঁজতে থাকে যেন তাঁকে আল্লাহ্-নিন্দার দোষ দিতে পারে। স্তিফান ইব্রাহিম থেকে শুরু করে মসীহ্ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মহান পরিকল্পনা ও পাক-কিতাবের সকল পরিপূর্ণতার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকেন। এ সব কথা সহ্য করতে না পেরে ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহ্ নিন্দার দোষে দোষী করে। হযরত স্তিফান চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বেহেশতে প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে মহিমন্বিত করা হয়েছে এবং তারা যে সেই ঈসা মসীহ্‌কে ক্রুশে হত্যা করেছে তা তিনি জোর গলায় বলতে লাগলেন। কিন্তু তারা কান বন্ধ রাখে এবং সবাই একসাথে জোরে চিৎকার করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে শহরের বাইরে নিয়ে যায়। তারা তাদের রীতি অনুসারে কুফরীকারী বা আল্লাহ্‌র নিন্দাকারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করত। স্তিফানকেও তারা পাথর মেরে হত্যা করে। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে স্তিফান তাঁর প্রভুর মত দু'বার চিৎকার করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন এবং মধ্যস্থতার মুনাজাত করেন। ঈসা মসীহ্‌কে প্রভু হিসেবে সম্বোধন করে মুনাজাত করে তিনি বলেন: “আমার রূহ্‌কে গ্রহণ কর। প্রভু, এদের বিপক্ষে এই গুনাহ্ ধরো না।” অতঃপর স্তিফান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গ্রীক ভাষাভাষী কয়েকজন আল্লাহ্-ভক্ত লোক স্তিফানের সহচর ছিল, তারাই স্তিফানকে দাফন করে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রথম সাতজন পরিচারকের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন।
- রূহানিক ঈমান, জ্ঞান, অনুগ্রহ ও ক্ষমতার কারণে সুপরিচিত ছিলেন; সেই সাথে তাঁর জীবনে পাক-রূহের উপস্থিতির জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- একজন অসামান্য নেতা, শিক্ষক ও বিতার্কিক ছিলেন।
- সুসমাচারের সত্যের জন্য প্রথম সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ঈমানের ছোট দায়িত্বগুলো বিশ্বস্ততার সাথে পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ বড় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।
- আল্লাহ্‌কে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি বাস্তব ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ প্রকাশের জন্য তাঁর লোকেরা প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **পেশা:** মণ্ডলীর পরিচারক
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, কায়াফা, গমলীয়েল, অন্যান্য প্রেরিতবর্গ।

মূল আয়াত: “এদিকে তারা যখন স্তিফানকে পাথর মারছিল, তখন তিনি ডেকে মুনাজাত করলেন, হে প্রভু ঈসা, আমার রূহ্‌কে গ্রহণ কর। পরে তিনি হাঁটু পেতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, প্রভু, এদের বিপক্ষে এই গুনাহ্ ধরো না। এই কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।” (প্রেরিত ৭:৫৯,৬০)

স্তিফানের কাহিনী প্রেরিত ৬:৩-৮:২ আয়াতে রয়েছে। এছাড়া প্রেরিত ১১:১৯; ২২:২০ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এসো, আমি তোমাকে মিসরে প্রেরণ করি।”
৩৫ এই যে মূসাকে তারা অস্বীকার করেছিল, বলেছিল, ‘তোমাকে নেতা ও বিচারকর্তা করে কে নিযুক্ত করেছে?’ তাঁকেই আল্লাহ্‌, যে ফেরেশতা ঝোপে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই ফেরেশতার মধ্য দিয়ে নেতা ও মুক্তিদাতা করে প্রেরণ করলেন।
৩৬ তিনিই মিসরে, লোহিত সাগরে ও মরুভূমিতে চল্লিশ বছর কাল নানা রকম অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ সাধন করে তাদেরকে বের করে আনলেন।
৩৭ ইনি সেই মূসা, যিনি বনি-ইসরাইলকে এই কথা বলেছিলেন, “আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক জন নবীকে উৎপন্ন করবেন।”
৩৮ তিনিই মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের দলের মধ্যে ছিলেন; যে ফেরেশতা তুর পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই তাঁর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেবার জন্য জীবন্ত বাণী পেয়েছিলেন।
৩৯ আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁর বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন। আর তারা মনে মনে পুনরায় মিসরের দিকে ফিরে হারুনকে বললেন,
৪০ “আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ কর, তাঁরাই আমাদের আগে আগে যাবেন, কেননা এই যে মূসা মিসর দেশ থেকে আমাদেরকে বের করে আনলেন, তাঁর কি হল, আমরা জানি না”।
৪১ আর সেই সময়ে তারা একটা বাছুর তৈরি করলেন এবং সেই মূর্তির উদ্দেশে কোরবানী করলেন ও নিজেদের হাতের তৈরি বস্তুতে আমোদ করতে লাগলেন।
৪২ কিন্তু আল্লাহ্‌ বিমুখ হলেন, তাদেরকে আসমানের বাহিনী পূজা করার জন্যই ফেলে রাখলেন; যেমন নবীদের কিতাবে লেখা আছে,

[৭:৩৩] হিজ ৩:৫; ইউসা ৫:১৫।
[৭:৩৪] হিজ ৩:৭-১০।
[৭:৩৬] হিজ ১২:৪১; ৩৩:১; ১১:১০; ১৪:২১; ১৫:২৫; ১৭:৫,৬; ইউ ৪:৪৮।
[৭:৩৭] দ্বি:বি: ১৮:১৫,১৮; প্রেরিত ৩:২২।
[৭:৩৮] হিজ ১৯:১৭; লেবীয় ২৭:৩৪; দ্বি:বি: ৩২:৪৫-৪৭; ইব ৪:১২; রোমীয় ৩:২।
[৭:৩৯] শুমারী ১৪:৩,৪।
[৭:৪০] হিজ ৩২:১,২৩।
[৭:৪১] হিজ ৩২:৪-৬; জবুর ১০৬:১৯-২০; প্রকা ৯:২০।
[৭:৪২] ইউসা ২৪:২০; ইশা ৬৩:১০।
[৭:৪৩] আমোস ৫:২৫-২৭।

“হে ইসরাইল-কুল, মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ধরে তোমরা কি আমার উদ্দেশে পশু কোরবানী ও উপহার উৎসর্গ করেছিলে?
৪৩ তোমরা বরং মোলকের তাঁবু ও রিফন্‌ দেবতার তারা তুলে বহন করেছিলে, সেই মূর্তিদ্বয়, যা তোমরা পূজা করার জন্য গড়েছিলে; আর আমি তোমাদেরকে ব্যাবিলনের ওদিকে নির্বাসিত করবো।”
৪৪ যেমন তিনি হুকুম করেছিলেন, তদনুযায়ী শরীয়ত-তাঁবু মরুভূমিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল। তিনি মূসাকে বলেছিলেন, তুমি যেরকম আদর্শ দেখলে, সেই অনুসারে সেটি নির্মাণ কর।
৪৫ আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সময়ে সেটি পেয়ে ইউসার সঙ্গে সেই জাতিদের অধিকারে প্রবেশ করলেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই তাঁবু দাউদের সময় পর্যন্ত রইল।
৪৬ ইনি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মেহেরবানী লাভ করলেন এবং ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র জন্য এক আবাস প্রস্তুত করার অনুমতি যাচ্ঞা করলেন;
৪৭ কিন্তু সোলায়মান তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করলেন।
৪৮ তবুও যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি হস্তনির্মিত গৃহে বাস করেন না; যেমন নবী বলেন,
৪৯ “বেহেশত আমার সিংহাসন, দুনিয়া আমার পাদপীঠ;
প্রভু বলেন, তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?
৫০ অথবা আমার বিশ্রাম-স্থান কোথায়?
আমারই হাত কি এসব নির্মাণ করে নি?”
৫১ হে একগুঁয়ে লোকেরা এবং অন্তরে এবং কানে খৎনা-না-করানো লোকেরা, তোমরা সব সময় পাক-রূহের প্রতিরোধ করে থাক; তোমাদের

৭:৩০ চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে। ২৩ আয়াতে উল্লিখিত চল্লিশ বছরের পরবর্তী চল্লিশ বছর, অর্থাৎ মোট আশি বছর (হিজ ৭:৭)।

তুর পর্বত। হিজরত ৩:১ আয়াতে বলা হয়েছে হোরেব পর্বত; সম্ভবত তুর ছিল হোরেব পর্বতের বিকল্প নাম।

একজন ফেরেশতা। এই ফেরেশতার চেহারা ছিল বেহেশতী ব্যক্তিত্বের মত, যিনি আল্লাহ্‌র সংবাদদাতা ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে কথা বলেছিলেন।

৭:৩৫ তাঁকেই আল্লাহ্‌ ... প্রেরণ করলেন। ইসরাইল জাতি মূসাকে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঠিক যেভাবে ইহুদীরা তাদের নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবুও উভয়েই আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন।

৭:৩৮ যে ফেরেশতা ... কথা বলেছিলেন। তৎকালীন ইহুদী ধারণা অনুসারে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মধ্যস্থতায় মূসাকে শরীয়ত দান করা হয়েছিল; এর মধ্য দিয়ে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, কীভাবে মূসা তাঁর আহ্বান লাভ করেছিলেন।

৭:৪০ আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ কর। মূসা যখন সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শরীয়ত গ্রহণ করছিলেন, সে সময় অসহিষ্ণু ইসরাইলরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রতিনিধিকে প্রত্যাখ্যান করে স্বর্ণের গোবৎস নির্মাণ করেছিল।

৭:৪২ আল্লাহ্‌ বিমুখ হলেন। স্তিফান এখানে এমন একটি নীতির কথা বলেছেন, যা পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে বারবার দেখা যায়। যারা ক্রমাগত আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করতে থাকে, আল্লাহ্‌ বিরক্ত হয়ে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে মন্দতা, শয়তান ও অনৈতিকতার হাতে ছেড়ে দেন।

৭:৪৩ মোলকের তাঁবু। অর্থাৎ মোলকের মন্দির। মোলক ছিল অম্মোনীয়দের প্রধান দেবতা, যার কাছে অম্মোনীয়রা তাদের শিশু সন্তানদের আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করতো।

রিফন্‌ দেবতার তারা। শনি দেবতাকে বোঝাতে এই নাম ব্যবহার করা হত; তার আরেক নাম হচ্ছে কীয়ূন। রিফন্‌ মূলত মোলক দেবতারই অপর একটি নাম।

৭:৪৪ যেরূপ আদর্শ দেখলে। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য সব সময়ই একটি আদর্শ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেন, যেন তা তারা অনুসরণ করতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্‌ পুরাতন নিয়মে শরীয়ত -তাঁবুর একটি নকশা বা আদর্শ দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ইঞ্জিল শরীফের মণ্ডলীর জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি আদর্শ

পূর্বপুরুষেরা যেমন, তোমরাও তেমনি।
৫২ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ নবীকে নির্যাতন
না করেছে? তারা তাঁদেরকেই হত্যা করেছিল,
যাঁরা আগে সেই ধর্মময়ের আগমনের কথা
জানাতেন, যাঁকে সম্প্রতি তোমরা দুশমনদের
হাতে তুলে দিয়ে হত্যা করেছ; ৫৩ তোমরাই
ফেরেশতাদের দ্বারা হুকুম করা শরীয়ত
পেয়েছিলে, কিন্তু পালন কর নি।

হযরত স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা

৫৪ এই কথা শুনে তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর
বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। ৫৫ কিন্তু তিনি
পাক-রূহে পরিপূর্ণ হয়ে বেহেশতের প্রতি এক
দৃষ্টে চেয়ে দেখলেন যে, আল্লাহ্‌র মহিমা রয়েছে
এবং ঈসা আল্লাহ্‌র ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন,
৫৬ আর তিনি বললেন, দেখ, আমি দেখছি,
বেহেশত খোলা রয়েছে এবং ইবনুল-ইনসান
আল্লাহ্‌র ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ৫৭ কিন্তু
তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, নিজ নিজ কানে
আঙ্গুল দিল এবং এক যোগে তাঁর উপরে গিয়ে
পড়লো। ৫৮ আর তাঁকে নগর থেকে বের করে
পাথর মারতে লাগল এবং সাক্ষীরা নিজ নিজ
কাপড় খুলে শৌল নামে এক যুবকের পায়ের
কাছে রাখলো। ৫৯ এদিকে তারা যখন স্তিফানকে
পাথর মারছিল, তখন তিনি ডেকে মুনাজাত
করলেন, হে প্রভু ঈসা, আমার রূহ্‌কে গ্রহণ
কর। ৬০ পরে তিনি হাঁটু পেতে উচ্চৈঃস্বরে
বললেন, প্রভু, এদের বিপক্ষে এই গুনাহ্ ধরো
না। এই কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।
আর শৌল তাঁর হত্যার অনুমোদন করছিলেন।

মণ্ডলীর প্রতি শৌলের নির্যাতন

৮ ১ সেদিন জেরুশালেমের মণ্ডলীর প্রতি
বড়ই নির্যাতন উপস্থিত হল, তাতে
প্রেরিতেরা ছাড়া অন্য সকলে এহুদিয়ার ও
সামেরিয়ার জনপদে ছড়িয়ে পড়লো। ২ আর
কয়েক জন ভক্ত লোক স্তিফানকে দাফন করলেন
ও তাঁর জন্য অনেক মাতম করলেন। ৩ কিন্তু শৌল
মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতে লাগলেন, ঘরে ঘরে
প্রবেশ করে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে টেনে এনে
জেলে দিতে লাগলেন।

সামেরিয়াতে হযরত ফিলিপের তবলিগ

৪ তখন যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা চারদিকে
ভ্রমণ করে সুসমাচারের কালাম করতে লাগল।
৫ আর ফিলিপ সামেরিয়ার নগরে গিয়ে লোকদের
কাছে মসীহ্‌কে তবলিগ করতে লাগলেন। ৬ আর
লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর কৃত চিহ্ন-
কাজগুলো দেখে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনল।
৭ কারণ নাপাক রূহ্‌বিষ্ট অনেক লোক থেকে

[৭:৪৫] ইউসা ৩:১৪-১৭; ১৮:১; ২৩:৯; ২৪:১৮।
[৭:৪৬] ২শামু ৭:৮-১৬।
[৭:৪৭] ১বাদশা ৬:১-৩৮।
[৭:৪৮] মার্ক ৫:৭।
[৭:৪৯] মথি ৫:৩৪,৩৫
[৭:৫০] ইশা ৬৬:১,২।
[৭:৫১] হিজ ৩২:৯; ৩৩:৩,৫।
[৭:৫২] মথি ৫:১২; প্রেরিত ৩:১৪; ১থিষ ২:১৫।
[৭:৫৩] গালা ৩:১৯; ইব ২:২।
[৭:৫৪] প্রেরিত ৫:৩৩
[৭:৫৫] লূক ১:১৫; মার্ক ১৬:১৯
[৭:৫৬] মথি ৩:১৬; ৮:২০।
[৭:৫৮] লূক ৪:২৯; লেবীয় ২৪:১৪,১৬; দ্বিঃবিঃ ১৭:৭; প্রেরিত ২২:২০; ৮:১।
[৭:৫৯] জবুর ৩১:৫;

রয়েছে, যার কথা স্তিফান এখানে উল্লেখ করেছেন।

৭:৪৫ দাউদের সময় পর্যন্ত। কেনানীয়দের উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া ইউসার অধীনে শুরু হয়েছিল এবং তা বাদশাহ্ দাউদের আমল না আসা পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নি।

৭:৫১ অন্তরে এবং কানে খৎনা-না-করানো লোকেরা। যদিও ইহুদীরা দৈহিকভাবে খৎনা-করানো ছিল, তথাপি তাদের আচরণে ছিল তাদের চারপাশের খৎনা-না-করানো বা অ-ইহুদী লোকদের মত। তারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পবিত্রকৃত ছিল না।

৭:৫৩ ফেরেশতাদের দ্বারা আদিষ্ট শরীয়ত পেয়েছিলে। আক্ষরিকভাবে "ফেরেশতাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আদেশ সম্পর্কে জেনেছিলে।"

৭:৫৫ ঈসা আল্লাহ্‌র ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবত ঈসা মসীহ্ সে সময় বেহেশতী আদালতে স্তিফানের পক্ষসমর্থনকারী বা উকিল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্তিফানকে যে দর্শন দেখানো হল, তা ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম ও উজ্জ্বল রূপ গ্রহণের সময় বেহেশত খুলে যাওয়া ও আল্লাহ্‌র রব শোনার মত বেহেশতী ঘটনা।

৭:৫৬ ইবনুল-ইনসান। এই প্রথম স্বয়ং ঈসা মসীহ্ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে এই উপাধিতে সম্বোধন করলেন।

৭:৫৮ সাক্ষীরা নিজ নিজ বস্ত্র ... পায়ের কাছে রাখলো। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রথম পাথর নিক্ষেপ করার দায়িত্ব ছিল সাক্ষীদের, এই কারণে তারা উপরের পোশাকটি খুলে রেখে পাথর মারতে এসেছিল, যাতে করে তা নোংরা না হয়ে যায়। তারা শৌলের কাছে তাদের পোশাকগুলো গচ্ছিত রেখেছিল, কারণ শৌল প্রত্যক্ষ সাক্ষী না হলেও নিশ্চয়ই তাদেরকে তীব্রভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

৭:৬০ এদের বিপক্ষে এই গুনাহ্ ধোরো না। স্তিফানের উক্তি ঈসা মসীহের মৃত্যুকালীন সপ্তবাণীর প্রথম বাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ (লূক ২৩:৩৪)।

৮:১ প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে। প্রেরিতবর্গ জেরুশালেমে অবস্থান করলে, যারা কারাগারে আছে তাদের জন্য এই উপস্থিতি হবে অত্যন্ত উৎসাহের বিষয় এবং যারা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য প্রেরিতগণ হবেন এক আশ্রয়স্থল। এই সময় থেকেই মণ্ডলী গোপনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করে।

এহূদিয়ার ... ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। প্রেরিত ১:৮ আয়াতে দেওয়া আদেশের পরিপূর্ণতা এখন শুরু হল; তবে তা মণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুসারে নয়, বরং বহিরাগত নিপীড়নের কারণে। মূলত গ্রীক ভাষাভাষী ঈমানদারগণ এই নিপীড়নের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, হয়তোবা স্তিফানের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার কারণে। এ সময় থেকে ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেরুশালেম মণ্ডলী প্রধানত ইহুদী ঈমানদারদের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল।

৮:৪ সুসংবাদের কালাম তবলিগ করলো। সুসমাচারের পক্ষে বহু সাক্ষী প্রত্যেক স্থানে এই মহান বার্তা ঘোষণা করছিলেন। সুসমাচারের এই সাক্ষীদের একাগ্রতা এবং তবলিগের প্রতি তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে ঈমানদারদের ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছিল।

৮:৫ ফিলিপ। জেরুশালেম মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন অন্যতম অনুসরণীয় একজন তবলিগকারী।

সামেরিয়ার নগরে। প্রাচীন সামেরিয়া নগরী, হেরোদ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হওয়ার পর যার পুনরায় নামকরণ করা হয়

BACIB International Bible CHURCH

ফিলিপ

প্রাথমিক মণ্ডলীর সাতজন পরিচারকের মধ্যে একজন, প্রেরিত ৬:৫। তিনি একজন সুসমাচার তবলিগকারীও বটে, প্রেরিত ২১:৮,৯। স্তিফানের মৃত্যুর পর সৃষ্ট নির্যাতনে যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি তাদের একজন। তিনি প্রথমে সামেরিয়াতে যান এবং সেখানে সফলতার সাথে সুসমাচার তবলিগ করেন, প্রেরিত ৮:৫-১৩। সেখানে থাকাকালে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে যে রাস্তা চলে গেছে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বেহেশতী নির্দেশ অনুসারে হেবরনের পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি একটি রথে ইথিওপিয়ার রাণী কান্দাকির ধন-সম্পদ রক্ষককে দেখতে পান, যিনি ঠিক সেই মুহূর্তে নবী ইশাইয়ার ভবিষ্যৎদ্বাণীর একটি অংশ পড়ছিলেন, ইশা ৫৩:৬,৭। ফিলিপ তার সাথে কথা বলে অংশটি ব্যাখ্যা করেন এবং তার কাছে নাজাতদাতার সুসমাচার তবলিগ করেন। ইথিওপীয় লোকটি ফিলিপের বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করেন এবং প্রভু ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনে পানিতে নেমে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্ম দেবার পরেই ফিলিপ অদৃশ্য হয়ে যান, ফলে সেই ইথিওপীয় লোকটি আর তাঁকে দেখতে পান নি। পরে ফিলিপকে অসদোদে দেখা যায় এবং সিজারিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে সুসংবাদ তবলিগ করেন। হযরত পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা যখন জেরুশালেমের পথে ছিলেন তখন তাঁকে সিজারিয়ায় দেখা যায়, প্রেরিত ২১:৮। এরপর আর কোথাও তাঁর কোন উল্লেখ নেই।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রাথমিক মণ্ডলীর ৭ জন পরিচারকের মধ্যে একজন ছিলেন।
- একজন সুসমাচার তবলিগকারী ও প্রথম ভ্রমণকারী তবলিগকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- সমস্ত মানুষের কাছে সুসমাচার তবলিগের জন্য ঈসা মসীহের মহান আদেশ সর্বপ্রথম পালনকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- কিতাবুল মোকাদ্দসের একজন আন্তরিক শিক্ষার্থী ছিলেন, পরিষ্কারভাবে এর অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌র বাধ্য হতে চায়, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর মহান উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন।
- সুসমাচার হচ্ছে সারা দুনিয়ার সকল জাতির সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সুসমাচার।
- ঈসা মসীহ্‌কে উপলব্ধি করার জন্য শুধু ইঞ্জিল শরীফ নয়, পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসই আমাদের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।
- সুসমাচারের প্রতি পুরো জাতির সাড়া দান (সামেরীয়দের মত) এবং ব্যক্তিগত সাড়া দান (ইথিওপিয়ার সেই লোকটির মত) দুটোই সমান মূল্যবান।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **পেশা:** মণ্ডলীর পরিচারক, সুসমাচার তবলিগকারী
- **আত্মীয়-স্বজন:** চারটি কন্যা
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, স্তিফান, প্রেরিতবর্গ।

মূল আয়াত: "তখন ফিলিপ মুখ খুলে পাক-কিতাবের সেই কথা থেকে আরম্ভ করে তাঁর কাছে ঈসার বিষয়ে সুসমাচার তবলিগ করলেন।" (প্রেরিত ৮:৩৫)

প্রেরিত ৬:১-৭; ৮:৫-৪০; ২১:৮-১০ আয়াতে ফিলিপের কথা পাওয়া যায়।

সেসব রূহ্ চিৎকার করে চেঁচিয়ে বের হয়ে
আসলো এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খঞ্জ সুস্থ
হল; ৮ তাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হল।
৯ কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে
আগে থেকে সেই নগরে যাদু দেখাত ও সামেরীয়
জাতিকে চমৎকৃত করতো। সে নিজেকে এক জন
মহাপুরুষ বলে দাবী করতো, ১০ এবং তার কথা
ছোট বড় সকলে শুনতো। তারা বলতো, এই
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সেই শক্তি, যা মহতী নামে
আখ্যাত। ১১ লোকে তার কথায় মনোযোগ দিত,
কারণ সে বহুকাল থেকে তার যাদুর কাজ দিয়ে
তাদেরকে চমৎকৃত করে আসছিল। ১২ কিন্তু
ফিলিপ আল্লাহ্‌র রাজ্য ও ঈসা মসীহের নাম
বিষয়ক সুসমাচার তবলিগ করলে তারা তাঁর
কথায় ঈমান আনল, আর পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা
বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। ১৩ আর শিমোন নিজেও
ঈমান আনল এবং বাপ্তিস্ম নিয়ে ফিলিপের সঙ্গে
সঙ্গেই থাকতে লাগল; আর অনেক চিহ্ন-কাজ ও
মহাপরাক্রমের কাজ সাধিত হচ্ছে দেখে চমৎকৃত
হল।
১৪ জেরুশালেমে প্রেরিতেরা যখন শুনতে
পেলেন যে, সামেরীয়রা আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ
করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও ইউহোন্নাকে
তাদের কাছ প্রেরণ করলেন। ১৫ তাঁরা এসে
তাদের জন্য মুনাজাত করলেন, যেন তাঁরা পাক-
রূহ্ পায়; ১৬ কেননা এই পর্যন্ত তাদের কারো
উপরে পাক-রূহ্ নেমে আসেন নি; কেবল তারা
প্রভু ঈসার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।
১৭ তখন তাঁরা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন,
আর তারা পাক-রূহ্ লাভ করলো। ১৮ আর
শিমোন যখন দেখতে পেল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ
দ্বারা পাক-রূহ্ দেওয়া হচ্ছে, তখন সে তাঁদের
কাছে টাকা এনে বললো, ১৯ আমাকেও এই
ক্ষমতা দিন, যেন আমি যার উপরে হাত রাখবো,
সে পাক-রূহ্ পায়। ২০ কিন্তু পিতর তাকে
বললেন, তোমার রূপা তোমার সঙ্গে বিনষ্ট
হোক, কেননা আল্লাহ্‌র দান তুমি অর্থ দিয়ে ক্রয়
করতে মনস্থ করেছ। ২১ এই বিষয়ে তোমার
অংশ বা অধিকার কিছুই নেই; কারণ তোমার
অন্তর আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে সরল নয়। ২২ অতএব
তোমার এই নাফরমানী থেকে মন ফিরাও এবং
প্রভুর কাছে ফরিয়াদ কর, কি জানি, তোমার
হৃদয়ের কল্পনার মাফ হলেও হতে পারে;
২৩ কেননা আমি দেখছি, তোমার মন মন্দতায়
পরিপূর্ণ ও তুমি গুনাহ্‌র বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছ।
২৪ তখন শিমোন জবাবে বললো, আপনারাই
আমার জন্য প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করুন, যেন
আপনারা যা যা বললেন, তার কিছুই আমার
প্রতি না ঘটে।
২৫ পরে তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর কালাম তব-
লিগ করে জেরুশালেমে ফিরে যেতে যেতে
সামেরীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার তবলিগ
করলেন।

হযরত ফিলিপ ও ইথিওপিয়ার নপুংসক

লূক ২৩:৪৬।
[৭:৬০] লূক ২২:৪১; প্রেরিত ৯:৪০; মথি ৫:৪৪; ৯:২৪।
[৮:৩] ১করি ১৫:৯; গালা ১:১৩,২৩; ফিলি ৩:৬; ১তীম ১:১৩।
[৮:৪] প্রেরিত ১৫:৩৫।
[৮:৫] প্রেরিত ৬:৫; ২১:৮।
[৮:৭] মার্ক ১৬:১৭; মথি ৪:২৪।
[৮:১২] মথি ৩:২; প্রেরিত ২:৩৮।
[৮:১৩] প্রেরিত ১৯:১১।
[৮:১৪] ইব ৪:১২; লূক ২২:৮।
[৮:১৫] ইউ ২০:২২।
[৮:১৬] প্রেরিত ১০:৪৪; ১৯:২; ২:৩৮; মথি ২৮:১৯।
[৮:১৭] প্রেরিত

‘নিয়াপোলিস’ বা আধুনিক ‘নাবলূস’। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, সামেরীয়দের সাথে ইহুদীদের কোন যোগাযোগ ছিল না (৪:৯)। এহুদিয়ার উত্তরাঞ্চলের এই অধিবাসীরা শুধুমাত্র তৌরাত শরীফ পালন করতো, ইহুদীদের অন্য কিতাবগুলোকে নয়। তারা এও বিশ্বাস করতো যে, জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসে নয়, গরিষীম পর্বতে আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী করতে হবে।

৮:৯ শিমোন। প্রাথমিক ঈসায়ী যুগে শিমোন ম্যাগাস ছিল মণ্ডলীর প্রধান ভ্রান্তবাদী এবং জ্ঞেয়বাদ শিক্ষার ‘জনক’। তার জন্মস্থান ছিল ফিলিপী। পরবর্তীতে সে রোম ও অন্যান্য বিখ্যাত নগরী পরিদর্শন করে এবং সেখানে অনেক অনুসারী তৈরি করে। তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই শিমোন ম্যাগাসের মতানুসারীরা টিকে ছিল।

৮:১০ মহতী নামে আখ্যাত। শিমোন নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করেছিল এবং নানা ধরনের জাদুমন্ত্রের কাজ করেছিল। সেই কারণে লোকেরা তাকে এমন আখ্যা দিয়েছিল।

৮:১২ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। পানিতে বাপ্তিস্ম দানের প্রথা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল (মার্ক ১:৪; লূক ৩:৩)। মসীহ্ স্বয়ং ইয়াহিয়া কর্তৃক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন (মথি ৩:১৩-১৭)। তিনি তাঁর বেহেশতারোহণের পূর্বে তাঁর সাহাবীদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন সমগ্র দুনিয়ার মানুষের কাছে সুসমাচার তবলিগ করতে এবং যারা এই নাজাতের বার্তায় ঈমান আনবে তাদেরকে পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের নামে বাপ্তিস্ম দান করতে (মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৫-১৬)। পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে এই আদেশ মণ্ডলী কর্তৃক পালিত হতে শুরু হয়েছিল। বাপ্তিস্ম গ্রহণকে পাক-রূহ্ দ্বারা বাপ্তিস্ম লাভ বা অভিষেক লাভের বাহ্যিক প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

৮:১৩ শিমোন নিজেও ঈমান আনল। শিমোনের ঈমান খাঁটি ছিল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। যদিও লূক বলেছেন যে, শিমোন ঈমান এনেছিল, তথাপি পিতরের বিবৃতি অনুসারে প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজে শিমোনের কোন অংশ নেই। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, তার অন্তর ‘আল্লাহ্‌র সম্মুখে সরল ছিল না’ (আয়াত ২১)।

৮:১৪ পিতর ও ইউহোন্নাকে তাদের কাছ প্রেরণ করলেন। জেরুশালেম মণ্ডলী নতুন তবলিগ-মূলক পরিচর্যা কাজের চেষ্টা করছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের দ্বারা গঠিত ঈমানদার সমাজ পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করছিল।

৮:১৬ এই পর্যন্ত ... নেমে আসেন নি। দৃশ্যনীয় কোন চিহ্ন দ্বারা সামেরিয়ার নব্য ঈসায়ী ঈমানদারদের কাছে পাক-রূহ্ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হন নি, এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

৮:১৭ তাঁরা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন। প্রেরিতিক হস্তার্পণ ছিল এক সহভাগিতার চিহ্ন, যার দ্বারা নতুন ঈমানদারদের মাঝে পাক-রূহের প্রবেশকে মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃতি দান করা হয়। প্রেরিতদের এই হস্তার্পণের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, সামেরীয়রা সেই একই পাক-রূহ্‌কে গ্রহণ করেছে, যে পাক-রূহ্ পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের উপরে নেমে

২৬ পরে প্রভুর এক জন ফেরেশতা ফিলিপকে
এই কথা বললেন, উঠ, দক্ষিণ দিকে, যে পথ
জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে নেমে গেছে,
সেই পথে যাও। সেই পথটি ছিল মরুভূমির
মধ্যে। ২৭ তাতে তিনি উঠে গমন করলেন। আর
দেখ, সেখানে ইথিওপিয়া দেশের এক কর্মকর্তা
ছিলেন, যিনি ইথিওপীয়দের কান্দাকি রাণীর
অধীন উচ্চপদস্থ এক জন নপুংসক এবং রাণীর
সমস্ত ধনকোষের নেতা ছিলেন। তিনি এবাদত
করার জন্য জেরুশালেমে এসেছিলেন; ২৮ পরে
ফিরে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর রথে বসে ইশাইয়া
নবীর কিতাব পাঠ করছিলেন। ২৯ তখন পাক-রূহ্
ফিলিপকে বললেন, ঐ রথের কাছে যাও ও তার
সঙ্গে সঙ্গে চল। ৩০ তাতে ফিলিপ দৌড়ে কাছে
গিয়ে শুনলেন, তিনি ইশাইয়া নবীর কিতাব পাঠ
করছেন। ফিলিপ বললেন, আপনি যা পাঠ
করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন? ৩১ তিনি
বললেন, কেউ আমাকে বুঝিয়ে না দিলে কেমন
করে বুঝতে পারব? পরে তিনি ফিলিপকে তাঁর
কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। ৩২ পাক-
কিতাবের যে কথা তিনি পড়ছিলেন, তা এই—

"তিনি হত হবার জন্য ভেড়ার মত নীত
হলেন,
এবং লোমচ্ছেদকের সম্মুখে ভেড়ার বাচ্চা
যেমন নীরব থাকে,
সেরকম তিনি মুখ খুললেন না।
৩৩ তাঁর হীনাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধীয় বিচার অপনীত
হল,
তাঁর সমকালীন লোকদের বর্ণনা কে করতে
পারে?
যেহেতু তাঁর জীবন দুনিয়া থেকে অপনীত
হল।"

৩৪ নপুংসক জবাবে ফিলিপকে বললেন, নিবেদন
করি, নবী কার বিষয় এই কথা বলেন? নিজের
বিষয়ে, না অন্য কারো বিষয়ে? ৩৫ তখন ফিলিপ
মুখ খুলে পাক-কিতাবের সেই কথা থেকে আরম্ভ
করে তাঁর কাছে ঈসার বিষয়ে সুসমাচার তবলিগ
করলেন। ৩৬ পরে পথে যেতে যেতে তাঁরা কোন
এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে পানি ছিল।
তখন নপুংসক বললেন, এই দেখুন, এখানে
পানি আছে; আমার বাপ্তিস্ম নেবার বাধা কি?
৩৭ পরে তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন, আর
ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে পানির মধ্যে নামলেন
এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। ৩৮ আর
যখন তারা পানির মধ্য থেকে উঠলেন, তখন
প্রভুর রূহ্ ফিলিপকে হরণ করে নিয়ে গেলেন
এবং নপুংসক আর তাঁকে দেখতে পেলেন না,
ফলে তিনি আনন্দ করতে করতে নিজের পথে
চলে গেলেন। ৩৯ কিন্তু ফিলিপকে অস্‌দোদে
দেখতে পাওয়া গেল; আর তিনি নগরে নগরে
ভ্রমণ করে সুসমাচার তবলিগ করতে করতে
শেষে সিজারিয়াতে উপস্থিত হলেন।

৬:৬; ইউ ২০:২২। [৮:২০] ২বাদশা ৫:১৬; দানি ৫:১৭; মথি ১০:৮; প্রেরিত ২:৩৮। [৮:২১] নহি ২:২০; জবুর ৭৮:৩৭। [৮:২২] প্রেরিত ২:৩৮। [৮:২৪] হিজ ৮:৮; শুমারী ২১:৭; ১বাদশা ১৩:৬; ইয়ার ৪২:২। [৮:২৭] জবুর ৬৮:৩১; ৮৭:৪; সফ ৩:১০; ইশা ৫৬:৩-৫; ১বাদশা ৮:৪১-৪৩; ইউ ১২:২০।

[৮:২৯] প্রেরিত ১০:১৯; ১১:১২; ১৩:২; ২০:২৩; ২১:১১

[৮:৩৩]ইশা ৫৩:৭,৮। [৮:৩৫] মথি ৫:২; লূক ২৪:২৭; প্রেরিত ১৭:২; ১৮:২৮; ২৮:২৩; ১৩:৩২।

এসেছিলেন।

৮:১৮ সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বললো। শিমোনের প্রেরিতদের অলৌকিক কাজের এই ক্ষমতাকে জাদুমন্ত্রের ক্ষমতা বলে মনে করেছিল। তাই সে এই ক্ষমতা টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল, যেন সেও প্রেরিতদের মত ক্ষমতাবান হতে পারে।

৮:২৬ জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে। প্রায় **৫০ মাইলের দূরত্ব।** প্রাচীন গাজা নগরী ৯৩ খ্রীষ্টপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জনশূন্য হয়ে পড়ে। ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বে এই নগর পুনর্নির্মাণ করা হয়, যার নতুন অবস্থান হয় প্রাচীন নগরের কিছুটা দক্ষিণে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে।

৮:২৭ ইথিয়পিয়া। তৎকালীন ইথিয়পিয়া ছিল আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। এর বিস্তৃতি ছিল নীলনদের এলা অঞ্চল থেকে সুদানের খার্তুম অবধি প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত।

কান্দাকি। ইথিয়পিয়ার রাণী-মাতার প্রচলিত উপাধি।

নপুংসক। রাণী বা বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত সহকারী এবং কোষাধ্যক্ষ। সম্ভবত এখানে আক্ষরিক অর্থে নপুংসক বা খোজা (Eunuch) বোঝানো হয় নি, বরং এটি ছিল তার উপাধি। তিনি এবাদত করার জন্য জেরুশালেমে এসেছিলেন। যদিও এই ইথিয়পীয় তথা অ-ইহুদী ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে ইহুদী ধর্মান্তরিত হন নি, তথাপি তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌ভক্ত লোক। জেরুশালেম থেকে এবাদত করে ফিরে যাওয়ার সময় পাক-কিতাব পাঠ করা দেখে বোঝা যায় যে, ইহুদী ধর্ম ও রীতি-নীতির সাথে তার সুদীর্ঘ পরিচিতি ছিল।

৮:৩২ পাক-কিতাবের যে কথা। পাক-কিতাবের এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছিল সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণের ইশা ৫৩:৭;৮ আয়াত থেকে।

৮:৩৬ যেখানে পানি ছিল। সম্ভাব্য স্থানটি হচ্ছে এলা উপত্যকায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদী, গলিয়াতকে হত্যা করার জন্য দাউদ যে নদীটি পার হয়েছিলেন (১ শামু ১৭:৪০); অথবা গাজার ঠিক উত্তরে অবস্থিত খাল *ওয়াদি-এল-হাসি*, যা অনেকগুলো স্রোতধারা এবং কূপের উৎস হিসেবে পরিচিত ছিল।

৮:৩৮ প্রভুর রূহ্ ফিলিপকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। এখানে একাধারে ফিলিপের উপরে সম্পূর্ণ রূহানিক নিয়ন্ত্রণ এবং পাক-রূহের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার তৎপরতার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

৮:৩৯ অস্‌দোদ। একটি ফিলিস্তিনী নগর (১ শামু ৫:১ দেখুন)। গাজা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৯ মাইল এবং সিজারিয়া থেকে প্রায় ৬০ মাইল।

সিজারিয়া। এই প্রদেশে রোমীয় প্রাদেশিক শাসক তাঁর কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ এখানে একটি চমৎকার সমুদ্র-বন্দর ছিল। হেরোদ প্রদেশটির পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। ফিলিপ সিজারিয়াতে অবস্থান করছেন বলে এখানে দেখানো হয়েছে; এর ২০ বছর পর আমরা আবারও তাঁর উল্লেখ পাই এবং তখনও তিনি একই স্থানে অবস্থান করছিলেন বলে দেখানো হয়েছে (২১:৮)।

৯:১ শৌল। স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করার সময় প্রথম শৌলের উল্লেখ পাওয়া যায় (৭:৫৮)। তিনি তর্শীশে জন্মগ্রহণ করেন এবং গমলীয়েলের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন (২২:৩)।

ঈসা মসীহের উপর শৌলের ঈমান আনা

৯ ১ এদিকে শৌল তখনও প্রভুর সাহাবীদের
হত্যা করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন।
২ তিনি মহা-ইমামের কাছে গিয়ে, দামেস্ক
শহরের মজলিস-খানাগুলোতে দেবার জন্য পত্র
চাইলেন, যেন যারা 'সেই পথে' চলে এমন পুরুষ
হোক বা স্ত্রী হোক যে সমস্ত লোককে পান,
তাদেরকে বেঁধে জেরুশালেমে আনতে পারেন।
৩ পরে তিনি যেতে যেতে দামেস্কের কাছ উপস্থিত
হলেন, তখন হঠাৎ আসমান থেকে আলো তাঁর
চারদিকে চমকে উঠলো। ৪ তাতে তিনি ভূমিতে
পড়ে শুনতে পেলেন, তাঁর প্রতি এই বাণী হচ্ছে,
শৌল শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছো?
৫ তিনি বললেন, প্রভু আপনি কে? প্রভু বললেন,
আমি ঈসা, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছো; ৬ কিন্তু
উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করতে হবে,
তা বলা যাবে। ৭ আর তাঁর সহপথিকেরা অবাক
হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারা ঐ বাণী শুনল বটে,
কিন্তু কাউকেও দেখতে পেল না। ৮ পরে শৌল
ভূমি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ মেললে পর
কিছুই দেখতে পেলেন না; আর তারা তাঁর হাত
ধরে তাঁকে দামেস্কে নিয়ে গেল। ৯ আর তিন দিন
পর্যন্ত তিনি চোখে কিছু দেখতে পেলেন না এবং
কিছুই ভোজন বা পান করলেন না।
১০ দামেস্কে অননিয় নামে এক জন সাহাবী
ছিলেন। ১১ প্রভু তাঁকে দর্শনযোগে বললেন,
অননিয়। তিনি বললেন, প্রভু, দেখুন, এই
আমি। তখন প্রভু তাঁকে বললেন, তুমি উঠে
সরল নামক পথে গিয়ে এহুদার বাড়িতে তার্ষ
নগরীর শৌল নামক ব্যক্তির খোঁজ কর। ১২ আর
দেখ, সে মুনাজাত করছে এবং সে দেখেছে,
অননিয় নামে এক ব্যক্তি এসে তার উপরে হাত
রাখছে, যেন সে দৃষ্টি ফিরে পায়। ১৩ অননিয়
জবাবে বললেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই
ব্যক্তির বিষয় শুনেছি, সে জেরুশালেমে তোমার
পবিত্র লোকদের প্রতি কত উপদ্রব করেছে;
১৪ এই স্থানেও যত লোক তোমার নামে ডাকে,
তাদের সকলকে বন্দী করার ক্ষমতা সে প্রধান
ইমামদের কাছ থেকে পেয়েছে। ১৫ কিন্তু প্রভু
তাঁকে বললেন, তুমি যাও, কেননা জাতিদের ও
বাদশাহ্‌দের এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে
আমার নাম বহন করার জন্য আমি তাকে
মনোনীত করেছি। ১৬ আমার নামের জন্য তাকে
কত কষ্ট ভোগ করতে হবে তা আমি তাকে
দেখাবো।
১৭ তখন অননিয় চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ
করলেন এবং তাঁর উপরে হাত রেখে বললেন,
ভাই শৌল, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে
দর্শন দিলেন, তিনি প্রভু ঈসা। তিনি আমাকে
প্রেরণ করেছেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাও এবং পাক-
রূহে পরিপূর্ণ হও। ১৮ আর অমনি তাঁর চোখ
থেকে যেন আঁশ পড়ে গেল, তিনি দৃষ্টি ফিরে

[৮:৩৬] প্রেরিত ২:৩৮; ১০:৪৭। [৮:৩৯] ১বাদশা ১৮:১২; ২বাদশা ২:১৬; ইহি ৩:১২,১৪; ৮:৩; ১১:১,২৪; ৪৩:৫; ২করি ১২:২; ১থিষ ৪:১৭; প্রকা ১২:৫। [৯:১] প্রেরিত ৮:৩। [৯:২] ইশা ১৭:১; ইয়ার ৪৯:২৩; প্রেরিত ১৯:৯,২৩; ২২:৪; ২৪:১৪,২২। [৯:৩] ১করি ১৫:৮। [৯:৪] ইশা ৬:৮। [৯:৬] আঃ ১৬; ইহি ৩:২২। [৯:৭] ইউ ১২:২৯; দানি ১০:৭। [৯:১০] প্রেরিত ১০:৩,১৭,১৯; ১২:৯; ১৬:৯,১০; ১৮:৯। [৯:১১] প্রেরিত

হত্যা করবেন বলে ভয় প্রদর্শন করছিলেন। স্তিফান ব্যতীত অন্য কোন কারো মৃত্যুতে শৌল জড়িত ছিলেন কি না তা আমাদেরকে সরাসরি বলা হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন বাক্য অনুসারে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি বহু ঈসায়ী ঈমানদারকে হত্যা করেছিলেন।

৯:২ মহা-ইমাম। সম্ভবত কাইয়াফা (৪:৬ আয়াতের টীকা দেখুন), এহুদিয়া ও অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল।

দামেস্ক শহরের ... পত্র চাইলেন। সম্ভবত শাস্তি কার্যকর করার জন্য অনুমতি পত্র। স্তিফানের মৃত্যুর পর থেকে ইহুদী নেতারা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে এবং শৌল ছিলেন এই অত্যাচারীদের মধ্যে অগ্রগামী।

দামেস্ক। রোমীয় প্রদেশ সিরিয়াতে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। এখানে বহুসংখ্যক ইহুদীর বসবাস ছিল। জেরুশালেম থেকে দামেস্কের দূরত্ব ছিল প্রায় ১৫০ মাইল, যা চার থেকে ছয় দিনের হাঁটাপথ।

যারা সেই পথে চলে। ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে ইহুদীরা অনেক সময় এই নামে ডাকতো (প্রেরিত ১৬:১৭; ১৮:২৫-২৬; ১৯:৯,২৩; ২২:৪; ২৪:১৪,২২; ২ পিতর ২:২ দেখুন)। ঈসা মসীহ্ নিজেকে 'পথ' বলেছেন (ইউ ১৪:৬)।

বেঁধে জেরুশালেমে আনতে পারেন। যেখানে মহাসভা ঈমানদারদেরকে বিনা বিচারে বা প্রহসনমূলক বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

৯:৪ কেন আমাকে তাড়না করছো? মণ্ডলীকে তাড়না করার অর্থ হচ্ছে মসীহ্‌কে তাড়না করা, কারণ মণ্ডলী তাঁর দেহ (১ করি ১২:২৭; ইফি ১:২২-২৩ দেখুন)।

৯:৫ প্রভু, আপনি কে? রব্বিদের ঐতিহ্য অনুসারে বেহেশত থেকে এরূপ বাণী শোনা গেলে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী বলে গণ্য করা হত। শৌলের নাম সম্বোধন এবং উজ্জ্বল আলোর কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে রয়েছেন।

৯:৭ তারা ঐ বাণী শুনল ... দেখতে পেল না। শৌলের সাথে যারা ছিল তারা বাণীটি শুনতে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি যে, এর মধ্য দিয়ে কী বলা হয়েছিল।

৯:১০ অননিয়। একজন ভক্ত ঈসায়ী ঈমানদার ও পরিচর্যাকারী। তাঁর হিব্রু 'হননিয়' নামটির গ্রীক রূপ এই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ 'প্রভু অনুগ্রহশীল' বা 'প্রভু দয়াময়'।

৯:১১ সরল নামক পথ। সম্ভবত দীর্ঘ পথটির কোন বাঁক ছিল না বলে এই নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে পথটি দামেস্ক নগরীর মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছে। এটি এখন *দারব-আল-মুস্তাকিম* নামে পরিচিত।

মুনাজাত করছে। লূক লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবে মুনাজাত করার সময় দর্শন লাভের বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় (লূক ১:১০; ৩:২১; ৯:২৮; প্রেরিত ১০:৯-১১ দেখুন)।

৯:১২ সে দেখেছে। আমরা পৌলের প্রথম তিনটি দর্শনকে পৃথকভাবে দেখতে পারি: দামেস্কের পথে (আয়াত ৪), এহুদার

পেলেন এবং উঠে বাপ্তিস্ম নিলেন। ১৯ পরে
আহার করে শক্তি লাভ করলেন।

দামেস্কে শৌলের তবলিগ

২০ আর তিনি কয়েক দিন দামেস্কের সাহাবীদের
সঙ্গে থাকলেন এবং সময় নষ্ট না করে বিভিন্ন
মজলিস-খানায় এই বলে তবলিগ করতে
লাগলেন যে, ঈসা-ই আল্লাহ্‌র পুত্র। ২১ আর যারা
তাঁর কথা শুনতে পেল, তারা সকলে চমৎকৃত
হয়ে বলতে লাগল, জেরুশালেমে যারা এই নামে
ডাকে তাদেরকে যে ব্যক্তি উৎপাটন করতো, এ
কি সেই ব্যক্তি নয়? এখানে যারা সেই পথে চলে
তাদেরকে বন্দী করে প্রধান ইমামদের কাছে নিয়ে
যাবার জন্যই কি সে এখানে আসে নি? ২২ কিন্তু
শৌল উত্তরোত্তর শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং
ঈসা-ই যে মসীহ্‌ তা প্রমাণ করে দামেস্ক-নিবাসী
ইহুদীদেরকে নিরুত্তর করতে লাগলেন।

ইহুদীদের হাত থেকে শৌলের পালিয়ে যাওয়া

২৩ এর কিছু দিন পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা
করার পরামর্শ করলো, ২৪ কিন্তু শৌল তাঁদের
চক্রান্ত জানতে পারলেন। আর তারা যেন তাঁকে
হত্যা করতে পারে, এজন্য নগর-ফটকগুলো
দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। ২৫ কিন্তু একদিন
রাত্রে তাঁর সাগরেদেরা তাঁকে নিয়ে একটি
ঝুড়িতে করে প্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

জেরুশালেমে শৌল

২৬ পরে তিনি জেরুশালেমে উপস্থিত হয়ে
সাহাবীদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু
সকলে তাঁকে ভয় করতে লাগলো। তারা এই
কথা বিশ্বাস করতে পারল না যে, তিনি সাহাবী
হয়েছেন। ২৭ তখন বার্নাবাস তাঁর হাত ধরে
প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং পথের
মধ্যে তিনি কিভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছেন ও
প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং কিভাবে
তিনি দামেস্কে ঈসার নামে সাহসপূর্বক তবলিগ
করেছেন, এসব তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন।
২৮ আর শৌল জেরুশালেমে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে
থাকতেন, ভিতরে আসতেন ও বাইরে যেতেন,
প্রভুর নামে সাহসপূর্বক তবলিগ করতেন।
২৯ তিনি গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীদের সঙ্গে
কথাবার্তা ও তর্ক করতেন, কিন্তু তারা তাঁকে
হত্যা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।
৩০ ঈমানদার ভাইয়েরা এই কথা জানতে পেরে
তাঁকে সিজারিয়াতে নিয়ে গেলেন এবং সেখান
থেকে তার্ষ নগরে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত পিতরের দু'টি অলৌকিক কাজ

৩১ তখন এহুদিয়া, গালীল ও সামেরিয়ার সর্বত্র
মণ্ডলী শান্তিভোগ করতে ও বৃদ্ধি পেতে লাগল
এবং প্রভুর ভয়ে ও পাক-রূহের আশ্বাসে চলতে
চলতে বহুসংখ্যক হয়ে উঠলো।

ঐনিয়ের সুস্থতা লাভ

৩২ আর পিতর সকল স্থানে ভ্রমণ করতে করতে
লুদ্দা-নিবাসী পবিত্র লোকদের কাছেও গেলেন।
৩৩ সেই স্থানে তিনি ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির
দেখা পান যে পক্ষাঘাত রোগে আট বছর যাবৎ
বিছানায় পড়ে ছিল। ৩৪ পিতর তাকে বললেন,
ঐনিয়, ঈসা মসীহ্‌ তোমাকে সুস্থ করলেন, উঠ,
তোমার বিছানা তুলে নাও। ৩৫ তাতে সে
তৎক্ষণাৎ উঠলো। তখন লুদ্দা ও শারোণ-নিবাসী

১১:২৫; ২১:৩৯; ২২:৩।
[৯:১২] মার্ক ৫:২৩।
[৯:১৩] রোমীয় ১:৭; ১৫:২৫, ২৬,৩১; ১৬:২,১৫; ইফি ১:১; ফিলি ১:১।
[৯:১৫] রোমীয় ১:১; ১১:১৩; ১৫:১৫,১৬; গালা ১:১৫; ১:১৬; ২:৭, ৮; ১তীম ১:১২।
[৯:১৬] ২করি ৬:৪-১০; ১১:২৩-২৭; ২তীম ১:৮; ২:৩,৯।
[৯:১৯] প্রেরিত ১১:২৬; ২৬:২০।
[৯:২০] মথি ৪:৩।
[৯:২২] লূক ২:১১; প্রেরিত ৫:৪২; ১৭:৩; ১৮:৫,২৮।
[৯:২৩] প্রেরিত ২০:৩।
[৯:২৪] প্রেরিত ২০:৩,১৯; ২৩:১৬,৩০
[৯:২৫] ১শামু ১৯:১২; ২করি ১১:৩২,৩৩।
[৯:২৬] প্রেরিত ২২:১৭; ২৬:২০; গালা ১:১৭,১৮।
[৯:২৭] প্রেরিত

গৃহে (আয়াত ১২) এবং জেরুশালেমে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময়ে (২২:১৭)।

৯:১৭ যিনি ... তিনি প্রভু ঈসা। দামেস্কের রাস্তায় শৌলের অভিজ্ঞতা কেবল এক দর্শন ছিল না। পুনরুত্থিত ঈসা মসীহ্‌ই স্বয়ং শৌলের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই সত্যতার ভিত্তিতে শৌল একজন প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতা ।

পাক-রূহে পরিপূর্ণ হও। মন পরিবর্তনের তিন দিন পর শৌলের উপর পাক-রূহের অবতরণ ঘটে। পঞ্চাশত্তমীতে প্রেরিতদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শৌলের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক একই ঘটনা দেখতে পাই। প্রথমে তিনি নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অর্থাৎ নাজাত গ্রহণ করেন, এরপরে তিনি পাক-রূহের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। শৌলের প্রতি পাক-রূহের এই অবতরণ ছিল তবলিগ ও পরিচর্যা কাজের জন্য তাঁর ক্ষমতা লাভ ও অভিষেকের স্পষ্ট নিদর্শন।

৯:২০ ঈসা-ই আল্লাহ্‌র পুত্র। শৌল দামেস্কের রাস্তায় যে দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেটাই তিনি তাঁর তবলিগের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন– ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ত্ব ও মসীহ্‌ত্ব।

৯:২২ ঈসা-ই যে মসীহ্‌ তা প্রমাণ করে। এখানে 'প্রমাণ করা' শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ (*সিমবিবায়ু*) এই অর্থ প্রকাশ করে যে, এই প্রক্রিয়ায় পাক-কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অংশগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে এগুলোর পরিপূর্ণতা লাভকারী ঘটনাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হত। পৌল এই প্রক্রিয়ায় দেখিয়েছেন যে, পাক-কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে উদ্ধৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ সরাসরি ঈসা মসীহের কথা বলে।

৯:২৩ এর কিছু দিন পরে। তিন বছর (গালা ১:১৭-১৮ দেখুন); সম্ভবত এই সময়টি তিনি আরবে কাটিয়েছিলেন, যা ছিল দামেস্কের পার্শ্ববর্তী দেশ।

ইহুদীরা তাঁকে খুন করার পরামর্শ করলো। পৌল দামেস্কে ফিরে আসার পর বাদশাহ্‌ আরিতার অধীনস্থ শাসকেরা তাঁর গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছিল (২ করি ১১:৩২)।

৯:২৬ সকলে তাঁকে ভয় করতে লাগলো। গালা ১:১৯ আয়াত থেকে আমরা জানি যে, পিতর ও ঈসা মসীহের ভাই ইয়াকুব ছাড়া সকল প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে দূরে ছিলেন। ইয়াকুব বারোজনের একজন না হলেও প্রেরিতের সমান পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

৯:২৯ কথোপকথন ও তর্ক করতেন। আগে শৌল ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে কাজ করতেন; আর এখন তিনি জোর দিয়ে মসীহ্‌রূপে ঈসাকে উপস্থাপন করার জন্য কথা বলছেন এবং বাদানুবাদ করছেন।

৯:৩১ মণ্ডলী। এহুদিয়া, গালীল ও সামেরিয়া সহ সমস্ত অঞ্চলের ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে একত্রে বোঝানো হয়েছে।

পাক-রূহের আশ্বাসে চলতে চলতে। সমগ্র প্রেরিতদের কার্য-

সমস্ত লোক তাকে দেখতে পেল এবং তারা প্রভুর
প্রতি ফিরল।

লুদ্দা ও যাফোতে হযরত পিতর

৩৬ আর যাফোতে টাবিথা নাম্নী এক মহিলা
সাহাবী ছিলেন, অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ
দর্কা [হরিণী]; তিনি নানা সৎকর্ম ও দানকার্যে
ব্যাপৃত ছিলেন। ৩৭ ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে
অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করলেন। তাতে লোকেরা
তাকে গোসল করিয়ে উপরের কুঠরিতে শুইয়ে
রাখল। ৩৮ আর লুদ্দা যাফোর নিকটবর্তী
হওয়াতে, পিতর লুদ্দায় আছেন শুনে সাহাবীরা
তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে ফরিয়াদ করলো,
আপনি আমাদের এখান পর্যন্ত আসতে বিলম্ব
করবেন না। ৩৯ তখন পিতর উঠে তাদের সঙ্গে
চললেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে
সেই উপরের কুঠরিতে নিয়ে গেল, আর বিধবারা
সকলে তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকল
এবং দর্কা তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব
জামা ও কাপড় প্রস্তুত করেছিলেন সেসব দেখাতে
লাগল। ৪০ কিন্তু পিতর সকলকে বের করে দিয়ে
হাঁটু পেতে মুনাজাত করলেন; পরে সেই দেহের
দিকে ফিরে বললেন, টাবিথা, উঠ। তাতে তিনি
চোখ মেললেন এবং পিতরকে দেখে উঠে

৪:৩৬।
[৯:২৯] প্রেরিত ৬:১; ২করি ১১:২৬।
[৯:৩০] প্রেরিত ১:১৬; ৮:৪০।
[৯:৩১] প্রেরিত ৮:১; ২:৪১।
[৯:৩৪] প্রেরিত ৩:৬,১৬; ৪:১০।
[৯:৩৫] ১খান্দান ৫:১৬; ২৭:২৯; সোলা ২:১; ইশা ৩৩:৯; ৩৫:২; ৬৫:১০; প্রেরিত ২:৪১।
[৯:৩৬] ইউসা ১৯:৪৬; ২খান্দান ২:১৬; উযা ৩:৭; ইউনুস ১:৩;।
[৯:৩৭] প্রেরিত ১:১৩; ২০:৮।
[৯:৩৮] প্রেরিত ১১:২৬।
[৯:৩৯] প্রেরিত ৬:১; ১তীম ৫:৩।
[৯:৪০] মথি ৯:২৫; লূক ২২:৪১; প্রেরিত

বসলেন। ৪১ তখন পিতর হাত ধরে তাকে
উঠালেন এবং পবিত্র লোকদেরকে ও
বিধবাদেরকে ডেকে তাদের দেখালেন যে, দর্কা
জীবিত হয়ে উঠেছেন। ৪২ এই কথা যাফোর
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং অনেক লোক প্রভুতে
ঈমান আনল। ৪৩ আর পিতর অনেক দিন
যাফোতে, শিমোন নামক এক জন চর্মকারের
বাড়িতে অবস্থিতি করলেন।

হযরত পিতর ও কর্ণীলিয়

১০ ১ সিজারিয়াতে কর্ণীলিয় নামে এক
ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালীয় নামক
সৈন্যদলের এক জন শতপতি। ২ তিনি আল্লাহ্-
ভক্ত ছিলেন এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে
আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। তিনি লোকদেরকে
অনেক দান-খয়রাত করতেন এবং সব সময়
আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করতেন। ৩ এক দিন
অনুমান বিকাল তিন ঘটিকার সময়ে তিনি দর্শনে
স্পষ্ট দেখলেন যে, আল্লাহ্‌র এক ফেরেশতা তার
কাছে ভিতরে এসে বলছেন, কর্ণীলিয়। ৪ তখন
তিনি তাঁর প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে ভয় পেয়ে
বললেন, প্রভু, কি চান? ফেরেশতা তাঁকে
বললেন, তোমার মুনাজাত ও তোমার দানগুলো
স্মরণীয় হিসেবে উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত

বিবরণ কিতাব জুড়ে পাক-রূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্য সাধনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে অনেক সময় এই কিতাবটিকে পাক-রূহের কার্য-বিবরণ বলা হয়।

৯:৩২ লুদ্দা। যাফো ও জেরুশালেমকে সংযোগকারী সড়কের দুই থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি নগর। যাফো থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। এর আধুনিক নাম লোদ।

৯:৩৩ ঐনিয়। যেহেতু ঈমানদারদের পরিদর্শন করতে পিতর লুদ্দায় গিয়েছিলেন, সেহেতু ঐনিয় সম্ভবত ঈসায়ীদের একজন ছিলেন।

৯:৩৫ শারোণ। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে যাফো থেকে সিজারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ এক উর্বর সমভূমি।

৯:৩৬ যাফো। এহুদিয়ার প্রধান সমুদ্র-বন্দর, জেরুশালেম থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৮ মাইল। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক নগরটি তেল আবিবের *যাফফ* নামে পরিচিত এক শহরতলী।

৯:৩৭ তাকে গোসল করিয়ে। দাফনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের একটি রীতি, যা ইহুদী ও গ্রীক উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

উপরের কুঠরী। যদি দাফন করতে দেরি হলে নিয়ম অনুসারে লাশ উপরের কুঠরীতে রাখা হত। জেরুশালেমে কোন ব্যক্তি মারা গেলে সেদিনই দাফন করতে হত, কিন্তু জেরুশালেমের বাইরে মারা গেলে দাফনের আগ পর্যন্ত তিন দিন লাশ রাখার অনুমতি ছিল।

৯:৩৮ আসতে বিলম্ব করবেন না। সম্ভবত তারা আশা করছিলেন যে, পিতর শীঘ্র এসে উপস্থিত হলে টাবিথাকে জীবিত করে তুলতে পারবেন।

৯:৪০ সকলকে বের করে ... মুনাজাত করলেন। ঠিক একইভাবে ঈসা মসীহ্‌ও যায়ীরের কন্যাকে জীবিত করার আগে সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। তবে পিতর ঈসা মসীহের মত কর্তৃত্ব সহকারে আদেশ না দিয়ে আগে হাঁটু পেতে মুনাজাত করলেন।

৯:৪৩ শিমোন নামক একজন চর্মকার। কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রায়শই বিভিন্ন ব্যক্তির নামের সাথে তার পেশা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় (যেমন প্রেরিত ১৬:১৪; ১৮:৩; ১৯:২৪; ২ তীম ৪:১৪)। একজন চর্মকার মৃত প্রাণীর চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু তৈরির কাজ করতো, তাই ইহুদী শরীয়ত অনুসারে নাপাক প্রাণীর সংস্পর্শে আসায় সে অনেকের দ্বারা তুচ্ছীকৃত হত। কিন্তু পিতরের এই চর্মকারের গৃহে আশ্রয় নিয়ে ইহুদীদের রীতি-নীতি প্রত্যাখ্যান করলেন।

১০:১ কর্ণীলিয়। একজন রোমীয় শতপতি। এই ল্যাটিন নামটি নেওয়া হয়েছে *কর্ণীলিয় সুলা* নামক ব্যক্তির নাম থেকে, যিনি আলোচ্য প্রেক্ষাপটের প্রায় ১০০ বছর আগে প্রায় ১০ হাজার গোলামকে মুক্ত করেছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত সকল গোলাম তাদের নামের সাথে সম্মানসূচক *কর্ণীলিয়* নামটি যুক্ত করতো।

ইতালীয় নামক সৈন্যদল। সম্ভবত এই দলের অধিকাংশ সৈন্য ইতালীয় বংশোদ্ভূত ছিল, যে কারণে দলটির এই নামকরণ করা হয়েছে। সিরিয়াতে প্রাপ্ত ৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ববৃহৎ রোমীয় সৈন্যবাহিনীর একককে বলা হত লিজিয়ন, যা প্রায় ৬ হাজার সৈন্য দ্বারা গঠিত হত। এই লিজিয়নকে ৬ ভাগে ভাগ করে ১ হাজার সৈন্য নিয়ে একটি রেজিমেন্ট গঠিত হত। প্রতিটি রেজিমেন্টকে আবার ১০ ভাগে ভাগ করে ১০০ জন সৈন্যের একেকটি দল গঠন করা হত। এমনই ১০০ সৈন্যের একটি দলের নাম ছিল 'ইতালীয়'। এছাড়া 'আগস্তীয়' নামে একটি সৈন্যদলের উল্লেখ পাওয়া যায়

হয়েছে। ৫ আর এখন তুমি যাফোতে লোক
পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে
আন; ৬ সে শিমোন নামে এক জন চর্মকারের
বাড়িতে অবস্থিতি করছে, তার বাড়ি সমুদ্রের
ধারে। ৭ কর্ণীলিয়ের সঙ্গে যে ফেরেশতা কথা
বললেন, তিনি চলে গেলে পর কর্ণীলিয় বাড়ির
ভৃত্যদের মধ্যে দুই জনকে এবং যারা সব সময়
তাঁর সেবা করতো, তাদের মধ্য থেকে এক জন
আল্লাহ্-ভক্ত সেনাকে ডাকলেন, ৮ আর তাদেরকে
সমস্ত কথা বলে যাফোতে পাঠিয়ে দিলেন।
৯ পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন নগরের
কাছে উপস্থিত হল, তখন পিতর অনুমান বেলা
দুপুর সময় মুনাজাত করার জন্য ছাদের উপরে
উঠলেন। ১০ তখন তাঁর খুব খিদে পেয়েছিল, তাঁর
আহার করার ইচ্ছা হল; কিন্তু লোকেরা খাদ্য
প্রস্তুত করছে, এমন সময়ে তিনি তন্দ্রার মত
অবস্থায় ছিলেন। ১১ আর দেখলেন, আসমান
খুলে গেছে এবং একখানা বড় চাদরের মত কোন
পাত্র নেমে আসছে, তা চারকোণে ধরে দুনিয়াতে
নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; ১২ আর তার মধ্যে দুনিয়ার
সব রকমের চতুস্পদ ও সরীসৃপ এবং আসমানের
পাখি আছে। ১৩ পরে তাঁর প্রতি এই বাণী হল,
উঠ, পিতর, মেরে ভোজন কর। ১৪ কিন্তু পিতর
বললেন, প্রভু, এমন না হোক; আমি কখনও
কোন নাপাক খাদ্য কিংবা নাপাক দ্রব্য ভোজন
করি নি। ১৫ তখন দ্বিতীয় বার তাঁর প্রতি এই
বাণী হল, আল্লাহ্ যা পাক-পবিত্র করেছেন, তুমি
তা নাপাক বলো না। ১৬ এরকম তিনবার হল,
পরে তৎক্ষণাৎ ঐ পাত্র আসমানে তুলে নেওয়া
হল।
১৭ পিতর সেই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কি
অর্থ হতে পারে, এই বিষয়ে মনে মনে চিন্তা
করছিলেন, ইতোমধ্যে দেখ, কর্ণীলিয়ের প্রেরিত
লোকেরা শিমোনের বাড়ির খোঁজ করে ফটক
দুয়ারে এসে দাঁড়াল, ১৮ আর ডেকে জিজ্ঞাসা
করলো, শিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি কি
এখানে থাকেন? ১৯ পিতর সেই দর্শনের বিষয়ে
ভাবছেন, এমন সময়ে পাক-রূহ্ বললেন, দেখ,
তিন জন লোক তোমার খোঁজ করছে। ২০ কিন্তু
তুমি উঠে নিচে যাও, তাদের সঙ্গে গমন কর,
কিছুমাত্র সন্দেহ করো না, কারণ আমিই
তাদেরকে প্রেরণ করেছি। ২১ তখন পিতর সেই
লোকদের কাছে নেমে গিয়ে বললেন, দেখ,
তোমরা যার খোঁজ করছো, আমি সেই ব্যক্তি;
তোমরা কি জন্য এসেছ? ২২ তারা বললো,
শতপতি কর্ণীলিয়, এক জন ধার্মিক লোক, যিনি
আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং সমস্ত ইহুদী জাতির
মধ্যে যাঁর সুখ্যাতি আছে। তিনি পবিত্র
ফেরেশতার দ্বারা হুকুম পেয়েছেন, যেন
আপনাকে ডেকে নিজের বাড়িতে এনে আপনার
নিজের মুখের কথা শুনেন। ২৩ তখন পিতর
তাদেরকে ভিতরে ডেকে এনে নিয়ে তাদের
মেহমানদারী করলেন।
পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, আর
যাফো-নিবাসী ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তাঁর
সঙ্গে গমন করলেন। ২৪ পরদিন তাঁরা

৭:৬০।
লূক ৭:১৪।
[৯:৪২] প্রেরিত ২:৪১।
[৯:৪৩] প্রেরিত ১০:৬।
[১০:১] প্রেরিত ৮:৪০।
[১০:২] আঃ ২২,৩৫; প্রেরিত ১৩:১৬,২৬।
[১০:৩] জবুর ৫৫:১৭; প্রেরিত ৩:১; ৯:১০; ৫:১৯।
[১০:৪] জবুর ২০:৩; মথি ১০:৪২; ২৬:১৩; প্রকা ৮:৪।
[১০:৫] প্রেরিত ৯:৩৬।
[১০:৬] প্রেরিত ৯:৪৩।
[১০:৮] প্রেরিত ৯:৩৬।
[১০:৯] মথি ২৪:১৭।
[১০:১০] প্রেরিত ২২:১৭।
[১০:১১] মথি ৩:১৬।
[১০:১৪] লেবীয় ১১:৪-৮; ১৩-২০; ২০:২৫; দ্বিঃবিঃ ১৪:৩-২০;

(প্রেরিত ২৭:১)।

শতপতি। ১০০ সৈন্যবিশিষ্ট সৈন্যদল পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপতি।

১০:২ আল্লাহ্-ভক্ত ... আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। তিনি ইহুদী ধর্মান্তরিত হন নি ঠিকই, কিন্তু তিনি এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন এবং ইহুদীদের নৈতিক শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি ও তাঁর পরিবার পৌত্তলিক ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁরা অন্য আর কোন দেবতার উপাসনা করতেন না।

১০:৩ অনুমান বিকাল তিন ঘটিকা। কর্ণীলিয় যে ইহুদী ধর্মীয় রীতি অনুশীলন করতেন তা আমরা এখানে দেখতে পাই। বিকাল তিনটা ছিল ইহুদীদের মুনাজাতের সময়।

দর্শনে স্পষ্ট দেখলেন। কোন স্বপ্ন বা বিহ্বল অবস্থায় নয়, কিন্তু মুনাজাতে রত অবস্থায় ফেরেশতা মারফত কর্ণীলিয় এই প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন।

১০:৪ দান সকল স্মরণীয় রূপে। শস্য উৎসর্গের একটি অংশ কোরবানগাহে জ্বালানো হত, যাকে বলা হত 'স্মরণার্থক কোরবানী' (লেবীয় ২:২)। আমাদের মুনাজাত আল্লাহ্‌র কাছে স্মরণার্থক কোরবানী হিসেবে গণ্য হয়, যাত তাঁকে স্মরণ করায় যে, আমরা ঈমানে ও ভক্তিতে তাঁর সম্মুখে নিবেদিত রয়েছি।

১০:৯ মুনাজাত করার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বাইরের দিকে সিঁড়ি রাখাসহ সমতল ছাদ রাখা পূর্বদেশীয় ঘরের রীতি ছিল। ছাদ বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হত।

১০:১০ তিনি তন্দ্রার মত অবস্থায় ছিলেন। আল্লাহ্ পিতরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। এটি সাধারণ কল্পনা বা স্বপ্ন নয়। পিতরের চেতনাকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দর্শন গ্রহণ করার জন্য এক অতি উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১০:১১ চার কোণ। কোণ শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ 'আরকে', যার আক্ষরিক অর্থ 'আরম্ভ'। চিকিৎসা শাস্ত্রে শব্দটি ব্যান্ডেজের প্রান্ত এবং নৌবিদ্যার ভাষায় 'দড়ি' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

১০:১২ সর্বপ্রকার চতুস্পদ ... পাখি। লেবীয় ১১ অধ্যায় অনুসারে পাক-পবিত্র ও নাপাক প্রাণীসহ।

১০:১৪ প্রভু, এমন না হোক। পিতর পাক-পবিত্র ও নাপাক বস্তুর নিয়ম-কানুন পালনে এতটাই গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি বাধ্য হতে অস্বীকার করলেন।

অপবিত্র কিংবা নাপাক দ্রব্য। প্রচলিত নিয়মের বাইরে যে কোন কিছু খাওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ ছিল। ঈসা মসীহ্ ইহুদী শরীয়তের পাক ও নাপাক খাবার সম্পর্কিত সকল নিয়ম-কানুন বাতিল করেছেন, যেগুলো মার্ক ৭:১৮-২০ আয়াতে উল্লিখিত ঈসা মসীহের শিক্ষায় আমরা দেখতে পাই।

১০:১৫ আল্লাহ্ যা পাক-পবিত্র করেছেন। পাক ও নাপাক খাবারের পার্থক্যকে ঈসা মসীহ্ ইতোমধ্যেই দূর করে

সিজারিয়া

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি নগর। টায়ার থেকে মিসর পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গেছে তার পাশে অবস্থিত এলাকা, জেরুশালেম থেকে প্রায় সত্তর মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে শারোণের সমভূমির কাছে অবস্থিত। মহান হেরোদ এই নগর নির্মাণ করেন (খ্রীষ্টপূর্ব ১০) যিনি এর নামকরণ করেছিলেন অগাস্টাস সিজার, যাকে সিজার সেবাস্টি বলা হত (গ্রীক *সেবাস্টাস = অগাস্টাস*); এর পাশে ছিল পুরাতন শহর *"স্ট্র্যাটোস টাওয়ার"*। এটি ছিল রোমীয় প্রদেশে এহুদিয়ার রাজধানী, শাসনকর্তা এখানে বসতেন; এটি রোমীয় সৈন্যদের সদর দপ্তর এবং প্যালেষ্টাইনের অ-ইহুদীদের নগর ছিল, এখানে প্রশস্ত বন্দর বা পোতাশ্রয় তৈরি করা হয়। পশ্চিমে রোম নগরীর পরে এটিই সবচেয়ে জাঁকজমকভাবে সাজানো হয়। শতপতি কর্ণীলিয় অ-ইহুদীদের মধ্যে প্রথম হযরত পিতরের তবলিগের মাধ্যমে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করেন এবং অ-ইহুদীদের মধ্যে প্রথম ঈমানের দরজা খুলে যায়, প্রেরিত ১০:১,২৪। তবলিগকারী ফিলিপ তাঁর চার জন কন্যাসহ এখানে বসবাস করতেন, প্রেরিত ২১:৮-৯। যখন হযরত পৌলকে জেরুশালেম থেকে সিজারিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় তখন তিনি এখান থেকে তাঁর নিজ শহর তার্ষে যান, প্রেরিত ৯:৩০; এবং তাঁর দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রাকালে ফিরে আসার সময় এখানে তিনি জাহাজ থেকে নামেন, প্রেরিত ১৮:২২। রোমে তবলিগ যাত্রা করার আগে এখানে তিনি দুই বছর কারাগারে বন্দী থাকেন, প্রেরিত ২৪:২৭; ২৫:১,৪,৬,১৩। নির্ধারিত দিনে যখন সিজারিয়ায় সম্রাট ক্লডিয়াস হেরোদ ১ম আগ্রিপ্প-এর সম্মানে বিভিন্ন খেলাধুলার অনুষ্ঠান চলছিল, তখন তিনি মহা সমারোহে জনসাধারণের সামনে হাজির হন এবং মূর্তিপূজারীরা বাদশাহ্‌ সিজারকে দেবতার সম্মান দেখায়। হঠাৎ মাবুদের ফেরেশতা তাঁকে আঘাত করেন এবং বাদশাহ্‌কে লাশের মত করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দাদা মহান হেরোদের মত তিনিও ক্রিমির বিকারে মারা যান, প্রেরিত ১২:১৯-২৩। এখনও এর প্রাচীন নাম কৈসরিয়া বা সিজারিয়া রয়েছে কিন্তু এটি এখন পরিত্যক্ত ও জনশূন্য। বর্তমানে এটি হিংস্র সাপ, কাঁকড়াবিছা, গিরগিটি, বন্য শুকর এবং শিয়ালের আবাসস্থল। প্যালেষ্টাইনের শহরের মধ্যে এই নগরটি সবচেয়ে জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোমীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ও রোম সম্রাটের অধীনে প্রাদেশিক শাসকের সরকারী বাসভবন হলেও কর্ণীলিয় সিজারিয়ার এই বাড়িতেই পিতর প্রথম কোন একজন পরজাতীয় ব্যক্তির কাছে সুখবর তবলিগ করেন, প্রেরিত ১০ অধ্যায়। পরবর্তীতে এখানেই হযরত পৌল দুই বছরের জন্য কারাবন্দী থাকতে বাধ্য হন, এবং এখানেই তিনি বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প-এর কাছে সুখবর তবলিগ করেন, প্রেরিত ২৩:৩১-২৬:৩২। এই সিজারিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত পণ্ডিত ইউসেবিয়াস (২৬০ খ্রী:)।

আন্তিয়খিয়া

সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া: সিরিয়ার মধ্যে অরন্‌টেস নদীর তীরে, ভূমধ্যসাগরের প্রায় ষোল মাইল দূরে এবং জেরুশালেমের তিনশো মাইলের কিছু উত্তরে আন্তিয়খিয়া অবস্থিত। এটি সিরিয়ার পৌর শহর এবং পরে এশিয়ার মধ্যে রোমীয় প্রদেশের রাজধানী হয়েছিল। রোমান রাজত্বকালে গুরুত্ব বিবেচনায় আন্তিয়খিয়া শহর রোম ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পরে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আন্তিয়খিয়াকে *প্রাচ্যের প্রথম শহর* বলা হত। আন্তিয়খিয়ায় আগেই প্রভু ঈসা মসীহের বিষয়ে সুসমাচার তবলিগ করা হয়েছিল ও অনেকেই ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিল, প্রেরিত ১১:১৯,২১,২৪। এখানেই অ-ঈসায়ীরা মসীহের উম্মতদের প্রথম "ঈসায়ী" নামে ডেকেছিল, প্রেরিত ১১:২৬। ইঞ্জিল শরীফের ইতিহাসে এই নাম অন্তর্ভুক্ত হয়, প্রেরিত ৬:৫; ১১:১৯-৩০; ১২:২৫; ১৫:২২-৩৫; গালা ২:১১,১২। শহরটি ছিল সুসমাচার তবলিগের কেন্দ্রবিন্দু। এটি ঈসায়ী ইমাম ক্রাইসোসটোমের জন্মস্থান। তিনি ৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। এই শহর বর্তমানে এন্টাকিয়া নাম ধারণ করেছে। শহরটির অবস্থা এখন বিবর্ণ তুর্কী শহর ফিলিপীর মত শোচনীয়। শহরটিকে রোমীয় কলোনীতে উন্নীত করা হয়েছিল।

কর্ণীলিয়

একজন শত-সেনাপতি, যার কাহিনী প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কর্ণীলিয় শব্দটি গ্রীক *"কর্নেলিওস"* শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ "শিং"। তিনি একজন আল্লাহ্‌ভক্ত লোক ছিলেন এবং কফরনাহূমের সেই শত-সেনাপতির মত তিনিও বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌র ঈমান আনেন। সম্ভবত তাঁর বাসস্থান সিজারিয়াতে ছিল। ইহুদীদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার ফলে তিনি মসীহ্‌ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহী হন এবং হযরত পিতরের কাছ থেকে তিনি প্রভু ঈসা মসীহের সুসমাচার সাদরে গ্রহণ করেন। অ-ইহুদীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈসায়ী হন। তিনি এবং তাঁর পরিবার বাপ্তিস্ম নেন এবং ঈসায়ী মণ্ডলীর সদস্য হন, প্রেরিত ১০:২,৪৪-৪৮।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- একজন ধার্মিক ও দয়ালু রোমীয় ছিলেন।
- তিনি রোমীয় সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি হলেও ইহুদীদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি ছিলেন।
- তিনি আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিবার সহ ঈমানদার হয়েছিলেন।
- তাঁর মন পরিবর্তনের ফলে অ-ইহুদীদের কাছে সুসমাচার তবলিগের দ্বার আরও প্রশস্ত হয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা আল্লাহ্‌কে জানতে চায় তাদের জীবনকে আল্লাহ্‌ স্পর্শ করেন।
- সুসমাচার দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য।
- প্রতিটি স্থানেই সুসমাচারে ঈমান আনার জন্য উদ্‌গ্রীব মানুষ রয়েছে।
- আমরা যখন সত্যের অনুসন্ধান করি ও আল্লাহ্‌র নূরে পথ চলি, তখন আল্লাহ্‌ আমাদেরকে অবারিত অনুগ্রহ দান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** সিজারিয়া
- **পেশা:** রোমীয় শতপতি
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পিতর, ফিলিপ, প্রেরিতবর্গ।

মূল আয়াত: "তিনি আল্লাহ্‌-ভক্ত ছিলেন এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। তিনি লোকদেরকে অনেক দান-খয়রাত করতেন এবং সব সময় আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করতেন।" (প্রেরিত ১০:২)

সিজারিয়া-ফিলিপি

জেরুশালেম থেকে একশো মাইল উত্তরে এবং গালীল সমুদ্র থেকে বিশ মাইল উত্তরে জর্ডান নদীর উৎস এবং হর্মোণ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। মথি ১৬:১৩ এবং মার্ক ৮:২৭ আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে, যেখানে ঈসা মসীহ্‌ সুসমাচার তবলিগ করেছিলেন। অনেকের মতে এর আসল নাম ছিল *বাল্‌গাদ*, ইউসা ১১:১৭; অথবা *বাল-হর্মোণ*, কাজী ৩:৩; ১ খান্দান ৫:২৩; যখন বালদেবের মন্দির কেনানীয়দের মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে এটিকে *পেনিয়ান* বা *পেনিয়া* বলা হত। সেখানে শহরের কাছে মাটির নিচে গভীর গর্ত ছিল যা পানিতে পরিপূর্ণ ছিল। পেন দেবতাকে সম্মান দেওয়ার জন্য ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের এন্টিয়কের গ্রীকরা এই নাম দেয়। বর্তমানে এর নাম বানিয়াস। এখানে সম্রাট হেরোদ একটি মন্দির তৈরি করে সম্রাট আগস্টাস সিজারের নামে উৎসর্গ করেন। পরবর্তীকালে বাদশাহ্‌ সিজার-ফিলিপ, অর্থাৎ মহান হেরোদের পুত্র এটি পুনর্নির্মাণ করেন ও আরও বড় করে গড়ে তোলেন এবং নিজের নামে এই নগরটির নামকরণ করেন। সেজন্য এটি প্যালেস্টাইনের সম্রাট সিজারের চেয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি সেই স্থান যেখানে প্রভু সাহাবীদেরকে তাঁর চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করেন এবং এখানেই প্রেরিত পিতর প্রভু ঈসা মসীহের প্রতি তাঁর মহান সাক্ষ্য প্রদান করেন, মথি ১৬:১৩-১৭।

সিজারিয়াতে প্রবেশ করলেন; তখন কর্ণীলিয় তাঁর
জ্ঞাতিদেরকে ও আত্মীয় বন্ধুদেরকে ডেকে একত্র
করে তাঁদের অপেক্ষা করছিলেন। ২৫ পরে পিতর
যখন প্রবেশ করলেন, তখন কর্ণীলিয় তাঁর সঙ্গে
দেখা করে তাঁর পায়ে পড়ে সেজ্‌দা করলেন।
২৬ কিন্তু পিতর তাঁকে উঠালেন, বললেন, উঠুন;
আমি নিজেও তো এক জন মানুষ। ২৭ পরে তিনি
আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন,
অনেক লোক সমাগত হয়েছে। ২৮ তখন তিনি
তাদেরকে বললেন, আপনারা তো জানেন, ইহুদী
নয় এমন কোন লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া
কিংবা তার কাছে আসা ইহুদী লোকের পক্ষে
আইনসম্মত নয়; কিন্তু আমাকে আল্লাহ্‌ দেখিয়ে
দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে নাপাক কিংবা
অপবিত্র বলা উচিত নয়। ২৯ এজন্য আমাকে
ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে
এসেছি; এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি
কারণে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?
৩০ তখন কর্ণীলিয় বললেন, আজ চার দিন হল,
আমি এই সময়ে বিকাল তিনটার সময়ে নিজের
বাড়িতে মুনাজাত করছিলাম, এমন সময়ে,
দেখুন, উজ্জ্বল পোশাক পরা এক জন পুরুষ
আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন; ৩১ তিনি বললেন,
‘কর্ণীলিয়, তোমার মুনাজাত গ্রাহ্য হয়েছে এবং
তোমার দানগুলো আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে স্মরণ করা
হয়েছে। ৩২ অতএব যাফোতে লোক পাঠিয়ে
শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে আন;
সে সমুদ্রের ধারে শিমোন চর্মকারের বাড়িতে
আছেন।’ ৩৩ এজন্য আমি অবিলম্বে আপনার
কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম; আপনি এসেছেন,
ভালই করেছেন। অতএব এখন আমরা সকলে
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থিত আছি; প্রভু আপনাকে
যেসব হুকুম করেছেন তা সবই শুনব।

অ-ইহুদীরা সুসমাচার শুনতে পেল

৩৪ তখন পিতর মুখ খুলে বললেন, আমি সত্যিই
বুঝলাম, আল্লাহ্‌ মুখাপেক্ষা করেন না; ৩৫ কিন্তু
প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভক্তিপূর্ণ
ভয় করে ও সঠিক কাজ করে, সে তাঁর গ্রাহ্য
হয়। ৩৬ আপনারা তো জানেন যে, তিনি বনি-
ইসরাইলদের কাছে একটি খবর প্রেরণ করেছেন;
ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা শান্তি তবলিগ করেছেন; তিনিই
সকলের প্রভু। ৩৭ ইয়াহিয়া কর্তৃক তবলিগকৃত
বাপ্তিস্মর পর গালীল থেকে আরম্ভ হয়ে সেই
খবর সমুদয় এহুদিয়াতে ছড়িয়ে গেল।
৩৮ আপনারা তো এও জানেন যে, আল্লাহ্‌
নাসরতীয় ঈসাকে কিভাবে পাক-রূহে ও
পরাক্রমে অভিষেক করেছিলেন; তিনি ভাল কাজ
করে বেড়াতেন এবং শয়তানের দ্বারা কষ্ট পাওয়া
সমস্ত লোককে সুস্থ করতেন; কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর
সহবর্তী ছিলেন। ৩৯ আর তিনি ইহুদীদের
জনপদে ও জেরুশালেমে যা যা করেছেন, আমরা
সেই সবের সাক্ষী। লোকেরা তাঁকে ক্রুশে
টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিল। ৪০ কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে
তৃতীয় দিনে উঠালেন এবং প্রত্যক্ষ হতে দিলেন;
৪১ সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, এমন নয়, কিন্তু আগে
আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীদের, অর্থাৎ আমাদের
প্রত্যক্ষ হতে দিলেন, আর আমরা মৃতদের মধ্য
থেকে তাঁর পুনরুত্থান হলে পর তাঁর সঙ্গে
ভোজন পান করেছি। ৪২ আর তিনি হুকুম
করলেন, যেন আমরা লোকদের কাছে তবলিগ
করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই আল্লাহ্‌ জীবিত ও
মৃত লোকদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন।

ইহি ৪:১৪।
[১০:১৫] পয়দা ৯:৩; মথি ১৫:১১; লূক ১১:৪১; প্রেরিত ১১:৯; রোমীয় ১৪:১৪,১৭,২০; ১করি ১০:২৫; ১তীম ৪:৩,৪; তীত ১:১৫।
[১০:১৭] প্রেরিত ৯:১০।
[১০:১৯] প্রেরিত ৯:১০; ৮:২৯।
[১০:২০] প্রেরিত ১৫:৭-৯।
[১০:২২] প্রেরিত ১১:১৪।
[১০:২৩] প্রেরিত ১১:১২।
[১০:২৪] প্রেরিত ৮:৪০।
[১০:২৬] প্রেরিত ১৪:১৫; প্রকা ১৯:১০; ২২:৮,৯।
[১০:২৮] ইউ ৪:৯; ১৮:২৮; প্রেরিত ১১:৩; প্রেরিত ১৫:৮,৯
[১০:৩০] ইউ ২০:১২।
[১০:৩৪] রোমীয় ২:১১; গালা ২:৬; ইফি ৬:৯; কল ৩:২৫; ইয়াকুব ২:১; ১পিতর ১:১৭।
[১০:৩৫] প্রেরিত ১৫:৯।

দিয়েছিলেন (মথি ১৫:১১; ১ তীম ৪:৩-৫)।

১০:১৬ তিন বার। যেন পিতর যথেষ্ট পরিমাণে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

১০:২৩ ভিতরে ডেকে ... মেহমানদারী করলেন। আগত ব্যক্তিদের প্রতি মেহমানদারী করে পিতর অ-ইহুদীদেরকে গ্রহণ করার পথে প্রথম ধাপ রাখলেন। অ-ইহুদীদের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহুদী নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

পরদিন। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় সিজারিয়ার উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করার আর সময় ছিল না।

ভাইদের মধ্যে কয়েকজন। তারা সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তারা সকলে ইহুদী ছিলেন।

১০:২৬ আমি নিজেও তো একজন মানুষ। সম্ভবত কর্ণীলিয় তাঁর নিজ পদমর্যাদার চেয়ে পিতরকে আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হিসেবে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র দূত। কিন্তু পিতর তাঁর এই ভুল বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট একজন মানুষ হিসেবে তাঁকে কোন মতেই আল্লাহ্‌র সমান সম্মান করা যাবে না।

১০:২৮ আমাকে আল্লাহ্‌ দেখিয়ে দিয়েছেন। পিতর স্বীকার করেন যে, তাঁর দর্শনে পাক-পবিত্র ও নাপাক খাবারের পার্থক্য তুলে নেওয়ার চাইতে আরও গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে। তিনি এই দর্শনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ইহুদী ও অ-ইহুদীদের মধ্যকার বাধা আল্লাহ্‌ দূর করে দিয়েছেন।

১০:৩০ আজ চার দিন হল। ইহুদীরা দিনের একটি অংশকেও দিন বলে গণনা করতো:- (১) যে দিন ফেরেশতা কর্ণীলিয়কে দেখা দিয়েছিলেন, (২) যে দিন পিতর দর্শন পেলেন এবং কর্ণীলিয়ের সংবাদদাতা যাফোতে এলেন, (৩) যে দিন দলটি যাফো থেকে রওনা হলেন, এবং (৪) যে দিন তাঁরা কর্ণীলিয়ের বাড়িতে পৌঁছালেন।

উজ্জ্বল পোশাক পরা এক জন পুরুষ। তৎকালীন ইহুদীদের মধ্যে ফেরেশতাকে সাধারণত এভাবেই বর্ণনা করা হত, যেহেতু অধিকাংশ সময় তাঁরা মানুষের রূপ ধরে আবির্ভূত হতেন।

১০:৩৪ আল্লাহ্‌ মুখাপেক্ষা করেন না। বেহেশতী মনোনয়নে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ইহুদীদের মত অ-ইহুদীদের প্রতি স্বাধীনভাবে প্রসারিত। আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তিকে তার অবস্থান, তার জনপ্রিয়তা বা তার বস্তুগত সম্পদের কারণে আনুকূল্য দেখান না; বরং তিনি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার কাজের বিচার করেন।

১০:৩৭ ইয়াহিয়া কর্তৃক তবলিগকৃত বাপ্তিস্মের পর। মার্ক লিখিত সুসমাচারের ব্যাপ্তির মত, পিতরের বক্তৃতাও ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম দিয়ে শুরু হয় এবং ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের বর্ণনা

৪৩ তাঁর পক্ষে নবীরা সকলে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন,
যে কেউ তাঁতে ঈমান আনে, সে তাঁর নামের
গুণে গুনাহের মাফ পায়।

অ-ইহুদীদের উপর পাক-রূহের অবতরণ

৪৪ পিতর এই কথা বলছেন, এমন সময়ে যত
লোক কালাম শুনছিল, সকলের উপরে পাক-রূহ্
নেমে আসলেন। ৪৫ তখন পিতরের সঙ্গে আগত
খৎনাপ্রাপ্ত ঈমানদার লোকেরা আশ্চর্য হয়ে
গেলেন, কারণ অ-ইহুদীদের উপরেও পাক-
রূহ্‌রূপ দানের সেচন হল; ৪৬ কেননা তাঁরা
ওদেরকে নানা ভাষায় কথা বলতে ও আল্লাহ্‌র
মহিমা ঘোষণা করতে শুনলেন। ৪৭ তখন পিতর
জবাবে বললেন, এই যে লোকেরা আমাদেরই
মত পাক-রূহ্ পেয়েছেন, পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করতে কি কোন লোক এঁদের বাধা দিতে পারে?
৪৮ পরে তিনি ঈসা মসীহের নামে তাঁদেরকে
বাপ্তিস্ম দেবার হুকুম দিলেন। তখন তারা কয়েক
দিন থাকতে তাঁকে ফরিয়াদ জানালেন।

জেরুশালেমে হযরত পিতরের প্রতিবেদন দান

১১ ১ পরে প্রেরিতেরা এবং এহুদিয়ার
ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে, অ-ইহুদী
লোকেরাও আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ করেছে।
২ আর যখন পিতর জেরুশালেমে আসলেন, তখন
খৎনা করানো লোকেরা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে
বললেন, ৩ তুমি খৎনা-না-করানো লোকদের
বাড়িতে প্রবেশ করেছ ও তাদের সঙ্গে আহার
করেছ। ৪ তখন পিতর প্রথম থেকে আরম্ভ করে
যা যা ঘটেছিল তাঁদেরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে
দিলেন, ৫ বললেন, 'আমি যাফো নগরে মুনাজাত
করছিলাম, এমন সময়ে তন্দ্রার মত অবস্থায়
একটি দর্শন পেলাম, দেখলাম, একখানা বড়
চাদরের মত কোন পাত্র নেমে আসছে, তা চার
কোণে ধরে আসমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে
এবং তা আমার কাছ পর্যন্ত আসলো। ৬ আমি
তার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তা করতে লাগলাম,
আর দেখলাম, তার মধ্যে দুনিয়ার চতুস্পদ জন্তু,
আর বন্য পশু, সরীসৃপ ও আসমানের পাখিগুলো
আছে। ৭ আর আমি একটি বাণীও শুনলাম, যা
আমাকে বললো, উঠ, পিতর, মার, খাও।
৮ কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমন না হোক;
কেননা নাপাক বা অপবিত্র কোন দ্রব্য কখনও
আমার মুখের ভিতরে প্রবেশ করে নি। ৯ কিন্তু
দ্বিতীয় বার আসমান থেকে বাণী হল, আল্লাহ্ যা
পাক-পবিত্র করেছেন, তুমি তা নাপাক বলো না।
১০ এরকম তিন বার হল; পরে সেসব আবার
আসমানে টেনে নেওয়া হল। ১১ আর দেখ,
অবিলম্বে তিন জন পুরুষ, যে বাড়িতে আমরা
ছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়ালো; সিজারিয়া থেকে
তাদেরকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।
১২ আর পাক-রূহ্ আমাকে সন্দেহ না করে
তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। আর এই ছয় জন
ভাই আমার সঙ্গে গমন করলেন। পরে আমরা
সেই ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করলাম। ১৩ তিনি
আমাদেরকে বললেন, যে, তিনি এক জন
ফেরেশতার দর্শন পেয়েছিলেন, সেই ফেরেশতা
তাঁর বাড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফোতে লোক
পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে
আন; ১৪ সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা
দ্বারা তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার নাজাত
পাবে। ১৫ পরে আমি কথা বলতে আরম্ভ করলে,
যেমন প্রথমে আমাদের উপরে হয়েছিল, তেমনি
তাঁদের উপরেও পাক-রূহ্ নেমে আসলেন।
১৬ তাতে প্রভুর কথা আমার স্মরণ হল, যেমন
তিনি বলেছিলেন, 'ইয়াহিয়া পানিতে বাপ্তিস্ম
দিতেন, কিন্তু তোমাদের পাক-রূহে বাপ্তিস্ম
হবে।' ১৭ অতএব, তারা প্রভু ঈসা মসীহের
উপর ঈমান আনলে পর, যেমন আমাদেরকে,
তেমনি যখন তাদেরকেও আল্লাহ্ সমান বর দান

[১০:৩৬] ১ইউ ১:৫; লূক ২:১৪; মথি ২৮:১৮।
[১০:৩৮] মথি ৪:২৩; ইউ ৩:২।
[১০:৩৯] লূক ২৮:৪৮; প্রেরিত ৫:৩০।
[১০:৪০] প্রেরিত ২:২৪।
[১০:৪১] ইউ ১৪:১৭, ২২; ২১:১৩; লূক ২৪:৪৩; প্রেরিত ১:৪।
[১০:৪২] রোমীয় ১৪:৯; ২করি ৫:১০; ২তীম ৪:১; ১পিতর ৪:৫।
[১০:৪৩] ইশা ৫৩:১১; প্রেরিত ২৬:২২; ১৫:৯; ইউ ৩:১৫; লূক ২৪:২৭।
[১০:৪৪] লূক ১:১৫।
[১০:৪৬] মার্ক ১৬:১৭।
[১০:৪৭] প্রেরিত ৮:৩৬; ১১:১৭; ইউ ২০:২২।
[১১:১] প্রেরিত ১:১৬; ইব ৪:১২।
[১১:২] প্রেরিত ১০:৪৫।
[১১:৩] প্রেরিত ১০:২৫,২৮; গালা ২:১২।
[১১:৫] প্রেরিত ১০:৯-৩২; ৯:১০।
[১১:৯] প্রেরিত ১০:১৫।
[১১:১১] প্রেরিত ৮:৪০।

পর্যন্ত চলতে থাকে। এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু প্রাথমিক মণ্ডলীর নেতৃবর্গ মার্ককে পিতরের 'অনুবাদকারী' হিসেবে দেখেছেন।

১০:৩৮ কীরূপে তাঁকে ... অভিষেক করেছিলেন। অভিষেক বলতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রভুর বাপ্তিস্ম গ্রহণকে বোঝানো হয়েছে, যখন পাক-রূহ্ তাঁর উপরে অবতরণ করেছিলেন।

১০:৪১ তাঁর সঙ্গে ভোজন পান করেছি। যারা ঈসা মৃতদের থেকে উত্থিত হওয়ার পর তাঁর সাথে ভোজন করেছেন, তারা তাঁর দৈহিক পুনরুত্থানের যথাযোগ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন।

১০:৪৪ সকলের উপরে পাক-রূহ্ পতিত হলেন। এই ঘটনা অনেকটা প্রেরিত ২ অধ্যায়ে মসীহের সাহাবীদের উপরে পাক-রূহের অবতরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই ঘটনাটিকে অনেকে 'অ-ইহুদীদের পঞ্চাশত্তমী' বলে আখ্যা দেন।

১০:৪৫ চমৎকৃত হলেন। স্পষ্টত প্রাথমিক যুগের ইহুদী ঈসায়ীগণ এ কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, সুসমাচার অ-ইহুদী ও ইহুদী উভয়ের জন্যই এবং তারাও নাজাতের রহমতের অংশীদার হবে।

১০:৪৬ নানা ভাষায় কথা বলতে ... শুনলেন। অ-ইহুদীরা পরভাষায় কথা বলার দান পেয়েছিল (১১:১৭) যেভাবে সাহাবীরা পঞ্চাশত্তমীর দিনে পরভাষায় কথা বলেছিলেন। এটি ছিল অনিবার্য প্রমাণ যে, বেহেশতী রাজ্যের আমন্ত্রণ অ-ইহুদী ও ইহুদী উভয়ের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১১:১ প্রেরিতেরা এবং এহুদিয়ার ভাইয়েরা। 'ভাইয়েরা' বলতে অনেক সময় যারা ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈসায়ী তাদেরকে বোঝানো হয়েছে (২:২৯; ৭:২); কিন্তু বৃহত্তর অর্থে ঈসায়ী প্রেক্ষাপটে যারা মসীহ্‌তে একতাবদ্ধ তাদেরকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করা হয় (৬:৩; ১০:২৩)।

১১:২ খৎনা করানো লোকেরা। ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈসায়ী ঈমানদাররা।

১১:৩ খৎনা-না-করানো লোক। যে সমস্ত অ-ইহুদী লোকেরা হালাল ও হারাম খাবারের নিয়ম মানতো না এবং খাবারের জন্য ইহুদীদের প্রস্তুতির নেওয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করতো।

BACIB | International Bible CHURCH

করলেন, তখন আমি কে যে, আল্লাহ্‌কে নিবৃত্ত
করতে পারি? ১৮ এসব কথা শুনে তারা চুপ করে
রইলেন এবং আল্লাহ্‌র গৌরব করলেন, বললেন,
তবে তো আল্লাহ্‌ অ-ইহুদীদেরকেও মন
পরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন যেন তারা
জীবন পেতে পারে।

এণ্টিয়ক শহরে মণ্ডলী স্থাপন

১৯ ইতোমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে নির্যাতন
নেমে এসেছিল, তার ফলে যারা ছড়িয়ে
পড়েছিল, তারা ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও এণ্টিয়ক
পর্যন্ত চারদিকে ভ্রমণ করে কেবল ইহুদীদেরই
কাছে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করতে লাগল।
২০ কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েক জন সাইপ্রাস দ্বীপের
লোক ও কুরীণীয় লোক ছিল; এরা এণ্টিয়কে
এসে গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদীদের কাছেও কথা
বললো, প্রভু ঈসার বিষয়ে সুসমাচার তবলিগ
করলো। ২১ আর প্রভুর হাত তাদের সহবর্তী ছিল
এবং বহুসংখ্যক লোক ঈমান এনে প্রভুর প্রতি
ফিরলো। ২২ পরে তাদের বিষয় জেরুশালেমের
মণ্ডলীর কর্ণগোচর হল; তাতে এঁরা এণ্টিয়ক
পর্যন্ত বার্নাবাসকে প্রেরণ করলেন। ২৩ বার্নাবাস
সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র রহমত দেখে
আনন্দ করলেন; এবং সকলকে উৎসাহ দিতে
লাগলেন, যেন তারা হৃদয়ের একাগ্রতায় প্রভুতে
স্থির থাকে। ২৪ বার্নাবাস এক জন সৎ লোক
ছিলেন এবং পাক-রূহে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ
ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুতে সংযুক্ত হল।
২৫ পরে তিনি শৌলের খোঁজ করতে তার্ষ নগরে
গমন করলেন এবং তাঁকে পেয়ে এণ্টিয়কে
আনলেন। ২৬ আর তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর কাল
মণ্ডলীতে একত্র হয়ে অনেক লোককে উপদেশ
দিলেন; আর প্রথমে এণ্টিয়কেই সাহাবীরা
'ঈসায়ী' নামে আখ্যাত হল।
২৭ সেই সময়ে কয়েক জন নবী জেরুশালেম
থেকে এণ্টিয়কে আসলেন। ২৮ তাঁদের মধ্যে
আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠে পাক-রূহের
আবেশে জানালেন যে, সারা দুনিয়াতে মহাদুর্ভিক্ষ
হবে; তা ক্লৌদিয়ের রাজত্বের সময়ে ঘটলো।
২৯ তাতে সাহাবীরা প্রতি জন স্ব স্ব সঙ্গতি
অনুসারে এহুদিয়া-নিবাসী ভাইদের পরিচর্যার
জন্য তাঁদের কাছে সাহায্য পাঠাতে স্থির
করলেন। ৩০ তারা সেই মত কাজ করলেন এবং
বার্নাবাসের ও শৌলের হাত দিয়ে প্রাচীনদের
কাছে অর্থ পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াকুবকে হত্যা করা

[১১:১২] প্রেরিত ৮:২৯; ১৫:৯; ১:১৬; আঃ ১,২৯; রোমীয় ৩:২২।
[১১:১৩] প্রেরিত ৫:১৯।
[১১:১৪] প্রেরিত ১০:১৬; ১৬:১৫, ৩১-৩৪; ১৮:৮; ইউ ৪:৫৩; ১করি ১:১১,১৬।
[১১:১৫] প্রেরিত ১০:৪৪; ২:৪।
[১১:১৬] মার্ক ১:৪; ১:৮।
[১১:১৭] প্রেরিত ২:৩৮; ১০:৪৫,৪৭।
[১১:১৮] ২করি ৭:১০; রোমীয় ১০:১২,১৩।
[১১:১৯] প্রেরিত ৮:১,৪; ১৩:১; ১৪:২৬; ১৮:২২; গালা ২:১১।
[১১:২০] মথি ২৭:৩২।

১১:১৪ তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার। কেবল কর্ণীলিয়ের পরিবার নয়, সেই সাথে তাঁর কর্তৃত্বের অধীন গোলাম ও চাকুরীরত সকল কর্মচারীও নাজাত লাভ করবে।

১১:১৭ আমি কে ... নিবৃত্ত করতে পারি? পিতর অ-ইহুদীদের প্রতি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ এবং মসীহ্‌তে সকল ঈমানদারের পূর্ণ সহভাগিতার আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে পারেন না। ইহুদী ঈমানদাররা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আল্লাহ্‌ ইহুদীদের মত সমান শর্তে অ-ইহহুদীদের নাজাত দিতে চান। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয়, বরং বেহেশতী সিদ্ধান্ত অনুসারে অ-ইহুদীদের জন্য নাজাতের দরজা খোলা হয়েছে।

১১:১৯ ফিনিশিয়া। প্রায় ১৫ মাইল প্রশস্ত ও ১২০ মাইল দীর্ঘ এক দ্বীপ। উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অর্থাৎ বর্তমান লেবাননের সীমান্ত ঘেঁষে এর অবস্থান ছিল। এর গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলো ছিল সোর ও সীদোন।

সাইপ্রাস। উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এক দ্বীপ, যেখানে বার্নাবাসের বাড়ি ছিল (৪:৩৬)।

এণ্টিয়ক। রোমীয় সাম্রাজ্যের তৃতীয় নগর; রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার পরে এর স্থান। ভূমধ্যসাগরে উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। এখানে প্রথম বৃহৎ অ-ইহুদী মণ্ডলীর অবস্থান ছিল এবং এই মণ্ডলী থেকেই পৌলের তিনটি তবলিগ যাত্রা শুরু হয়েছিল (প্রেরিত ১৩:১-৪; ১৫:৪০; ১৮:২৩)।

১১:২১ প্রভুর হস্ত। শব্দটি বেহেশতী অনুমোদন ও রহমতের কথা নির্দেশ করে; এছাড়া বিভিন্ন সময় চিহ্ন-কার্য ও অলৌকিক কাজের উৎস হিসেবেও প্রভুর হস্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে (হিজ ৮:১৯ দেখুন)।

১১:২২ বার্নাবাসকে প্রেরণ করলেন। বার্নাবাসকে জেরুশালেম মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে নতুন মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন করতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১১:২৬ ঈসায়ী। 'ঈসায়ী' শব্দটি সমগ্র ইঞ্জিল শরীফে মাত্র তিনবার দেখা যায়। ঈমানদারদের দ্বারা গৃহীত এবং ঈসায়ী সমাজের শত্রুদের নিন্দার পরিভাষা হিসেবে গণ্য হলেও, যারা ঈসা মসীহের অধিকারভুক্ত তাদের জন্য এই উপাধিটি ছিল যথোপযুক্ত।

১১:২৭ নবী। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণীর দান সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখ।

১১:২৮ আগাব। তিনি পরবর্তী সময়ে পৌলের কারাবন্দী হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

ক্লৌদিয়ের রাজত্বের সময়ে। ক্লৌদিয় ৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন। যোসেফাস আমাদের বলেন যে, ৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্যালেস্টাইনে তীব্র দুর্ভিক্ষ আঘাত হেনেছিল। ইহুদীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে মিসরের শস্য এবং সাইপ্রাসের ডুমুর ক্রয় করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের কত আগে আগাব এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা পরিষ্কার নয়।

১১:২৯ এহুদিয়া-নিবাসী ভাইদের ... স্থির করলেন। সম্ভবত আন্তিয়খীয় মণ্ডলীর ঈমানদারেরা প্রয়োজনের সময় ব্যয় করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতেন এবং এখন তারা এই অর্থ অন্যান্য ঈসায়ী মণ্ডলীর ঈমানদারদের সাহায্যার্থে ব্যয় করছিলেন।

১২:১ বাদশাহ্‌ হেরোদ। মহান হেরোদের পৌত্র এবং আরিস্টবলের পুত্র, প্রথম আগ্রিপ্প। তিনি হেরোদ আন্তিপের ভাতিজা, যিনি বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ১৪:৩-১২) এবং ঈসা মসীহের বিচার করেছিলেন (লূক ২৩:৮-১২)। আন্তিপকে নির্বাসিত করার পর আগ্রিপ্প তাঁর প্রদেশের শাসনভার পান (লূক ৩:১)। ৪১ খ্রীষ্টাব্দে

১২ ১ সেই সময় বাদশাহ্‌ হেরোদ মণ্ডলীর
কয়েক জনের প্রতি জুলুম করার জন্য
হস্তক্ষেপ করলেন। ২ তিনি ইউহোন্নার ভাই
ইয়াকুবকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করলেন।
৩ এতে ইহুদীরা সন্তুষ্ট হল দেখে তিনি আবার
পিতরকেও ধরলেন। তখন খামিহীন রুটির ঈদের
সময় ছিল। ৪ তিনি তাকে ধরে কারাগারে
রাখলেন এবং তাঁকে পাহারা দেবার জন্য চার
জনে দল, এমন চার দল সেনার উপর ভার
দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঈদুল ফেসাখের পরে
তাঁকে লোকদের কাছে এনে উপস্থিত করবেন।
৫ এভাবে পিতর কারাগারে আটক থাকলেন, কিন্তু
মণ্ডলীর লোকেরা তাঁর বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে
একাগ্রভাবে মুনাজাত করছিল।

কারাগার থেকে হযরত পিতরের উদ্ধার

৬ পরে হেরোদ যেদিন তাঁকে বাইরে আনাবেন,
তার আগের রাতে পিতর দু'জন সেনার মধ্যস্থানে
দুই শিকলে বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং
প্রবেশ পথে প্রহরীরা কারাগার পাহারা দিচ্ছিল।
৭ আর দেখ, প্রভুর এক ফেরেশতা তাঁর কাছে
এসে দাঁড়ালেন এবং কারাকক্ষটি আলোতে উজ্জ্বল
হয়ে উঠলো। তিনি পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত
করে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, শীঘ্র উঠ। তখন
তাঁর দুই হাত থেকে শিকল পড়ে গেল। ৮ পরে
সেই ফেরেশতা তাঁকে বললেন, কোমর বাঁধ ও
তোমার জুতা পায়ে দাও। তিনি তা করলেন।

[১১:২১] লূক ১:৬৬; প্রেরিত ২:৪১।
[১১:২৪] লূক ১:১৫।
[১১:২৫] প্রেরিত ৯:১১।
[১১:২৬] ১পিতর ৪:১৬।
[১১:২৭] ১করি ১১:৪; ১২:২৮,২৯; ১৪:২৯,৩২,৩৭; ইফি ৪:১১।
[১১:২৯] রোমীয় ১৫:২৬; ২করি ৮:১-৪।
[১১:৩০] ১তীম ৫:১৭; তীত ১:৫; ইয়াকুব ৫:১৪; ১পিতর ৫:১; ২ইউ ১।

[১২:১] মথি ১৪:১।
[১২:২] মথি ৪:২১; মার্ক ১০:৩৯।
[১২:৩] হিজ ১২:১৫; ২৩:১৫।
[১২:৪] ইউ ১১:৫৫।
[১২:৫] ইফি ৬:১৮; রোমীয় ১৫:৩০,৩১।

পরে ফেরেশতা তাঁকে বললেন, গায়ে কাপড়
দিয়ে আমার পিছনে পিছনে এসো। ৯ তাতে
তিনি বের হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যেতে
লাগলেন; কিন্তু ফেরেশতার দ্বারা যা করা হল,
তা যে বাস্তবিক, তা তিনি বুঝতে পারলেন না,
বরং মনে করলেন, তিনি দর্শন দেখছেন।
১০ পরে তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দল পার
হয়ে যেখান দিয়ে নগরে যাওয়া যায়, সেই লৌহ
-দ্বারের কাছে উপস্থিত হলেন। সেই দ্বারের
কবাট তাঁদের সম্মুখে নিজে নিজেই খুলে গেল।
তাতে তাঁরা বের হয়ে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত
গমন করলেন, আর অমনি ফেরেশতা তাঁর কাছ
থেকে প্রস্থান করলেন। ১১ তখন পিতর সচেতন
হয়ে বললেন, এখন আমি নিশ্চয় জানলাম, প্রভু
তাঁর ফেরেশতাকে প্রেরণ করে হেরোদের হাত
থেকে এবং ইহুদী লোকদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা
থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।
১২ এই বিষয় আলোচনা করে তিনি ইউহোন্নার
মা মরিয়মের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। এই
ইউহোন্নাকে মার্ক নামেও ডাকা হত। সেই বাড়িতে
অনেক লোক একত্র হয়েছিল ও মুনাজাত
করছিল। ১৩ পরে তিনি বাইরের দরজায় আঘাত
করলে রোদা নাম্নী এক জন বাঁদী শুনতে
আসলো; ১৪ এবং পিতরের স্বর চিনতে পেরে
আনন্দ বশত দরজা না খুলেই ভিতরে দৌড়ে
গিয়ে সংবাদ দিল, পিতর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে

এহুদিয়া ও সামেরিয়া তাঁর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১২:২ ইয়াকুবকে ... খুন করলেন। প্রেরিত ইউহোন্নার ভাই ও সিবদিয়ের পুত্র। ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রায় দশ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। ঈসা তাঁদের আসন্ন দুঃখভোগ সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন (মথি ২০:২৩)। তাঁকেও বাপ্তিস্ম-দাতা ইয়াহিয়ার মত শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়।

১২:৩ খামিহীন রুটির ঈদ। এই ঈদটি ঈদুল ফেসাখ, অর্থাৎ নিশান মাসের ১৪ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং ২১ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে। সে বছর (৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) নিশান মাসের ১৪ তারিখ ছিল ১ মে।

১২:৪ চার দল সেনা। পুরো রাতটিকে চার প্রহরে ভাগ করে প্রতিটির জন্য চারজন করে সৈন্য নিয়ে একেকটি প্রহরী দল তৈরি করা হত।

১২:৫ তাঁর বিষয়ে ... মুনাজাত করছিল। ঈসায়ী ঈমানদারেরা একাগ্রভাবে শুধুমাত্র মুনাজাত করার মধ্য দিয়ে তাঁদের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এবং অত্যাচার-নিপীড়ন মোকাবেলা করতেন। যদিও পিতর এখন হেরোদের হাতে বন্দী এবং তাঁকে ষোল জন পাহারাদার সৈন্য ঘিরে রেখেছে, তবুও তাঁরা মুনাজাত করা থেকে পিছ-পা হন নি, কারণ পার্থিব যে কোন বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাদেরকে শুধুমাত্র মুনাজাতই আলোর পথ দেখাতে পারে। কণ্টকপূর্ণ এই দুনিয়াতে মুনাজাতই ঈমানদারদের একমাত্র ভরসা।

১২:৭ প্রভুর এক ফেরেশতা ... দাঁড়ালেন। পিতরের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধারের এই ঘটনার সাথে বিগত কয়েক শতকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল ঘটনা হচ্ছে কূপ থেকে সাধু সুন্দর সিংয়ের মুক্তি লাভের ঘটনা, যখন তিনি তিব্বতীয় শাসকের আদেশে সেই কূপে তালাবদ্ধ ছিলেন। ঈসায়ী ইতিহাসে উদ্ধারের এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

আলোক প্রকাশ পেল। প্রভুর মহিমা (লূক ২:৯ দেখুন)।

১২:৯ বের হয়ে ... যেতে লাগলেন। সম্ভবত পিতরকে আন্তনিয়ের দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যা বায়তুল মোকাদ্দসের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী সময়ে পৌলকেও বন্দী করে এই দুর্গে নিয়ে আসা হয়েছিল (২১:৩৪)।

১২:১০ পরে তাঁরা প্রথম ... উপস্থিত হলেন। দুর্গের তিনটি ফটক ও তিনটি প্রাঙ্গণ ছিল। পিতরকে প্রথম ও দ্বিতীয় ফটক অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কারণ সৈন্যরা সম্ভবত তাঁকে একজন গোলাম বলে মনে করেছিল। কিন্তু রাতে কারো বাইরের প্রাঙ্গণে যাওয়ার অনুমতি ছিল না, সে কারণে এক অলৌকিক উপায়ে শেষ এই লৌহ দ্বারটি খুলে গিয়েছিল।

১২:১২ ইউহোন্নার মা মরিয়ম। বার্নাবাসের চাচী। স্পষ্টত তাঁর গৃহ ঈসায়ীদের সমবেত হওয়ার স্থান ছিল। এটি সেই বিখ্যাত উপরের কুঠরি হতে পারে, যেখানে প্রভুর শেষ ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (মার্ক ১৪:১৩-১৫; প্রেরিত ১:১৩)। এই গৃহই ছিল

BACIB International Bible CHURCH

হেরোদ আগ্রিপ্প ১

ফিলিস্তিনী অঞ্চলে ইদুমীয় শাসক গোষ্ঠীর একজন শাসনকর্তা। এ্যারিস্টোবুলাস ও বর্ণীকীর পুত্র, মহান হেরোদের প্রপৌত্র। তিনি প্রথমে লুষানিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিতামহ মহান হেরোদের সমস্ত রাজ্য অধিকার করে নেন এবং বাদশাহ্ হিসেবে ভূষিত হন। তিনি প্রেরিত ইয়াকুবকে খুন করেন এবং প্রেরিত পিতরকে বন্দী করেন, লূক ৩:১; প্রেরিত ১২:১-১৯। ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ ক্লাডিয়াসের সম্মানে আয়োজিত উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তিনি সিজারিয়ার বিশাল মঞ্চে আসেন, সেখানে আল্লাহ্‌র একজন ফেরেশতার আঘাতে তিনি মারা যান, প্রেরিত ১২:২১-২৩। তিনি তাঁর ৪৪ বছরের জীবনে ৪ বছর প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং ৩ বছর সমগ্র ফিলিস্তিনের বাদশাহ্ ছিলেন (৩৭-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর মৃত্যুর পর ফিলিস্তিন রাজ্য পুরোপুরিভাবে সিরিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- দক্ষ প্রশাসক ও নেতা ছিলেন।
- তাঁর এলাকার ইহুদীদের সাথে ও রোম সাম্রাজ্যের শাসকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- প্রেরিত ইয়াকুবের বন্দীত্ব ও হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন।
- পিতরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বন্দী করেছিলেন।
- জনসাধারণ যখন তাঁকে দেবতা বলে প্রশংসা ও গৌরব করছিল, তখন তিনি তা সমর্থন করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা আল্লাহ্‌র বিপক্ষে অবস্থান নেয়, তারা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়।
- যে প্রশংসার দাবীদার একমাত্র আল্লাহ্, সেই প্রশংসা নিজে নেওয়ার চেষ্টা করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি নেমে আসবে।
- পারিবারিক বংশগতি অনেক সময় মানুষকে ভাল বা মন্দ পথে ধাবিত করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **পেশা:** রোম সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইহুদীদের বাদশাহ্
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতামহ: মহান হেরোদ; পিতা: এ্যারিস্টোবুলাস' চাচা: হেরোদ আন্তিপাস; বোন: হেরোদিয়া; স্ত্রী: সিপ্রোস; পুত্র: হেরোদ আগ্রিপ্প ২; কন্যা: বর্ণীকী, মরিয়াম্নী, দ্রুসিল্লা।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** সম্রাট টিবেরিয়াস, কালিগুলা ও ক্লডিয়াস; ইয়াকুব, পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতবর্গ।

BACIB International Bible CHURCH

আছেন। তারা তাঁকে বললো, তুমি পাগল; কিন্তু
সে দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল, না, তা-ই বটে!
১৫ তখন তাঁরা বললো, উনি তাঁর ফেরেশতা।
১৬ কিন্তু পিতর আঘাত করতে থাকলেন; তখন
তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল ও চমৎকৃত
হল। ১৭ তাতে তিনি হাত দিয়ে নীরব হবার জন্য
ইশারা করে, প্রভু কিভাবে তাঁকে কারাগার থেকে
উদ্ধার করে এনেছেন, তা তাদের কাছে বর্ণনা
করলেন, আর বললেন, তোমরা ইয়াকুবকে ও
ভাইদেরকে এই সংবাদ দিও; পরে তিনি বের
হয়ে অন্য স্থানে চলে গেলেন।
১৮ দিন হলে পর, পিতর কোথায় গেলেন তা
নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে খুব একটা হুলুস্থুল পড়ে
গেল। ১৯ পরে হেরোদ তাঁর সন্ধান করে না
পাওয়াতে রক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের
প্রাণদণ্ড করতে হুকুম দিলেন এবং এহুদিয়া থেকে
প্রস্থান করে তিনি সিজারিয়াতে গিয়ে থাকলেন।

বাদশাহ্‌ হেরোদের মৃত্যু

২০ আর তিনি টায়ার ও সীডনের লোকদের উপরে
বড়ই রাগান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা একমত
হয়ে তাঁর কাছে আসলো এবং বাদশাহ্‌র
শয়নাগারের নেতা ব্লাস্তকে সপক্ষ করে সন্ধি
যাচ্ঞা করলো, কারণ বাদশাহ্‌র দেশ থেকে
তাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসত। ২১ তখন
এক নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে
সিংহাসনে বসে তাদের কাছে বক্তৃতা করলেন।
২২ তখন লোকেরা চিৎকার করে বলতে লাগল,
এই দেবতার কথা, মানুষের নয়। ২৩ আর প্রভুর
এক ফেরেশতা তখনই তাঁকে আঘাত করলেন,
কেননা তিনি আল্লাহ্‌কে গৌরবান্বিত করলেন না;
আর তিনি ক্রিমির উৎপাতে মারা গেলেন।
২৪ কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম বৃদ্ধি পেতে ও ছড়িয়ে
পড়তে লাগল।
২৫ আর বার্নাবাস ও শৌল তাদের পরিচর্যা কাজ
সম্পন্ন করার পর জেরুশালেম থেকে ফিরে
গেলেন; ইউহোন্না যাঁকে মার্কও বলে, তাঁকে
সঙ্গে নিলেন।

সুসমাচার তবলিগের জন্য হযরত পৌল ও বার্নাবাসের উপর হস্তার্পণ

১৩ ১ তখন এণ্টিয়ক মণ্ডলীতে বার্নাবাস,
শিমোন, যাকে নীগের বলে, কুরীণীয়
লুকিয়, বাদশাহ্‌ হেরোদের সঙ্গে লালিত-পালিত
মনহেম এবং শৌল নামে কয়েক জন নবী ও
শিক্ষক ছিলেন। ২ তাঁরা প্রভুর সেবা ও রোজা

[১২:৬] প্রেরিত ২১:৩৩
[১২:৭] জবুর ১০৭:১৪
[১২:৯] প্রেরিত ৯:১০।
[১২:১০] প্রেরিত ৫:১৯; ১৬:২৬।
[১২:১১] লূক ১৫:১৭; জবুর ৩৪:৭; দানি ৩:২৮; ৬:২২; ২করি ১:১০; ২পিতর ২:৯।
[১২:১২] কল ৪:১০; ২তীম ৪:১১; ফিলী ২৪; ১পিতর ৫:১৩; আঃ ৫।
[১২:১৩] ইউ ১৮:১৬,১৭।
[১২:১৪] লূক ২৪:৪১।
[১২:১৫] মথি ১৮:১০।

৪:৩১ আয়াতে উল্লিখিত মুনাজাতের স্থান।

১২:১৩ রোদা নাম্নী একটি বাঁদী। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই বাঁদী সেখানে কাজ করতো, কিন্তু ঈসায়ী মণ্ডলীর প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

১২:১৫ তাঁর ফেরেশতা। এখানে এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ফেরেশতা রয়েছে, যিনি তার পরিচর্যা করে থাকেন (মথি ১৮:১০; ইব ১:১৪ আয়াতের সাথে তুলনা করুন), এছাড়া কোন বিশেষ প্রয়োজনে সেই ফেরেশতা তার পরিচর্যাধীন ব্যক্তির সদৃশ চেহারা ধারণ করতে পারেন।

১২:১৬ তাঁরা দ্বার খুলে ... চমৎকৃত হল। যদিও তাঁরা পিতরের জন্য একাগ্রভাবে এবং ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছিলেন, তথাপি যখন তাঁরা তাঁদের মুনাজাতের উত্তর পেলেন তখন তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

১২:১৭ ইয়াকুব। প্রভু ঈসা মসীহের ভাই, যিনি জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা ছিলেন।

বের হয়ে অন্য স্থানে চলে গেলেন। সহজভাবে এই কথার মাধ্যমে 'গোপনে লুকিয়ে থাকা' বোঝায়। তিনি সে সময় কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন কিছু জানা যায় না।

১২:১৯ প্রাণদণ্ড করতে হুকুম দিলেন। সম্ভবত হেরোদ ধরে নিয়েছিলেন যে, সৈন্যরাই পিতরকে মুক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল।

১২:২০ টায়ার ও সীডনের লোকদের। ফৈনীকিয়ার (আধুনিক লেবানন) প্রধান নগরী টায়ার ও সীদোনের অধিবাসীরা। তারা খাদ্যশস্যের যোগানের জন্য গালীলীয় শস্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল।

১২:২১ এক নির্ধারিত দিনে। এই দিনটি ছিল মূলত একটি উৎসব, যা হেরোদ ক্লৌদিয় সিজারিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে পালন করতেন। সম্ভবত এই দিনটির তারিখ ছিল ১ আগষ্ট। এই দিনটি ছিল হেরোদ আগ্রিপ্প ও ফৈনীকিয় প্রতিবেশীদের মধ্যকার প্রকাশ্য সম্মিলনের দিন।

রাজপোশাক। ঐতিহাসিক যোসেফাস বলেন, হেরোদ সেদিন রৌপ্যখচিত পোশাক পরেছিলেন, যা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ার কারণে আরও বেশি চোখ ধাঁধানো হয়ে উঠেছিল।

১২:২২ লোকেরা। সিজারিয়া নগরীর জন-সাধারণ।

এ দেবতার রব, মানুষের নয়। হেরোদের চাটুকাররা তাঁকে দেবতা হিসেবে সম্বোধন করছিল, যাতে তিনি তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন।

১২:২৩ ক্রিমির উৎপাতে। বেহেশতী সত্তা বলে লোকদের করা প্রশংসা গ্রহণ করা এবং মণ্ডলীর উপরে তীব্র অত্যাচার ও নির্যাতন চালানোর শাস্তি হিসেবে অনেকে এই মৃত্যুকে দেখে থাকেন। তবে প্রভুর ফেরেশতার আঘাতে মৃত্যুর কথা বলা হলেও তাৎক্ষণিক ও অলৌকিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এমনটি বলা যায় না; বরং আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। 'ক্রিমির উৎপাতে' বলতে যোসেফাস পাকস্থলীর পীড়া ও সংক্রমণের কথা বুঝিয়েছেন।

১২:২৫ ইউহোন্না যাঁকে মার্কও বলে। মার্ক লিখিত সুসমাচারের লেখক। সম্ভবত তিনিই সেই যুবক যিনি ঈসাকে গ্রেফতার করার পর বাগানে বেশ কিছুদূর তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন (মার্ক ১৪:৫১-৫২)। তিনি বার্নাবাস এবং পৌলের প্রথম তবলিগ যাত্রার শুরুতে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৮-৩৯)।

১৩:১ শিমোন, যাকে নীগের বলে। 'শিমোন' নামটি বোঝায় যে, তিনি ছিলেন ইহুদী; অপরদিকে 'নীগের', অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ শব্দটি তাঁর গায়ের রংয়ের কথা বোঝায়। অনেকে তাঁকে

BACIB International Bible CHURCH

করছিলেন, এমন সময়ে পাক-রূহ্ বললেন, আমি
বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি,
আমার সেই কাজের জন্য এখন তাদেরকে পৃথক
করে দাও। ৩ তখন তাঁরা রোজা ও মুনাজাত করে
তাঁদের উপরে হস্তার্পণ করলেন এবং তাঁদেরকে
বিদায় দিলেন।

সাইপ্রাস দ্বীপে হযরত পৌল ও বার্নাবাস

৪ এভাবে তাঁরা পাক-রূহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে
সিলূকিয়াতে গেলেন এবং সেখান থেকে জাহাজে
করে সাইপ্রাস দ্বীপে গমন করলেন। ৫ তাঁরা
সালামীতে উপস্থিত হয়ে ইহুদীদের মজলিস-
খানাগুলোতে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করতে
লাগলেন। তখন ইউহোন্না-মার্ক ভৃত্য হিসেবে
তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ৬ আর তাঁরা সমস্ত দ্বীপের
মধ্য দিয়ে গমন করে পাফঃ নগরে উপস্থিত হলে
এক জন ইহুদী মায়াবী ও ভণ্ড নবীকে দেখতে
পেলেন, তার নাম বর্-ঈসা; ৭ সে শাসনকর্তা
সের্গিয় পৌলের বন্ধু ছিল; সেই শাসনকর্তা এক
জন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বার্নাবাস ও
শৌলকে কাছে ডেকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে
চাইলেন। ৮ কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী– কেননা
অনুবাদ করলে এ-ই তার নামের অর্থ– সেই
শাসনকর্তাকে ঈমান থেকে ফিরাবার চেষ্টায়
তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। ৯ কিন্তু শৌল,
যাকে পৌলও বলে, পাক-রূহে পরিপূর্ণ হয়ে তার
প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন, ১০ হে সমস্ত রকম
ছলে ও সমস্ত রকম দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ শয়তানের
সন্তান, সমস্ত রকম ধার্মিকতার দুশমন, তুমি
প্রভুর সরল পথকে বাঁকা করতে কি ক্ষান্ত হবে
না? ১১ এখন দেখ, প্রভুর হাত তোমার বিরুদ্ধে
উঠেছে, তুমি অন্ধ হবে, কিছুকাল সূর্য দেখতে
পাবে না। আর অমনি কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার
তাকে আচ্ছন্ন করলো, তাতে সে হাত ধরে
চালাবার লোকের খোঁজে এদিক ওদিক চলতে
লাগল। ১২ তখন সেই ঘটনা দেখে শাসনকর্তা
প্রভুর উপর ঈমান আনলেন, কারণ তিনি যে

[১২:২০] মথি ১১:২১; ১বাদশা ৫:৯,১১; ইহি ২৭:১৭।
[১২:২৩] প্রেরিত ৫:১৯; ১শামু ২৫:৩৮; ২শামু ২৪:১৬,১৭; ২বাদশা ১৯:৩৫।
[১২:২৪] ইব ৪:১২; প্রেরিত ৬:৭; ১৯:২০।
[১২:২৫] প্রেরিত ৪:৩৬; ১১:৩০।

কুরীণীয় শিমোন মনে করে ভুল করেন (মার্ক ১৫:২১; লূক ২৩:২৬)।

কুরীণীয় লুকিয়। লুকিয় বা লুসিয়াস এক ল্যাটিন নাম। তিনি আন্তিয়খিয়ায় আসা দ্বিতীয় তবলিগকারী দলের একজন ছিলেন। তবে তাকে রোমীয় ১৬:২১ আয়াতে উল্লিখিত লুকিয় নন বলেই ধারণা করা হয়।

মনহেম। যেহেতু তিনি বাদশাহ্ হেরোদ আন্তিপের সাথে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ হেরোদের ভাই হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, সেহেতু তিনি হেরোদের কাজ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতেন (লূক ৯:৭-৯ দেখুন)। এই মনহেমের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ দাদা সম্ভবত আরেক মনহেম, যিনি মহান হেরোদের প্রিয়জন বলে যোসেফাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেন। সম্ভবত মনহেমের কাছ থেকে লূক হেরোদের পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পেয়েছিলেন।

১৩:২ প্রভুর সেবা ও রোজা করছিলেন। প্রভুর সেবা ও রোজা রাখার সময় ঈসায়ী ঈমানদারেরা পাক-রূহের উপস্থিতি ও তাঁর সান্নিধ্য সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন থাকতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাববাণী ও দর্শনের মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্ তাঁদেরকে দেখা দিতেন।

১৩:৪ সিলূকিয়া। আন্তিয়খিয়ার একটি সমুদ্র বন্দর।

১৩:৫ সালামী। সাইপ্রাস দ্বীপের মূল ভূখণ্ডের পূর্ব-উপকূলীয় একটি শহর।

ইউহোন্না-মার্ক। বার্নাবাসের চাচাতো ভাই।

১৩:৬ পাফঃ। সালামী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সাইপ্রাস দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি নগর। এই নগরটি ছিল রোমীয় শাসনকর্তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

বর্-ঈসা। 'বর্' নামের অর্থ 'পুত্র'; 'ঈসা' নামটি অরামীয় 'ইউসা' নামের হিব্রু রূপ। অর্থাৎ এই নামের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, 'ঈসার পুত্র'। তবে নাসরতীয় ঈসা মসীহ্, অর্থাৎ আমাদের প্রভু ঈসার সাথে এই ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই। সে সময় বর্-ঈসা নামটি অত্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এই নামে সে সময় বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যেত।

ইহুদী মায়াবী ও ভণ্ড নবী। বর্-ঈসা ইহুদী বংশোদ্ভূত হলেও সে ছিল একজন মন্ত্র-সাধক এবং জাদুকর; সেই সাথে সে ছিল একজন ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তা।

১৩:৭ সের্গিয় পৌল। ইথিয়পীয় খোজা (অধ্যায় ৮) এবং শতপতি কর্ণীলিয়ের (অধ্যায় ১০) মত অ-ইহুদী শাসনকর্তা সের্গিয় পৌলও সম্ভবত ইহুদী ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং ইহুদীবাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

শাসনকর্তা। যেহেতু সাইপ্রাস ছিল রোমীয় সিনেট পরিচালিত একটি দ্বীপ, সে কারণে একজন শাসনকর্তাকে রোমীয় সরকারের পক্ষে সেখানে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল। রোমীয়রা ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে।

১৩:৮ ইলুমা। একটি সেমেটিক নাম, যার অর্থ 'মায়াবী' বা 'জাদুকর' বা 'জ্ঞানী লোক'। সম্ভবত এটি ছিল এক স্বঘোষিত উপাধি।

১৩:৯ শৌল, যাকে পৌলও বলে। শৌল নামের অর্থ '[আল্লাহ্ হতে] জিজ্ঞাসিত' এবং পৌল নামের অর্থ 'ক্ষুদ্র'। সে সময় কাজের ভিত্তিতে নাম পরিবর্তিত হওয়ার রেওয়াজ ছিল। শৌল হিব্রু নাম, ইহুদী বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এই নাম বেশি প্রচলিত ছিল। পৌল রোমীয় নাম, যা গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদীদের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল।

১৩:১১ তুমি অন্ধ হবে। ইঞ্জিল শরীফে শুধু যে সুস্থতা দানের অলৌকিক কাজ করা হয়েছে তা নয়, বরং আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও বিচারের শাস্তি প্রকাশ করার জন্য অননিয় ও সাফিরাকে (৫:১-১১), হেরোদকে (১২:২২-২৩) এবং এখানে ইলুমাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।

১৩:১২ সেই ঘটনা দেখে ... ঈমান আনলেন। অলৌকিক ঘটনা ও সুসমাচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ঈমান আনতে প্রত্যয়ী হয়েছিলেন।

১৩:১৩ পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগর। পর্গা পাম্ফুলিয়ার রাজধানী, যা লুকিয়া ও কিলিকিয়া প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে, এশিয়া মাইনরের উপকূল থেকে ৫ মাইল দূরে এবং বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর অত্তালিয়ার ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

ইউহোন্না-মার্ক ... ফিরে গেলেন। ইউহোন্না-মার্ক সে সময় কম বয়সী ছিলেন এবং তিনি জেরুশালেমে ফিরে যেতে কাতর হয়ে

বার্নাবাস

বার্নাবাস নামের অর্থ *সান্ত্বনার পুত্র* বা *প্রবোধের সন্তান*। বার্নাবাসের প্রকৃত নাম ইউসুফ। তিনি ছিলেন একজন লেবীয়, প্রেরিত ৪:৩৬। একেবারে প্রথম দিকের প্রাথমিক মণ্ডলীর তবলিগের ফলে তিনি ঈসায়ী ঈমানদার হন। তাঁর 'বার্নাবাস' নামটি সর্বপ্রথম দেখা যায় প্রেরিত ১৩:১ আয়াতে। লূক তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে "একজন ভাল মানুষ" বলেছেন, প্রেরিত ১১:২৪। লেবীয় গোষ্ঠীর ইহুদী পিতা-মাতার ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা, সেখানে তাঁর একখণ্ড জমিও ছিল, প্রেরিত ৪:৩৬,৩৭। সেটি তিনি মণ্ডলীর অসহায়-গরিব ভাইবোনদের সাহায্য করবার জন্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন। পৌল যখন তাঁর কথাবার্তা এবং বক্তৃতা শেষ করে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন, তখন বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে উম্মতদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। জেরুশালেমের ঈমানদারগণ পৌলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলে বার্নাবাস তাদের সঙ্গে পৌলের পক্ষে কথা বলেন, প্রেরিত ৯:২৭। এন্টিয়কে মণ্ডলী গঠনের পর পরই জেরুশালেম মণ্ডলী তাঁকে এন্টিয়ক মণ্ডলীর দেখাশোনা করা ও তার বৃদ্ধির জন্য সেখানে পাঠান। পৌল গমলীয়েলের একজন ছাত্র হওয়ায় হয়তো বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সাহাবীদের নেতৃত্বে এবং জেরুশালেমের ঈমানদার ভাইদের ঈমানের ফলে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, বার্নাবাসের অনুপ্রেরণা সেই আন্দোলনকে অনেকখানি গতিশীল করেছিল। কাজটিকে তিনি খুবই কঠিন এবং অনেক বড় ধরনের একটি কাজ মনে করলেন, যার বোঝা বইতে তিনি পারছিলেন না, আর তাই পৌল যেন তাঁকে সাহায্য করেন সেজন্য তিনি তাঁর খোঁজে তার্ষ শহরে গেলেন। পৌল তাঁর সঙ্গে এন্টিয়কে ফিরে এলেন এবং সারা বছর ধরে তিনি বার্নাবাসের সঙ্গে প্রচুর কাজ করলেন, প্রেরিত ১১:২৫,২৬। এরপর বার্নাবাস ও পৌলকে দিয়ে এন্টিয়ক মণ্ডলীতে যে সমস্ত টাকা পয়সা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলো তাঁদের মাধ্যমে জেরুশালেমের গরিব ভাইদের সাহায্য করার জন্য সেখানে পাঠানো হয়, প্রেরিত ১১:১৮-৩০। অল্প কিছুদিন পর সেখান থেকে তাঁরা ইউহোন্না মার্ককে সঙ্গে করে ফিরে এলেন, তাঁদেরকে সেখানে ঈমানবিহীন লোকদের মাঝে তবলিগ কাজ করবার জন্য 'তবলিগকারী' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যাতে করে তারা যারা এখনও ঈমান আনে নি তাদের মাঝে তবলিগ করতে পারেন, আর এই সময় পৌলের মত বার্নাবাসকেও "প্রেরিত" বলে ডাকা হয়, প্রেরিত ১৪:১৪। বিশেষ কিছু কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা সাইপ্রাস, পিষিদিয়ার এন্টিয়ক, ইকনিয়, লুস্ত্রা, দর্বি এবং এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু প্রধান শহরে গিয়ে তবলিগ করেছিলেন, প্রেরিত ১৩:১৪। লুস্ত্রায় একজন খোঁড়া লোক সুস্থ হয়ে যাবার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে 'জিউস' দেবতা হিসেবে এবং পৌলকে জ্ঞান-বক্তৃতার দেবতা 'হার্মিস' হিসেবে পূজা করতে চায়, প্রেরিত ১৩:৩-১৪:২৮। তবলিগকারী হিসেবে তাঁদের এই প্রথম যাত্রা শেষে ফিরে আসার পর, তাঁদেরকে এন্টিয়ক মণ্ডলী আবার মণ্ডলীর নেতা ও অ-ইহুদীদের বিষয়ে আলোচনার জন্য জেরুশালেমে পাঠান, প্রেরিত ১৫:২; গালা ২:১। এই বিষয়টির নিষ্পত্তির পর, তাঁরা আবার মণ্ডলীর অ-ইহুদীদের উপস্থাপিত বিধি বিধান হিসেবে একটি ঘোষিত আইনকে সঙ্গে করে এন্টিয়কে ফিরে এলেন এবং তাঁরা এই ঘোষিত নীতিমালা যেন সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর এলাকায় নিয়ে যান, প্রেরিত ১৫:২২-৩৫। যখন তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিল, তখন ইউহোন্না মার্ককে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আলাদা আলাদা পথে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছিল। পৌল সীলকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়ে সিরিয়া হয়ে কিলিকিয়াতে গিয়েছিলেন; আর বার্নাবাস তাঁর ভাতিজা ইউহোন্না যাকে মার্ক বলেও ডাকা হয়, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপের দিকে গিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রাথমিক যুগে জেরুশালেমের ঈসায়ীদের সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পত্তি যারা বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।
- একটি তবলিগকারী দল হিসেবে পৌলের সাথে সর্বপ্রথম ভ্রমণ করেন।
- একজন কার্যকরী উৎসাহ দানকারী ব্যক্তি ছিলেন, যা তাঁর নামে প্রকাশ পায়।
- তাঁকে একজন প্রেরিত বলে সম্বোধন করা হয়, যদিও তিনি মূল ১২ জন প্রেরিতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- পিতরের মত প্রথমে অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, যে পর্যন্ত না পৌল তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- উৎসাহ দেওয়া ঈমানদারদের পরিচর্যা করার অন্যতম একটি উপায়।
- আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য থাকলে জীবনে কোন না কোন সময় পরীক্ষা আসবেই।
- সব সময়ই কারও না কারও প্রতি আমাদের উৎসাহ দানের প্রয়োজন আছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** সাইপ্রাস, জেরুশালেম, এন্টিয়ক।
- **পেশা:** তবলিগকারী, শিক্ষক।
- **আত্মীয়-স্বজন:** খালা: মরিয়ম; খালাতো ভাই: ইউহোন্না মার্ক।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পিতর, সীল, পৌল, হেরোদ আগ্রিপ্প ১।

মূল আয়াত: "বার্নাবাস সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র রহমত দেখে আনন্দ করলেন; এবং সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, যেন তারা হৃদয়ের একাগ্রতায় প্রভুতে স্থির থাকে। বার্নাবাস এক জন সৎ লোক ছিলেন এবং পাক-রূহে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুতে সংযুক্ত হল।" (প্রেরিত ১১:২৩,২৪)।

প্রেরিত ৪:৩৬,৩৭; ৯:২৭-১৫:৩৯ আয়াতে বার্নাবাসের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ১ করি ৯:৬; গালা ২:১,৯,১৩; কল ৪:১০ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

BACIB | International Bible CHURCH

উপদেশ লাভ করেছিলেন তাতে চমৎকৃত
হয়েছিলেন।

পিষিদিয়ার এণ্টিয়কে ইঞ্জিল তবলিগ

১৩ পরে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ থেকে
জাহাজ ছেড়ে পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত
হলেন। তখন ইউহোন্না-মার্ক তাঁদেরকে ছেড়ে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। ১৪ কিন্তু তারা পর্গা
থেকে অগ্রসর হয়ে পিষিদিয়ার এণ্টিয়কে উপস্থিত
হলেন এবং বিশ্রামবারে মজলিস-খানায় প্রবেশ
করে সেখানে বসলেন। ১৫ শরীয়ত ও নবীদের
কিতাব পাঠ সমাপ্ত হলে মজলিস-খানার কর্মকর্তা
তাঁদেরকে বলে পাঠালেন, ভাইয়েরা লোকদের
কাছে যদি আপনাদের কোন উপদেশ থাকে,
বলুন। ১৬ তখন পৌল দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইঙ্গিত
করে বলতে লাগলেন, হে ইসরাইলের লোকেরা
ও অন্যান্যরা, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শোন।
১৭ এই ইসরাইল জাতির আল্লাহ্ আমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং
এই জাতি যখন মিসর দেশে প্রবাস করছিল,
তখন তাদেরকে উন্নত করলেন ও মহা শক্তিতে
সেখান থেকে বের করে আনলেন। ১৮ আর তিনি
মরুভূমিতে কমবেশ চল্লিশ বছর কাল তাদের
ব্যবহার সহ্য করলেন। ১৯ পরে তিনি কেনান
দেশে সাত জাতিকে উৎপাটন করে অধিকার
হিসেবে সেসব জাতির দেশ তাদেরকে দিলেন।
এভাবে কমবেশ চারশত পঞ্চাশ বছর অতীত
হল। ২০ তারপর তিনি শামুয়েল নবীর সময় পর্যন্ত
শাসনকর্তাদের দিলেন। ২১ তারপর তারা একজন
বাদশাহ্ চাইল, তাতে আল্লাহ্ তাদেরকে চল্লিশ
বছরের জন্য বিন্‌ইয়ামীন বংশজাত কীশের পুত্র
শৌলকে দিলেন। ২২ পরে তিনি তাঁকে সরিয়ে
দিয়ে তাদের বাদশাহ্ হবার জন্য দাউদকে উৎপন্ন

[১৩:১] ইফি ৪:১১; মথি ২৭:৩২; ১৪:১।
[১৩:২] প্রেরিত ৮:২৯; ১৪:২৬; ৯:১৫; ২২:২১।
[১৩:৩] প্রেরিত ৬:৬; ১৪:২৬।
[১৩:৫] ইব ৪:১২; প্রেরিত ৯:২০; ১২:১২।
[১৩:৬] মথি ৭:১৫।
[১৩:৭] প্রেরিত ১৮:১২; ১৯:৩৮।
[১৩:৮] ইশা ৩০:১১; প্রেরিত ৬:৭।
[১৩:৯] লূক ১:১৫।
[১৩:১০] ইউ ৮:৪৪; মথি ১৩:৩৮; হোসিয়া ১৪:৯।
[১৩:১১] হিজ ৯:৩; ১শামু ৫:৬,৭; জবুর ৩২:৪; পয়দা ১৯:১০,১১; ২বাদশা ৬:১৮।
[১৩:১৭] হিজ ৬:৬,৭;

করলেন, যাঁর পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন,
'আমি ইয়াসিরের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, সে
আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা
পালন করবে'। ২৩ তাঁরই বংশ থেকে আল্লাহ্
ওয়াদা অনুসারে ইসরাইলের জন্য এক জন
নাজাতদাতাকে, ঈসাকে উপস্থিত করলেন;
২৪ তাঁর আগমনের আগে ইয়াহিয়া সমস্ত
ইসরাইল জাতির কাছে মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম
তবলিগ করেছিলেন। ২৫ আর ইয়াহিয়া যখন
তাঁর নির্ধারিত কাজ শেষ করছিলেন তখন এই
কথা বলতেন, তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলে
মনে কর? আমি তিনি নই; কিন্তু দেখ, আমার
পরে এমন এক ব্যক্তি আসছেন, যাঁর পায়ের
জুতার ফিতা খুলবার যোগ্যও আমি নই।
২৬ হে ভাইয়েরা, ইব্রাহিম বংশের সন্তানেরা ও
তোমরা যত লোক আল্লাহ্‌কে ভয় কর,
আমাদেরই কাছ এই নাজাতের কালাম প্রেরিত
হয়েছে। ২৭ কেননা জেরুশালেম-নিবাসীরা এবং
তাদের নেতৃবর্গরা তাঁকে না জানাতে এবং
নবীদের যেসব বাণী প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা
হয়, সেই সকলও না জানাতে, তাঁর দণ্ডাজ্ঞা করে
সেসব পূর্ণ করলো। ২৮ আর প্রাণদণ্ডের যোগ্য
কোনই দোষ না পেলেও তারা পীলাতের কাছে
যাচঞা করলো, যেন তাঁকে হত্যা করা হয়।
২৯ আর তাঁর বিষয়ে যেসব কথা লেখা ছিল, তা
পূর্ণ হলে পর তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবরে
সমাহিত করলো। ৩০ কিন্তু আল্লাহ্ মৃতদের মধ্য
থেকে তাঁকে উঠালেন। ৩১ আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে
গালীল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন,
তাঁদেরকে তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিলেন;
তাঁরাই এখন লোকদের কাছে তাঁর সাক্ষী।
৩২ আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে

পড়েছিলেন। তার চলে যাওয়ার জন্য পৌলের অসন্তুষ্টি এবং বার্নাবাসের সাথে তাঁর বিবাদের বিষয়ে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে (১৫:৩৭-৩৯)।

১৩:১৪ পিষিদিয়ার এণ্টিয়ক। আন্তিয়খসের নামানুসারে নগরটির নামকরণ করা হয়, যিনি মহান আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়ার বাদশাহ্ হয়েছিলেন। পর্গা থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১১০ মাইল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকার কারণে নগরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। নগরীটিতে অসংখ্য ইহুদী জনবসতি ছিল। এটি ছিল এক রোমীয় উপনিবেশ; অবসরপ্রাপ্ত রোমীয় সৈন্যরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গেড়েছিল।

মজলিস-খানায় ... বসলেন। পৌল যেখানেই যেতেন সেখানকার মজলিস-খানায় নিয়মিত সুসমাচার তবলিগ করতেন (আয়াত ৫; ৪:১; ১৭:১,১০,১৭; ১৮:৪,১৯; ১৯:৮ দেখুন)। তিনি চাইতেন আল্লাহ্‌র নাজাত দানের পরিকল্পনা সম্পর্কে ইহুদী জাতিকে সর্বাগ্রে জ্ঞাত করতে (আয়াত ৪৬; রোমীয় ১:১৬; ২:৯-১০ দেখুন)। উপরন্তু, মজলিস-খানায় তবলিগ করার জন্য স্থান সব সময় প্রস্তুত থাকতো এবং সেখানে সব সময় লোকদের যাতায়াত থাকতো।

১৩:১৫ শরীয়ত ও নবীদের কিতাব। পৌল হিজরত কিতাবে ইসরাইল জাতির জন্য আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধারের বর্ণনা দেন এবং মূসা থেকে দাউদ পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের রূপরেখা তুলে ধরেন। এরপর তিনি দাউদ থেকে দাউদের বংশের প্রতিজ্ঞাত মসীহে যান এবং ঘোষণা করেন যে, প্রতিজ্ঞাত মসীহ্ তাদের দিনে আবির্ভূত হয়েছেন ঈসা মসীহ্ হয়ে, যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল।

মজলিস-খানার নেতৃবর্গ। যারা পাঠকদের ও তবলিগকারীদের আহ্বান জানানো, এবাদতের আয়োজন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৩:১৮ তাহাদের ব্যবহার সহ্য করলেন। কোন কোন প্রাচীন অনুবাদে 'সহ্য করলেন' কথাটির বদলে বলা হয়েছে, "তিনি শিশুপালকের মত তাদেরকে বহন করলেন।"

১৩:২০ চারশত পঞ্চাশ বছর। মিসরে অবস্থানকালীন ৪০০ বছর (প্রেরিত ৭:৬; ১৩:১৭), প্রান্তরে ভ্রমণকালীন ৪০ বছর এবং জর্ডান নদী পার হওয়া থেকে শুরু করে কেনান দেশ দখলে নেওয়া পর্যন্ত ১০ বছর (ইউসা ১৪-১৯ অধ্যায়), সর্বমোট ৪৫০ বছর।

১৩:২২ "আমি ইয়াসিরের পুত্র ... পালন করবে।" জবুর

BACIB
International Bible
CHURCH

পৌল

প্রভু ঈসা মসীহের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসমাচার তবলিগকারী। মসীহের উম্মত হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল শৌল। সম্ভবত পৌল নামটি অ-ইহুদী সমাজে ব্যবহৃত হত এবং শৌল নামটি তাঁর ইবরানী নাম। তিনি রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কিলিকিয়া প্রদেশের রাজধানী তার্ষের অধিবাসী ছিলেন। এখানেই শৌলের জন্ম হয় এবং এখানেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। তিনি স্বদেশেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খাঁটি ইহুদী এবং রক্ষণশীল বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর ফরীশী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ব্যক্তি। পৌল ইহুদী হলেও তাঁর পিতা রোমের নাগরিক ছিলেন, ফলে জন্মসূত্রে তিনিও রোমের নাগরিক ছিলেন।

১৩ বছর বয়সে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৌল জেরুশালেমের একটি প্রসিদ্ধ ইহুদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি ওস্তাদ গমলীয়েলের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনের অধ্যয়ন শেষে তিনি সম্ভবত তার্ষে ফিরে যান। কিন্তু ঈসা মসীহের মৃত্যুর পর আবার তিনি জেরুশালেমে ফিরে আসেন। তিনি মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সেখানে "নাসরতীয়" নামে একটি নতুন দল সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে বলে দেখতে পান। ঈসা মসীহের মৃত্যুর ২ বছর পর জেরুশালেমে ঈসায়ী ঈমান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে প্রথম মণ্ডলীর ৭ জন পরিচারকের একজন স্তিফান জনসমক্ষে জোরালোভাবে সাক্ষ্য দেন যে, ঈসা-ই সেই আকাঙ্ক্ষিত মসীহ্‌, যার জন্য ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছে। এর ফলে সেনহেড্রিন এবং ইহুদীদের মধ্যে বিবাদ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। শৌলও এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সর্বস্তরের ঈসায়ী ঈমানদারদের উপরে নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। সেই সময় তিনি সম্ভবত মহাসভার সদস্য ছিলেন এবং তিনি শাসকদের সাথে ঈসায়ীদের ধ্বংসের ও তাদের উপর নির্যাতনের একজন নেতা হিসেবে কাজ করেন। ঈসায়ীগণ এই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে জানা যায় যে, অনেক ঈসায়ী উম্মতরা পালিয়ে দামেস্কে রয়েছে। তখন শৌল তাদের নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে দামেস্কে গিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবার জন্য মহা-ইমামের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র নেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে যখন প্রায় দামেস্কের কাছাকাছি চলে আসেন, এমন সময়ে হঠাৎ ভীষণ উজ্জ্বল আলো তাঁদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোর তীব্র ঝলকানিতে শৌল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন একটি কথা তিনি শুনতে পান, "শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করছো?" উত্তরে তিনি বলেন, "প্রভু, আপনি কে?" প্রভু জবাব দেন, "আমি ঈসা, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছো।" তাঁদের এই কথোপকথনের সময় পাক-রূহ্‌ তাঁর জীবনে নেমে আসেন। উজ্জ্বল আলোয় তিনি অন্ধ হয়ে যান, প্রেরিত ৯:৮। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে শহরে নিয়ে যায় এবং তিনি সেখানে ৩ দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। এই সময় তিনি কিছুই পানাহার করেন নি, প্রেরিত ৯:১১।

দামেস্কে অননিয় নামে ঈসা মসীহের একজন উম্মত ছিলেন। তিনি শৌলের মন পরিবর্তনের দর্শন পান। তিনি শৌলের কাছে এলে তাঁর চোখ খুলে যায় এবং অননিয় তাঁকে ঈসায়ী ঈমানে বাপ্তিস্ম দেন, প্রেরিত ৯:১১-১৬। তাঁর জীবনের এই ঘটনা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দেয়। তিনি শৌল থেকে পৌল নাম ধারণ করেন। তিনি দামেস্কে সাহসিকতার সঙ্গে সুসমাচার তবলিগ করা শুরু করেন। কিন্তু শীঘ্রই ইহুদীদের বিরোধিতার কারণে তিনি জেরুশালেমে যেতে বাধ্য হন।

এ সময় সিরিয়ার তবলিগ কাজের তদারক করতে বার্নাবাস জেরুশালেম থেকে এন্টিয়কে আসেন। তিনি এই কাজের জন্য পৌলকে স্মরণ করে তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসার জন্য তার্ষে যান। পৌল সহজেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এন্টিয়কে আসেন এবং সেখানে তিনি ১ বছর থাকেন। তাঁর তবলিগ কাজে লোকেরা ব্যাপক সাড়া দেয় এবং সেখানে ঈমানদারদের এক বিশাল দল গড়ে উঠে। এই সকল ঈসায়ী ঈমানদারগণ এখানেই প্রথমবারের মত "ঈসায়ী" বলে পরিচিতি লাভ করেন। অ-ইহুদীদের মাঝে তবলিগ-কাজ করার জন্য এন্টিয়ক মণ্ডলী পৌল ও বার্নাবাসকে তবলিগকারী হিসেবে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মণ্ডলীর ইতিহাসে এটি ছিল এক স্মরণীয় কাল।

পৌল তাঁর তবলিগ জীবনে সাইপ্রাস, পাম্ফুলিয়া, পিষিদিয়া, লুকায়নিয়া, ম্যাসিডোনিয়া, আন্তিয়খিয়া, ইকনীয়, লুস্ত্রা, দর্বী, ইত্যাদি নানা শহরে ভ্রমণ করেন এবং ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ করেন। তাঁর তবলিগের কারণে সে সমস্ত শহরে গড়ে ওঠে ঈসায়ী মণ্ডলী। এর মধ্যে ইফিষ নগরীতে তিনি তাঁর বিরোধীদের অভিযোগের কারণে বন্দী হন এবং মুক্তও হন।

৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে জেরুশালেমে এসে পৌল ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে রোমীয় সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বন্দী অবস্থায় তিনি কলসীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয় ও ফিলীমন এবং সম্ভবত ইবরানীদের প্রতি সুসমাচার জানিয়ে তাঁর পত্রসমূহ লেখেন। ইতোমধ্যে তিনি মুক্তি পান এবং আবারও সুসমাচার তবলিগ করতে থাকেন। সম্ভবত এই সময়ে তিনি প্রাশ্চাত্য, ইউরোপ

এবং এশিয়া মাইনর সফর করেন। এ সময় তিনি তীমথির প্রতি তাঁর প্রথম পত্র এবং তীতের প্রতি তাঁর পত্রটি লেখেন। তাঁর মুক্তি পাবার বছরে রোম নগরী পুড়ে ধ্বংস হয়। সম্রাট নীরো আগুন লাগাবার দায়ভার ঈসায়ীদের উপর চাপিয়ে দেন। সম্ভবত এই সময়ে পৌলকে আবার আটক করে বন্দী হিসেবে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কারাবরণের সময় সম্ভবত তিনি তীমথির প্রতি তাঁর দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন এবং এটিই ছিল তাঁর লেখা শেষ পত্র।

অনেকের মতে এই সময়ে তাঁকে আবার নীরোর আদালতে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। নীরো পৌলকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁকে নগরের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তলোয়ারের আঘাতে তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়। সম্ভবত ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে, এবং এর ৪ বছর পর জেরুশালেমের বায়তুল-মোকাদ্দস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈসায়ীদের প্রতি নির্যাতনকারী থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক মসীহের পক্ষে একজন ঈসায়ী তবলিগকারী হয়েছিলেন।
- সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে ৩টি মিশনারী অভিযানের মধ্য দিয়ে মসীহের সুসমাচার তবলিগ করেছেন।
- বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছে পত্র লিখেছেন, যা ইঞ্জিল শরীফের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- কখনো মসীহের মহান সত্য ঘোষণায় ভীত হন নি।
- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণে অটল ছিলেন এবং নির্দ্বিধায় আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন।
- তাঁকে অনেক সময় অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরিত বলে সম্বোধন করা হত।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- স্তিফানকে পাথর মারার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ও তা অনুমোদন করেছিলেন।
- ঈসায়ীদের নির্যাতন করার জন্য ও ঈসায়ী ধর্ম নির্মূল করার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মসীহের প্রতি ঈমান আনার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে, যা তাকে দেয় গুনাহ্‌র ক্ষমা ও অনন্ত জীবন।
- আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতা তাঁর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরি করে।
- আমরা যতক্ষণ না নিজেদেরকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত করি ততক্ষণ আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নই।
- আল্লাহ্ আমাদের বর্তমান ও অতীত জীবনকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর সেবা করার জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** তার্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে একজন তবলিগকারী হয়ে ওঠেন।
- **পেশা:** ফরীশী, তাঁবু প্রস্তুতকারী এবং সর্বোপরি একজন সুসমাচার তবলিগকারী ছিলেন।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** গমলীয়েল, স্তিফান, প্রেরিতবর্গ, লূক, বার্নাবাস, তীমথি।

মূল আয়াত: "কেননা আমার পক্ষে জীবন মসীহ্ এবং মরণ লাভ। কিন্তু এই দেহে থাকতে যে জীবন, তাতে যদি আমার ফলবান কাজের সুযোগ হয়, তবে কোন্‌টি মনোনীত করবো তা বলতে পারি না। অথচ আমি দুইয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত হচ্ছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করে মসীহের সঙ্গে থাকি, কেননা তা বহুগুণে বেশি শ্রেয়ঃ; কিন্তু এই দেহে জীবিত থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়।" (ফিলিপীয় ১:২১-২৪)।

আমরা তোমাদেরকে এই সুসমাচার জানাচ্ছি যে,
৩৩ আল্লাহ্‌ ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে
আমাদের সন্তানদের পক্ষে সেই ওয়াদা পূর্ণ
করেছেন, যেমন দ্বিতীয় জবুরেও লেখা আছে,
"তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম
দিয়েছি।" ৩৪ আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য
থেকে উঠিয়েছেন এবং তাঁকে যে আর ক্ষয়ে ফিরে
যেতে হবে না, এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ এরকম
বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে দাউদের পবিত্র
অটল অঙ্গীকারগুলো দিব।" ৩৫ কেননা তিনি
অন্য জবুরেও বলেন, "তুমি নিজের বিশ্বস্ত
গোলামের ক্ষয় দেখতে দেবে না।" ৩৬ বস্তুত
দাউদ তাঁর সমকালীন লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র
পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার পর ইন্তেকাল
করলেন এবং নিজের পূর্বপুরুষদের কাছে
সংগৃহীত হলেন ও তাঁর দেহ ক্ষয় হয়ে গেল।
৩৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ যাঁকে উঠিয়েছেন, তাঁর দেহ ক্ষয়
হয় নি। ৩৮ অতএব, হে ভাইয়েরা, তোমরা
জেনো, এই ব্যক্তি দ্বারা গুনাহের মাফ পাবার কথা
তোমাদেরকে জানানো যাচ্ছে; ৩৯ আর মূসার
শরীয়তের মধ্য দিয়ে তোমরা যেসব বিষয়ে
ধার্মিক গণিত হতে পারতে না, যে কেউ ঈমান
আনে, সে সেসব বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্মিক
গণিত হয়। ৪০ অতএব দেখো, নবীদের কিতাবে
যা বলা হয়েছে, তা যেন তোমাদের প্রতি না
ঘটে–

৪১ "হে অবজ্ঞাকারীরা, দৃষ্টিপাত কর,
আর চমকে উঠ এবং অন্তর্হিত হও;
যেহেতু তোমাদের সময়ে আমি এক কাজ
করবো,
সেই কাজের কথা যদি কেউ তোমাদের
কাছে বর্ণনা করে,
তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করবে না।"

৪২ পৌল ও বার্নাবাস মজলিস-খানা থেকে
বাইরে যাবার সময়ে লোকেরা ফরিয়াদ করলো,
যেন পরের বিশ্রামবারে সেসব কথা তাদের কাছে
বলা হয়। ৪৩ আর মজলিস-খানার সভা সমাপ্ত
হলে পর অনেক ইহুদী ও ইহুদী-ধর্মাবলম্বী ভক্ত
লোক পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গে সঙ্গে গেল।
তখন সেই লোকদের সঙ্গে তাঁরা কথা বললেন
এবং আল্লাহ্‌র রহমতে স্থির থাকতে তাদেরকে
উৎসাহ দিলেন।
৪৪ পরবর্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক
আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে সমাগত হল। ৪৫ কিন্তু
ইহুদীরা লোকসমারোহ দেখে ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ
হল এবং নিন্দা করতে করতে পৌলের কথার
প্রতিবাদ করতে লাগল। ৪৬ আর পৌল ও
বার্নাবাস সাহসপূর্বক কথা বললেন, বললেন,
প্রথমে তোমাদেরই কাছে আল্লাহ্‌র কালাম
তবলিগ করা আমাদের আবশ্যক ছিল; তোমরা
যখন তা ঠেলে ফেলে দিচ্ছ এবং তোমাদের
নিজেদেরকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য বিবেচনা
করছো, তখন দেখ, আমরা অ-ইহুদীদের দিকে
ফিরছি। ৪৭ কেননা প্রভু আমাদেরকে এরকম
হুকুম দিয়েছেন,

"আমি তোমাকে জাতিদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ
করেছি,
যেন তুমি দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত নাজাতস্বরূপ
হও।"

৪৮ এই কথা শুনে অ-ইহুদীরা আনন্দিত হল ও
প্রভুর কালামের গৌরব করতে লাগল; এবং যত
লোক অনন্ত জীবনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল,
তারা ঈমান আনলো। ৪৯ আর প্রভুর কালাম
সেই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ৫০ কিন্তু
ইহুদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলাদেরকে ও নগরের
প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করে তুলে পৌলের ও
বার্নাবাসের প্রতি নির্যাতন শুরু করলো এবং
তাদের সীমানা থেকে তাঁদের বের করে দিল।
৫১ তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলা ঝেড়ে
দিয়ে ইকনিয় শহরে চলে গেলেন। ৫২ আর

দ্বি:বি: ৭:৬-৮
[১৩:১৮] দ্বি:বি: ১:৩১; শুমারী ১৪:৩৩; জবুর ৯৫:১০; প্রেরিত ৭:৩৬।
[১৩:১৯] দ্বি:বি: ৭:১; ইউসা ১৯:৫১; প্রেরিত ৭:৪৫; জবুর ৭৮:৫৫।
[১৩:২০] বিচার ২:১৬; ১শামু ৩:১৯,২০।
[১৩:২১] ১শামু ৮:৫,১৯; ১০:১; ৯:১,২।
[১৩:২২] ১শামু ১৫:২৩,২৬; ১৬:১৩; ১৩:১৪; ইয়ার ৩:১৫; ইশা ৪৪:২৮।
[১৩:২৩] লূক ২:১১; ১:২১; ২শামু ৭:১১; ২২:৫১; ইয়ার ৩০:৯
[১৩:২৪] মার্ক ১:৪
[১৩:২৫] মথি ৩:১১।
[১৩:২৬] লূক ৩:৮।
[১৩:২৭] মথি ১:২২।
[১৩:২৯] লূক ১৮:৩১; ২৩:৫৩; প্রেরিত ৫:৩০।
[১৩:৩০] মথি ১৬:২১।
[১৩:৩১] মথি ২৮:১৬; লূক ২৪:৪৮।
[১৩:৩২] ইশা ৪০:৯; ৫২:৭; রোমীয় ১:২; ৪:৩; ৯:৪।
[১৩:৩৩] জবুর ২:৭; মথি ৩:১৭।
[১৩:৩৪] ইশা ৫৫:৩।
[১৩:৩৫] জবুর ১৬:১০; প্রেরিত ২:২৭।
[১৩:৩৬] মথি ৯:২৪; ২শামু ৭:১২; ১বাদশা ২:১০; ২বংশা ২৯:২৮;

৮৯:২০ এবং ১ শামু ১৩:১৪ আয়াতের উদ্ধৃতি। এই উদ্ধৃতিটি পুরাতন নিয়মে ঈমানের স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে তাঁর সদা অনুগ্রহশীল আচরণের কথা প্রকাশ করে।

১৩:২৪ ইয়াহিয়া ... তবলিগ করেছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মকে অধিকাংশ লোক দেখেছে ইহুদীবাদ গ্রহণের অংশ হিসেবে। কিন্তু পৌল ব্যাখ্যা করছেন যে, যারা নিজেদেরকে খাঁটি ইহুদী বলে চিন্তা করেছে, তাদেরও মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত পৌলের শ্রোতারা ঈসা মসীহের চেয়ে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া সম্পর্কে আরও বেশি জানতো।

১৩:৩১ অনেক দিন। চল্লিশ দিন (প্রেরিত ১:৩ আয়াত দেখুন)।

তাঁরাই এখন ... সাক্ষী। একজন সাক্ষী হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তার জীবন ও কথার মাধ্যমে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। তারাই হলেন ঈসায়ী সাক্ষী, যারা ঈসা মসীহের নাজাত দানকারী শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য বহন করেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করে থাকেন।

১৩:৩৩ আমাদের সন্তানদের পক্ষে। অর্থাৎ আমাদের প্রতি এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি।

আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। অথবা "আজ আমি তোমার পিতা হয়েছি" (জবুর ২:৭-৯ এবং রোমীয় ১:৪ দেখুন)। এখানে ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে।

ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে। এখানে আল্লাহ্‌ কর্তৃক ঈসাকে মসীহ্‌রূপে উত্থিত করার কথা বোঝানো হয়েছে, যেভাবে তিনি দাউদকে বাদশাহ্‌রূপে উত্থিত করেছিলেন (প্রেরিত ৩:২৬; ৫:৩০; ১৩:২২)।

১৩:৩৯ ধার্মিক গণিত হতে। ধার্মিক হওয়ার জন্য দু'টো বিষয় যুক্ত রয়েছে: ১. গুনাহের ক্ষমা এবং ২. ধার্মিকতার দান (রোমীয় ৩:২১-২২)। মসীহ্‌তে ঈমান আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে পূর্ণ ধার্মিকতা আনে, যা শরীয়ত কখনও পারে না।

১৩:৪৬ প্রথমে তোমাদেরই কাছে ... আবশ্যক ছিল। যেহেতু সুসমাচার সর্বপ্রথম ইহুদীদের কাছে এসেছিল এবং তথাপি তারা তা গ্রহণ করে নি, সে কারণে পৌল নিজে একজন ইহুদী

সাহাবীরা আনন্দে ও পাক-রূহে পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

ইকনিয় শহরে ইঞ্জিল তবলিগ

১৪ [১] পরে পৌল ও বার্নাবাস একসঙ্গে ইকনিয় শহরে ইহুদীদের মজলিস-খানায় প্রবেশ করলেন এবং এমনভাবে কথা বললেন, যে, ইহুদী ও গ্রীকদের অনেক লোক ঈমান আনলো। [২] কিন্তু যে ইহুদীরা অবাধ্য হল, তারা ভাইদের বিপক্ষে অ-ইহুদীদের উত্তেজিত করে তাদের মন বিষিয়ে তুললো। [৩] পৌল ও বার্নাবাস সেই স্থানে অনেক দিন অবস্থিতি করলেন এবং সাহসের সঙ্গে প্রভুর পক্ষে কথা বললেন, আর প্রভুও তাঁদের মধ্য দিয়ে নানা চিহ্ন -কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধন করে তাঁর রহমতের কালামের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। [৪] আর নগরের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হল, এক দল ইহুদীদের পক্ষ, অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ হল। [৫] আর অ-ইহুদীরা ও ইহুদীরা, তাদের নেতাদের সঙ্গে তাঁদেরকে অপমান করতে ও পাথর মারতে সচেষ্ট হল, [৬] কিন্তু তাঁরা তা জানতে পেরে লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী নগরে এবং চারদিকের অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন; [৭] আর সেখানে সুসমাচার তবলিগ করতে লাগলেন।

লুস্ত্রা আর দর্বী নগরে হযরত পৌল ও বার্নাবাস

[৮] লুস্ত্রা নগরে এক ব্যক্তি বসে থাকতো, তার পায়ে কোন বল ছিল না; সে মাতৃগর্ভ থেকে খঞ্জ ছিল এবং কখনও হাঁটে নি। [৯] সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনছিল; তখন পৌল তার প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে, সুস্থ হবার জন্য তার বিশ্বাস আছে দেখে, [১০] তাকে জোরে ডেকে বললেন, তোমার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; তাতে সে লাফ দিয়ে উঠলো ও হাঁটতে লাগল। [১১] আর পৌল যা করলেন, তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, দেবতারা মানুষের রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। [১২] আর তারা বার্নাবাসকে 'জিউস' বলে ডাকল এবং পৌল প্রধান বক্তা ছিলেন বলে তাঁকে 'হার্মিস' বলে ডাকলো। [১৩] আর নগরের সম্মুখে জিউসের যে মন্দির ছিল, তার পুরোহিত কতগুলো ষাঁড় ও মালা নগর-দ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে উৎসর্গ করতে চাইলো। [১৪] কিন্তু প্রেরিত পৌল ও বার্নাবাস তা শুনে নিজ নিজ কাপড় ছিঁড়ে, দৌড়ে বের হয়ে লোকদের মধ্যে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, [১৫] বন্ধুরা, এসব কেন করছেন? আমরাও আপনাদেরই মত মানুষ মাত্র; আমরা আপনাদেরকে এই সুসমাচার জানাচ্ছি যে, এসব অসার বস্তু থেকে সেই জীবন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসতে হবে, যিনি আসমান, দুনিয়া, সমুদ্র এবং সেই সবের মধ্যবর্তী সমস্তই নির্মাণ করেছেন। [১৬] তিনি অতীত কালে পুরুষ পরম্পরায় সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে গমন করতে দিয়েছেন; [১৭] তবুও তিনি সব সময় মঙ্গল করে নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আসমান থেকে আপনাদেরকে বৃষ্টি এবং ফলোৎপাদক ঋতু দিয়ে খাদ্যে ও আনন্দে আপনাদের অন্তর পরিতৃপ্ত করে আসছেন। [১৮] এসব কথা বলে তাঁরা অনেক কষ্টে তাঁদের উদ্দেশে কোরবানী নিবেদন করা থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করলেন।

প্রেরিত ২:২৯।
[১৩:৩৭] প্রেরিত ২:২৪।
[১৩:৩৮] লূক ২৪:৪৭; প্রেরিত ২:৩৮।
[১৩:৩৯] ইউ ৩:১৫; রোমীয় ৩:২৮
[১৩:৪১] হব ১:৫।
[১৩:৪৩] প্রেরিত ১১:২৩; ১৪:২২; রোমীয় ৩:২৪।
[১৩:৪৫] ১পিতর ৪:৪; এহুদা ১০; ১থিষ ২:১৬।
[১৩:৪৬] প্রেরিত ৩:২৬; ১৮:৬; ২২:২১; ২৬:২০; ২৮:২৮; মথি ২১:৪১; রোমীয় ১১:১১।
[১৩:৪৭] লূক ২:৩২; ইশা ৪৯:৬। ১৫:৩৫,৩৬; ১৯:১০,২০।
[১৩:৫০] ১থিষ ২:১৬।
[১৩:৫১] মথি ১০:১৪; প্রেরিত ১৪:১,১৯,২১; ১৬:২; ২তীম ৩:১১।
[১৩:৫২] লূক ১:১৫।
[১৪:১] প্রেরিত ১৩:৫১; ৯:২০; ২:৪১।
[১৪:২] প্রেরিত ১:১৬।

হওয়ায় তাঁর নিজ জাতির জন্য সমবেদনা অনুভব করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আক্ষেপ করে এই কথা বলছিলেন (রোমীয় ৯:১-৫; ১০:১-৩)।

১৩:৪৮ যত লোক ... নির্ধারিত হয়েছিল। অনন্ত জীবনের অধিকার শুধুমাত্র মানবীয় ঈমান নয়, বরং অনেকাংশে বেহেশতী নির্ধারণের সাথে জড়িত; কারণ মানুষ কখনও তার নিজস্ব পছন্দে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে না, এই জীবন সর্বদাই আল্লাহ্‌র প্রেম ও দয়ার চিহ্ন হিসেবে মানুষ পেয়ে থাকে। অ-ইহুদীদের দ্বারা ইহুদী মসীহ্‌কে গ্রহণ করার বিষয়টি প্রাথমিক ঈসায়ী ঈমানদারদের কাছে বিঘ্নস্বরূপ ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ঠিক এমনই ছিল।

১৩:৫১ পায়ের ধুলা ঝেড়ে। যারা ঈসা মসীহের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছে (লূক ৯:৫ আয়াতের টীকা দেখুন)।

১৪:১ ইকনিয়। তৎকালীন গালাতিয়া ও ফরুগিয়া অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত একটি নগর, যা ব্যস্ত একটি কৃষি-নগর ও স্থল বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল।

১৪:৩ চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ। অলৌকিক কাজ দেখানোর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র পাক-কালামের সত্যতা ও আল্লাহ্‌র অনুমোদনকে নিশ্চিত করা।

১৪:৪ প্রেরিতদের। পৌল ও বার্নাবাস উভয়কে একত্রে প্রেরিত বলা হত। শব্দটি দ্বারা এখানে বারোজন প্রেরিতকে বোঝানো হয় নি, বরং বৃহত্তর অর্থে তবলিগ করণার্থে প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে (১৩:২-৩)।

১৪:৫ পাথর মারতে সচেষ্ট হল। কুফরী করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ইহুদী পদ্ধতি। সম্ভবত এখানে দাঙ্গা সৃষ্টি করার পরিক-ল্পনা করা হয়েছিল।

১৪:৬ লুকায়নিয়া। পিষিদিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি প্রদেশ; এটি রোমীয় গালাতিয়া প্রদেশের অংশ।

লুস্ত্রা। একটি রোমীয় উপনিবেশ (১৩:১৪); সম্ভবত এই নগরটি তীমথির আদি নিবাস ছিল, যদিও তিনি ইকনীয় হিসেবে পরিচিত। ইকনিয় থেকে এর দূরত্ব ২০ মাইল এবং আন্তিয়খিয়া থেকে ১৩০ মাইল।

দর্বী। লুস্ত্রা থেকে এই নগরের দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল (১৪:২০; ২০:৪)।

১৪:১২ জিউস ... হার্মিস। জিউস বা জুপিটার ছিল লুস্ত্রা নগরীর রক্ষক দেবতা এবং সেখানে তার মন্দির ছিল। স্পষ্টত যে সব লোকেরা দেবতা জিউসের উদ্দেশে উৎসর্গ এনেছিল, তারা জিউসের পরিবর্তে পৌল ও বার্নাবাসের উদ্দেশে কোরবানী

ইউহোন্না-মার্ক

একজন সুসংবাদ তবলিগকারী ও মার্ক লিখিত সুমাচারের রচয়িতা। তাঁর অপর নাম ইউহোন্না। মার্ক বা মার্কাস ছিল তাঁর রোমীয় নাম। তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র। সম্ভবত তিনি জেরুশালেমে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁর মা বসবাস করতেন। তাঁর পিতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। তিনি ছিলেন বার্নাবাসের চাচাতো ভাই। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পিতর মার্কের মায়ের বাড়িতে সমবেত অনেককে একত্রে মুনাজাত করতে দেখেন এবং সম্ভবত এই সময়ই মার্ক পিতরের মাধ্যমে প্রভু ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনেন। পিতর তাঁকে "সন্তান" বলে ডাকতেন। মার্ক ১৪:৫১,৫২ আয়াতে যে "যুবকের" উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই যুবক ছিলেন সম্ভবত মার্ক নিজেই। ৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌল এবং বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের প্রথম তবলিগ যাত্রায় যান। পরবর্তীতে জেলখানায় পৌলের প্রথম বন্দী জীবনে মার্ককে তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। এরপর তিনি ব্যাবিলনে পিতরের সঙ্গে ছিলেন। পৌল যখন দ্বিতীয়বারের মত জেলখানায় বন্দী হয়ে মার্ককে চিঠি লেখেন, তখন মার্ক ইফিষে তীমথির সঙ্গে ছিলেন। এরপর তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে যান, তাঁর সম্পর্কে আর কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- মার্ক লিখিত সুসমাচারের রচয়িতা।
- তাঁর পারিবারিক বাসগৃহকে জেরুশালেমে ঈসায়ী ঈমানদারদের প্রধান সম্মিলন-স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।
- তাঁর তরুণ বয়সের ভুলগুলোকে সহজে শুধরে নিয়েছিলেন।
- প্রাথমিক যুগের প্রধান তিনটি তবলিগ যাত্রায় সহচর হিসেবে ছিলেন।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- সম্ভবত তিনিই মার্ক লিখিত সুসমাচারের সেই নাম না জানা যুবক, যে ঈসা বন্দী হওয়ার পর তাঁকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।
- প্রথম তবলিগ যাত্রার সময় অজ্ঞাত কারণে পৌল ও বার্নাবাসকে ফেলে চলে এসেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- কালের আবর্তনে ও ভুল সংশোধনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরিপক্ক হয়ে ওঠে।
- ভুলের চেয়ে বরং তার শিক্ষণীয় বিষয়টি মনে রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ।
- সঠিক নির্দেশনা ও উৎসাহ একজন মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **পেশা:** সুসমাচার তবলিগকারী, সুসমাচার রচয়িতা।
- **আত্মীয়-স্বজন:** মা: মরিয়ম; খালাতো ভাই: বার্নাবাস।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, পিতর, তীমথি, লূক, সীল।

মূল আয়াত: "একা লূক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, কেননা আমার পরিচর্যা কাজে তিনি বড় উপকারী।" (২ তীমথি ৪:১১)।

প্রেরিত ১২:২৩-১৩:১৩ ও ১৫:৩৬-৩৯ আয়াতে ইউহোন্না মার্কের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া কল ৪:১০; ২ তীম ৪:১১; ফিলীমন ২৪; ১ পিতর ৫:১৩ আয়াতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

১৯ কিন্তু এন্টিয়ক ও ইকনিয় থেকে কয়েক জন
ইহুদী এসে লোকদেরকে প্রবৃত্তি দিয়ে নিজেদের
দলে ভিড়ালো। তারা পৌলকে পাথর মারলো
এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে নগরের বাইরে
টেনে নিয়ে গেল। ২০ কিন্তু মসীহী ঈমানদাররা
তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে নগর মধ্যে
প্রবেশ করলেন। পরদিন তিনি বার্নাবাসের সঙ্গে
দর্বীতে চলে গেলেন।

এন্টিয়ক ও সিরিয়া থেকে ফিরে আসা

২১ আর সেই নগরে সুসমাচার তবলিগ করে
এবং অনেক লোককে উম্মত করে তাঁরা লুস্ত্রায়,
ইকনিয়ে ও এন্টিয়কে ফিরে গেলেন। ২২ তাঁরা
যেতে যেতে সাহাবীদের ঈমানে শক্তিশালী করে
তুললেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন,
যেন তারা ঈমানে স্থির থাকে। তাঁরা বললেন,
অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে
আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। ২৩ আর
তাঁরা তাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীন নেতৃ
বর্গদের নিযুক্ত করে এবং রোজা রেখে মুনাজাত
করে, যে প্রভুর উপর তারা ঈমান এনেছিল, তাঁর
হাতে তাদেরকে তুলে দিলেন।
২৪ পরে তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে গমন করে
পাম্ফুলিয়া প্রদেশে উপস্থিত হলেন। ২৫ আর
তাঁরা পর্গা নগরে আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ করে
অত্তালিয়া বন্দরে চলে গেলেন; ২৬ এবং সেখান
থেকে জাহাজে করে এন্টিয়কে ফিরে আসলেন।
যে কাজ তাঁরা সাধন করে এসেছেন, সেজন্য এই
স্থান থেকেই তাঁদের আল্লাহ্‌র রহমতের হাতে
তুলে দেওয়া হয়েছিল। ২৭ তাঁরা সেখানে উপস্থিত
হয়ে মণ্ডলীকে একত্র করলেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁদের
সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে কত কাজ করেছিলেন ও
তিনি যে অ-ইহুদীদের জন্য ঈমানের দ্বার খুলে
দিয়েছিলেন, সেসব বর্ণনা করলেন। ২৮ পরে
তাঁরা সাহাবীদের সঙ্গে অনেক দিন থাকলেন।

জেরুশালেমে প্রেরিতদের সভা

১৫ ১ পরে এহুদিয়া থেকে কয়েক জন
লোক এসে ভাইদেরকে শিক্ষা দিতে
লাগল যে, তোমরা যদি মূসার শরীয়ত অনুসারে
নিজদেরকে সুন্নত না করাও, তবে নাজাত পেতে
পারবে না। ২ আর তাদের সঙ্গে পৌলের ও
বার্নাবাসের অনেক বাকযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হলে
পর ভাইয়েরা স্থির করলেন, সেই তর্কের
মীমাংসা করার জন্য পৌল ও বার্নাবাস এবং
তাঁদের মধ্যে আরও কয়েক জন, জেরুশালেমে
প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে যাবেন।
৩ অতএব মণ্ডলী তাদেরকে যাবার ব্যবস্থা করে
দিল। তাঁরা ফিনিশিয়া ও সামেরিয়া দেশ দিয়ে
গমন করতে করতে অ-ইহুদীরা কিভাবে ঈমান
আনছে সেই বিষয় বর্ণনা করলেন এবং সকল
ভাইদের পরমানন্দ জন্মালেন। ৪ পরে তাঁরা
জেরুশালেমে উপস্থিত হলে পর মণ্ডলী,
প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা তাঁদের গ্রহণ করলেন
এবং আল্লাহ্‌ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যেসব
কাজ করেছিলেন, তাঁরা সেসবই বর্ণনা করলেন।
৫ কিন্তু ফরীশী দলের কয়েক জন ঈমানদার উঠে
বলতে লাগল, সেই লোকদের খৎনা করা এবং
মূসার শরীয়ত পালনের হুকুম দেওয়া আবশ্যক।
৬ পরে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য
প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা সমবেত হলেন।
৭ আর অনেক বাদানুবাদ হলে পিতর উঠে
তাঁদেরকে বললেন– 'হে ভাইয়েরা, তোমরা
জান, এর অনেক দিন আগে আল্লাহ্‌ তোমাদের
মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন
আমার মুখে অ-ইহুদীরা সুসমাচারের কালাম

[১৪:৩] ইউ ৪:৪৮। [১৪:৪] প্রেরিত ১৭:৪,৫; ২৮:২৪। [১৪:৫] প্রেরিত ২০:৩। [১৪:৬] মথি ১০:২৩। [১৪:৭] প্রেরিত ১৬:১০; ১৩:৩২। [১৪:৮] প্রেরিত ৩:২। [১৪:৯] মথি ৯:২৮, ২৯; ১৩:৫৮। [১৪:১০] ইহি ২:১; প্রেরিত ৩:৮ [১৪:১২] হিজ ৭:১। [১৪:১৪] মার্ক ১৪:৬৩। [১৪:১৫] ১শামু ১২:২১; ১থিষ ১:৯; মথি ১৬:১৬; জবুর ১৪৬:৬; প্রকা ১৪:৭। [১৪:১৬] জবুর ৮১:১২; মিকাহ্‌ ৪:৫। [১৪:১৭] রোমীয় ১:২০; দ্বি:বি: ১১:১৪; আইয়ুব ৫:১০; জবুর ৬৫:১০; ৪:৭। [১৪:১৯] ২করি ১১:২৫; ২তীম ৩:১১। [১৪:২২] ইউ ১৬:৩৩; ১থিষ ৩:৩; ২তীম ৩:১২।

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লোকেরা বার্নাবাসের সাথে জিউসের তুলনা করেছিল, সম্ভবত এর কারণ তাঁর চেহারা অধিক কর্তৃত্বব্যঞ্জক ছিল এবং পৌলকে তারা দেবতা হার্মিস বা মার্কারীর সাথে তুলনা করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন মুখপাত্র বা মূল বক্তা (২৮:৬ দেখুন)। সেই স্থানে এ ধরনের একটি জনশ্রুতি এবং বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতা জিউস এবং তার মুখপাত্র দেবতা হার্মিস মানুষের মাঝে পরিদর্শন করার জন্য নেমে আসবেন; ফলে লোকেরা তাঁদের অলৌকিক কাজ দেখে আরও সহজে তাঁদেরকে দেবতা বলে ধরে নিয়েছিল।

১৪:১৩ নগরের সম্মুখে। মূল গ্রীক শব্দটি একাধারে মন্দিরের দরজা, নগরের ফটক বা ঘরের দরজা বোঝাতে পারে।

১৪:১৪ নিজ নিজ বস্ত্র ছিঁড়ে। মহা কষ্ট ও শোক প্রকাশের ইহুদী রীতি (পয়দা ৩৭:২৯,৩৪)।

১৪:১৫ এসব অসার বস্তু। পুরাতন নিয়মে এই শব্দ দ্বারা ভ্রান্ত দেবতাদের বোঝানো হয়েছে।

১৪:১৯ তারা পৌলকে পাথর মারলো। দেয়ালের বাইরে দণ্ড কার্যকর করার প্রচলিত স্থানের পরিবর্তে পৌলকে নগরীর ভিতরে পাথর মারা হচ্ছে।

১৪:২০ মসীহী ঈমানদারগণ। সম্ভবত তাদের মধ্যে যুবক তীমথি উপস্থিত ছিলেন (২ তীম ৩:১০-১১ দেখুন)।

১৪:২৩ নিযুক্ত করে। মূল গ্রীক শব্দটির ভিন্ন আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'হস্তার্পণ করা' (২ করি ৮:১৯)। এই মণ্ডলীগুলো ছিল সদ্য স্থাপিত, সে কারণে পৌল ও বার্নাবাস উভয়ে এই মণ্ডলীগুলোর নেতৃবর্গের উপরে হস্তার্পণ করে তাঁদেরকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

১৪:২৪ পিষিদিয়া। পাম্ফুলিয়ার উত্তরে, প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রশস্ত এক প্রদেশ। সম্ভবত সমাজচ্যুত ব্যক্তিরা এই অঞ্চলে সহজে বসবাস করতো পারতো (২ করি ১১:২৬)।

পাম্ফুলিয়া। ৮০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল প্রশস্ত একটি সমভূমি অঞ্চল, যা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। ৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পর পিষিদিয়া রোমীয় পাম্ফুলিয়া প্রদেশের সাথে যুক্ত হয় (১৩:১৩)।

১৪:২৫ অত্তালিয়া। পাম্ফুলিয়ার উপকূলে সবচেয়ে উত্তম পোতাশ্রয় এবং সমুদ্র বন্দর (১৩:১৩)।

১৪:২৭ ঈমানের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ অ-ইহুদীদেরকে ঈমানের পথে আনছিলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যেন, তিনি অ-ইহুদীদের জন্য ঈমানের দরজা খুলে দিচ্ছিলেন।

শুনে ঈমান আনে। ৮ আর আল্লাহ্, যিনি
অন্তঃকরণ জানেন, তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্য
দিয়েছেন, আমাদেরকে যেমন, তেমনি
তাদেরকেও পাক-রূহ্ দান করেছেন; ৯ এবং
আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন
নি, ঈমান দ্বারাই তাদের অন্তর পাক-পবিত্র
করেছেন। ১০ অতএব এখন তোমরা কেন
আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করছো, সাহাবীদের কাঁধে সেই
জোয়াল দিচ্ছ, যার ভার না আমাদের
পূর্বপুরুষেরা, না আমরা বহন করতে সমর্থ
হয়েছি? ১১ কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন,
আমরাও তেমনি প্রভু ঈসার রহমত দ্বারাই নাজাত
পাব।'
১২ তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে রইলো; আর
বার্নাবাসের ও পৌলের দ্বারা অ-ইহুদীদের মধ্যে
আল্লাহ্ কি কি চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধন
করেছেন, তা তাঁদের কাছেই শুনতে লাগল।
১৩ তাঁদের কথা শেষ হলে পর ইয়াকুব জবাবে
বললেন, 'হে ভাইয়েরা, আমার কথা শোন।
১৪ আল্লাহ্ তাঁর নামের জন্য অ-ইহুদীদের মধ্য
থেকে এক দল লোক গ্রহণ করবার জন্য কিভাবে
প্রথমে তাদের তত্ত্ব নিয়েছিলেন তা শিমোন বর্ণনা
করেছেন। ১৫ আর নবীদের কালাম তার সঙ্গে
মিলে, যেমন লেখা আছে,
১৬ "এর পরে আমি ফিরে আসবো,
দাউদের পড়ে যাওয়া কুটির পুনরায় গাঁথব,
তার ধ্বংসস্থানগুলো পুনরায় গাঁথব,
আর তা পুনরায় স্থাপন করবো;
১৭ যেন অবশিষ্ট লোকেরা প্রভুর খোঁজ করে,
আর যে জাতিদের উপরে আমার নাম কীর্তিত
হয়েছে,
তারা সকলেও করে, প্রভু এই কথা বলেন,
১৮ তিনি অনেক কাল আগে থেকেই এসব বিষয়
জানিয়ে দেন।"
১৯ অতএব আমার বিচার এই, অ-ইহুদীদের
মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে, তাদেরকে
আমরা কষ্ট দেব না, কেবল তাদেরকে লিখে
পাঠাব, ২০ যেন তারা মূর্তি সংক্রান্ত নাপাকীতা,
জেনা, গলা টিপে মারা প্রাণীর গোশ্‌ত এবং রক্ত,
এসব থেকে পৃথক থাকে। ২১ কেননা প্রতি নগরে
অতি পূর্বকাল থেকে মূসার এমন লোক আছে,
যারা তাঁকে তবলিগ করে, প্রতি বিশ্রামবারে
মজলিস-খানায় মজলিস-খানায় তাঁর কিতাব পাঠ
করা হচ্ছে।'

অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাছে লেখা পত্র

২২ তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনবর্গরা সমস্ত মণ্ডলীর
সহযোগে, নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত কোন
কোন লোককে, অর্থাৎ বার্শব্বা নামে আখ্যাত
এহুদা এবং সীল, ভাইদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই
দু'জনকে পৌল ও বার্নাবাসের সঙ্গে এণ্টিয়কে

[১৪:২৬] প্রেরিত ১১:১৯; ১১:২৩; ১৩:১,৩। [১৪:২৭] প্রেরিত ১৫:৪,১২; ২১:১৯; ১করি ১৬:৯; ২করি ২:১২; কল ৪:৩; প্রকা ৩:৮। [১৪:২৮] প্রেরিত ১১:২৬। [১৫:১] গালা ২:১২; প্রেরিত ১:১৬; ৬:১৪; আঃ ৫; গালা ৫:২,৩। [১৫:২] গালা ২:২; প্রেরিত ১১:৩০। [১৫:৩] প্রেরিত ১১:১৯; ১৪:২৭। [১৫:৪] প্রেরিত ১৪:২৭; ২১:১৯। [১৫:৫] প্রেরিত ৫:১৭; মথি ৩:৭। [১৫:৭] প্রেরিত ১০:১-৪৮। [১৫:৮] প্রকা ২:২৩; প্রেরিত ১০: ৪৪,৪৭। [১৫:৯] প্রেরিত

১৪:২৮ অনেক দিন। সম্ভবত এক বছরের বেশি সময়।

১৫:১ কয়েকজন লোক। সম্ভবত ফরীশী মতাবলম্বী কয়েকজন ঈসায়ী ঈমানদার। এরা জোর দিয়ে বলতো যে, একজন অ-ইহুদীকে সত্যিকারভাবে ঈসায়ী হওয়ার আগে তাকে অবশ্যই মূসার শরীয়ত পালন করতে হবে। শরীয়ত পালন করার প্রথম ধাপ হচ্ছে খৎনা করানো।

১৫:৪ সেসবই বর্ণনা করলেন। প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল অ-ইহুদীদের মাঝে কৃত পরিচর্যা কাজ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করার জন্য।

১৫:৫ ফরীশী ... ঈমানদার। কিছু কিছু ফরীশী ঈসায়ী ঈমানদার হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের ইহুদী বিশ্বাস এবং কঠোর রীতি-নীতি ত্যাগ করতে পারে নি। তারা কঠোরভাবে বিশ্বাস করতো যে, অ-ইহুদীদের প্রথমে ইহুদীবাদ গ্রহণ করা এবং খৎনা করা আবশ্যক; এরপরেই কেবল তারা ঈসায়ী ঈমানদার হতে পারবে।

১৫:৮ যিনি অন্তঃকরণ জানেন। অ-ইহুদীদের অন্তরে যে নাজাত দানকারী ঈমান ইতোমধ্যেই অবস্থান করছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানতেন এবং তিনি তাদের এই ঈমানের কারণে তাদেরকে তাঁর সন্তান বলে গ্রহণ করে নিতে প্রেরিতদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

তাদেরকেও পাক-রূহ্ দান করেছেন। আল্লাহ্ সরাসরি অ-ইহুদীদেরকে তাঁর নিজের বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

১৫:১০ সেই যোয়ালি। ইহুদী শরীয়ত (মথি ১১:২৮-২৯)।

১৫:১১ প্রভু ঈসার রহমত দ্বারাই নাজাত পাব। খৎনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

১৫:১৩ ইয়াকুব। প্রভুর ভাই। তাঁর যুক্তি কিতাব থেকে প্রমাণ করা হয়েছিল।

১৫:১৪ শিমোন। প্রেরিত পিতর। ইয়াকুব এখানে পিতরের হিব্রু নামটি উচ্চারণ করেছেন।

এক দল লোক। একটি নতুন ঈসায়ী সমাজ, যার অধিকাংশ সদস্য ছিল অ-ইহুদী, কিন্তু তাতে ইহুদীরাও যুক্ত ছিল (ইউ ১০:১৬; ১ পিতর ২:৯-১০)। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল এই দুনিয়াতেই তাঁর লোকদেরকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করে ফেলা। এদেরকে বলা হবে মসীহের দেহ, যাদেরকে মন্দ দুনিয়া থেকে আলাদা করে ফেলা হবে।

১৫:১৫ নবীদের কালাম। বিশেষভাবে আমোস ৯:১১-১২ আয়াত থেকে এই উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে, তবে প্রথমে ও শেষে ইয়ার ১২:১৫ ও ইশা ৪৫:২১ আয়াতের সংযুক্তি রয়েছে। দাউদের সিংহাসন পুনঃস্থাপন ও অ-ইহুদীদের উপর শাসনের বিস্তৃতি শুধুমাত্র ইহুদী ঈমানদাররা নয়, সেই সাথে বহু অ-ইহুদী লোক দাউদ সন্তানের প্রতি তাদের বশ্যতা দেখানোতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

১৫:১৬ এর পরে আমি ফিরে আসবো। কেউ কেউ এই উদ্ধৃতিকে শেষ কালের ঘটনাবলীর এক আনুমানিক অনুক্রম হিসেবে ধারণা করেছেন ১. মণ্ডলীর যুগ (আয়াত ১৪), ২. জাতি হিসেবে ইসরাইলের পুনঃস্থাপন (আয়াত ১৬), এবং ৩. অ-ইহুদীদের চূড়ান্ত নাজাত লাভ (আয়াত ১৭-১৮)। অন্যান্যরা মনে করেন যে, উদ্ধৃতিটি কেবল অ-ইহুদীদের নাজাত দানের জন্য আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে নিশ্চিত করে।

পাঠাতে ভাল মনে করলেন; ২৩ এবং তাঁদের
হাতে এরকম পত্র লিখে পাঠালেন– এন্টিয়ক,
সিরিয়া ও কিলিকিয়া-নিবাসী ভাইদের কাছে
প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের, অর্থাৎ তোমাদের
ভাইদের মঙ্গলবাদ। ২৪ আমরা শুনতে পেয়েছি
যে, আমরা যাদেরকে কোন হুকুম দিই নি, এমন
কয়েক ব্যক্তি আমাদের মধ্য থেকে গিয়ে নানা
কথা বলে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে
তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। ২৫ এজন্য আমরা
একমত হয়ে কয়েক জনকে মনোনীত করে
তাদেরকে আমাদের প্রিয় বার্নাবাস ও পৌলের
সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাতে ভাল মনে
করলাম। ২৬ বার্নাবাস ও পৌল আমাদের প্রভু
ঈসার মসীহের নামের জন্য প্রাণপণ করেছেন।
২৭ অতএব এহুদা ও সীলকে প্রেরণ করলাম, এঁরা
মুখেও তোমাদেরকে সেসব বিষয় জানাবেন।
২৮ কারণ পাক-রূহের এবং আমাদের এই বিষয়
ভাল মনে হল, যেন এই কয়েকটি প্রয়োজনীয়
বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না
দিই। ২৯ ফলে মূর্তির প্রসাদ এবং রক্ত ও গলা
টিপে মারা প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া ও জেনা থেকে
পৃথক থাকা তোমাদের উচিত; এসব থেকে
নিজেদের সযত্নে রক্ষা করলে তোমাদের কুশল
হবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'
৩০ তখন তারা বিদায় হয়ে এন্টিয়কে আসলেন
এবং লোকদেরকে একত্র করে পত্রখানি দিলেন।
৩১ তা পাঠ করে তারা সেই আশ্বাসের কথায়

১০:২৮,৩৪; ১১:১২; ১০:৪৩। [১৫:১০] মথি ২৩:৪; গালা ৫:১। [১৫:১১] গালা ২:১৬; রোমীয় ৩:২৪; ইফি ২:৫-৮। [১৫:১২] ইউ ৪:৪৮। [১৫:১৩] ১করি ১৫:৭; গালা ১:১৯; ২:৯,১২। [১৫:১৪] ২পিতর ১:১। [১৫:১৭] আমোস ৯:১১,১২। [১৫:১৮] ইশা ৪৫:২১। [১৫:২০] ১করি ৮:৭-১৩; ১০:১৪-২৮; প্রকা ২:১৪,২০; ১করি ১০:৭,৮। [১৫:২১] ২করি ৩:১৪,১৫। [১৫:২২] ২করি ১:১৯; ১থিষ ১:১; ২থিষ ১:১; ১পিতর ৫:১২। [১৫:২৩] লূক ২:২; আঃ ৪১; ইয়াকুব ১:১। [১৫:২৪] গালা ১:৭; ৫:১০।

আনন্দিত হল। ৩২ আর এহুদা ও সীল নিজেরাও
নবী ছিলেন বলে অনেক কথা দ্বারা ভাইদেরকে
উৎসাহ দিলেন ও ঈমানে শক্তিশালী করে
তুললেন। ৩৩ তাঁরা সেই স্থানে কিছু কাল যাপন
করার পর যাঁরা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন,
৩৪ তাঁদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ভাইয়েরা
তাঁদের শান্তিতে বিদায় দিলেন। ৩৫ কিন্তু পৌল
ও বার্নাবাস এন্টিয়কে অবস্থিতি করলেন, তাঁরা
অন্যান্য অনেক লোকের সঙ্গে প্রভুর কালাম নিয়ে
শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার তবলিগ করতেন।

হযরত পৌল ও হযরত বার্নাবাসের পৃথক হওয়া

৩৬ কয়েক দিন পরে পৌল বার্নাবাসকে বললেন,
চল, আমরা যেসব নগরে প্রভুর কালাম তবলিগ
করেছিলাম, সেসব নগরে এখন ফিরে গিয়ে
ভাইদের তত্ত্বাবধান করি, দেখি, তারা কেমন
আছে। ৩৭ আর বার্নাবাস চাইলেন, ইউহোন্না
যাঁকে মার্ক বলে, তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন;
৩৮ কিন্তু পৌল মনে করলেন, যে ব্যক্তি
পাম্ফুলিয়াতে তাঁদেরকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাঁদের
সঙ্গে কাজে যান নি, এমন লোককে সঙ্গে করে
নেওয়া উচিত নয়। ৩৯ এতে এমন মতবিরোধ
হল যে, তাঁরা পরস্পর পৃথক হলেন; বার্নাবাস
মার্ককে সঙ্গে করে জাহাজে সাইপ্রাস দ্বীপে গমন
করলেন; ৪০ কিন্তু পৌল শীলকে মনোনীত
করলেন, ঈমানদার ভাইয়েরা প্রভুর রহমতের
হাতে তাঁদের তুলে দিলে তাঁরা প্রস্থান করলেন।
৪১ আর তিনি সিরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়ে গমন

১৫:১৯ তাদেরকে আমরা কষ্ট দেব না। অ-ইহুদীদের জন্য খৎনা আবশ্যক করা হয় নি, কিন্তু তাদের জন্য চারটি শর্ত দেয়া হয়েছে (পরবর্তী আয়াতের টীকা দেখুন)। মূলত ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈমানদার এবং অ-ইহুদী বংশোদ্ভূত ঈমানদারদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্যই এই বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল।

১৫:২০ জেনা। এই গুনাহ্‌টিকে গ্রীকরা খুব হালকাভাবে নিত এবং প্রায়ই তারা বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মীয় উৎসবের সময় নির্বিচারে জেনায় লিপ্ত হত।

গলা টিপে মারা প্রাণীর গোশ্‌ত এবং রক্ত। এ ধরনের রক্ত জমে থাকা মাংস খাওয়া ইহুদী শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। এখানে শুধু রক্ত পান করাকেও নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

১৫:২১ প্রতি নগরে ... এমন লোক আছে। মূসার শরীয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আদৌ কোন ঝুঁকি নেই, যেহেতু তা নিয়মিতভাবে অ-ইহুদীদের দুনিয়ায় বাসকারী প্রত্যেক ইহুদী ধর্মাবলম্বী ভক্তি সহকারে পালন করছে।

১৫:২২ বার্শব্বা ... এহুদা। বার্শব্বা পদবীধারী একজন ইউসুফকে আমরা দেখতে পাই ১:২৩ আয়াতে; সম্ভবত তাঁরা দু'জন ভাই ছিলেন।

সীল। জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা, একজন নবী এবং একজন রোমীয় নাগরিক।

১৫:২৮ পাক-রূহের ... ভাল মনে হল। প্রেরিতদের এই সম্মেলনটি পাক-রূহ্‌ কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল এবং তাঁকেই এখানে সমস্ত কর্তৃত্ব এবং অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ঈসা মসীহ্‌ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পাক-রূহ্‌ তাঁদেরকে সমস্ত সত্য জ্ঞাত করবেন (ইউ ১৬:১৩)।

১৫:৩৬ যেসব নগরে ... তবলিগ করেছিলাম। প্রথম তবলিগ যাত্রার শহরগুলো।

১৫:৩৮ যে ব্যক্তি ... ছেড়ে গিয়েছিল। ইউহোন্না মার্ক পর্গা থেকে পৌলের সঙ্গ ত্যাগ করে জেরুশালেমে ফিরে গিয়েছিলেন।

১৫:৩৯ তাঁরা পরস্পর পৃথক হলেন। যে সমস্ত ঈসায়ী ঈমানদারেরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন এবং একত্রে কাজ করে থাকেন, তাদের মধ্যেও অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হতে পারে, যা আমরা এখানে পৌল এবং বার্নাবাসের মধ্যে দেখতে পাই। এ ধরনের দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নিজেরা সমাধান করা না গেলে পৃথক হয়ে নিজ নিজ মত অনুসারে কাজ করা এবং আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজ করাটাই শ্রেয়। এরপর থেকে এই কিতাবে বার্নাবাসের ও মার্ক সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তবে ১ করি ৯:৬ আয়াতে পৌল এক আদর্শ উদাহরণ স্থাপনকারী হিসেবে বার্নাবাসের নাম উল্লেখ করেন। গালা ২:১১-১৩ আয়াতেও আন্তিয়খিয়ার একটি ঘটনায় বার্নাবাস যুক্ত রয়েছেন। পৌলের প্রথম কারাবরণের সময় মার্ক পৌলের সাথে যুক্ত

করতে করতে মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করে
তুললেন।

হযরত পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথি

১৬ ১ পরে তিনি দর্বীতে ও লুস্ত্রায় উপস্থিত
হলেন। আর দেখ, সেখানে তীমথি
নামে এক জন সাহাবী ছিলেন; তিনি এক জন
ঈমানদার ইহুদী মহিলার পুত্র, কিন্তু তার ছিলেন
পিতা গ্রীক; ২ লুস্ত্রা ও ইকনিয়-নিবাসী ভাইয়েরা
তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিত। ৩ পৌলের ইচ্ছা হল,
যেন সেই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গমন করেন; আর
তিনি ঐ সমস্ত স্থানেও ইহুদীদের জন্য তাঁকে
নিয়ে তাঁর খৎনা করলেন; কেননা তাঁর পিতা যে
গ্রীক, তা সকলে জানতো। ৪ আর তাঁরা নগরে
নগরে ভ্রমণ করতে করতে জেরুশালেমের
প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের নির্ধারিত নিয়মাবলি
পালন করতে ভাইদের হাতে অর্পণ করলেন।
৫ এভাবে মণ্ডলীগুলো ঈমানে শক্তিশালী হতে
থাকলো এবং দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেল।

ম্যাসিডোনিয়ায় হযরত পৌল

৬ তাঁরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া প্রদেশ দিয়ে গমন
করলেন, কেননা এশিয়া প্রদেশে কালাম তবলিগ
করতে পাক-রূহ্ কর্তৃক নিবৃত্ত হয়েছিলেন।
৭ আর তাঁরা মুশিয়া দেশের কাছে উপস্থিত হয়ে
বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঈসার রূহ্
তাঁদেরকে যেতে দিলেন না। ৮ তখন তারা
মুশিয়া দেশ ছেড়ে ত্রোয়াতে চলে গেলেন।
৯ আর রাতের বেলায় পৌল একটি দর্শন
পেলেন; ম্যাসিডোনিয়ার এক জন পুরুষ দাঁড়িয়ে
বিনতি- পূর্বক তাঁকে বলছে, পার হয়ে
ম্যাসিডোনিয়াতে এসে আমাদের উপকার
করুন। ১০ তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা
অবিলম্বে ম্যাসিডোনিয়া দেশে যেতে চেষ্টা
করলাম, কারণ বুঝলাম, সেখানকার লোকদের
কাছে সুসমাচার তবলিগ করতে আল্লাহ্
আমাদেরকে ডেকেছেন।

ঈসা মসীহের উপর বিবি লুদিয়ার ঈমান

১১ আমরা ত্রোয়া থেকে যাত্রা করে সোজা পথে
সামথ্রীতে এবং তার পরদিন নিয়াপলিতে
উপস্থিত হলাম। ১২ সেখান থেকে ফিলিপীতে
গেলাম; সেটি ম্যাসিডোনিয়ার ঐ বিভাগের প্রধান

[১৫:২৬] প্রেরিত ৯:২৩-২৫; ১৪:১৯; ১করি ১৫:৩০।
[১৫:২৮] প্রেরিত ৫:৩২।
[১৫:৩৩] ১শামু ১:১৭; মার্ক ৫:৩৪; লূক ৭:৫০; প্রেরিত ১৬:৩৬; ১করি ১৬:১১।
[১৫:৩৫] প্রেরিত ৮:৪; ১৩:৪৮।
[১৫:৩৬] প্রেরিত ১৩:৪,১৩,১৪,৫১; ১৪:১,৬,২৪,২৫।
[১৫:৩৭] প্রেরিত ১২:১২।
[১৫:৩৮] প্রেরিত ১৩:১৩।
[১৫:৪০] প্রেরিত ১১:২৩।
[১৫:৪১] লূক ২:২।

ছিলেন (কল ৪:১০; ফিলীমন ২৪ আয়াত)। পৌল তাঁর শেষ জীবনে মার্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তাঁর শেষ দিনগুলোতে মার্ককে তাঁর সাথে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন (২ তীম ৪:১১)।

১৫:৪০ শীলকে মনোনীত। জেরুশালেমের পত্র সরবরাহ করার পর তিনি এহুদার সাথে জেরুশালেমে ফিরেছিলেন (আয়াত ৩২-৩৩)। এখন আন্তিয়খিয়ায় তাঁর উপস্থিতি দেখায় যে, যারা তাঁকে পাঠিয়েছেন তাদের কাছে রিপোর্ট দেয়ার পর তিনি আন্তিয়খিয়াতে মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করতে ফিরে এসেছিলেন।

১৬:১ তীমথি। যেহেতু এই ঘটনার ১৫ বছর পর পৌল তাঁকে যুবক হিসেবে সম্বোধন করেছেন (১ তীম ৪:১২), সে কারণে তিনি এখন অবশ্যই কিশোর বয়সী।

তার পিতা গ্রীক। তীমথির মায়ের ঈমান সম্পর্কে বিবৃতি এবং পিতার দিক থেকে ঈমানের অনুপস্থিতি এই ধারণার জন্ম দেয় যে, তাঁর পিতা ইহুদী ধর্মাবলম্বী গ্রীক বা মসীহ্‌তে ঈমানদার কোনটিই ছিলেন না।

১৬:৩ তাঁর খৎনা করলেন। যাতে ইহুদীদের মাঝে তাঁর কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এটি তীতের ঘটনার পুরোপুরি বিপরীত (গালা ২:৩), যেখানে খৎনা করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ কেউ কেউ এটিকে নাজাতের জন্য আবশ্যক বলে দাবী করেছিল।

১৬:৬ পাক-রূহ্ কর্তৃক নিবারিত। ইঞ্জিল শরীফে সুসমাচার তবলিগ অথবা পরিচর্যা কাজের যে তৎপরতা আমরা দেখতে পাই, তা পাক-রূহের পরিচালনাতেই ঘটেছিল। অনেক সময় কোন কোন অঞ্চলে সুসমাচার নিয়ে যেতে পাক-রূহ্ নিষেধ করতেন, সে সময় প্রেরিতগণ ভিন্ন কোন স্থানে সুসমাচার নিয়ে যেতেন।

১৬:৭ মুশিয়া। এশিয়া প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। লূক এই সকল স্থানের প্রাচীন গ্রীক ভাবাপন্ন নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পৌল স্থানগুলোর রোমীয় নাম অধিক পছন্দ করতেন।

বিথুনিয়া। ৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে গঠিত একটি প্রদেশ, যার অবস্থান মুশিয়ার পূর্ব দিকে।

ঈসার রূহ্। অনেক সময় 'আল্লাহ্' না বলে 'পাক-রূহ্' বলা হয় (প্রেরিত ৫:৩-৪ দেখুন); একইভাবে এখানে 'পাক-রূহ্' না বলে 'ঈসার রূহ্' ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৬:৮ ত্রোয়া। প্রাচীন ট্রয় থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত এক নগরী। এর পুরো নাম আলেকজান্দ্রীয় ত্রোয়া। এটি ছিল এক রোমীয় উপনিবেশ, যা এক দিকে ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীস এবং অন্য দিকে এশিয়া মাইনরের মাঝে সংযোগ সাধনকারী এক গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। পৌল তাঁর তৃতীয় যাত্রায় সেখানে একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন।

১৬:৯ দর্শন। মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ দানের বিভিন্ন উপায়ের একটি।

১৬:১০ আমরা ... চেষ্টা করলাম। এখান থেকে ঘটনার ধারাবর্ণনায় 'আমরা' সর্বনামটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, লূক এর মধ্য দিয়ে পাঠকদের অবগত করেছেন যে, তিনি ত্রোয়া থেকে পৌল পরিচালিত প্রেরিত দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

১৬:১১ সামথ্রাকী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ। এখানে অত্যন্ত চমৎকার একটি পোতাশ্রয় ছিল।

১৬:১২ ফিলিপী। পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ার একটি রোমীয় ঔপনিবেশিক নগর, যার নামকরণ করা হয় মহান আলেকজান্ডারের পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে। রোমান সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বহু সৈন্য এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো। খুব স্বল্প সংখ্যক ইহুদীর বসবাস ছিল এই নগরে। ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনিয়ার বাদশাহ্ ফিলিপ নগরীটিকে একটি সুরক্ষিত দুর্গ-নগরে পরিণত করেছিলেন।

প্রথম নগর। থিষলনীকি ছিল ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী; কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার মোট চারটি প্রদেশ ছিল এবং ফিলিপী ছিল চারটির মধ্যে প্রথম।

১৬:১৩ মুনাজাতের স্থান। ফিলিপীতে এত অল্প ইহুদী ছিল

BACIB International Bible CHURCH

লিডিয়া

থুয়াতীরা শহরের অধিবাসী একজন নারী। তিনি বেগুনী রঙের কাপড় ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন ফিলিপী শহরের অধিবাসী, প্রেরিত ১৬:১৪,১৫। তিনি ইহুদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিলেন। পৌলের কাছ থেকে সুসমাচারের বিষয় শুনলে পর মাবুদ আল্লাহ্‌ তার অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৬:১৩। তিনিই ইউরোপের প্রথম স্ত্রীলোক, যিনি মসীহের উপর ঈমান এনে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পৌল এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তার বাড়িতে থাকতে দেওয়া এবং তাদের প্রত্যেককে উপহার সামগ্রী দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন ধনী নারী।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- সফল ব্যবসায়ী।
- ফিলিপী, তথা ইউরোপের অঞ্চলের সর্বপ্রথম মন পরিবর্তনকারী ঈমানদার।
- তার পুরো পুরিবারকে নিয়ে ঈসা মসীহের সুসমাচারের তবলিগ শুনেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই ঈসা মসীহের উপরে ঈমান এনেছেন।
- ফিলিপীতে পৌল ও সীলের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা সৎ অন্তরে আল্লাহ্‌র খোঁজ করে, তাদেরকে তিনি পুরস্কার দেন।
- মন পরিবর্তনের অন্যতম একটি চিহ্ন হল অন্যদের সেবা করা ও অন্যদের জন্য চিন্তা করা – একাধারে শারীরিকভাবে ও রূহানিকভাবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** থুয়াতীরা থেকে এসেছিলেন, ফিলিপীর অধিবাসী ছিলেন।
- **পেশা:** দামী বেগুনী রংয়ের কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন।
- **আত্মীয়-স্বজন:** নিজ পরিবার, যারা তার সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ঈমানদার হয়েছিল।

মূল আয়াত: "আর সেই স্থানে থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী এক জন আল্লাহ্‌-ভক্ত স্ত্রীলোক আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রি করতেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ দেন।" (প্রেরিত ১৬:১৪)।

লিডিয়ার মন পরিবর্তন করে ঈমানদার হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলী প্রেরিত ১৬:১১-৪০ আয়াতে পাওয়া যায়।

নগর, রোমীয় উপনিবেশ। সেই নগরে আমরা
কয়েক দিন অবস্থিতি করলাম। ১৩ আর বি-
শ্রামবারে নগর-দ্বারের বাইরে নদীতীরে গেলাম,
মনে করলাম, সেখানে মুনাজাতের স্থান আছে;
আর আমরা বসে সমাগত স্ত্রীলোকদের কাছে
কথা বলতে লাগলাম। ১৪ আর সেই স্থানে
থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী এক জন আল্লাহ্-
ভক্ত স্ত্রীলোক আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি
বেগুনিয়া কাপড় বিক্রি করতেন, আর প্রভু তাঁর
হৃদয় খুলে দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায়
মনোযোগ দেন। ১৫ তিনি ও তাঁর পরিবার বাপ্তিস্ম
নিলে পর তিনি ফরিয়াদ করে বললেন, আপনারা
যদি আমাকে প্রভুতে ঈমানদার বলে বিবেচনা
করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।
আর তিনি আমাদেরকে সাধ্যসাধনা করে নিয়ে
গেলেন।

কারাগারে হযরত পৌল আর সীল

১৬ একদিন আমরা সেই মুনাজাতের স্থানে
যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ রূহ্‌বিশিষ্টা এক
জন বাঁদীর সঙ্গে আমাদের দেখা হল। সে
ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো এবং তাতে তার
কর্তাদের বিস্তর লাভ হত। ১৭ সে পৌলের এবং
আমাদের পিছনে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলতে
লাগল, এই ব্যক্তিরা সর্বশক্তিমানের গোলাম, এঁরা
তোমাদেরকে নাজাতের পথ জানাচ্ছেন। ১৮ সে
অনেক দিন পর্যন্ত এরকম করতে থাকলো। কিন্তু
পৌল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই রূহ্‌কে
বললেন, আমি ঈসা মসীহের নামে তোমাকে
হুকুম দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও;
তাতে সেই মুহূর্তেই সে বের হয়ে গেল।

[১৬:১] রোমীয় ১৬:২১; ১করি ৪:১৭; ফিলি ১:১; ২:১৯; কল ১:১; ১থিষ ১:১; ৩:২,৬; ২থিষ ১:১; ১তীম ১:২,১৮; ২তীম ১:২,৫,৬।
[১৬:৩] গালা ২:৩।
[১৬:৪] প্রেরিত ১১:৩০; ১৫:২; ১৫:২৮,২৯।
[১৬:৬] গালা ১:২।
[১৬:৭] রোমীয় ৮:৯; গালা ৪:৬; ফিলি ১:১৯; ১পিতর ১:১১।
[১৬:৮] ২করি ২:১২; ২তীম ৪:১৩।
[১৬:৯] রোমীয় ১৫:২৬; ১করি ১৬:৫; ১থিষ ১:৭,৮।
[১৬:১২] ফিলি ১:১; ১থিষ ২:২।
[১৬:১৩] প্রেরিত ১৩:১৪।
[১৬:১৪] প্রকা ১:১১; ২:১৮,২৪; লূক ২৪:৪৫।

১৯ কিন্তু তার কর্তারা, লাভের আশা চলে গেল
দেখে পৌলকে ও সীলকে ধরে শহর-চকে
নেতাদের সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল। ২০ তারা
নেতাদের কাছে তাঁদেরকে এনে বললো, এই
ব্যক্তিরা আমাদের নগর অতিশয় অস্থির করে
তুলছে; এরা ইহুদী; ২১ আর আমরা রোমীয়,
আমাদের যেরকম রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন
করতে নেই, এরা তা-ই তবলিগ করছে।
২২ তাতে লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে উঠলো এবং
শাসনকর্তারা তাঁদের কাপড় খুলে ফেলে দিলেন
ও বেত্রাঘাত করতে হুকুম দিলেন, ২৩ এবং
তাঁদেরকে বিস্তর প্রহার করা হলে পর কারাগারে
নিক্ষেপ করলেন এবং সাবধানে প্রহরা দিতে
কারারক্ষককে হুকুম দিলেন। ২৪ এই রকম হুকুম
পেয়ে সে তাঁদেরকে নিয়ে কারাগারের ভিতরের
ঘরে নিয়ে গেল এবং হাড়িকাঠ দিয়ে তাঁদের পা
আট্‌কে রাখলো। ২৫ কিন্তু মাঝ রাতে পৌল ও
সীল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুনাজাত এবং প্রশংসা-
কাওয়ালী করছিলেন এবং বন্দীরা তাঁদের গান
কান পেতে শুনছিল। ২৬ তখন হঠাৎ মহা
ভূমিকম্প হল, এমন কি, কারাগারের ভিত্তিমূল
কেঁপে উঠলো; আর অমনি সমস্ত দ্বার খুলে গেল
ও সকলের বন্ধন মুক্ত হল। ২৭ তাতে কারারক্ষক
ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং কারাগারের
দ্বারগুলো খুলে গেছে দেখে, তলোয়ার কোষমুক্ত
করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল; কারণ সে
মনে করেছিল বন্দীরা পালিয়ে গেছে। ২৮ কিন্তু
পৌল চিৎকার করে ডেকে বললেন, ওহে,
নিজের ক্ষতি করো না, কেননা আমরা সকলেই
এই স্থানে আছি। ২৯ তখন সে আলো আনতে

যে, সেখানে কোন এবাদতখানা বা মজলিস-খানা ছিল না। তাই সেখানে বসবাসকারী যত ইহুদী ছিল, তারা নদীর তীরে মুনাজাতে মিলিত হত। সে সময় চলমান স্রোতধারার সামনে নিভৃতে মুনাজাত ও এবাদত করার প্রচলন ছিল।

১৬:১৪ লুদিয়া। একজন ব্যবসায়ী মহিলা। সম্ভবত তাঁর জন্মস্থানের নাম অনুসারে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল, যা একটি গ্রীক অধ্যুষিত প্রদেশ ছিল।

থুয়াতীরা। একটি রোমীয় নগর, যা পর্গাম থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ার লুদিয়া প্রদেশে অবস্থিত। এই স্থানটি রাজকীয় বেগুনী রংয়ের কাপড় প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত ছিল।

আল্লাহ্‌-ভক্ত স্ত্রীলোক। লুদিয়া ছিলেন অ-ইহুদী, যিনি কর্ণীলিয়ের মত একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছিলেন (১০:২) এবং তিনি পাক-কিতাবের নৈতিক শিক্ষাগুলো মেনে চলতেন। তবে তিনি ইহুদীবাদে ধর্মান্তরিত হন নি।

তাঁর অন্তর খুলে দিলেন। পুনরুত্থানের পরে সাহাবীদের অন্তর খুলে গিয়েছিল, যেন তাঁরা পাক-কিতাবের অর্থ বুঝতে পারেন; একইভাবে লুদিয়ার অন্তর পৌলের দেয়া সুসমাচারের বার্তায় সাড়াদানের জন্য খুলে দেয়া হল।

১৬:১৬ দৈবজ্ঞ রূহ্‌বিশিষ্টা এক জন বাঁদী। এই বাঁদীকে একটি বদ-রূহ্ ধরেছিল এবং সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে পারতো। তার মধ্য দিয়ে যখন বদ-রূহ্ কথা বলতো, তখন সেই রবকে আল্লাহ্‌র রব বলে লোকেরা মনে করতো এবং এই কারণে তার যথেষ্ট কদর ছিল। লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার জন্য সেই বাঁদীর কাছে আসতো এবং এর মধ্য দিয়ে তার মালিকের বেশ উপার্জন হত।

১৬:১৭ নাজাতের পথ। সে সময়ে ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের মত গ্রীকদের মাঝেও এই ধর্মীয় পরিভাষার প্রচলন ছিল। অ-ইহুদীদের মাঝে 'নাজাত' (গ্রীক *সটেরিয়া*) শব্দটি 'সর্বশক্তিমান' ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দেবতার উদ্দেশে করা বহু শপথ ও মুনাজাতের একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল এবং এটিকে তারা রহস্যপূর্ণ অজানা ধর্মের অন্যতম চাবিকাঠি বলে মনে করতো।

১৬:১৯ পৌলকে ও সীলকে ... নিয়ে গেল। পৌল ও সীলকে শুধুমাত্র দলের নেতা বলে আটক করা হল তা নয়; সম্ভবত তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে ইহুদী বলে মনে হচ্ছিল বলে তাঁদের উপরে তাদের আক্রোশ আরও বেশি ছিল।

১৬:২০ নেতা। গ্রীক প্রতিশব্দ *স্ট্র্যাটেগস*; ল্যাটিন *প্রেইটর*; এর মূল শাব্দিক অর্থ 'শাসনকর্তা'। ফিলিপীর মত কিছু কিছু রোমীয় উপনিবেশে সৌজন্যতার ভাষা হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হত।

১৬:২১ রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করতে নেই। রোমীয় ঔপনিবেশে শুধুমাত্র ইহুদী ধর্মের বৈধ স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু

সীল

"*সিলভ্যানুস*" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হল সীল (গ্রীক ভাষায়, "যিনি নেতৃত্ব দেন")। তিনি ছিলেন গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদী আলেম এবং জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা। তিনি রোমীয় নাগরিক ছিলেন। তিনি পৌল ও বার্নাবাসের সাথে তবলিগ যাত্রায় সহযোগী হিসেবে ছিলেন। পৌল তাঁর দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রায় সীলকে সহযোগী হিসেবে বাছাই করেন। পৌল যখন এথেন্সে যান তখন সীল এবং তীমথি এন্টিয়কেই থেকে যান। কিন্তু সীল আবারও এথেন্সে গিয়ে পৌলের সাথে যোগ দেন, প্রেরিত ১৭:১৫। তারপর তীমথির সাথে তাঁকে থিষলনীকিতে পাঠানো হয়, ১ থিষ ৩:২। সীল পিতরের লেখা প্রথম চিঠিটি বহন করে নিয়ে যান, ১ পিতর ৫:১২। তাঁর সম্পর্কে পিতর বলেছেন, "তাঁকে আমি আমার বিশ্বস্ত ভাই মনে করি"। সীল ছিলেন একজন উপযুক্ত তবলিগকারী, যিনি পৌলের হয়ে মণ্ডলীতে কালামের সত্যতা নিরূপণ করেছিলেন। ঈমানদারদের উৎসাহ দেওয়া ও ঈমানে শক্তিশালী করার বিশেষ গুণটি সীলের ভিতর ছিল। ফিলিপীয়তে ভূতে পাওয়া মেয়েটির সবার সামনে আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে নিশ্চয়তা দেওয়া, আল্লাহ্‌ মাবুদের নামের জন্য কঠিনভাবে বেত খাওয়া, জেলের ভিতর আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুনাজাত, প্রশংসা কাওয়ালী করা এবং জেল-রক্ষকের মন পরিবর্তন হয়ে নাজাত পাওয়া, এর সব কিছুতে সীল হযরত পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রায় তাঁর সাথে অংশ নেন, প্রেরিত ১৬:১৯,২৫,২৯। সেই সাথে থিষলনীকি এবং বিরয়াতেও তিনি হযরত পৌলের সাথে ছিলেন, প্রেরিত ১৭:৪,১০।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা ছিলেন।
- পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রায় তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে ছিলেন।
- ফিলিপীতে পৌলের সাথে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় প্রশংসা-গজল গেয়েছিলেন।
- পৌল ও পিতর উভয়ের পত্র লেখক হিসেবে কাজ করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- কার্যকর পরিচর্যা কাজের জন্য সহভাগিতামূলক অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- আল্লাহ্‌ কখনো এমন ওয়াদা করেন না যে, তাঁর গোলামেরা কষ্টভোগ করবে না।
- আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিরাপদে রাখে এমন যে কোন কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেমে বাসকারী রোমীয় নাগরিক।
- **পেশা:** প্রথম তবলিগকারীদের মধ্যে একজন।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, তীমথি, পিতর, মার্ক, বার্নাবাস।

মূল আয়াত: "এজন্য আমরা একমত হয়ে কয়েক জনকে মনোনীত করে তাদেরকে আমাদের প্রিয় বার্নাবাস ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাতে ভাল মনে করলাম। বার্নাবাস ও পৌল আমাদের প্রভু ঈসার মসীহের নামের জন্য প্রাণপণ করেছেন। অতএব এহুদা ও সীলকে প্রেরণ করলাম, এঁরা মুখেও তোমাদেরকে সেসব বিষয় জানাবেন।" (প্রেরিত ১০:২)

প্রেরিত ১৫:২২-১৯:১০ আয়াতে সীলের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ২ করি ১:১৯; ১ থিষ ১:১; ২ থিষ ১:১; ১ পিতর ৫:১২ আয়াতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

বলে ভিতরে দৌড়ে গেল এবং ভীষণ ভয়ে
কাঁপতে কাঁপতে পৌলের ও সীলের সম্মুখে
পড়লো। ৩০ আর সে তাঁদেরকে বাইরে এনে
বললো, হুজুরগণ, নাজাত পাবার জন্য আমাকে
কি করতে হবে? ৩১ তাঁরা বললেন, তুমি ও
তোমার পরিবার ঈসা মসীহের উপর ঈমান আন,
তাতে নাজাত পাবে। ৩২ পরে তাঁরা তাকে এবং
তার বাড়িতে উপস্থিত সমস্ত লোককে আল্লাহ্‌র
কালাম বললেন। ৩৩ আর রাতের সেই দণ্ডেই সে
তাঁদেরকে নিয়ে তাঁদের প্রহারের ক্ষতগুলো ধুয়ে
দিল এবং সে নিজে ও তার সকল লোক অবিলম্বে
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো। ৩৪ পরে সে তাঁদেরকে
উপরে ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য
রাখল এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে আল্লাহ্‌র
উপরে ঈমান আনতে পেরে অতিশয় আনন্দিত
হল।
৩৫ দিন হলে শাসনকর্তারা বেত্রধরদের দ্বারা
বলে পাঠালেন, সেই লোকদেরকে ছেড়ে দাও।
৩৬ তাতে কারারক্ষক পৌলকে এই সংবাদ দিল
যে, নেতৃবর্গ আপনাদেরকে ছেড়ে দিতে বলে
পাঠিয়েছেন, অতএব আপনারা এখন বের হয়ে
শান্তিতে প্রস্থান করুন। ৩৭ কিন্তু পৌল তাদেরকে
বললেন, তাঁরা আমাদেরকে বিচারে দোষী না
করে সর্বসাধারণের সাক্ষাতে প্রহার করিয়ে
কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, আমরা তো রোমীয়
নাগরিক, এখন কি গোপনে আমাদেরকে বের
করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তারা নিজে এসে
আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যান। ৩৮ তখন
বেত্রধরেরা নেতাদেরকে এই সংবাদ দিল। তাতে
তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, এই কথা শুনে নেতৃ
বর্গ ভয় পেলেন, ৩৯ এবং এসে তাঁদেরকে
ফরিয়াদ জানালেন, আর বাইরে নিয়ে গিয়ে নগর
থেকে প্রস্থান করতে অনুরোধ করলেন। ৪০ তখন
তাঁরা কারাগার থেকে বের হয়ে লুদিয়ার বাড়িতে
গেলেন। আর সেখানে ভাইদের সঙ্গে তাঁদের
দেখা হলে তাঁদেরকে উৎসাহ দিলেন; পরে
সেখান থেকে চলে গেলেন।

[১৬:১৫] প্রেরিত ১১:১৪; ২:৩৮। [১৬:১৬] দ্বি:বি: ১৮:১১; ১শামু ২৮:৩,৭। [১৬:১৭] মার্ক ৫:৭। [১৬:১৮] মার্ক ১৬:১৭। [১৬:১৯] ইয়াকুব ২:৬। [১৬:২০] প্রেরিত ১৭:৬। [১৬:২১] ইষ্টের ৩:৮। [১৬:২২] ২করি ১১:২৫; ১থিষ ২:২। [১৬:২৪] আইয়ুব ১৩:২৭; ৩৩:১১; ইয়ার ২০:২,৩; ২৯:২৬। [১৬:২৫] জবুর ১১৯:৫৫,৬২; প্রেরিত ১৫:২২; ইফি ৫:১৯। [১৬:২৯] প্রেরিত ১৫:২২। [১৬:৩০] প্রেরিত ২:৩৭। [১৬:৩১] ইউ ৩:১৫; রোমীয় ১১:১৪;

থিষলনীকীতে সুসমাচার-তবলিগ

১৭ ১ পরে তাঁরা আম্ফিপলি ও
আপল্লোনিয়া দিয়ে গমন করে
থিষলনীকী শহরে আসলেন। সেই স্থানে
ইহুদীদের একটি মজলিস-খানা ছিল। ২ আর
পৌল তাঁর রীতি অনুসারে তাদের কাছে গেলেন
এবং তিনটি বিশ্রামবারে পাক-কিতাবের কথা
নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, অর্থ
বুঝিয়ে দিলেন। ৩ তিনি তাদের দেখালেন যে,
মসীহের মৃত্যুবরণ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থান করা আবশ্যক ছিল। তিনি তাদের
বললেন, এই যে ঈসাকে আমি তোমাদের কাছে
তবলিগ করছি, তিনিই সেই মসীহ্‌। ৪ তাতে
তাদের মধ্যে কয়েক জন তাঁদের কথায় ঈমান
আনলো এবং পৌলের ও সীলের সঙ্গে যোগ
দিল; আর ভক্ত গ্রীকদের মধ্যে অনেক লোক ও
বেশ কয়েক জন প্রধান মহিলা তাঁদের সঙ্গে যোগ

ঈসায়ী ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

১৬:২৪ হাড়িকাঠ। কারাগারে এই যন্ত্রটি বাড়তি নিরাপত্তার পাশাপাশি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যও ব্যবহৃত হত। পা রাখার জন্য এতে দু'টির বেশি গর্ত থাকতো এবং প্রয়োজনবোধে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের গর্তে পা আটকানো হত। দুই পা যত বেশি দূরত্বে আটকানো হত, কয়েদীর যন্ত্রণা তত বেশি হত।

১৬:২৭ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। কারাবন্দী পালিয়ে গেলে তার স্থানে কারারক্ষকের জীবন নেওয়া হত। আত্মহত্যা করার মাধ্যমে কারারক্ষক তার লজ্জা ও দুঃখ হ্রাস করতে চেয়েছিল।

১৬:৩০ নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে? কারারক্ষক শুনেছিল যে, এরা হলেন নাজাতের পথের তবলিগকারী (১৭ আয়াত)। এখন এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নিজের মৃত্যু আসন্ন ভেবে সে এই পথ সম্পর্কে জানতে চাইল।

১৬:৩১ ঈসা মসীহের উপর ঈমান আন। নাজাত লাভের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

১৬:৩২ আল্লাহ্‌র কালাম। পৌল ও সীল কারারক্ষকের কাছে এবং তার গৃহের সকল সদস্যের কাছে আরও বিস্তারিতভাবে সুসমাচার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তারা সবাই মসীহ্‌তে ঈমান আনলো এবং নাজাত পেল (১০:৩৬; ১৬:৩৪)।

১৬:৩৪ অতিশয় আনন্দিত হল। পরিস্থিতি যে ধরনেরই হোক না কেন, ঈমান আনলে অন্তর আনন্দিত হবেই (৮:৩৯ দেখুন)।

১৬:৩৭ বিচারে দোষী না করে। একজন রোমীয় নাগরিককে জনসমক্ষে প্রহার করা আইনত অবৈধ ছিল (আয়াত ৩৮); সেখানে পৌল এবং সীলকে কোন প্রকার বিচারের আওতায় না নিয়ে অন্যায্যভাবে প্রহার করা হয়েছে।

তারা নিজে এসে। পৌল ও সীল প্রধানত ফিলিপী মণ্ডলীর সম্মান ও নিষ্কণ্টক ভবিষ্যতের জন্য এবং সেই সাথে তাঁদের নিজেদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য এই দাবী জানিয়েছিলেন।

১৬:৩৯ প্রস্থান করতে অনুরোধ করলেন। কোন রোমীয় নগর থেকে কোন রোমীয় নাগরিককে বহিষ্কার করার অধিকার কারও নেই, এ কারণে তাঁদেরকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল।

১৭:১ আম্ফিপলি ... থিষলনীকী। বর্তমানে এই পথটি এগনেতীয় মহাসড়ক নামে পরিচিত, যা সম্পূর্ণ উত্তরাঞ্চলীয় গ্রীসের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। সড়কটি ফিলিপী, আম্ফিপলি, আপল্লোনিয়া ও থিষলনীকীকে যুক্ত করেছে। একটি নগর থেকে আরেকটির দূরত্ব গড়ে প্রায় ৩০ মাইল।

থিষলনীকী। ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের রাজধানী; এর জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষের বেশি। ফিলিপী থেকে এই নগরের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। এখানে বেশি কিছু সংখ্যক ইহুদীর বসবাস ছিল এবং এখানে একটি মজলিস-খানাও ছিল। এই সব কিছু বিবেচনা করে পৌল সেখানে তবলিগ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (১ম থিষলনীকীয় পত্রের ভূমিকা দেখুন)।

১৭:২-৩ অর্থ বুঝিয়ে দিলেন ... দেখালেন। অর্থাৎ পৌল ইহুদীদের সামনে পাক-কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পাঠ করলেন এবং সেগুলোকে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর

BACIB International Bible CHURCH

দিলেন। ৫ কিন্তু ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে, বাজারের
কয়েক জন দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে ভিড় জমাল
এবং নগরে গোলযোগ বাঁধিয়ে দিল। তারপর
তারা পৌল ও সীলকে খুঁজে বের করে লোকদের
কাছে আনবার জন্য যাসোনের বাড়ি আক্রমণ
করলো; ৬ কিন্তু তাঁদেরকে না পাওয়াতে তাঁরা
যাসোন এবং কয়েক ভাইকে নগর-প্রশাসকদের
সম্মুখে টেনে নিয়ে গেল ও চেঁচিয়ে বলতে লাগল,
এই যে লোকেরা জগৎ-সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে
ফেলেছে, এরা এই স্থানেও উপস্থিত হয়েছে;
৭ আর যাসোন এদের মেহমানদারী করেছে। এরা
সকলে সম্রাটের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে ও
বলে, ঈসা নামে আর এক জন বাদশাহ্ আছেন।
৮ এসব কথা শুনিয়ে তারা জনতাকে ও নগরের
কর্মকর্তাদেরকে অস্থির করে তুললো। ৯ তখন
তাঁরা যাসোনের ও আর সকলের জামিন নিয়ে
তাঁদেরকে ছেড়ে দিলেন।

বিরয়া শহরে হযরত পৌল

১০ পরে ভাইয়েরা অবিলম্বে পৌলকে ও সীলকে
রাতের বেলা বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে
উপস্থিত হয়ে তাঁরা ইহুদীদের মজলিস-খানায়
গমন করলেন। ১১ থিষলনীকীর ইহুদীদের চেয়ে
এরা ভদ্র ছিল; কেননা এরা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক
কালাম গ্রহণ করলো, আর এসব বাস্তবিকই
এরকম কি না তা জানবার জন্য প্রতিদিন পাক-
কিতাব পরীক্ষা করতে লাগল। ১২ অতএব
তাদের মধ্যে অনেকে এবং গ্রীকদের মধ্যেও
অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ ঈমান আনলেন।
১৩ কিন্তু থিষলনীকীর ইহুদীরা যখন জানতে
পারলো যে, বিরয়াতেও পৌল কর্তৃক আল্লাহ্‌র
কালাম তবলিগ হয়েছে, তখন তারা সেখানেও
এসে লোকদেরকে অস্থির ও উত্তেজিত করে
তুলতে লাগল। ১৪ তখন ভাইয়েরা অবিলম্বে
পৌলকে সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ
করলেন; আর সীল ও তীমথি সেখানে রইলেন।
১৫ আর যারা পৌলকে সঙ্গে করে নিয়ে
গিয়েছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত নিয়ে গেল।
পরে তারা পৌলের কাছ থেকে এই নির্দেশ নিয়ে
প্রস্থান করলো যে, যেন সীল ও তীমথি খুব
তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

প্রেরিত ১১:১৪। [১৬:৩৩] প্রেরিত ২:৩৮। [১৬:৩৪] প্রেরিত ১১:১৪। [১৬:৩৬] প্রেরিত ১৫:৩৩। [১৬:৩৭] প্রেরিত ২২:২৫-২৯। [১৬:৩৮] প্রেরিত ২২:২৯। [১৬:৩৯] মথি ৮:৩৪; লূক ৮:৩৭। [১৬:৪০] প্রেরিত ১:১৬। [১৭:১] ফিলি ৪:১৬; ১থিষ ১:১; ২থিষ ১:১; ২তীম ৪:১০। [১৭:২] প্রেরিত ৯:২০; ১৩:১৪; ৮:৩৫; ১৮:২৮। [১৭:৩] লূক

পাশাপাশি স্থাপন করে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে, এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

১৭:৪ প্রধান মহিলা। সম্ভবত নগরীটির প্রধান বা নেতৃস্থানীয় লোকদের স্ত্রীরা; তবে যে সকল অভিজাত মহিলা তাদের নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের কারণে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাদের কথাও সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১২)।

১৭:৫ ঈর্ষান্বিত হয়ে। অসংখ্য লোক পৌলের পরিচর্যা কাজে সাড়া দিয়ে ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনছিল, এ কারণে ইহুদীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তাদের স্বার্থ হানি হচ্ছে দেখে পৌলের উপর ঈর্ষা করেছিল।

যাসোনের গৃহ। পৌল সম্ভবত সেখানে অবস্থান করছিলেন।

১৭:৬ নগরাধ্যক্ষ। গ্রীক পরিভাষা *পলিটার্কস*; আক্ষরিকভাবে 'নগরীর শাসক'। থিষলনীকী শহর পাঁচজন নগরাধ্যক্ষ শাসন করতেন।

লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। অর্থাৎ, 'বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে'।

১৭:৭ সম্রাটের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। একজন ইহুদীর জন্য কুফরী করা সবচেয়ে অপরাধ; কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহিতা, অর্থাৎ সম্রাট সীজার ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বী কোন বাদশাহ্‌কে সমর্থন করা একজন রোমীয় নাগরিকের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য হত।

১৭:৯ জামিন। যাসোনকে এই নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল যে, পৌল ও সীলের জামিন হওয়ার বিনিময়ে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

১৭:১০ পৌল ও সীলকে ... পাঠিয়ে দিলেন। সম্ভবত তীমথি ফিলিপীতে থেকে গিয়েছিলেন।

বিরয়া। ম্যাসিডোনিয়ার আরেকটি প্রদেশ, যা থিষলনীকী থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। এর আধুনিক নাম *ভেরিয়া*।

১৭:১৪ সমুদ্র পর্যন্ত। এই বিবৃতি পাঠ করে অধিকাংশ পাঠকই মনে করতে পারেন যে, পৌল জাহাজে চড়ে এথেন্সে গিয়েছেন। কিন্তু বিরয়ার উপকূল ধরে পায়ে হেঁটেও এথেন্সে যাওয়া যেত এবং এই পথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০ মাইল।

১৭:১৫ এথেন্স। গ্রীসের রাজধানী। পৌল পদার্পণ করার প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকেই এথেন্স শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা ও স্বকীয়তার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

১৭:১৬ তাঁর রূহ্ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। এথেন্স নগরের প্রতিমাপূজা এবং নৈতিক ভ্রষ্টতা দেখে পৌলের অন্তর উত্তেজিত এবং ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই সমস্ত হারানো ও বিনষ্ট রূহ্‌দের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

১৭:১৮ এপিকিউরীয়। এই দলের মতবাদ হচ্ছে– সর্বোচ্চ উত্তমতা হল সুখ, তবে তা কেবল এক মুহূর্তের আনন্দ বা সাময়িক সন্তুষ্টি নয়। পৌলের সময়ে এই দর্শনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভোগবাদ। *এপিকিউরা এপিকোরাম* (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) ছিলেন এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার নাম অনুসারেই এর নাম হয় এপিকিউরীয় মতবাদ।

স্টোয়িকীয়। এই দলের মতবাদ হচ্ছে– মানুষের স্বনির্ভর হয়ে বাঁচা উচিত এবং যে কোন মূল্যে নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত। এই মতবাদের কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু এপিকিউরীয়বাদের মত এই মতবাদটিও পৌলের সময়ে তার মূলমন্ত্র থেকে সরে গিয়েছিল। স্টোয়িকীয় মতবাদের প্রবক্তা 'যেনো' (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০-২৬৫) যে স্থানে বসে তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন তার নাম ছিল 'রং করা স্তোয়া' বা 'রঙ্গিন স্তম্ভ শ্রেণী'। এই স্থানের নাম থেকেই স্টোয়িকীয় নামটি এসেছে।

বাচাল। এই শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ 'বীজ সংগ্রহকারী', যেভাবে একটি পাখি এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বীজ সংগ্রহ করে। এছাড়া শব্দটি দ্বারা এমন কাউকে বোঝানো হয়, যে বাজারে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মত ঘোরাফেরা করে যেখানে যা ফেলানো অবস্থায় পায় তা কুড়িয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে সেগুলো দিয়ে নিজের জাঁকজমকতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

১৭:১৯ এরিওপেগস। অর্থাৎ 'এরিও-এর পর্বত'। *এরিও* হচ্ছে

BACIB International Bible CHURCH

এথেন্সে হযরত পৌলের ইঞ্জিল তবলিগ

১৬ পৌল যখন তাদের অপেক্ষায় এথেন্সে
ছিলেন, তখন সেই নগর মূর্তিতে পরিপূর্ণ দেখে
তাঁর অন্তরে তাঁর রূহ্‌ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।
১৭ অতএব তিনি মজলিস-খানায় ইহুদী ও ভক্ত
লোকদের কাছে এবং বাজারে প্রতিদিন যাদের
সঙ্গে দেখা হত, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা
করতেন। ১৮ আবার এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয়
কয়েক জন দার্শনিক তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে
লাগল। আর কেউ কেউ বললো, এই বাচালটা
কি বলতে চায়? আর কেউ কেউ বললো, ওকে
বিজাতীয় দেবতাদের প্রচারক বলে মনে হয়;
কারণ তিনি ঈসা ও পুনরুত্থান বিষয়ক সুসমাচার
তবলিগ করতেন। ১৯ পরে তারা তাঁর হাত ধরে
এরিওপেগসে নিয়ে গিয়ে বললো, এই যে নতুন
শিক্ষা আপনি তবলিগ করছেন, তা কি রকম,
আমরা কি জানতে পারি? ২০ কারণ আপনার
কতগুলো কথা আমাদের কানে অদ্ভুত শোনাচ্ছে;
অতএব আমরা জানতে বাসনা করি, এসব
কথার অর্থ কি। ২১ (এথেন্সের সকল লোক ও
সেখানকার প্রবাসী বিদেশীরা কেবল নতুন কোন
কথা বলা বা শোনা ছাড়া আর কিছুতে সময় ব্যয়
করতো না।)
২২ তখন পৌল এরিওপেগসের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে
বললেন, হে এথেন্সের লোকেরা, দেখছি, তোমরা
সর্ব বিষয়ে বড়ই দেবতা-ভক্ত। ২৩ কেননা
বেড়াবার সময়ে তোমাদের উপাস্য বস্তুগুলো
দেখতে দেখতে একটি বেদী দেখতে পেলাম,
যার উপরে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার
উদ্দেশে।' অতএব তোমরা যে অজানা দেবতার
ভজনা করছো, তাঁকে আমি তোমাদের কাছে
তবলিগ করি। ২৪ আল্লাহ্‌, যিনি দুনিয়া ও তার

২৪:২৬,৪৬;
প্রেরিত ৩:১৮;
২:২৪; ৯:২২।
[১৭:৪] প্রেরিত
১৫:২২।
[১৭:৫] আঃ ১৩;
১থিষ ২:১৬;
রোমীয় ১৬:২১।
[১৭:৬]
প্রেরিত ১৬:১৯;
১:১৬; ১৬:২০;
মথি ২৪:১৪।
[১৭:৭] লূক ২৩:২;
ইউ ১৯:১২।
[১৭:১০] প্রেরিত
১৫:২২; ২০:৪;
৯:২০।
[১৭:১১] লূক
১৬:২৯;

গ্রীকদের বজ্র ও যুদ্ধের দেবতা, যাকে রোমীয়দের দেবতা মার্স-এর সাথে তুলনা করা যায়। এরিওপেগসের অবস্থান ছিল এথেন্সের নগর-দুর্গের ঠিক পশ্চিমে এবং আগোরোর দক্ষিণে, যা এক সময় আদালত বা পৌরসভা হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি এথেন্সের সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। জনশ্রুতিতে শোনা যায়, নগরীর পৃষ্ঠপোষক দেবী এথেনা ১ হাজার বছর আগে এই স্থানটি নির্মাণ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে এথেন্স গণতান্ত্রিক নগরে পরিণত হওয়ার এই সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কিন্তু তখনও এর নৈতিক মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। পরবর্তীতে রোমীয়রা এই স্থানটিকে বক্তৃতা দেওয়া এবং বিচার করার স্থান হিসেবে পুনঃসংস্কার করে।

১৭:২২ দেবতাভক্ত। অথবা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন'। মূল গ্রীক প্রতিশব্দটি অভিনন্দন জানাতে বা সমালোচনা করতে উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই প্রেক্ষাপটে পৌল শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ লাভ করার জন্য শব্দটিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

১৭:২৩ অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে। গ্রীকরা কোন দেবতার প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হলে দেবতাকে দুঃখ দেয়া হয় বলে ভীত ছিল। তাই তারা 'অপরিচিত দেবতার' উদ্দেশে মূর্তি তৈরি করে কোন দেবতার পূজা বাদ পড়ার মত ভুল ঢাকার চেষ্টা করতো। গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক সময় এথেন্সে মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়েছিল; দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মহামারী থামানো যাচ্ছিল না। সে সময় তখনকার অন্যতম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এরিওপেগসে একপাল মেষ এনে সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মেষগুলো হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে থেমেছিল, সেখানেই কোন এক অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে বেদী নির্মাণ করা হয়েছিল এবং পশু উৎসর্গ করা হয়েছিল। এরপর কাকতালীয়ভাবে মহামারী থেমে যায় এবং নগরীতে স্বস্তি ফিরে আসে। তখন থেকেই অপরিচিত এই দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করা হত।

যে অপরিচিতের ভজনা ... তবলিগ করি। অনেক পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে, এসব পৌত্তলিকরা যে উপাসনা করতো তাতে কোন ভুল ছিল না এবং তারা অজ্ঞতাবশত হলেও অন্যান্য দেবতাদের সাথে সত্য ও একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে তা বোঝানো হয়নি। তিনটি বিষয় এখানে মনে রাখা দরকার। *প্রথমত*, পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগেই তিনি তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি উত্থাপন করে রেখেছেন, কারণ যারা কার উপাসনা করছে তাকে চেনেই না, তাদের কাছে যদি তিনি এক বিদেশী দেবতা তথা একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র বিষয়ে তবলিগ করেন, তাহলে কীভাবে তাঁকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে? *দ্বিতীয়ত*, এই বাক্যে 'অপরিচিত দেবতার' পরিচিতির উপরে নয়, কিন্তু গ্রীকদের উপাসনার অজ্ঞতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। পৌল এই জ্ঞান পিপাসুদের এমন এক অজ্ঞতায় দৃষ্টি দেন, যার কারণে আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচয় তাদের কাছ থেকে গোপন ছিল। *তৃতীয়ত*, ভাষণটির প্রথম স্তবকে তাদের প্রতি ইতিবাচক কথা বলা হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের পৌত্তলিকতার কারণে তাদেরকে তীব্র তিরস্কার করা হয়েছে। তিনি এই বক্তব্যে তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহ্‌ কোথায় থাকেন সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ (আয়াত ২৪), আল্লাহ্‌ তাদের কাছ থেকে কেমন সেবা চান সে বিষয়ে তারা জানে না (আয়াত ২৫-২৭) এবং আল্লাহ্‌কে কীভাবে চিন্তা করা উচিত বা নিজেদের জীবনে প্রকাশ করা উচিত সে বিষয়ে তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে (আয়াত ২৮-২৯)। সংক্ষেপে তাদের ধর্মপরায়ণতার সব কিছুই ভুল পথে চলছে।

১৭:২৪ আল্লাহ্‌, যিনি দুনিয়া ... নির্মাণ করেছেন। একক সৃষ্টিকর্তার মতবাদ; স্টোয়িকীয় মতবাদের বিপরীত ধারণা, যারা একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতো।

১৭:২৫ মানুষের হাত দ্বারা সেবিতও হন না। এই উক্তি এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয় উভয় মতবাদকেই সমর্থন করে। এপিকিউরীয়দের মতে, বেহেশতী সত্তার মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজন নেই এবং স্টোয়িকীয়দের মতে, সৃষ্টিকর্তাই সকল জীবনের উৎস।

১৭:২৬ এক ব্যক্তি থেকে ... উৎপন্ন করেছেন। এথেনীয় বা রোমীয়, গ্রীক বা বর্বর, ইহুদী বা অ-ইহুদী সকল জাতিকেই আল্লাহ্‌ একজন মাত্র মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন।

নির্দিষ্ট কাল ... স্থির করে দিয়েছেন। তিনি সমস্ত জাতির উত্তরণ এবং পতনের সময় ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক জাতির বসবাস ও বিচরণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানও তিনি

মধ্যেকার সমস্ত বস্তু নির্মাণ করেছেন, তিনিই
বেহেশতের ও দুনিয়ার প্রভু। তিনি হাতের তৈরি
কোন মন্দিরে বাস করেন না। [২৫] তাঁর কোন
কিছুর অভাব নেই, সেজন্য তিনি মানুষের হাত
দ্বারা সেবিতও হন না। কেননা তিনিই সকলকে
জীবন, শ্বাস ও সমস্ত কিছু দান করেন। [২৬] আর
তিনি এক ব্যক্তি থেকে মানুষের সকল জাতিকে
উৎপন্ন করেছেন, যেন তারা সমস্ত ভূতলে বাস
করে। তিনি তাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা
স্থির করে দিয়েছেন। [২৭] আল্লাহ্ তা করেছেন,
যেন মানুষ অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর উদ্দেশ
পেয়ে যাবার আশায় তাঁর খোঁজ করে; অথচ তিনি
আমাদের কারো কাছ থেকে দূরে নন। [২৮] কেননা
তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা; যেমন
তোমাদের কয়েক জন কবিও বলেছেন, 'কারণ
আমরাও তাঁর সন্তান'। [২৯] অতএব আমরা যখন
আল্লাহ্‌র সন্তান, তখন আল্লাহ্‌র স্বরূপকে মানুষের
শিল্প ও কল্পনা অনুসারে খোদাই-করা সোনার বা
রূপার বা পাথরের মত জ্ঞান করা আমাদের

ইউ ৫:৩৯; দ্বি:বি: ২৯:২৯।
[১৭:১২] প্রেরিত ২:৪১।
[১৭:১৩] ইব ৪:১২।
[১৭:১৪] প্রেরিত ৯:৩০; ১৫:২২; ১৬:১।
[১৭:১৫] আঃ ১৬,২১,২২; প্রেরিত ১৮:১,৫; ১থিষ ৩:১।
[১৭:১৭] প্রেরিত ৯:২০।
[১৭:১৮] প্রেরিত ১৩:৩২; ৪:২।
[১৭:১৯] মার্ক ১:২৭।

কর্তব্য নয়। [৩০] আল্লাহ্ সেই অজ্ঞানতার কাল
উপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন সমস্ত জায়গায়
ও সকল মানুষকে মন পরিবর্তন করতে হুকুম
দিচ্ছেন; [৩১] কেননা তিনি একটি দিন স্থির
করেছেন, যে দিনে তাঁর নির্ধারিত ব্যক্তি দ্বারা
ন্যায়ভাবে জগৎ সংসারের বিচার করবেন; এই
বিষয়ে সকলের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন,
ফলত মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উঠিয়েছেন।
[৩২] তখন মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ
কেউ উপহাস করতে লাগল; কিন্তু আর কেউ
কেউ বললো, আপনার কাছে এই বিষয় আর
একবার শুনবো। [৩৩] এভাবে পৌল তাদের মধ্য
থেকে প্রস্থান করলেন। [৩৪] কিন্তু কোন কোন
ব্যক্তি তাঁর সঙ্গ ধরলো ও ঈমান আনলো; তাদের
মধ্যে এরিওপেগসীয় দিয়নুষিয় এবং দামারিস্
নাম্নী এক জন স্ত্রীলোক ও তাঁদের সঙ্গে আর
কয়েক জন ছিলেন।

করিন্থে হযরত পৌলের ইঞ্জিল তবলিগ

নির্ধারণ করেছেন। তিনি সম্ভাবনার উপরে ছেড়ে না দিয়ে আগে থেকেই এ সকল বিষয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

১৭:২৮ তোমাদের কয়েক জন কবিও বলেছেন। এখানে দু'টো উদ্ধৃতি রয়েছে:

১. "তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা," এই অংশটি নেওয়া হয়েছে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীটীয় কবি *এপিমেনিদ* রচিত 'ক্রীটিকা' কবিতা থেকে। গ্রীক পুরাণে এপিমেনিদকে বলা হয়েছে এথেন্সের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে। তাঁর কবিতাটির এই অংশের পূর্ণ রূপ হচ্ছে: "তারা তোমার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ করেছে, হে পবিত্র ও সর্বোচ্চ জন, ক্রিটীয়রা, সদা মিথ্যেবাদী, মন্দ পশু, অলস পেটুক! কিন্তু তুমি মৃত নও; তুমি চিরতরে উত্থিত ও জীবন্ত, কেননা তোমাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা।"

২. "কারণ আমরাও তাঁর সন্তান," এই অংশটি পৌল নিয়েছেন কিলিকীয় কবি *অরাতু* (৩১৫-২৪০ খ্রী.পূ.) রচিত 'ফেনোমেনা' কাব্য থেকে। পৌল অন্য আরও কয়েকটি স্থানে তাঁর বক্তব্যে গ্রীক কবিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন (১ করি ১৫:৩৩; তীত ১:১২)।

১৭:৩০ সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করেছিলেন। লোকেরা তাদের অজ্ঞানতা বশত অপরিচিত দেবতার উদ্দেশে উপাসনা করেছিল, যেন নগরটি দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি এই দেবতার উপাসনা অকার্যকর ও ভুল হয় তবে কেন সেই মহামারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এই নীরব প্রশ্নের উত্তরে পৌল বলেন, অপরিচিত দেবতার উপাসনা করার কারণে মহামারী বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং আল্লাহ্ তাদের অজ্ঞতা এবং মূর্খতা উপেক্ষা করে তাদের উপরে থেকে এই দুর্যোগ তুলে নিয়েছিলেন।

১৭:৩১ তাঁর নির্ধারিত ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র পুত্র, প্রভু ঈসা মসীহ্।

১৭:৩২ মৃতদের পুনরুত্থানের কথা। গ্রীকরা রূহের অমরত্বে বিশ্বাস করতো, কিন্তু মৃতের পুনরুত্থানে নয়।

১৭:৩৪ দিয়নুষিয়। অনেকের মতে তিনি পরবর্তীতে এথেন্সের ঈসায়ী মণ্ডলীর পালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দামারী। কেউ কেউ মনে করেন তিনি অবশ্যই একজন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। আবার হতে পারে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌ভক্ত এক অ-ইহুদী নারী, যিনি এর আগে মজলিসখানায় পৌলের কথা শুনেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলেন।

১৮:১ এথেন্স থেকে ... করিন্থে। এথেন্স বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে সেনেক্রিয়া দ্বীপ হয়ে ইস্তমাস বন্দরের পূর্ব তীরে নেমে স্থলপথে করিন্থে আসতে হত। এই পুরো পথটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫০ মাইল। করিন্থ ছিল দু'টি পোতাশ্রয় সম্পন্ন বৃহৎ বাণিজ্যিক নগর। ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমীয় সেনাপতি মম্মিয়াস নগরীটি আক্রমণ করে ধ্বংস করার পর প্রায় ১০০ বছর এটি ধ্বংসস্তূপের মত পড়ে ছিল। জুলিয়াস সিজার ৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগরীটিকে রোমীয় উপনিবেশ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। নগরীটি অনৈতিকতার জন্য কুখ্যাত ছিল। পৌল এখানে ১৮ মাসব্যাপী তবলিগ করেন এবং একটি মণ্ডলী স্থাপন করেন।

১৮:২ পন্ত। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি প্রদেশ; কৃষ্ণ সাগরে বিথুনিয়া ও আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান ছিল।

আক্বিলা ... প্রিষ্কিল্লা। যেহেতু তাঁদের মন পরিবর্তন বা বাপ্তিস্মের কোন উল্লেখ আগে করা হয় নি এবং তাঁরা পৌলের সাথে একত্রিত হয়ে পরিচর্যা কাজ করেছেন (আয়াত ৩), সেহেতু মনে হতে পারে যে, তাঁরা আগে থেকেই ঈসায়ী ঈমানদার ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা পঞ্চাশত্তমীর পর রোমে ফিরে আসা ঈসায়ীদের দ্বারা মন পরিবর্তন করেছিলেন।

ক্লৌদিয়। রোমের সম্রাট (৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

সমস্ত ইহুদীকে ... হুকুম করেছিলেন। সুয়েটনিয়াস লিখিত ইতিহাস অনুসারে ইহুদীদেরকে রোম থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দেয়া হয়েছিল "তাদের অবিরত বিক্ষোভের কারণে, যা *ক্রেস্টুস* দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল" (মসীহ্ নামের গ্রীক রূপ *ক্রাইস্ট*কে বিকৃত করে *ক্রেস্টুস* বলা হয়েছে)। যদি সত্যিকার অর্থেই *ক্রেস্টুস* বলতে মসীহ্‌কে বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে

আকিলা ও প্রিস্কিল্লা

আকিলা নামের অর্থ *ঈগল*। তিনি ছিলেন পন্ত প্রদেশের একজন বাসিন্দা। তিনি তাঁবু বানানোর কাজ করতেন। প্রিস্কিল্লা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। করিন্থে প্রথম তবলিগ যাত্রাকালে তাঁদের সঙ্গে পৌলের দেখা হয়, প্রেরিত ১৮:২। সম্রাট ক্লডিয়াস সমস্ত ইহুদীদের রোম ছেড়ে যেতে হুকুম দেন। সেই সময় আকিলা ও তাঁর স্ত্রী প্রিস্কিল্লা রোম থেকে করিন্থে আসেন। পৌল তাঁদের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে করিন্থে যান এবং তাঁদের মত তিনিও তাঁবু সেলাই করতেন বলে তাঁদের সাথে কাজ করতে শুরু করেন। পৌল করিন্থে আঠারো মাস থাকার পর আকিলা ও পিস্কিল্লাকে নিয়ে ইফিষে আসেন, তারপর তাঁদের সঙ্গে তিনি সিরিয়াতে আসেন, প্রেরিত ১৮:১৮,২৬। প্রিস্কিল্লা ও আকিলা আপল্লোকে মসীহের সুসমাচার সম্পর্কে আরও প্রগাঢ় শিক্ষা দেন, প্রেরিত ১৮:২৬। তাঁরা ইফিষে পৌলের সাথে সহচর হিসেবে ছিলেন, ১ করি ১৬:১৯। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে তাঁরা রোমে আছেন, রোমীয় ১৬:৩। তখন পর্যন্ত তাঁরা রোমে প্রভু ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগে নিয়োজিত ছিলেন। এই সব ঘটনার কিছু বছর পরে আবার জানা যায় যে তাঁরা ইফিষে আছেন, ২ তীম ৪:১৯। তাঁদের সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- স্বামী ও স্ত্রী মিলে প্রাথমিক মণ্ডলীর একটি কার্যকরী তবলিগকারী দলে পরিণত হয়েছিলেন।
- তাঁবু বানানোর মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন ও একই সাথে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজও করতেন।
- পৌলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।
- আপল্লোকে পরিপূর্ণভাবে মসীহের সুসমাচার শিক্ষা দেন।

তাঁদের জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- স্বামী ও স্ত্রী একত্রে সুসমাচার তবলিগের জন্য অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন।
- নিজ নিজ বাসগৃহ থেকেই সুসমাচার তবলিগের সূচনা হতে পারে।
- মণ্ডলীতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ঈমানে সুশিক্ষিত হতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** রোম থেকে এসেছিলেন, এরপর করিন্থ ও পরবর্তীতে ইফিষে বসবাস করেন।
- **পেশা:** তাঁবু প্রস্তুতকারী।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** সম্রাট ক্লডিয়াস, পৌল, তীমথি, আপল্লো।

মূল আয়াত: “মসীহ্ ঈসাতে আমার সহকারী প্রিস্কা ও আক্বিলাকে সালাম জানাও; তাঁরা আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আপন প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। কেবল আমিই যে তাঁদের শুকরিয়া করি, এমন নয়, কিন্তু অ-ইহুদীদের সমস্ত মণ্ডলীও করে।” (রোমীয় ১৬:৩,৪)।

তাঁদের কাহিনী প্রেরিত ১৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া রোমীয় ১৬:৩-৫; ১ করি ১৬:১৯; ২ তীম ৪:১৯ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপল্লো

আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী একজন ইহুদী। তিনি একজন ভাল বক্তা ছিলেন এবং পাক-কিতাব খুব ভাল করে জানতেন, প্রেরিত ১৮:২৪। তিনি ইফিষে এসে প্রায় ৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার মজলিস-খানায় "সাহসের সাথে" কথা বলেছিলেন, প্রেরিত ১৮:২৬। যদিও তখন তিনি জানতেন না যে, নাসরতীয় ঈসাই ছিলেন মসীহ্। আকিলা ও প্রিস্কিল্লা ঈসা মসীহের প্রাপ্ত জ্ঞানে তাঁকে আরো পরিপূর্ণভাবে "প্রভুর পথ" সম্পর্কে বোঝালেন। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে করিন্থে পৌলের দেখা পান, প্রেরিত ১৮:২৭; ১৯:১। সেখানে তিনি পৌলের স্থাপনকৃত মণ্ডলীগুলোর পরিচর্যাকারী হিসেবে উপযোগী ছিলেন, ১ করি ১:১২। তিনি ঈসা মসীহের পক্ষে অনেক রূহ্ জয় করেন। মসীহের উম্মতরা তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, ১ করি ৩:৪-৭,২। পৌল যখন করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর প্রথম পত্রটি লেখেন, তখন আপল্লো পৌলের সাথে ইফিষে ছিলেন এবং পৌল আপল্লোর যাত্রাপথে সাহায্য করার জন্য তীতকে চিঠি লেখেন, তীত ৩:১৩। অনেকে মনে করেন যে, ইবরানী কিতাবের লেখক ছিলেন আপল্লো; যদিও তা না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন পাক-রূহে উদ্দীপিত তবলিগকারী ও পরিচর্যাকারী ছিলেন।
- শেখার মনোভাব ছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- সুসমাচার তবলিগের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক বার্তা ঘোষণা করা, যার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হবে আল্লাহ্‌র মন পরিবর্তনকারী শক্তি।
- সুসমাচারের কালাম থেকে শিক্ষা দান ও তবলিগ ঈমানদারদের জন্য দারুন উৎসাহের কারণ হয়ে ওঠে, যা মন পরিবর্তনের জন্য প্রেরণা যোগায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মিসরে আসেন।
- **পেশা:** ভ্রমণরত তবলিগকারী, পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতদের সহচর।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** প্রিস্কিল্লা, আকিলা, পৌল।

মূল আয়াত: "তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং রূহে উত্তপ্ত হওয়াতে ঈসার বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কেবল ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্মের বিষয় জানতেন। তিনি মজলিস-খানায় সাহসপূর্বক কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আর প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে নিজেদের কাছে আনলেন এবং আল্লাহ্‌র পথ আরও সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিলেন।" (প্রেরিত ১৮:২৫,২৬)

প্রেরিত ১৮:২৪-১৯:১ আয়াতে আপল্লোর কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া ১ করি ১:১২; ৩:৪-৬,২২; ৪:১,৬; ১৬:১২; তীত ৩:১৩ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ আছে।

১৮ ১ তারপর পৌল এথেন্স থেকে প্রস্থান
করে করিন্থে আসলেন। ২ আর তিনি
আক্কিলা নামে এক ইহুদীর দেখা পেলেন; ইনি
পন্ত প্রদেশের লোক ছিলেন। অল্প দিন আগে
তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিস্কিল্লার সঙ্গে ইটালী থেকে
এসেছিলেন, কেননা সম্রাট ক্লৌদিয় সমস্ত
ইহুদীকে রোম থেকে চলে যেতে হুকুম
করেছিলেন। পৌল তাঁদের কাছে গেলেন।
৩ আর তিনিও তাঁদের মত তাঁবুর ব্যবসা করতেন
বলে তাদের সঙ্গে অবস্থিতি করলেন ও তাঁরা
একসঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। ৪ প্রতি বি-
শ্রামবারে তিনি মজলিস-খানায় গিয়ে ঈসার বিষয়
নিয়ে আলোচনা করতেন এবং ইহুদী ও গ্রীক
লোকেরা যেন ঈমান আনে তার চেষ্টা করতেন।
৫ যখন সীল ও তীমথি ম্যাসিডোনিয়া থেকে
আসলেন, তখন পৌল আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগে
নিবিষ্ট ছিলেন, ঈসা-ই যে মসীহ্‌, এর প্রমাণ
ইহুদীদেরকে দিচ্ছিলেন। ৬ কিন্তু ইহুদীরা
প্রতিরোধ ও নিন্দা করাতে তিনি কাপড় ঝেড়ে
তাদেরকে বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের
মস্তকেই বর্তুক, আমি নির্দোষ; এখন থেকে আমি
অ-ইহুদীদের কাছে চললাম। ৭ পরে তিনি সেখান
থেকে প্রস্থান করে তিতিয় যুষ্ট নামে এক জন
আল্লাহ্‌-ভক্ত লোকের বাড়িতে প্রবেশ করলেন,
এর বাড়ি মজলিস-খানার পাশে ছিল। ৮ আর
মজলিস-খানার কর্মকর্তা ক্রীস্প সমস্ত পরিবারের
সঙ্গে প্রভুতে ঈমান আনলেন; এবং করিন্থীয়দের
মধ্যে অনেক লোক পৌলের কথা শুনে ঈমান
আনলো ও বাপ্তিস্ম নিল। ৯ আর প্রভু রাতের

[১৭:২৩] ইউ ৪:২২।
[১৭:২৪] ইশা ৪২:৫; ৬৬:১,২; প্রেরিত ১৪:১৫; ৭:৪৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪; মথি ১১:২৫; ১বাদশা ৮:২৭।
[১৭:২৫] ইশা ৪২:৫; জবুর ৫০:১০-১২।
[১৭:২৬] আইয়ুব ১২:২৩; দ্বিঃবিঃ ৩২:৮।
[১৭:২৭] দ্বিঃবিঃ ৪:৭; ইশা ৫৫:৬;।
[১৭:২৮] দ্বিঃবিঃ ৩০:২০; আইয়ুব ১২:১০; দানি ৫:২৩।
[১৭:২৯] ইশা ৪০:১৮-২০; রোমীয় ১:২৩।
[১৭:৩০] রোমীয় ৩:২৫; ১পিতর ১:১৪; লূক ২৪:৪৭; তীত ২:১১,১২।
[১৭:৩১] মথি ১০:১৫; জবুর ৯:৮; ৯৬:১৩; ৯৮:৯।
[১৮:১] ১৯:১; ১করি ১:২; ২করি ১:১,২৩; ২তীম ৪:২০।
[১৮:২] রোমীয় ১৬:৩;

বেলায় দর্শনযোগে পৌলকে বললেন, ভয় করো
না, বরং কথা বল, নীরব থেকো না; ১০ কারণ
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার ক্ষতি
করার জন্য কেউই তোমাকে আক্রমণ করবে না;
কেননা এই নগরে আমার অনেক লোক আছে।
১১ তাতে তিনি দেড় বছর অবস্থিতি করে তাদের
মধ্যে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দিলেন।
১২ আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার শাসনকর্তা,
তখন ইহুদীরা এক যোগে পৌলের বিপক্ষে
উঠলো ও তাঁকে বিচারাসনের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে
বললো, ১৩ এই ব্যক্তি শরীয়তের বিপরীতে
আল্লাহ্‌র এবাদত করতে লোকদেরকে কুপ্রবৃত্তি
দেয়। ১৪ কিন্তু যখন পৌল মুখ খুলতে উদ্যত
হলেন, তখন গাল্লিয়ো ইহুদীদেরকে বললেন,
কোন রকম অপরাধ কিংবা দুষ্কর্ম যদি হত, তবে,
হে ইহুদীরা, তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো
আমার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত হত; ১৫ কিন্তু কালাম বা
নাম বা তোমাদের শরীয়ত সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যদি হয়,
তবে তোমরা নিজেরাই তা মীমাংসা কর, আমি
সেই রকম বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না।
১৬ পরে তিনি তাদেরকে বিচারাসন থেকে
তাড়িয়ে দিলেন। ১৭ তাতে সকলে মজলিস-
খানার কর্মকর্তা সোস্থিনিকে ধরে বিচারাসনের
সম্মুখে প্রহার করতে লাগল; আর গাল্লিয়ো
সেসব বিষয়ে কোন মনোযোগ দিলেন না।

এন্টিয়কে হযরত পৌলের প্রত্যাবর্তন

১৮ পৌল আরও অনেক দিন অবস্থিতি করার পর
ভাইদের কাছে বিদায় নিয়ে সমুদ্র-পথে সিরিয়া
দেশে প্রস্থান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিল্লা ও

অবশ্যই এই দাঙ্গা তিনি নিজে তৈরি করেন নি, বরং তাঁর নামে এই দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

১৮:৩ তাঁবুর ব্যবসা। সম্ভবত কিশোর বয়সে পৌলকে তাঁবু নির্মাণের এই হস্তশিল্পটি শেখানো হয়েছিল, যেন তিনি একটি বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে পান। ধনী বা গরীব যে কোন ইহুদী পরিবারে ছেলেদের জন্য কায়িক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যকীয় রীতি ছিল। বিশেষ করে রব্বিদের জন্য শ্রমসাপেক্ষ একটি সহায়ক জীবিকা নির্বাহ করার রীতি ছিল, যাতে করে তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক না নেন।

১৮:৫ সীল ও তীমথি ম্যাসিডোনিয়া থেকে আসলেন। পৌল এই দু'জনকে এথেন্সে তাঁর কাছে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (১৭:১৫)। তারা এসেছিলেন ঠিকই (১ থিষ ৩:১), কিন্তু মণ্ডলীর পরিচর্যা করার জন্যই সম্ভবত তাঁদেরকে আবার ম্যাসিডোনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; সম্ভবত সীলকে ফিলিপীতে এবং তীমথিকে থিষলনীকীতে পাঠানো হয়েছিল।

১৮:৭ তিতিয় যুষ্ট। তিতিয় বা টাইটাস একটি প্রচলিত রোমীয় নাম। যুষ্ট নামটি ব্যবহার করা হয়েছে ২ করি ২:১৩; ৭:১৩-১৪; ৮:১৬,২৩ আয়াতে উল্লিখিত তীত থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য। তিনি পরজাতীয় হলেও এবাদতখানায় আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীতে যোগ দিতেন।

১৮:৯ দর্শনযোগে। পৌল তাঁর মন পরিবর্তনের সময় প্রভুকে পুনরুত্থিত দেহে দেখেছেন (প্রেরিত ৯:৪-৬; ১ করি ১৫:৮) এবং জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দসে অভিভূত অবস্থায় দেখেছেন (প্রেরিত ২২:১৭-১৮)। এখন তিনি তাঁকে দর্শনে দেখছেন।

ভয় করো না। এই উক্তিটি প্রেরিতদের অন্তরের অনুভূতি আমাদের কাছে প্রকাশ করে এবং দেখায় যে, তাঁরা আমাদেরই মত দুর্বল মানুষ ছিলেন। বস্তুত, পৌলের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং ঘৃণা বেড়েই চলছিল এবং সে কারণে তাঁর মনে ভয় ও সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। এজন্য প্রভু তাঁকে দর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১৮:১১ দেড় বছর। এই সময়টি তিনি হয়তোবা শুধুমাত্র করিন্থে নয়, বরং সেই সাথে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আখায়াতেও সুসমাচারের পরিচর্যা দান করেছিলেন (২ করি ১:১)। এই দেড় বছর সময়কাল সম্ভবত ৫০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎ থেকে ৫২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮:১২ গাল্লিয়ো। দার্শনিক সেনেকার ভাই, যিনি সম্রাট নীরোর গৃহশিক্ষক ছিলেন। ব্যতিক্রমী ও শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি প্রশংসিত ছিলেন। ডেলফিতে আবিষ্কৃত এক হস্তলিপি থেকে জানা যায় যে, গাল্লিয়ো ৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে আখায়ার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। রোমীয় আখায়া প্রদেশে ম্যাসিডোনিয়ার

আক্কিলাও গেলেন। তিনি কিংক্রিয়াতে মাথা মুণ্ডন
করেছিলেন, কেননা তাঁর একটি মানত ছিল।
১৯ পরে তাঁরা ইফিষে পৌঁছিলেন, আর তিনি সেই
স্থানে ঐ দু'জনের সঙ্গ ত্যাগ করলেন; কিন্তু তিনি
নিজে মজলিস-খানায় প্রবেশ করে ইহুদীদের
কাছে ঈসার বিষয়ে কথা বললেন। ২০ আর তারা
তাদের কাছে আর কিছু দিন থাকতে তাঁকে
ফরিয়াদ করলেও তিনি সম্মত হলেন না; ২১ কিন্তু
তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, বললেন,
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আমি আবার তোমাদের কাছে
ফিরে আসব। পরে তিনি জাহাজে করে ইফিষ
থেকে প্রস্থান করলেন।
২২ আর সিজারিয়ায় উপস্থিত হয়ে
জেরুশালেমে গেলেন এবং মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ
করে সেখান থেকে এণ্টিয়কে চলে গেলেন।

সুসমাচার তবলিগের জন্য পৌলের তৃতীয় যাত্রা

২৩ সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে তিনি
প্রস্থান করলেন এবং ক্রমে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া
প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে সাহাবীদেরকে
ঈমানে শক্তিশালী করে তুললেন।

আপল্লোর পরিচর্যা

২৪ আপল্লো নামক এক জন ইহুদী ইফিষে
আসলেন; তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বাস
করতেন। তিন এক জন সুবক্তা এবং পাক-
কিতাবে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ২৫ তিনি প্রভুর
পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং রূহে
উত্তপ্ত হওয়াতে ঈসার বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা
বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কেবল ইয়াহিয়ার
বাপ্তিস্মের বিষয় জানতেন। ২৬ তিনি মজলিস-
খানায় সাহসপূর্বক কথা বলতে আরম্ভ করলেন।
আর প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা তাঁর উপদেশ শুনে
তাঁকে নিজেদের কাছে আনলেন এবং আল্লাহ্‌র
পথ আরও সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ২৭ পরে
তিনি আখায়াতে যেতে চাইলে ভাইয়েরা তাঁকে
উৎসাহ দিলেন, আর তাঁকে গ্রহণ করতে সাহ-
াবীদেরকে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি সেখানে
উপস্থিত হয়ে, যারা আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমান
এনেছিলেন, তাদের বিস্তর উপকার করলেন।
২৮ কারণ ঈসা-ই যে মসীহ্‌, এই কথা কিতাবের
কালাম দ্বারা প্রমাণ করে তিনি ক্ষমতার সঙ্গে
লোক-সাধারণের সাক্ষাতে ইহুদীদেরকে
একেবারে নিরুত্তর করলেন।

ইফিষে হযরত পৌলের ইঞ্জিল তবলিগ

১৯ ১ আপল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিলেন,
সেই সময়ে পৌল উত্তর অঞ্চল দিয়ে
গমন করে ইফিষে আসলেন। ২ তিনি সেখানে
কয়েক জন সাহাবীর দেখা পেলেন; আর
তাদেরকে বললেন, ঈমান আনার পর তোমরা

১করি ১৬:১৯।
[১৮:৩] প্রেরিত ২০:৩৪; ১করি ৪:১২; ১থিষ ২:৯; ২থিষ ৩:৮।
[১৮:৪] প্রেরিত ১৩:১৪; ৯:২০।
[১৮:৫] প্রেরিত ১৫:২২;।
[১৮:৬] মথি ১০:১৪; ২শামু ১:১৬।
[১৮:৭] প্রেরিত ১৬:১৪।
[১৮:৮] ১করি ১:১৪; মার্ক ৫:২২; প্রেরিত ১১:১৪।
[১৮:৯] মথি ১৪:২৭।
[১৮:১০] মথি ২৮:২০।
[১৮:১১] ইব ৪:১২।
[১৮:১২] রোমীয় ১৫:২৬; ২করি ৯:২; ১থিষ ১:৭,৮।
[১৮:১৫] প্রেরিত ২৩:২৯; ২৫:১১,১৯।
[১৮:১৭] ১করি

দক্ষিণে গ্রীসসহ সকল অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি রোম প্রদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রদেশ ছিল।

১৮:১৩ শরীয়তের বিপরীতে। ইহুদীরা দাবী করেছিল যে, পৌল এমন এক ধর্ম তবলিগ করছেন যা ইহুদী ধর্মের মত রোমীয় আইনে স্বীকৃত নয়। যদি তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হত তাহলে তিনি যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, যে সুসমাচার তিনি তবলিগ করছেন সেটি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস (১৪-১৫; ২৬:৬-৭) এবং তা রোমান আইন দ্বারা স্বীকৃত।

১৮:১৫ সেই প্রকার ... হতে চাই না। ইহুদীরা নিজেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যেতে চায় নি বলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছিল, যেন আইনানুগ উপায়ে পৌলকে তারা শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু গাল্লিয়ো ইহুদীদের শরীয়ত ও ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন বলে তাদেরকেই এই বিচার করতে বললেন।

১৮:১৯ ইফিষ। এশিয়া মাইনরের প্রধান বাণিজ্যিক নগরী এবং প্রাদেশিক এশিয়ার রাজধানী। এই নগরটি দেবী আর্তেমিসের (দীয়ানা) মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল (ইফিষীয় পত্রের ভূমিকা দেখুন)।

১৮:২১ বিদায় নিলেন। সম্ভবত তিনি জেরুশালেমে ঈদুল ফেসাখ পালন করার উদ্দেশ্যে ইফিষ থেকে প্রস্থান করেছিলেন; সময়টি ছিল ৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম দিকে।

১৮:২৩ গালাতিয়া ও ফরুগিয়া। দ্বিতীয় যাত্রার সময় তিনি যে পথে গিয়েছিলেন, সেই একই পথে এবার তিনি উল্টো দিক থেকে যাত্রা শুরু করলেন।

১৮:২৪ আলেকজান্দ্রিয়া। তৎকালীন মিসরের রাজধানী, রোমীয় সাম্রাজের দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এখানে প্রচুর সংখ্যক ইহুদীর বসবাস ছিল।

১৮:২৫ কেবল ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম জ্ঞাত ছিলেন। আপল্লো ঈসা মসীহের নামে বাপ্তিস্ম দিতেন না। তিনি ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতেন, কিন্তু মূলত তিনি ইয়াহিয়ার মত তখন পর্যন্ত মসীহের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের ভিত্তি ছিল ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনা নয়, বরং অনুতাপ এবং মন পরিবর্তন। সুসমাচার সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান জেরুশালেমের প্রেরিতদের থেকে নয়, বরং গালীলীয় উৎস থেকে এসেছিল।

১৯:১ আপল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিলেন। পৌলের অনুপস্থিতিতে আপল্লো ইফিষে পরিচিতি লাভ করেন (১৮:২৪)। এদিকে পৌল ইফিষে ফিরে আসার আগেই তিনি করিন্থে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে পৌল ইফিষে আসার পর আপল্লোও আবার ইফিষে ফিরে আসেন (১ করি ১৬:১২)।

উত্তর অঞ্চল দিয়ে। লুকিয় ও মিয়ান্দার উপত্যকা ধরে সরাসরি রাস্তা দিয়ে নয়, বরং ফরুগিয়ার মালভূমি অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, যে রাস্তা ধরে ইফিষের আরও উত্তর দিকে যাওয়া যায়।

১৯:২ কয়েক জন সাহাবী। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই সাহাবীরা হচ্ছেন মসীহের ১২ জন সাহাবী বা তাঁর অন্যান্য অনুসারীদের মধ্যে কয়েক জন (আয়াত ৭); কিন্তু অন্যরা মনে করে থাকেন যে, এরা ছিলেন বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহাবী। তবে তারা যারই সাহাবী হোন না কেন, তারা পাক-রূহ্‌তে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন নি।

১৯:৪ মন পরিবর্তনের ... বাপ্তিস্ম। ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্মের মূল সারমর্ম ছিল মন পরির্তন ও অনুতাপ করা। এটি প্রস্তুতিমূলক বাপ্তিস্ম, যা মানুষের গুনাহের উপলব্ধি করায় এবং সুসমাচারের

কি পাক-রূহ্ পেয়েছিলে? তারা তাঁকে বললো,
পাক-রূহ্ যে আছেন, তাও আমরা শুনি নি।
৩ তিনি বললেন, তবে কোন বাপ্তিস্ম নিয়েছিলে?
তারা বললো, ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম। ৪ পৌল
বললেন, ইয়াহিয়া মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মে
বাপ্তিস্ম দিতেন, লোকদেরকে বলতেন, যিনি তাঁর
পরে আসবেন, তাঁতে অর্থাৎ ঈসাতে তাদেরকে
ঈমান আনতে হবে। ৫ এই কথা শুনে তারা প্রভু
ঈসার নামে বাপ্তিস্ম নিল। ৬ আর পৌল তাদের
উপরে হস্তার্পণ করলে পাক-রূহ্ তাদের উপরে
আসলেন, তাতে তারা নানা ভাষায় কথা বলতে
এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলতে লাগল। ৭ তারা সবসুদ্ধ
বারো জন পুরুষ ছিল।
৮ পরে তিনি মজলিস-খানায় প্রবেশ করে তিন
মাস সাহসপূর্বক কথা বললেন, আল্লাহ্‌র রাজ্যের
বিষয়ে আলাপ করতেন ও তারা যেন ঈমান আনে
তার চেষ্টা করতে লাগলেন। ৯ কিন্তু যখন কয়েক
জন কঠিন ও অবাধ্য হয়ে লোকদের সাক্ষাতে
সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তিনি
তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি তাঁর
সাহাবীদেরকে নিয়ে প্রতিদিন তূরান্নের বক্তৃতাগৃহে
গিয়ে যুক্তি-তর্কের সঙ্গে আলোচনা করতে
লাগলেন।

স্কিবার সাত জন পুত্র

১০ এভাবে দু'বছর কাল চললো; তাতে এশিয়া
-নিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর কালাম
শুনতে পেল।
১১ আর আল্লাহ্ পৌলের হাত দ্বারা অসামান্য
কুদরতি-কাজ সাধন করতেন; ১২ এমন কি, তাঁর
শরীর থেকে রুমাল কিংবা গামছা অসুস্থ
লোকদের কাছে আনলে ব্যাধি তাদেরকে ছেড়ে
যেত এবং দুষ্ট রূহ্‌রা বের হয়ে যেত।
১৩ আর কয়েক জন পর্যটনকারী ইহুদী ওঝাও দুষ্ট
রূহ্‌বিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু ঈসার নাম ব্যবহার
করে তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করতো। তারা
বলতো, পৌল যাঁর বিষয়ে তবলিগ করেন, সেই
ঈসার কসম দিয়ে তোমাদেরকে বলছি। ১৪ আর
স্কিবা নামে এক জন ইহুদী প্রধান ইমামের
সাতটি পুত্র ছিল, তারা এই রকম করতো।
১৫ তাতে মন্দ রূহ্ জবাবে তাদেরকে বললো,
ঈসাকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু
তোমরা কে? ১৬ তখন যে ব্যক্তি মন্দ রূহ্‌বিষ্ট, সে
তাদের উপরে লাফ দিয়ে পড়লো, তাদের
সকলকে পরাজিত করে তাদের উপরে এমন বল
প্রকাশ করলো যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষত-বিক্ষত
হয়ে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ১৭ আর
এই কথা ইফিষ-নিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই
জানতে পেল, তাতে সকলে খুব ভয় পেল এবং
প্রভু ঈসার নাম প্রশংসিত হতে লাগল। ১৮ আর
যারা ঈমান এনেছিল, তাদের অনেকে এসে নিজ
নিজ কাজ স্বীকার ও প্রকাশ করতে লাগল।
১৯ আর যারা জাদুর খেলা দেখাত, তাদের মধ্যে

১:১। [১৮:১৮] লূক ২:২; রোমীয় ১৬:১; শুমারী ৬:২,৫,১৮। [১৮:১৯] ১করি ১৫:৩২; ১৬:৮; ইফি ১:১; ১তীম ১:৩; প্রকা ১:১১; ২:১। [১৮:২১] রোমীয় ১:১০; ১৫:৩২; ১করি ৪:১৯; ইয়াকুব ৪:১৫। [১৮:২২] প্রেরিত ৮:৪০; ১১:১৯। [১৮:২৩] প্রেরিত ১৬:৬। [১৮:২৪] ১করি ১:১২; ৩:৫,৬,২২; ৪:৬; ১৬:১২; তীত ৩:১৩; আঃ ১৯। [১৮:২৫] রোমীয় ১২:১১; মার্ক ১:৪। [১৮:২৭] প্রেরিত ১:১৬। [১৮:২৮] প্রেরিত ৮:৩৫; ১৭:২; প্রেরিত ৯:২২। [১৯:১] প্রেরিত

জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। ইয়াহিয়া তাঁর বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, যিনি তাঁর মৃত্যু দ্বারা গুনাহের ক্ষমা প্রদান সম্ভব করে তুলবেন।

১৯:৬ পাক-রূহ্ তাদের উপরে আসলেন। পঞ্চাশত্তমীর রাতে সাহাবীরা (প্রেরিত ২:৪,১১) এবং সিজারিয়াতে অ-ইহুদীরা যেভাবে পাক-রূহ্ লাভ করেছিল (প্রেরিত ১০:৪৬), সেই একই প্রক্রিয়ায় তারাও পাক-রূহ্ লাভ করলেন। এর আগে তারা মন পরিবর্তন করেছিলেন এবং ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান এনেছিলেন। এরপর তারা পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং পৌলের হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে তাদের উপরে পাক-রূহের অবতরণ ঘটলো। সব শেষে পাক-রূহের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরভাষায় কথা বলতে এবং ভাববাণী বলতে শুরু করলেন, যা এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা সত্যিকার অর্থেই পাক-রূহে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন।

১৯:৯ তূরান্নের বক্তৃতাগৃহ। সম্ভবত এই গৃহটি তূরান্ন নামক একজন দার্শনিক বা শিক্ষক নিয়মিত ব্যবহার করতেন। সম্ভবত খুব সকালে আবহাওয়া যখন অপেক্ষাকৃত শীতল থাকতো সে সময় তূরান্ন এখানে বক্তৃতা দিতেন। একটি গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, পৌল শিক্ষা দিতেন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এটি ছিল দিনের সবচেয়ে গরম সময়, কিন্তু সে সময় বক্তৃতা দেওয়ার জায়গা সহজলভ্য ছিল এবং লোকেরাও তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকতো না। সকালের প্রথম কয়েক ঘণ্টা তিনি তাঁবু তৈরির কাজ করতেন।

১৯:১০ দু'বছর কাল। প্রকৃতপক্ষে দুই বছর ও তিন মাস (আয়াত ৮), তবলিগ করার জন্য পৌল অন্য আর কোথাও এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন নি।

এশিয়া-নিবাসী ... শুনতে পেল। পৌলের তবলিগ কাজের একটি কৌশল এখানে দেখা যায়। পৌল যে সমস্ত নগরীতে গিয়ে মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, সেগুলো ছিল প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় নগরী এবং সুসমাচার তবলিগের কৌশলগত কেন্দ্র। সেসব নগরে যখন তবলিগ করা হয়েছে, সেখান থেকে চারদিকে সুখবরের আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯:১২ রুমাল কিংবা গামছা। সম্ভবত চামড়া দিয়ে তাঁবু তৈরি করার সময় পৌল এগুলো ব্যবহার করতেন। রুমালটি তিনি মাথায় বাঁধতেন এবং গামছাটি কোমরে বাঁধতেন।

১৯:১৪ স্কিবা ... ইহুদী প্রধান ইমাম। অনেকে মনে করেন যে, এই লোকটি জেরুশালেমের প্রধান ইমামদের একজন ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, তিনি যাদুবিদ্যায় নিজেকে বিখ্যাত হিসেবে প্রচার করার জন্য এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। বদ-রূহ্ ছাড়ানোর কাজে পৌলের ক্ষমতায় আকর্ষিত হয়ে ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল।

১৯:১৫ ঈসাকে আমি জানি ... তোমরা কে? এই বদ-রূহ্‌টি স্কিবার সাত পুত্রের কথা শোনে নি। এতে প্রমাণ মেলে যে, বদ -রূহের উপরে তাদের প্রকৃত অর্থে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

১৯:১৬ পালিয়ে গেল। স্কিবার সাত পুত্র ঈসা মসীহের উপরে ঈমান না এনেই তাঁর নাম ব্যবহার করে বদ-রূহ্ তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু নাম এ কাজের প্রধান চাবিকাঠি নয়। আমরা ঈসা মসীহের ক্ষমতার বাহন হই তাঁর নাম জানার কারণে নয়, বরং স্বয়ং তাঁকে জেনে এবং ঈমানে তাঁকে গ্রহণ করে।

অনেকে নিজ নিজ বই এনে একত্র করে সকলের
সাক্ষাতে পুড়িয়ে ফেলল। সেসব কিতাবের মূল্য
গণনা করলে দেখা গেল, পঞ্চাশ হাজার রূপার
মুদ্রা। [২০] এভাবে সপরাক্রমে প্রভুর কালাম বৃদ্ধি
পেতে ও প্রবল হতে লাগল।

ইফিষে হুলস্থুল

[২১] এসব কাজ সম্পন্ন হলে পর পৌল রূহে
সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া
যাবার পর জেরুশালেমে যাবেন, তিনি বললেন,
সেখানে যাবার পর আমাকে রোম নগরও দেখতে
হবে। [২২] আর তীমথি ও ইরাস্ত নামে যে দু'জন
তাঁর পরিচর্যা করতেন, তাঁদের তিনি
ম্যাসিডোনিয়াতে প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজে
কিছুকাল এশিয়া প্রদেশে রইলেন।
[২৩] আর সেই সময়ে এই পথের বিষয় ভীষণ
হুলস্থুল পড়ে গেল। [২৪] কারণ দীমীত্রিয় নামে এক
জন স্বর্ণকার দেবী আর্তেমিসের রূপার মন্দির
নির্মাণ করতো এবং কারিগরদেরকে যথেষ্ট
কাজের যোগান দিত। [২৫] সেই ব্যক্তি তাদেরকে
এবং সেই ব্যবসার কারিগরদেরকে ডেকে
বললো, মহোদয়গণ, আপনারা জানেন, এই
কাজের দ্বারা আমাদের বেশ অর্থ উপার্জন হয়।
[২৬] আর আপনারা দেখছেন ও শুনছেন, কেবল
এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়ায় এই পৌল
বিস্তর লোককে প্রবৃত্তি দিয়ে ফিরিয়েছে, এই কথা
বলেছে যে, হাতের তৈরি দেবমূর্তি আসলে কোন
দেবতাই নয়। [২৭] এতে এই আশঙ্কা হচ্ছে, কেবল
আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হবে, তা নয়; কিন্তু

১৮:২৪; ১৮:১; ১৮:১৯। [১৯:২] ইউ ২০:২২। [১৯:৪] মার্ক ১:৪; ইউ ১:৭। [১৯:৬] প্রেরিত ৬:৬; ১০:৪৪; মার্ক ১৬:১৭। [১৯:৮] প্রেরিত ৯:২০; ২৮:২৩; মথি ৩:২। [১৯:৯] প্রেরিত ১৪:৪; ৯:২; ১১:২৬। [১৯:১০] প্রেরিত ২০:৩১; ২:৯; ১৩:৪৮। [১৯:১১] প্রেরিত ৮:১৩। [১৯:১২] প্রেরিত ৫:১৫। [১৯:১৩] মথি ১২:২৭; মার্ক ৯:৩৮। [১৯:১৭] প্রেরিত ১৮:১৯; ৫:৫,১১। [১৯:২০] প্রেরিত ১৩:৪৮; ৬:৭; ১২:২৪। [১৯:২১] প্রেরিত

মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দির নগণ্য হয়ে পড়বে,
আবার যাঁকে সমস্ত এশিয়া, এমন কি, জগৎ
সংসার পূজা করে, তিনিও মহিমাচ্যুত হবেন।
[২৮] এই কথা শুনে তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে
চিৎকার করে বলতে লাগল, ইফিষীয়দের
আর্তেমিসই মহাদেবী। [২৯] তাতে নগর গণ্ডগোলে
পরিপূর্ণ হল; পরে লোকেরা একযোগে
রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়ে গেল, আর
ম্যাসিডোনিয়ার গায় ও আরিষ্টার্খ নামে পৌলের
দু'জন সহযাত্রীকে ধরে নিয়ে গেল। [৩০] তখন
পৌল লোকদের কাছে যেতে চাইলে সাহাবীরা
তাঁকে যেতে দিলেন না। [৩১] আর এশিয়ার
কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েক জন তাঁর বন্ধু ছিলেন
বলে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে এই নিবেদন
করলেন, যেন তিনি রঙ্গভূমিতে নিজের বিপদ
ঘটাতে না যান।
[৩২] তখন নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার
করছিল, কেননা সভা গোলযোগে পরিপূর্ণ
হয়েছিল এবং কি জন্য সমাগত হয়েছিল
অধিকাংশ লোকই তা জানত না। [৩৩] তখন
ইহুদীরা আলেকজাণ্ডারকে সম্মুখে উপস্থিত করায়
লোকেরা জনতার মধ্য থেকে তাকে বের
করলো; তাতে আলেকজাণ্ডার হাত দিয়ে ইশারা
করে লোকদের কাছে পক্ষসমর্থন করতে উদ্যত
হল। [৩৪] কিন্তু যখন তারা জানতে পারলো যে,
সে ইহুদী, তখন সকলে একস্বরে অনুমান দুই
ঘণ্টা কাল এই বলে চেঁচাতে থাকলো,
'ইফিষীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী'। [৩৫] শেষে

১৯:১৯ যাদুক্রিয়া। এর অর্থ মন্ত্রতন্ত্র, গুণ-জ্ঞান করা বা বাণ মারা ইত্যাদি। যাদুর সমস্ত বই পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন ঈমানদারদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সমস্ত ধরনের মন্ত্রতন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা, প্রেত-সাধনা প্রভৃতি উপায়ে শয়তানের উপাসনা করা থেকে দূরে থাকে।

বই। যাদুবিদ্যার মন্ত্র লেখা গুটানো বই। ইফিষ ছিল যাদুবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রস্থল, সে কারণে এখানে এ ধরনের বই সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য ছিল। বিশেষত গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন সভ্যতায় ইফিষ নগরী এসব পুস্তকের সাথে এত সংশ্লিষ্ট ছিল যে, এগুলোকে সাধারণত 'ইফিষিয়া গ্রামাতা' বা 'ইফিষীয় বর্ণমালা' বলা হত।

১৯:২২ ইরাস্ত। করিন্থ নগরের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; তিনি এক সময় এই নগরের গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিচালক ছিলেন।

১৯:২৪ দীমীত্রিয়। প্রত্যেক ব্যবসার নিজস্ব সংঘ রয়েছে; দিমিত্রীয় সম্ভবত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূর্তি ও মন্দির তৈরিতে নিযুক্ত পেশাজীবী সংঘের নেতা ছিল।

আর্তেমিস। রোমীয় দেবী *দীয়ানার* গ্রীক নাম হচ্ছে *আর্তেমিস*। ইফিষীয় আর্তেমিস দেবী সমগ্র এশিয়া মাইনরে উর্বতা ও গর্ভধারণের দেবী হিসেবে পরিচিত ছিল। তার মন্দিরে আগত উপাসকদের সেবা করার জন্য বেশ্যা সেবাদাসীরা নিয়োজিত থাকতো। সে সময়কার বহু অনৈতিকতা এবং লম্পটতার মূলে ছিল এই দেবী আর্তেমিসের পূজা।

১৯:২৫ অর্থ উপার্জন। যেহেতু দেবী আর্তেমিসের মন্দির ছিল প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি, সে কারণে অনেকে দূর থেকে এই মন্দির দেখতে আসতো। পর্যটকদের কাছে রৌপ্য মূর্তি ও প্রতিমা বিক্রি করা কারিগরদের জন্য অন্যতম একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিল।

১৯:২৭ মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দির। মন্দিরটি ৪২৫ ফুট দীর্ঘ ও ২২০ ফুট প্রশস্ত; এর ১২৭টি শ্বেতপাথরের স্তম্ভ রয়েছে, যেগুলোর উচ্চতা ছিল ৬২ ফুট এবং এগুলোর একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব ছিল ৪ ফুট। ভেতরে পূজা দেওয়ার স্থানে ছিল সেই বহুশ্রুত প্রতিমা বা মূর্তি, যা আসমান থেকে পড়েছে বলে ধারণা করা হত। এই মন্দির ছিল প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি। সে সময় বিশ্বের ৩০টিরও বেশি অঞ্চলে ইফিষীয় আর্তেমিস দেবীর উপাসনা করা হত।

১৯:২৯ গায়। ইনি এশিয়া মাইনরের দর্বী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

আরিষ্টার্খ। ম্যাসিডোনিয়ার একজন নাগরিক; তিনি পৌলের সাথে করিন্থ থেকে জেরুশালেমে ভ্রমণ করেছিলেন এবং জেরুশালেম থেকে রোমের দিকে যাত্রার সময়ও পৌলের সঙ্গী ছিলেন (২৭:১-২; কল ৪:১০)।

রঙ্গভূমি। ইফিষ নগরীর ছাদবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, যা প্রায় ২৫ হাজার লোক ধারণ করতে পারতো এবং এই মঞ্চ নগরের সাধারণ জন সমাগমের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।

১৯:৩১ এশিয়ার নেতা। এরা ছিলেন বিত্তবান ও প্রভাবপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এশীয় মহাসভার সদস্য। এরা ছিলেন

প্রাথমিক যুগের ঈসায়ী তবলিগকারীগণ ও তাঁদের তবলিগ-যাত্রাসমূহ

নাম	যাত্রার উদ্দেশ্য	প্রেরিত কিতাবের আয়াত
ফিলিপ	জেরুশালেমের বাইরে প্রথম সুসমাচার তবলিগকারীদের মধ্যে একজন।	৮:৪-৪০
পিতর ও ইউহোন্না	নতুন সামেরীয় ঈমানদারদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাদেরকে পরিদর্শন করেছিলেন।	৮:১৪-২৫
পৌল (দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা)	ঈসায়ীদের বন্দী করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেই ঈসা মসীহের হাতে বন্দী হলেন।	৯:১-২৫
পিতর	আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে সর্বপ্রথম অ-ইহুদী পরিবার, অর্থাৎ কর্ণীলিয়ের পরিবারের কাছে যান ও তাদেরকে ঈসায়ী হতে করেন।	৯:৩২-১০:৪৮
বার্নাবাস	একজন উৎসাহ দানকারী হিসেবে আন্তিয়খিয়ায় যান; পৌলকে আন্তিয়খিয়ায় নিয়ে আসার জন্য তার্ষে যান; জেরুশালেমের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বয়ে নিয়ে যান।	১১:২৫-৩০
বার্নাবাস, পৌল ও ইউহোন্না মার্ক	আন্তিয়খিয়া থেকে প্রস্থান করে সাইপ্রাস, পাম্ফূলিয়া ও গালাতিয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রথম তবলিগ-যাত্রা শুরু করেন।	১৩:১-১৪:২৮
বার্নাবাস ও ইউহোন্না-মার্ক	পৌলের সাথে মতবিরোধ হওয়ার পর সাইপ্রাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আন্তিয়খিয়া ত্যাগ করেন।	১৫:৩৬-৪১
পৌল, সীল, তীমথি ও লূক	আন্তিয়খিয়া থেকে প্রস্থান করে গালাতিয়ার নতুন মণ্ডলীগুলো পরিদর্শন করতে যান; এরপর তাঁদের দ্বিতীয় তবলিগ-যাত্রায় এশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া ও আখায় ভ্রমণ করেন।	১৫:৩৬-১৮:২২
আপল্লো	আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ইফিষে যান; প্রিস্কিল্লা ও আকিলার কাছ থেকে সুসমাচারের পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেন; এথেন্স ও করিন্থে তবলিগ করতে শুরু করেন।	১৮:২৪-২৮
পৌল, তীমথি, ইরাস্ত	তাঁদের তৃতীয় তবলিগ-যাত্রায় গালাতিয়া, এশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়ার মণ্ডলীগুলো পুনরায় পরিদর্শন করেন।	১৮:২৩; ১৯:১-২১:১৪

নগর সম্পাদক জনতাকে ক্ষান্ত করে বললেন, হে
ইফিষীয় লোকেরা, বল দেখি, ইফিষীয়দের নগরী
যে মহাদেবী আর্তেমিসের এবং আসমান থেকে
পড়া মূর্তির রক্ষাকারী, এই সব মানুষের মধ্যে তা
কে না জানে? ৩৬ অতএব এই কথা অখণ্ডনীয়
হওয়াতে তোমাদের ক্ষান্ত থাকা এবং অবিবেচনার
কোন কাজ না করা উচিত। ৩৭ কারণ এই যে
লোকদেরকে তোমরা এই স্থানে এনেছ, এরা তো
মন্দিরগুলোর অপহারকও নয়, আমাদের দেবীর
নিন্দুকও নয়। ৩৮ অতএব যদি কারো বিরুদ্ধে
দীমীত্রিয়ের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন কথা
থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, শাসনকর্তারাও
আছেন, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ
করুক। ৩৯ কিন্তু তোমাদের অন্য কোন দাবী-
দাওয়া যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভায় তার
নিষ্পত্তি হবে। ৪০ বস্তুত আজকের ঘটনার কারণে
দাঙ্গা-হাঙ্গামার দোষে দোষী বলে আমাদের নামে
অভিযোগ হবার আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এর
কোন কারণ নেই, এই জনসমাগমের বিষয়ে
উত্তর দেবার কোন উপায় আমাদের নেই। ৪১ এই
বলে তিনি সভাকে বিদায় করলেন।

হযরত পৌলের প্রথমে গ্রীস দেশে, পরে

২০:১৬,২২;
২১:৪,১২,১৫;
১৬:৯; ১৮:১২;
রোমীয় ১৫:২৫;
১৫:২৪,২৮।
[১৯:২২] রোমীয়
১৬:২৩;
২তীম ৪:২০;
আঃ ১০,২৬,২৭।
[১৯:২৩]
প্রেরিত ৯:২।
[১৯:২৫] প্রেরিত
১৬:১৬,১৯,২০।
[১৯:২৬] দ্বিঃবিঃ
৪:২৮; জবুর
১১৫:৪;
ইশা ৪৪:১০-২০;
ইয়ার ১০:৩-৫;
১করি ৮:৪;
প্রকা ৯:২০।
[১৯:২৮] প্রেরিত
১৮:১৯।
[১৯:২৯] রোমীয়

জেরুশালেমে যাত্রা

২০ ১ সেই কোলাহল থেমে গেলে পর
পৌল সাহাবীদেরকে ডেকে পাঠালেন
এবং উৎসাহ দিলেন ও মঙ্গলবাদ-পূর্বক বিদায়
গ্রহণ করে ম্যাসিডোনিয়াতে যাবার জন্য প্রস্থান
করলেন। ২ পরে সেই অঞ্চল দিয়ে গমন করতে
করতে অনেক কথা দ্বারা সাহাবীদেরকে উৎসাহ
দিয়ে গ্রীস দেশে উপস্থিত হলেন। ৩ সেই স্থানে
তিন মাস যাপন করে যখন তিনি জাহাজে করে
সিরিয়া দেশে যেতে উদ্যত হলেন, তখন ইহুদীরা
তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতে তিনি ম্যাসিডোনিয়া
দিয়ে ফিরে যেতে স্থির করলেন। ৪ আর বিরয়া
নগরীর পুর্হের পুত্র সোপাত্র, থিষলনীকীয়
আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বী নগরের গায়, তীমথি
এবং এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম, এঁরা তাঁর সঙ্গে
গেলেন। ৫ এঁরা অগ্রসর হয়ে ত্রোয়াতে আমাদের
জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ৬ পরে খামিহীন রুটির
ঈদ গত হলে আমরা ফিলিপী থেকে সমুদ্রপথে
প্রস্থান করে পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাঁদের কাছে
উপস্থিত হলাম; সেখানে সাত দিন অবস্থান
করলাম।

উতুখকে জীবন দান

রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বনকারী দল। এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই পৌলের বন্ধু ছিলেন।

১৯:৩৩ আলেকজান্ডার। ইহুদীরা এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিল যেন সে ঈসায়ী ও ইহুদীদের অসহযোগকে সকলের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলে এবং ইহুদীরা নয়, বরং ঈসায়ীরাই যে গ্রীকদের মূল বিরোধী এ কথা বলে সে ঈসায়ীদেরকে অভিযুক্ত করতে চাইল। কিন্তু জনতা বুঝতে পেরেছিল যে, ঈসায়ী বা ইহুদী কেউই দেবী আর্তেমিসের উপাসনা সমর্থন করে না।

১৯:৩৫ নগর সম্পাদক। নগরীর তত্ত্বাবধানকারী বা নগরপিতা (মেয়র), যিনি নাগরিক সমাবেশের সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন নগরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও প্রতিটি সমাবেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি ইফিষ ও রোমীয় সরকারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন।

আসমান থেকে পতিত মূর্তি। সম্ভবত কোন উল্কাপিণ্ড, যা আসমান থেকে পতিত হওয়ায় দেবীর মূর্তি মনে করে পূজা করা হত।

১৯:৩৮ আদালত ... শাসনকর্তাগণও আছেন। সম্ভবত এই বাক্যাংশটি একটি বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে এশিয়া প্রদেশের রাজধানী নগর হিসেবে ইফিষ ছিল শাসনকর্তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯:৩৯ নিয়মিত সভা। নিয়মিত নাগরিক সভা, যা সাধারণত প্রতি মাসে তিনবার অনুষ্ঠিত হত। এই সভাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'এক্লেশিয়া'।

২০:২ গ্রীস দেশে উপস্থিত হলেন। অর্থাৎ আখায়া প্রদেশে।

২০:৩ তিন মাস। সম্ভবত আখায়ার রাজধানী করিন্থে অবস্থান কাল বোঝানো হয়েছে। হয়তোবা সে সময়টি ছিল শীতকাল, যখন নিয়মিতভাবে জাহাজ চলে নি। এ সময়েই পৌল রোমীয়দের কাছে তাঁর পত্রটি রচনা করেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করাতে। ইহুদীরা পৌলকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। তাছাড়া তিনি সে সময়ে এহুদিয়ার ঈসায়ীদের জন্য অর্থ সাহায্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই সেই অর্থ ছিনতাই বা চুরি হওয়ারও আশঙ্কা ছিল। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তিনি সেনক্রিয়া বন্দরে আসার পর তাঁর শত্রুরা তাঁকে সনাক্ত করে ফেলে।

২০:৪ বিরয়া নগরীর ... ও ত্রফিম। এদেরকে এহুদিয়াতে দুস্থ লোকদের সাহায্যার্থে প্রদত্ত অর্থ নিয়ে যাওয়ার সময় পৌলের সফরসঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনজন ম্যাসিডোনিয়া থেকে, দু'জন গালাতিয়া থেকে এবং দু'জন এশিয়া থেকে এসেছিলেন। লূক হয়তো তাঁদের সাথে ফিলিপীতে এসে যোগ দিয়েছিলেন।

সোপাত্র। হয়তো সোপাত্র এবং সোষিপাত্র একই ব্যক্তি (রোমীয় ১৬:২১)।

সিকুন্দ। অন্য কোথাও এই নামের উল্লেখ নেই; নামটির অর্থ 'দ্বিতীয়', যেরূপ 'তর্তিয়' নামের অর্থ 'তৃতীয়' (রোমীয় ১৬:২২) এবং 'ক্বার্ত' নামের অর্থ 'চতুর্থ' (রোমীয় ১৬:২৪)।

দর্বী নগরের গায়। ম্যাসিডোনিয়া থেকে তিনি আরিস্টার্খের সহযোগী হিসেবে যোগ দেন বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু নামগুলো জোড়ায় জোড়ায় উল্লেখ করার কারণে এ কথা ধারণা করা যায় যে, এখানে উল্লিখিত গায় ম্যাসিডোনিয়ার গায় নন, বরং একই নামধারী ভিন্ন কোন ব্যক্তি।

তীমথি। একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলীর নেতা হলেও আরও কয়েকটি মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি মূলত লুস্ত্রায় কাজে নিযুক্ত থাকলেও অন্যান্য মণ্ডলীতেও তাঁকে মাঝে মাঝে দায়িত্ব পালন করতে হত (১ করি ১৬:১০-১১; ফিলি ২:১৯-২৩)।

তুখিক। তিনি পৌলের সার্বক্ষণিক সহযোগী ছিলেন,

৭ আর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি
ভাঙ্গবার জন্য একত্র হলাম এবং পৌল সাহ-
াবীদের কাছে কথা বলতে ছিলেন। তিনি পরদিন
প্রস্থান করতে উদ্যত ছিলেন বলে মাঝ রাত পর্যন্ত
তাদের কাছে তবলিগ করলেন। ৮ আমরা যে
উপরিস্থ কুঠরিতে জমায়েত হয়েছিলাম, সেখানে
অনেক প্রদীপ ছিল। ৯ আর উতুখ নামে এক জন
যুবক জানালার উপর বসেছিল, সে গভীর নিদ্রায়
মগ্ন হয়ে পড়েছিল; এবং পৌল আরও অনেকক্ষণ
পর্যন্ত কথা বললে সে নিদ্রায় মগ্ন হওয়াতে তৃতীয়
তলা থেকে নিচে পড়ে গেল, তাতে লোকেরা
তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিল। ১০ তখন পৌল
নেমে গিয়ে তার গায়ের উপরে পড়লেন ও তাকে
আলিঙ্গন করে বললেন, তোমরা কোলাহল করো
না; কেননা এর মধ্যে প্রাণ আছে। ১১ পরে তিনি
উপরে গিয়ে রুটি ভেঙ্গে ভোজন করে অনেকক্ষণ,
এমন কি, রাত প্রভাত পর্যন্ত তবলিগ করলেন,
তারপর তিনি চলে গেলেন। ১২ আর তারা সেই
বালককে জীবিত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে
অসামান্য উৎসাহ লাভ করলো।

ইফিষ থেকে হযরত পৌলের বিদায়

১৩ আর আমরা আগে গিয়ে জাহাজে উঠে

১৬:২৩; ১করি ১:১৪; কল ৪:১০; ফিলী ২৪।
[১৯:৩০] প্রেরিত ১১:২৬।
[১৯:৩২] প্রেরিত ২১:৩৪।
[১৯:৩৩] প্রেরিত ১২:১৭।
[১৯:৩৫] প্রেরিত ১৮:১৯।
[১৯:৩৭] রোমীয় ২:২২।
[১৯:৩৮] আঃ ২৪; প্রেরিত ১৩:৭,৮, ১২; ১৮:১২
[২০:১] প্রেরিত ১১:২৬; ১৬:৯।
[২০:৩] ২করি ১১:২৬; ১থিষ

আঃসস বন্দরে যাত্রা করলাম, সেখান থেকে
পৌলকে তুলে নেব মনস্থ করলাম; কারণ তিনি
স্থলপথে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। ১৪ পরে
তিনি আঃসস বন্দরে আমাদের সঙ্গ ধরলে আমরা
তাঁকে তুলে নিয়ে মিতুলীনীতে আসলাম।
১৫ সেখান থেকে জাহাজ খুলে পরদিন খীয়
দ্বীপের সম্মুখে উপস্থিত হলাম; দ্বিতীয় দিনে
সামঃ দ্বীপে লাগালাম, পরদিন মিলেটাস বন্দরে
আসলাম। ১৬ কারণ পৌল ইফিষ ছেড়ে যেতে
স্থির করেছিলেন, যাতে এশিয়াতে তাঁর
কালবিলম্ব না হয়; তিনি ত্বরা করছিলেন যেন
সাধ্য হলে পঞ্চাশত্তমীর দিন জেরুশালেমে
উপস্থিত থাকতে পারেন।

ইফিষের প্রাচীনদের কাছে হযরত পৌলের কথা

১৭ মিলেটাস বন্দর থেকে তিনি ইফিষে লোক
পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রাচীন লোকদেরকে ডেকে
পাঠালেন। ১৮ তাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে
তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা জান, এশিয়া
প্রদেশে এসে আমি প্রথম দিন থেকে তোমাদের
সঙ্গে কিভাবে সমস্ত কাল যাপন করেছি,
১৯ সম্পূর্ণ নম্র মনে ও অশ্রুপাতের সঙ্গে এবং
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার

বিশেষভাবে যখন পৌল এশিয়ার মণ্ডলীগুলোতে ঘুরে ঘুরে তবলিগ করছিলেন এবং সেখানে নতুন মণ্ডলী স্থাপন করছিলেন।

ত্রফিম। তিনি ছিলেন ইফিষীয় নাগরিক এবং অ-ইহুদী বংশোদ্ভূত।

২০:৫ ত্রোয়া। পৌলের সাথে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের একত্রিত হওয়ার নির্ধারিত স্থান। পৌল ও তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা রওনা হওয়ার আগে এক সপ্তাহ ফিলিপীতে অবস্থান করেন।

২০:৭ সপ্তাহের প্রথম দিন। রবিবার; যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁরা শনিবার সন্ধ্যায় একত্রিত হয়েছিলেন।

রুটি ভাঙ্গবার জন্য। রুটি ভাঙ্গার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা সেখানে প্রভুর ভোজ পালন করেছিলেন। যদিও ত্রোয়াতে পৌল সাত দিন ধরে অবস্থান করেছিলেন (আয়াত ৬), তবুও তিনি বা স্থানীয় মণ্ডলী সপ্তাহের প্রথম দিন না আসা পর্যন্ত রুটি ভাঙ্গার জন্য মিলিত হননি (আয়াত ৭)।

২০:৮ প্রদীপ। এখানে প্রদীপ বলতে ছোট আকৃতির মশাল বোঝানো হয়েছে। এই মশাল জ্বালানোর ফলে সৃষ্ট তৈলাক্ত ধোঁয়া জানালা দিয়ে নির্গমন হচ্ছিল এবং সেখানেই উতুখ বসে থাকাতে এই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

২০:১০ এর মধ্যে প্রাণ আছে। যেভাবে পিতর টাবিথাকে জীবিত করার আগে বলেছিলেন (৯:৪০)।

২০:১৩ আঃসস। ত্রোয়া নগরীর ঠিক বিপরীত উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর নগর, যা স্থলপথে ত্রোয়া থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত, তবে উপকূলরেখা বরাবর গেলে প্রায় ৪০ মাইল পাড়ি দিতে হয়।

২০:১৪ মিতুলীনী। রওনা হওয়ার পর প্রথম রাতে তাঁরা লিসবুস দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব তীরের এই পোতাশ্রয়ে আসেন।

২০:১৫ খীয়। দ্বিতীয় রাত তাঁরা এই দ্বীপে কাটালেন, যা এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

সামঃ। ইফিষীয় উপসাগরের মোহনা কাটিয়ে তাঁরা তৃতীয় দিন সামঃ দ্বীপে নোঙ্গর করেন, যা ইজিয়ান সমুদ্রের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ।

মিলেটাস। ইফিষের ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপ। যে জাহাজে করে পৌল ভ্রমণ করছিলেন, এই দ্বীপটিই ছিল সেই জাহাজের শেষ গন্তব্য। এরপর তাঁকে জাহাজ পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

২০:১৭ মণ্ডলীর প্রাচীন লোক। প্রাচীনদের নেতৃত্বের গুরুত্ব পৌলের পরিচর্যা কাজের মাঝে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী থেকে দুঃস্থদের জন্য আনা দান জেরুশালেম মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছে অর্পণ করেন। তিনি তাঁর প্রথম তবলিগ যাত্রায় প্রাচীনদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন (১৪:২৩) এবং পরে ফিলিপীতে এই পদে অধিষ্ঠিতদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন (ফিলি ১:১)।

২০:১৯ অশ্রুপাতের সঙ্গে। অশ্রুপাতের সঙ্গে প্রভুর সেবা করার বিয়ষটি পৌল প্রায়শই উল্লেখ করেছেন (২ করি ২:৪; ফিলি ২:১৮)। এখানে পৌল ইফিষীয় প্রাচীনবর্গের কাছে এ কথা প্রকাশ করেছেন যে, তিন বছর তিনি কীভাবে অশ্রুপাতের সঙ্গে ভাবাবেগপূর্ণ ঐকান্তিকতায় তাদের সেবা করেছেন। এই অশ্রুপাত তাঁর দুর্বলতার চিহ্ন ছিল না, বরং এর মধ্য দিয়ে মানব জাতির আসন্ন ধ্বংস, গুনাহ্‌, সুসমাচারের প্রতি প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে তিনি বেদনাগ্রস্থ হতেন ও অশ্রুপাত করতেন।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। সম্ভবত এখানে ২ তীম ৪:১৪ আয়াতে উল্লিখিত আলেকজাণ্ডারের কথা বলা হচ্ছে, যে কাঁসার কাজ করতো; সম্ভবত যার কথা ১৯:৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে। এছাড়া করিন্থীয়দের কাছে লেখা পত্রাবলী (১ করি ১৫:৩০-৩২; ২ করি ১:৮-১০) থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, পৌল

মধ্যে থেকে প্রভুর গোলামীর কাজ করেছি; ২০
মঙ্গলের কোন কথা গোপন না করে
তোমাদেরকে সকলই জানিয়েছি এবং প্রকাশ্যে ও
ঘরে ঘরে শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ করি নি;
২১ আল্লাহ্‌র প্রতি মন পরিবর্তন এবং আমাদের
প্রভু ঈসার প্রতি ঈমানের বিষয়ে ইহুদী ও
গ্রীকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে আসছি। ২২ আর
এখন দেখ, আমি পাক-রূহের বন্দী হয়ে
জেরুশালেমে গমন করছি; সেই স্থানে আমার
প্রতি কি কি ঘটবে তা জানি না। ২৩ শুধুমাত্র
জানি, পাক-রূহ্‌ প্রতি নগরে আমার কাছে এই
বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, বন্ধন ও দুঃখ-কষ্ট আমার
জন্য অপেক্ষা করছে। ২৪ কিন্তু আমি নিজের
প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে
মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নির্ধারিত পথের শেষ
পর্যন্ত দৌড়াতে পারি এবং আল্লাহ্‌র রহমতের
সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার যে পরিচর্যা পদ
প্রভু ঈসার কাছ থেকে পেয়েছি তা সমাপ্ত করতে
পারি।
২৫ আর এখন দেখ, আমি জানি যে, যাদের
মধ্যে আমি সেই রাজ্যের বিষয়ে তবলিগ করে
বেড়িয়েছি, সেই তোমরা সকলে আমার মুখ আর
দেখতে পাবে না; ২৬ এই কারণ আজ
তোমাদেরকে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকলের
রক্তের দায় থেকে আমি মুক্ত; ২৭ কারণ আমি
তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমস্ত পরামর্শ জানাতে

২:১৬; লূক ২:২।
[২০:৪] প্রেরিত ১৯:২৯; ১৭:১; ১৬:১; ২১:২৯; ২:৯; ইফি ৬:২১; কল ৪:৭; তীত ৩:১২; ২তীম ৪:২০।
[২০:৫] প্রেরিত ১৬:১০; ১৬:৮।
[২০:৬] প্রেরিত ১৬:১২; ১৬:৮
[২০:৭] ১করি ১৬:২; প্রকা ১:১০; মথি ১৪:১৯।
[২০:৮] প্রেরিত ১:১৩; ৯:৩৭।
[২০:১০] ১বাদশা ১৭:২১; ২বাদশা ৪:৩৮; মথি ৯:২৩,২৪।
[২০:১১] মথি ১৪:১৯
[২০:১৫] ২তীম ৪:২০।
[২০:১৬] প্রেরিত ১৮:১৯; ২:৯; ১৯:২১; ২:১।
[২০:১৭] প্রেরিত

সঙ্কুচিত হই নি। ২৮ তোমরা নিজেদের বিষয়ে
সাবধান এবং পাক-রূহ্‌ তোমাদেরকে নেতা করে
যার মধ্যে নিযুক্ত করেছেন, সেসব পালের বিষয়ে
সাবধান হও, আল্লাহ্‌র সেই মণ্ডলীকে পালন কর,
যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা ক্রয় করেছেন।
২৯ আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত নেকড়েরা
তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, পালের প্রতি
মমতা করবে না; ৩০ এবং তোমাদের মধ্য হতেও
কোন কোন লোক উঠে সাহাবীদেরকে তাদের
দলে টেনে নেবার জন্য বিপরীত কথা বলবে।
৩১ অতএব জেগে থাক, স্মরণ কর, আমি তিন
বছর ধরে রাত দিন প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাতের
সঙ্গে চেতনা দিতে ক্ষান্ত হই নি। ৩২ আর এখন
আল্লাহ্‌র কাছে ও তাঁর রহমতের কালামের কাছে
তোমাদেরকে তুলে দিলাম, তিনি তোমাদেরকে
গেঁথে তুলতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে
উত্তরাধিকার দিতে সমর্থ। ৩৩ আমি কারো রূপার
বা সোনার বা কাপড়ের প্রতি লোভ করি নি।
৩৪ তোমরা নিজেরা জান, আমার নিজের এবং
আমার সঙ্গীদের অভাব দূর করার জন্য এই দুই
হাত কাজ করেছে। ৩৫ সমস্ত বিষয়ে আমি
তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি যে, এইভাবে
পরিশ্রম করে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে এবং
প্রভু ঈসার এই কথা স্মরণ করা উচিত, কেননা
তিনি নিজে বলেছেন, গ্রহণ করার চেয়ে বরং দান
করা ধন্য হবার বিষয়।
৩৬ এই কথা বলে তিনি হাঁটু পেতে সকলের সঙ্গে

ইফিষীয়দের পরিচর্যা কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

২০:২০ মঙ্গলের কোন কথা গোপন না করে। পৌল কোন কথাই গোপন রাখেন নি। শ্রোতাদের নাজাত লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন। সুসমাচার তবলিগকারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল আল্লাহ্‌র সমস্ত পরিকল্পনা মানুষকে জানানো।

২০:২২ পাক-রূহে বন্দী। পৌল পাক-রূহের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং সেভাবেই তিনি জেরুশালেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাক-রূহের পরিচালনার কারণে গিয়েছেন।

২০:২৪ নিজের প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না। নিজের জীবন রক্ষা করা পৌলের প্রধান লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে যে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনে জীবন দান করতেও তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন।

২০:২৫ সেই তোমরা ... দেখতে পাবে না। এই উক্তি মূলত কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং পৌল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। জেরুশালেমে আসন্ন বিপদ কাটিয়ে উঠলে ও বেঁচে থাকলে, তাঁর স্পেনে যাওয়ার আগ্রহ ছিল। তাই তারা তাঁকে আর দেখতে পাবেন কি না এই নিয়ে তিনি সংশয়ে ভুগছিলেন।

২০:২৬ সকলের রক্তের দায় থেকে আমি মুক্ত। এখানে রক্ত শব্দটি প্রকৃতপক্ষে রক্তপাত করা বা মৃত্যু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুই ধরনের অর্থ হতে: ১. যদি লোকদের রূহানিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা বিনষ্ট হয়, তাহলে পৌল এর জন্য দায়বদ্ধ নন, কারণ তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। ২. পরিচর্যাকারীরা যদি লোকদের বিনাশের জন্য নিজেরা দায়ী হতে না চান, তাহলে তাদের উচিত হবে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নাজাতের পরিকল্পনা তাদেরকে সঠিকভাবে জানানো।

২০:২৮ আল্লাহ্‌র সেই মণ্ডলীকে পালন কর। এই উক্তি প্রাচীনবর্গকে সম্বোধন করে করা হয়েছে (আয়াত ১৭)। তিনি তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র মণ্ডলী পালন করার কথা বলার মধ্য দিয়ে তাঁদের মণ্ডলীর মেষপালক হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন, আর এ কারণেই তারা প্রাচীন হয়েছেন।

নিজের রক্ত। আক্ষরিকভাবে 'তাঁর প্রিয়জনের রক্ত', অর্থাৎ তাঁর নিজ পুত্র ঈসা মসীহের মহিমাময় মৃত্যুর কথা বোঝানো হচ্ছে।

২০:২৯ দুরন্ত নেকড়েরা। এর মাধ্যমে একদিকে মণ্ডলীর বাইরে থেকে আসা ভ্রান্ত নবী বা শিক্ষক এবং অন্যদিকে মণ্ডলীর ভেতরে থেকে উদ্ভূত হওয়া বিরোধ সৃষ্টিকারীদের কথা বোঝানো হচ্ছে, যাদের কথা পরবর্তী আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে।

২০:৩১ অতএব জেগে থাক। কথাটির অর্থ 'সতর্কতার সাথে পাহারা দেওয়া'। যারা মণ্ডলীতে প্রাচীন এবং পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্বে রত থাকবেন, তাদের কাজ হচ্ছে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক থাকা যেন কোনভাবেই মণ্ডলীর সদস্যরা ভুল শিক্ষা গ্রহণ না করেন এবং বিপথে চলে না যান, সেই সাথে যেন তারা সঠিক পরিচর্যায় বৃদ্ধি পেতে পারেন।

মুনাজাত করলেন। ৩৭ তাতে সকলে ভীষণভাবে
কাঁদতে লাগলেন এবং পৌলের গলা ধরে তাঁকে
চুম্বন করতে লাগলেন। ৩৮ তাঁর বলা এই কথার
জন্য সবচেয়ে বেশি দুঃখ করলেন যে, তাঁরা তাঁর
মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত
তাঁকে রেখে আসতে গেলেন।

হযরত পৌলের জেরুজালেমে যাত্রা

২১ ১ তাঁদের কাছ থেকে কষ্টে বিদায় নিয়ে,
জাহাজ খুলে দিয়ে, আমরা সোজা পথে
কো দ্বীপে এলাম, পরদিন রোদঃ দ্বীপে এবং
সেখান থেকে পাতারায় উপস্থিত হলাম। ২ আর
এমন একখানি জাহাজ পেলাম, যা পার হয়ে
ফিনিশিয়ায় যাবে, আমরা তাতে উঠে যাত্রা
করলাম। ৩ পরে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখা দিলে তা
বাম দিকে ফেলে আমরা সিরিয়া দেশে গিয়ে
টায়ারে নামলাম; কেননা সেখানে জাহাজের
মালপত্র নামাবার কথা ছিল। ৪ আর সেখানকার
সাহাবীদের সন্ধান করে আমরা সাত দিন সেখানে
অবস্থিতি করলাম; তাঁরা রূহের দ্বারা পৌলকে
বললেন, যেন তিনি জেরুশালেমে না যান।
৫ সেই কয়েক দিন যাপন করলে পর আমরা বের
হয়ে প্রস্থান করলাম, তখন তাঁরা সকলে স্ত্রী পুত্র
নিয়ে নগরের বাইরে পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে
দিতে আসলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে হাঁটু পেতে
আমরা মুনাজাতপূর্বক পরস্পর বিদায় গ্রহণ
করলাম। ৬ পরে আমরা জাহাজে উঠলাম ও
তাঁরা স্বস্থানে ফিরে গেলেন।
৭ পরে টায়ার ছেড়ে আমরা তলিমায়িতে উপস্থিত
হয়ে সমুদ্রযাত্রা শেষ করলাম এবং ভাইদেরকে
মঙ্গলবাদ করে এক দিন তাঁদের সঙ্গে রইলাম।
৮ পরদিন আমরা প্রস্থান করে সিজারিয়াতে
এলাম এবং সুসমাচার-তবলিগকারী ফিলিপ,
যিনি সেই সাত জনের এক জন, তাঁর বাড়িতে
প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। ৯ সেই
ব্যক্তির চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন, যারা
ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। ১০ সেই স্থানে আমরা
অনেক দিন অবস্থিতি করলে এহুদিয়া থেকে
আগাব নামে এক জন নবী উপস্থিত হলেন।
১১ আর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের
কোমরবন্ধনী নিয়ে তাঁর নিজের হাত পা বেঁধে
বললেন, পাক-রূহ্ এই কথা বলছেন, যে ব্যক্তির
এই কোমরবন্ধনী, তাঁকে ইহুদীরা জেরুশালেমে
এভাবে বাঁধবে এবং অ-ইহুদীদের হাতে তুলে
দেবে। ১২ এই কথা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও
আমরা পৌলকে ফরিয়াদ করলাম, যেন তিনি
জেরুশালেমে না যান। ১৩ তখন পৌল জবাবে
বললেন, তোমরা এ কি করছো, কান্নাকাটি করে
আমার অন্তর চূর্ণ করছো? কারণ আমি প্রভু
ঈসার নামের জন্য জেরুশালেমে কেবল বন্দী
হতে নয়, বরং মরতেও প্রস্তুত আছি। ১৪ এভাবে
তিনি আমাদের কথা শুনতে অসম্মত হলে আমরা

১১:৩০। [২০:১৮] প্রেরিত ১৮:১৯-২১; ১৯:১-৪১; ২:৯। [২০:১৯] জবুর ৬:৬। [২০:২০] জবুর ৪০:১০; ইয়ার ২৬:২; ৪২:৪। [২০:২১] প্রেরিত ১৮:৫; ২:৩৮; ২৪:২৪; ২৬:১৮; ইফি ১:১৫; কল ২:৫। [২০:২৩] প্রেরিত ৮:২৯; ২১:৪; ৯:১৬। [২০:২৪] ২তীম ৪:৭; ২করি ৪:১; গালা ১:১; তীত ১:৩। [২০:২৫] মথি ৪:২৩। [২০:২৬] ইহি ৩:১৭ -১৯। [২০:২৮] ইউ ২১:২৬; ১তীম ৩:১। [২০:২৯] ইহি ৩৪:৫; মথি ৭:১৫। [২০:৩২] ইফি ১:১৪; মথি ২৫:৩৪;

২০:৩৩ কারো রৌপ্যের ... লোভ করি নি। পৌল এখানে ঈসা মসীহের পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি কখনো সুসমাচার তবলিগ করার মধ্য দিয়ে ধন-সম্পদ লাভ করার বা ধনী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন নি। পৌল খুব সহজেই বিরাট সম্পদের মালিক হতে পারতেন, সেই সুযোগ তাঁর ছিল; কিন্তু তিনি এর কোন সুযোগই গ্রহণ করেন নি, কারণ তিনি পাক-রূহের পরিচালনায় এবং সুসমাচারের প্রতি ভালবাসায় জীবন-যাপন করতেন।

২০:৩৫ প্রভু ঈসার এই কথা স্মরণ করা উচিত। ঈসা মসীহের কথা থেকে কোন উদ্ধৃতি তুলে ধরতে প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হত।

২১:১ সোজা পথে কো দ্বীপে এলাম। বাতাস অনুকূলে থাকায় তাঁরা রাত কাটানোর জন্য এই দ্বীপে এসেছিলেন।

রোদঃ। একটি অন্যতম বিখ্যাত নগর, যা এক সময় সূর্যদেবতার মূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই মূর্তি প্রাচীন সভ্যতার সপ্তাশ্চর্যের একটি ছিল, কিন্তু এই দ্বীপে পৌলের পদার্পণের প্রায়া দু'শো বছর আগেই এই স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

পাতারা। লুকিয়ার দক্ষিণ উপকূলের একটি দ্বীপ। যে জাহাজটিতে করে তিনি এসেছিলেন, তা এশিয়া মাইনরের তীর ঘেঁষে চলছিল এবং তিনি তা পরিবর্তন করে সরাসরি সিরিয়া ও ফিনিশিয়াগামী জাহাজে উঠলেন।

২১:৪ সেখানকার সাহাবী। সম্ভবত ১১:১৯ আয়াতে উল্লিখিত ফিনিশীয় তবলিগ যাত্রার সময় সিরীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল এবং এই সাহাবীরা ছিলেন সেই মণ্ডলীরই সদস্য।

যেন তিনি জেরুশালেমে না যান। পাক-রূহ্ জেরুশালেমে পৌলের জন্য অপেক্ষমান বিচারের বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এই বিচারের কথা জেনে পৌলের সঙ্গীরা তাঁকে না যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু পৌল পাক-রূহের অনুপ্রেরণাতেই জেরুশালেমে যেতে অনুপ্রাণিত হলেন।

২১:৭ তলিমায়ি। আধুনিক অক্কো নগরী, যা উপসাগরের উত্তরে কর্মিল পর্বতে অবস্থিত। উত্তরে সিরিয়া থেকে এখানে আসতে এক দিন লেগে যেত; দক্ষিণে সিজারিয়া থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৩৫ মাইল। সে সময়ে এই দ্বীপটি ছিল রোমীয় উপনিবেশ।

২১:৮ সুসংবাদ তবলিগকারী ফিলিপ। ফিলিপ প্রায় ২৫ বছর ধরে সিজারিয়াতে সুসমাচার তবলিগ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। 'সুসমাচার তবলিগকারী' উপাধিটি কেবল এখানে এবং ইফি ৪:১১ ও ২ তীম ৪:৫ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২১:৯ কুমারী কন্যা। সম্ভবত তাঁদেরকে প্রভুর সেবা করণার্থে বিশেষভাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল, যেভাবে ক্যাথলিকদের মধ্যে সিস্টাররা দীক্ষা নিয়ে থাকেন।

২১:১০ আগাব নামে একজন নবী। তিনি প্রকৃত অর্থেই পুরাতন নিয়মের যুগের মত একজন নবী ছিলেন। তিনিই সেই নবী, যিনি ১৫ বছর আগে জেরুশালেমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আন্তিয়খিয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন।

২১:১১ পৌলের কটিবন্ধন নিয়ে ... বললেন। পুরাতন নিয়মে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী বলার প্রচলন ছিল।

তাঁকে অ-ইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। আগাবের ভবিষ্যদ্বাণী

ক্ষান্ত হয়ে বললাম, প্রভুরই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।
১৫ এসব দিনের শেষে আমরা জিনিসপত্র
গুছিয়ে নিয়ে জেরুশালেমে যাত্রা করলাম।
১৬ আর সিজারিয়া থেকে কয়েক জন সাহাবী
আমাদের সঙ্গে চললেন। তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের
ম্নাসোন নামক এক জনকে সঙ্গে করে আনলেন;
ইনি প্রথম দিকের এক জন সাহাবী; তাঁরই
বাড়িতে আমাদের মেহমান হবার কথা।

হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে হযরত পৌলের সাক্ষাৎ

১৭ জেরুশালেমে উপস্থিত হবার পর ভাইয়েরা
সানন্দে আমাদেরকে গ্রহণ করলেন। ১৮ পরদিন
পৌল আমাদের সঙ্গে ইয়াকুবের বাড়িতে প্রবেশ
করলেন; সেখানে প্রাচীনবর্গ সকলে উপস্থিত
হলেন। ১৯ পরে তিনি তাঁদেরকে মঙ্গলবাদ করে,
আল্লাহ্‌ তাঁর পরিচর্যা দ্বারা অ-ইহুদীদের মধ্যে
যেসব কাজ সাধন করেছিলেন তার বৃত্তান্ত একটি
একটি করে তাঁদেরকে জানালেন। ২০ আর তা
শুনে তাঁরা আল্লাহ্‌র গৌরব করলেন এবং তাঁকে
বললেন, ভাই তুমি দেখছো, ইহুদীদের মধ্যে কত
হাজার লোক ঈমানদার হয়েছে, আর তারা
সকলে শরীয়তের পক্ষে গভীর আগ্রহী। ২১ আর
তোমার বিষয়ে তারা এই সংবাদ পেয়েছে যে,
তুমি অ-ইহুদীদের মধ্যে প্রবাসী সমস্ত ইহুদীকে
মূসার পথ পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে
থাক, যেন তারা শিশুদের খৎনা না করে ও রীতি
মেনে না চলে। ২২ অতএব এখন কি করা যায়?
তারা তো শুনতে পাবে যে, তুমি এসেছ।
২৩ অতএব আমরা তোমাকে যা বলি, তা-ই কর।
আমাদের এমন চার জন পুরুষ আছে, যারা
মানত করেছে; ২৪ তুমি তাদেরকে নিয়ে তাদের

কল ১:১২; ৩:২৪; ইব ৯:১৫; ১পিতর ১:৪। [২০:৩৩] ১শামু ১২:৩; ১করি ৯:১২; ২করি ২:১৭; ৭:২; ১১:৯; ১২:১৪-১৭; ১থিষ ২:৫। [২০:৩৬] লূক ২২:৪১; প্রেরিত ৯:৪০; ২১:৫। [২০:৩৭] লূক ৫:২০। [২০:৩৮] প্রেরিত ২১:৫। [২১:৩] লূক ২:২। [২১:৫] লূক ২২:৪১; প্রেরিত ৯:৪০; ২০:৩৬। [২১:৮] ইফি ৪:১১; ২তীম ৪:৫। [২১:৯] হিজ ১৫:২০; কাজী ৪:৪; নহি ৬:১৪; লূক ২:৩৬; ১করি ১১:৫। [২১:১১] ১বাদশা ২২:১১; ইশা ২০:২-৪; ইয়ার ১৩:১-১১; মথি ২০:১৯। [২১:১৩] ইউ ১৫:২১। [২১:১৪] রূত ১:১৮;

সঙ্গে নিজেকেও পাক-পবিত্র কর এবং তাদের
মাথা মুণ্ডনের জন্য ব্যয় কর। তা করলে সকলে
জানবে যে, তোমার বিষয়ে যেসব সংবাদ ওরা
পেয়েছে, তা কিছু নয়, বরং তুমি নিজেও শরীয়ত
পালন করে যথা নিয়মে চলছো। ২৫ কিন্তু অ-
ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা ঈমানদার হয়েছে,
তাদের বিষয়ে আমরা বিচার করে লিখেছি যে,
মূর্তির প্রসাদ, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণীর
গোশ্‌ত এবং জেনা এসব থেকে যেন তারা
তাদেরকে রক্ষা করে।
২৬ তখন পৌল সেই কয়েক জনকে নিয়ে পরদিন
তাদের সঙ্গে পাক-সাফ হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসে
প্রবেশ করলেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য
নৈবেদ্য কোরবানী করা পর্যন্ত পাক-
সাফকরণের কাজে কত দিন লাগবে তা
জানালেন।

বায়তুল-মোকাদ্দসে হযরত পৌল বন্দী হন

২৭ আর সেই সাত দিন প্রায় সমাপ্ত হলে এশিয়া
প্রদেশের ইহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে তাঁর
দেখা পেয়ে সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত করে
তুললো এবং তাঁকে ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,
২৮ ‘হে বনি-ইসরাইলরা, সাহায্য কর; এ সেই
ব্যক্তি, যে সর্বত্র সকলকে আমাদের জাতির ও
শরীয়তের এবং এই স্থানেরও বিরুদ্ধে শিক্ষা
দেয়; আবার এ গ্রীকদেরকেও বায়তুল-
মোকাদ্দসের মধ্যে এনেছে ও এই পবিত্র স্থান
অপবিত্র করেছে।’ ২৯ কারণ তারা আগে নগরের
মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে
দেখেছিল। তারা মনে করেছিল পৌল তাকে
বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে এনে থাকবেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্ণ না হলেও সামগ্রিক অর্থে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল, কারণ পৌল ইহুদীদের হাত থেকে অ-ইহুদীদের হাতেই শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয়েছিলেন। মার্ক ১০:৩৩ ও লূক ১৮:৩২ আয়াতে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর নিজের সম্পর্কে এই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

২১:১২ সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা। লূক নিজেও অন্যান্যদের সাথে একমত হয়ে পৌলকে জেরুশালেমে যেতে নিষেধ করছেন।

২১:১৪ প্রভুরই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। সম্ভবত তাঁরা সবশেষে স্বীকার করলেন যে, জেরুশালেমে যাওয়া পৌলের জন্য প্রভুর ইচ্ছা।

২১:১৬ ম্নাসোন। এই সাহাবী পৌলের সাথে ভ্রমণকারীদের দলে স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক মণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি গ্রীক ভাষাভাষী ছিলেন।

২১:১৭ জেরুশালেমে উপস্থিত হবার পর। পঞ্চাশত্তমীর ঠিক এক বা দুই দিন আগে তাঁরা জেরুশালেমে পৌঁছেছিলেন।

২১:১৮ ইয়াকুব। প্রভু ঈসা মসীহের ভাই, ইয়াকুব পত্রের লেখক এবং জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন নেতা। তাঁকে প্রেরিত বলা হলেও তিনি বারোজনের একজন নন। মূল প্রেরিতদের কেউ সে সময় জেরুশালেমে ছিলেন না এবং তাঁকেই মণ্ডলীর প্রধান নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হত।

২১:২০ কত সহস্র লোক। আক্ষরিকভাবে ‘লক্ষ লক্ষ লোক’। স্বাভাবিকভাবে জেরুশালেমের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫ হাজার, সে কারণে ‘সহস্র’ শব্দটি ব্যবহার করাই বাস্তবসম্মত।

২১:২৩ চারজন পুরুষ ... মানত করেছে। এই চারজন ব্যক্তি নাসরীয় ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রত পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা কোনভাবে নাপাক হয়ে পড়েছিলেন; হয়তো কোন মৃত শরীর স্পর্শ করার কারণে।

২১:২৪ পাক-পবিত্র কর। এখানে বায়তুল মোকাদ্দসে গিয়ে কোরবানী ও দান উৎসর্গ করা এবং এবাদত করা বোঝানো হয়েছে। ইহুদী ধর্ম থেকে আগত ঈসায়ীরা সাধারণত এ ধরনের পাক-পবিত্র হওয়ার রীতি পালন করতেন, কিন্তু ইহুদী বা অ-ইহুদী কোন ঈসায়ী ঈমানদারের জন্যই এই রীতি বাধ্যতামূলক ছিল না।

মাথা মুণ্ডনের জন্য ব্যয় কর। এই কাজে ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে, কোরবানী উৎসর্গে ব্যবহৃত প্রাণী ও শস্যের আংশিক বা সম্পূর্ণ খরচ (শুমারী ৬:৯-২১ দেখুন) তিনি দান করবেন।

শরীয়ত পালন করে যথানিয়মে চলছো। পৌল নিজেও একটি ব্রত পালন করেছিলেন; তিনি ইহুদীদের কাছে ইহুদী হয়েছিলেন

৩০ তখন সারা নগর উত্তেজিত হয়ে উঠলো,
লোকেরা দৌড়ে আসলো এবং পৌলকে ধরে
বায়তুল-মোকাদ্দসের বাইরে টেনে নিয়ে গেল,
আর অমনি দ্বারগুলো বন্ধ করা হল। ৩১ এভাবে
তারা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে সৈন্যদলের
প্রধান সেনাপতির কাছে এই সংবাদ আসলো যে,
সারা জেরুশালেমে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। অমনি
তিনি সেনাদেরকে ও শতপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে
তাদের কাছে দৌড়ে আসলেন; ৩২ তাতে
লোকেরা প্রধান সেনাপতিকে ও সেনাদেরকে
দেখতে পেয়ে পৌলকে প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত
হল। ৩৩ তখন প্রধান সেনাপতি কাছে এসে তাঁকে
ধরলেন ও দু'টা শিকল দিয়ে বাঁধতে হুকুম দিলেন
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে, আর এ কি
করেছে? ৩৪ তাতে জনতার মধ্যে চেঁচিয়ে কেউ
কেউ এক রকম, কেউ কেউ অন্য রকম কথা
বললো। আর তিনি কোলাহলের জন্য আসল
ঘটনা কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁকে দুর্গে নিয়ে
যেতে হুকুম দিলেন। ৩৫ তখন সিঁড়ির উপরে
উপস্থিত হলে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচাবার
জন্য সৈন্যেরা পৌলকে বহন করতে লাগল;
৩৬ কেননা লোকেরা ভিড় করে তাঁর পিছনে
পিছনে আসছিল, আর চিৎকার করে বলছিল,
ওকে দূর কর।

লোকদের কাছে হযরত পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

৩৭ তারা পৌলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে
উদ্যত হলে পৌল প্রধান সেনাপতিকে বললেন,
আপনার কাছে কি কিছু বলতে পারি? ৩৮ তিনি
বললেন, তুমি কি গ্রীক জান? তবে তুমি কি সেই
মিসরীয় নও, যে এর আগে বিদ্রোহ করেছিল ও
গুপ্তহন্তাদের মধ্যে চার হাজার জনকে সঙ্গে করে
মরুভূমিতে গিয়েছিল? ৩৯ তখন পৌল বললেন,
আমি ইহুদী, কিলিকিয়াস্থ তার্ষের লোক, সামান্য
নগরের লোক নই; আপনাকে ফরিয়াদ করি,
লোকদের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি
দিন। ৪০ আর তিনি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির
উপরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে হাত দিয়ে ইঙ্গিত
করলেন; তখন সকলে নিস্তব্ধ হলে তিনি তাদের
কাছে ইবরানী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।

মথি ২৬:৩৯।
[২১:১৫] প্রেরিত ১৯:২১।
[২১:১৭] প্রেরিত ৯:৩০; ১৫:৪।
[২১:১৮] প্রেরিত ১৫:১৩; ১১:৩০।
[২১:১৯] প্রেরিত ১৪:২৭; ১৫:৪,১২; ১:১৭।
[২১:২০] রোমীয় ১০:২; গালা ১:১৪;নফিলি ৩:৬।
[২১:২১] ১করি ৭:১৮,১৯; প্রেরিত ৬:১৪।
[২১:২৩] শুমারী ৬:২,৫,১৮; প্রেরিত ১৮:১৮।
[২১:২৪] প্রেরিত ১৪:১৮। ১৮:১৮
[২১:২৫] প্রেরিত ১৫:২০,২৯।
[২১:২৬] শুমারী ৬:১৩-২০; প্রেরিত ২৪:১৮।
[২১:২৭] ইয়ার ২৬:৮; প্রেরিত ২৪:১৮; ২৬:২১।
[২১:২৮] মথি ২৪:১৫; প্রেরিত ৬:১৩; ২৪:৫,৬।
[২১:২৯] প্রেরিত ২০:৪; ১৮:১৯; ২তীম ৪:২০।
[২১:৩০] প্রেরিত ২৬:২১; ১৬:১৯।
[২১:৩২] প্রেরিত ২৩:২৭।
[২১:৩৩] প্রেরিত

হযরত পৌলের বক্তৃতা

২২ ১ ভাইয়েরা ও পিতারা, আমি এখন
আপনাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন
করছি, শুনুন।
২ তখন তিনি ইবরানী ভাষায় তাদের কাছে কথা
বলছেন শুনে তারা আরও শান্ত হল। পরে তিনি
বললেন,
৩ আমি এক জন ইহুদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নগরে
আমার জন্ম; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের পায়ের
কাছে বসে আমি মানুষ হয়েছি; পূর্বপুরুষদের
শরীয়তের সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে শিক্ষিত হয়েছি;
আর আপনারা সকলে আজও যেমন আছেন,
তেমনি আমিও আল্লাহ্‌র পক্ষে গভীর আগ্রহী
ছিলাম। ৪ আমি প্রাণনাশ পর্যন্ত এই পথের
লোকদের প্রতি জুলুম করতাম, পুরুষ ও
স্ত্রীলোকদেরকে বেঁধে জেলখানায় দিতাম। ৫ এই
বিষয়ে মহা-ইমাম ও সমস্ত প্রাচীন নেতৃ
বর্গরাও আমার সাক্ষী; তাঁদের কাছ থেকে আমি
ভাইদের সমীপে পত্র নিয়ে দামেস্ক শহরে যাত্রা
করেছিলাম, যেন যারা সেখানে ছিল, তাঁদেরকেও
বেঁধে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারি, যেন
তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

হযরত পৌলের ঈমান আনার সাক্ষ্যদান

৬ আর যেতে যেতে দামেস্কের কাছে উপস্থিত
হলে দুপুর বেলা হঠাৎ আসমান থেকে মহা
আলো আমার চারদিকে চমকে উঠলো। ৭ তাতে
আমি ভূমিতে পড়ে গেলাম ও শুনলাম, একটি
বাণী আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে
নির্যাতন করছো? ৮ জবাবে আমি বললাম, প্রভু,
আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি
নাসরতীয় ঈসা, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছো।
৯ আর যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই আলো
দেখতে পেল বটে, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা
বলছিলেন তাঁর বাণী শুনতে পেল না। ১০ পরে
আমি বললাম, প্রভু, আমি কি করবো? প্রভু
আমাকে বললেন, উঠে দামেস্কে যাও, তোমাকে
যা যা করতে হবে বলে নির্ধারিত আছে, সেসব
সেখানেই তোমাকে বলা যাবে। ১১ পরে আমি
সেই আলোর তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে আমার

(১ করি ৯:২০-২১) এবং তীমথিকে খৎনা করিয়েছিলেন (১৬:৩)। তবে শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে গিয়ে পৌল ঈসায়ী নীতির প্রতি কোন ক্ষেত্রে আপোষ না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, যেমন তিনি তীতকে খৎনা করান নি (গালা ২:৩)।

২১:২৫ তাদের বিষয়ে ... লিখেছি। ১৫:২৩-২৯ আয়াতে উল্লিখিত প্রৈরিতিক পত্রের ইঙ্গিত।

২১:২৮ গ্রীকদেরকেও ... মধ্যে এনেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন লিপিফলক থেকে জানা যায় যে, ইহুদী এবাদত-খানায় অ-ইহুদী কাউকে নিয়ে আসা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে, পৌল সেখানে ইহুদী ব্যতীত অন্য ধর্মের বা জাতির কাউকে এনেছেন। এ অপরাধের জন্য রোমীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই শাস্তি রোমীয় নাগরিকদের জন্যও বলবৎ ছিল। বাইরের ও ভেতরের আঙ্গিনা বিভক্তকারী দেয়ালে গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে রাখা হত, যাতে অ-ইহুদী দর্শনার্থীরা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম না করে। এরূপ বিজ্ঞপ্তির একটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় এবং এখন তা ইস্তাম্বুলে রয়েছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্যালেস্টাইন জাদুঘরে রয়েছে।

২১:২৯ ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখেছিল। পৌল অবশ্যই ত্রফিমকে নিষিদ্ধ এলাকায় নেন নি। যদিও বা ত্রফিম পৌলের সাথে ভেতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতেন, তবুও পৌলকে নয়,

সঙ্গীরা হাত ধরে আমাকে নিয়ে চললো, আর
আমি দামেস্কে উপস্থিত হলাম। ১২ পরে অননিয়
নামে এক ব্যক্তি, যিনি মূসার শরীয়ত অনুসারে
ভক্ত এবং সেই স্থানের সমস্ত ইহুদীর কাছে
সুখ্যাতিপন্ন ছিলেন, ১৩ তিনি আমার কাছে এসে
পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টি ফিরে
পাও; তাতে আমি সেই তখনই তাঁর প্রতি
দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম। ১৪ পরে তিনি
বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্
তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা
জানতে পার এবং সেই ধর্মময়কে দেখতে ও তাঁর
মুখের বাণী শুনতে পাও; ১৫ কারণ তুমি যা যা
দেখেছ ও শুনেছ, সেই বিষয়ে সকল মানুষের
কাছে তাঁর সাক্ষী হবে। ১৬ আর এখন কেন বিলম্ব
করছো? উঠ, বাপ্তিস্ম নাও ও তাঁর নামে ডেকে
তোমার গুনাহ্ ধুয়ে ফেল।

অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরিত পৌলকে পাঠানো

১৭ তারপর আমি জেরুশালেমে ফিরে এসে
এক দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে মুনাজাত কর-
ছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হয়ে তাঁকে
দেখলাম, ১৮ তিনি আমাকে বললেন, ত্বরা কর,
শীঘ্র জেরুশালেম থেকে বের হও, কেননা এই
লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য
করবে না। ১৯ আমি বললাম, প্রভু, তারা তো
জানে যে, যারা তোমাতে ঈমান আনতো আমি
প্রতি মজলিস-খানায় তাদেরকে প্রহার করে
কারাগারে আটক রাখতাম; ২০ আর যখন তোমার
সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজে
কাছে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম ও যারা তাঁকে
হত্যা করছিল তাদের কাপড় রক্ষা করছিলাম।
২১ তিনি আমাকে বললেন, প্রস্থান কর, কেননা
আমি তোমাকে দূরে অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরণ
করবো।

হযরত পৌল ও রোমীয় প্রধান সেনাপতি

২২ লোকেরা এই পর্যন্ত তাঁর কথা শুনলো, পরে
চিৎকার করে বললো, ওকে দুনিয়া থেকে দূর
করে দাও, ওর বেঁচে থাকা তো উচিত হয় নি।
২৩ পরে তারা চেঁচিয়ে কাপড়-চোপড় ছুঁড়ে দিয়ে
আসমানে ধূলি উড়াতে লাগল; ২৪ তাতে প্রধান
সেনাপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাবার
হুকুম দিলেন এবং বললেন, কশাঘাতে প্রহার
করে এর পরীক্ষা করতে হবে, যেন তিনি জানতে
পারেন লোকে কি দোষ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে
এরকম চেঁচাচ্ছে। ২৫ পরে যখন তারা কশা দিয়ে
তাঁকে বাঁধলো, তখন, যে শতপতি কাছে
দাঁড়িয়েছিলেন, পৌল তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি
রোমীয় এবং বিচারে এখনও দোষী হয় নি,
তাকে কোরা প্রহার করা কি আপনাদের পক্ষে
উচিত? ২৬ এই কথা শুনে সেই শতপতি প্রধান
সেনাপতির কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আপনি
কি করতে উদ্যত হয়েছেন? এই ব্যক্তি যে
রোমীয়। ২৭ তাতে প্রধান সেনাপতি কাছে গিয়ে
তাঁকে বললেন, বল দেখি, তুমি কি রোমীয়?
তিনি বললেন, হ্যাঁ। ২৮ প্রধান সেনাপতি জবাবে
বললেন, এই পৌরাধিকার আমি বহু অর্থ দিয়ে
ক্রয় করেছি। পৌল বললেন, কিন্তু আমি জন্মের
দ্বারাই রোমীয়। ২৯ অতএব যারা তাঁর পরীক্ষা
করতে উদ্যত ছিল, তারা তখনই তাঁর কাছ
থেকে চলে গেল; আর তিনি যে রোমীয় নাগরিক
তা জেনেও তাঁকে বেঁধেছিলেন বলে প্রধান
সেনাপতি নিজেও ভয় পেলেন।

মহাসভার সামনে হযরত পৌল

৩০ কিন্তু পরদিন, ইহুদীরা তাঁর উপর কি জন্য
দোষারোপ করছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবার
জন্য প্রধান সেনাপতি তাঁকে মুক্ত করলেন ও
প্রধান ইমামদের ও সমস্ত মহাসভাকে একত্র
হতে হুকুম দিলেন এবং পৌলকে নামিয়ে তাঁদের
কাছে উপস্থিত করলেন।

২৩ ১ আর পৌল মহাসভার দিকে একদৃষ্টে
চেয়ে বললেন, হে ভাইয়েরা, আজ

১২:৬; ২০:২৩; ২২:২৯; ইফি ৬:২০; ২তীম ২:৯।
[২১:৩৪] প্রেরিত ১৯:৩২; ২২:২৪; ২৩:১০,১৬,৩২।
[২১:৩৬] লূক ২৩:১৮; ইউ ১৯:১৫; প্রেরিত ২২:২২।
[২১:৩৮] মথি ২৪:২৬; প্রেরিত ৫:৩৬।
[২১:৩৯] প্রেরিত ৯:১১; ৬:৯।
[২১:৪০] প্রেরিত ১২:১৭; ইউ ৫:২।
[২২:১] প্রেরিত ৭:২।
[২২:২] প্রেরিত ২১:৪০; ইউ ৫:২।
[২২:৩] প্রেরিত ২১:৩৯; ৯:১১; ৬:৯; ৫:৩৪; ২৬:৫; ২১:২০; লূক ১০:৩৯; ১বাদশা ১৯:১০।
[২২:৪] আঃ ১৯,২০; প্রেরিত ৮:৩; ৯:২।
[২২:৫] লূক ২২:৬৬; প্রেরিত ১:১৬; ২:২৯; ১৩:২৬; ২৩:১; ২৮:১৭,২১; ৯:২; রোমীয় ৭:১; ৯:৩।
[২২:৬] প্রেরিত ৯:৩
[২২:৮] মার্ক ১:২৪।
[২২:৯] প্রেরিত ২৬:১৩; ৯:৭।
[২২:১০] প্রেরিত ১৬:৩০।
[২২:১১] প্রেরিত ৯:৮
[২২:১২] প্রেরিত ৯:১৭; ১০:২২।

ত্রফিমকে তাদের আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল।

২১:৩০ দ্বার সকল রুদ্ধ করা হল। পবিত্র এবাদত-খানায় যেন আর কোন বিশৃঙ্খলা না হয়, সেজন্য বায়তুল মোকাদ্দসের কর্মকর্তাদের আদেশে এর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

২১:৩১ প্রধান সেনাপতি। গ্রীক *কিলিয়ার্ক*, একটি রেজিমেন্ট অর্থাৎ ১০০০ সৈন্যের প্রধান। তাঁর নাম ছিল ক্লৌদিয় লুষিয় (২৩:২৬)।

২১:৩৭ দুর্গ। আন্তনিয়ের দুর্গ, যা বায়তুল মোকাদ্দসের উত্তর প্রান্তের দু'টি সিঁড়ি দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এবাদতখানা থেকে এই দুর্গটি আরও অনেক উপরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল।

২১:৩৮ সেই মিসরীয় ... বিদ্রোহ করেছিল। যোসেফাস একজন মিসরীয় ভণ্ড নবী সম্পর্কে বলেন, যে কয়েক বছর আগে চার হাজার অনুসারীকে নিয়ে জৈতুন পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়েছিল। রোমীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ করে অধিকাংশকে হত্যা করলেও তাদের মিসরীয় নেতা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

গুপ্তহন্তা। যারা তলোয়ার দিয়ে গোপনে হত্যা করতো।

২১:৪০ হিব্রু ভাষায়। যেহেতু হিব্রু ভাষা প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী ইহুদীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষা ছিল।

২২:৩ তার্ষ। পৌলের জন্মস্থান (২১:৩৯); এই নগরে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে তিনি রোমীয় নাগরিকত্ব লাভ করেন। এর অবস্থান ছিল *কিদনুস* নদী থেকে ১০ মাইল এবং পর্বত থেকে ৩০ মাইল দূরে, যা *কিলিকিয়া* দ্বার নামের গভীর ও সঙ্কীর্ণ গিরিপ্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় নগরী ও ভ্রমণের জন্য সংযোগস্থল।

২২:৯ তাঁর বাণী শুনতে পেল না। তারা শব্দ শুনেছিল বটে (৯:৭), কিন্তু কী বলা হয়েছে তা বুঝতে পারে নি।

BACIB
International Bible CHURCH

লূক

সুসমাচার তবলিগকারী লূক ছিলেন একজন ইহুদী। তিনি কোথায় এবং কখন ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। লূক ১:২ আয়াতে তাঁর নিজস্ব বিবৃতি অনুসারে এটি বোঝা যায় যে, ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি এবং সমস্ত ঘটনার সাক্ষী তিনি ছিলেন না, এছাড়া আল্লাহ্‌ মাবুদের অলৌকিক কাজ এবং ঘটনাগুলো যারা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং আল্লাহ্‌র সুসংবাদ তবলিগ করেছেন তাদের সঙ্গে শুরু থেকেই তার কাজ করা হয় নি। সম্ভবত তিনি ছিলেন ত্রোয়া শহরের একজন চিকিৎসক বা ডাক্তার। সেখানেই পৌলের মাধ্যমে তিনি ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনেন, তারপর থেকে তিনি পৌলের সহকারী হিসেবে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। ফিলিপীতেও তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু পৌলকে যখন সেখানে বন্দী করে রাখা হয় তখন তাঁকে সেখানে পৌলের সঙ্গে দেখা যায় নি। ফিলিপী শহরে পৌলের তৃতীয় যাত্রায় আমরা আবার লূকের সাক্ষাত পাই, প্রেরিত ২০:৫,৬। দীর্ঘ সাত বা আট বছর তবলিগকারী হিসেবে জীবনের অতি মূল্যবান সময় তিনি ঐ শহরেই কাটান। সেই সময় থেকে লূক জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করার আগ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত পৌলের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, প্রেরিত ২০:৬-৩৮; ২১:১৮। এরপর পৌল জেরুশালেম এবং রোমে জুলিয়াস সিজারের অধীনে জেলে বন্দী হলে তিনি আবার দৃষ্টির বাইরে চলে যান। এরপর যুলিয় নামে সম্রাটের একজন শত-সেনাপতির অধীনে পৌলকে ইতালির রোমে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে পর তাঁকে আবার পৌলের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, প্রেরিত ২৭:১। সেখানে তিনি পৌলের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, প্রেরিত ২৮:২,১২-১৬। ২ তীম ৪:১১ আয়াতে "প্রিয় ডাক্তার লূকের" সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর নিজের লেখাসহ প্রেরিত পৌলের পত্রগুলোর অনেক অংশেই চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান, দক্ষতা এবং নির্ভুলতা, সেই সমস্ত বিষয়গুলো দেখতে পাওয়া যায়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- পৌলের একজন নম্র, বিশ্বস্ত ও কার্যকরী সহচর ছিলেন।
- একজন উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন।
- একজন দক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন।
- লূখ লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিত কার্য-বিবরণী – এই দুটো কিতাবই তিনি রচনা করেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমরা যে কথা বলি ও কাজ করি, সেটাই আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়।
- সবচেয়ে সফল মানুষটিরও অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** সম্ভবত ত্রোয়াতে পৌলের সাথে তাঁর দেখা হয়।
- **পেশা:** চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, ভ্রমণের সহচর।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, তীমথি, সীল, পিতর।

মূল আয়াত: "প্রথম থেকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কালামের সেবা করে এসেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সবকিছু যেমন জানিয়েছেন, সেই অনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন, সেজন্য আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে সুবিন্যস্ত একটি বিবরণ লেখা ভাল মনে করলাম; যেন, আপনি যেসব বিষয় শিক্ষা পেয়েছেন, সেসব সত্যি কি না তা জানতে পারেন।" (লূক ১:১-৪)

প্রেরিত ১৬-২৮ আয়াতে লূক অনেকবারই আমরা শব্দটির মধ্য দিয়ে নিজের উল্লেখ করেছেন। লূক ১:৩; প্রেরিত ১:১; কল ৪:১৪; ২ তীম ৪:১১; ফিলীমন ২৪ আয়াতেও তাঁর উল্লেখ আছে।

পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎবিবেকে আল্লাহ্‌র
সম্মুখে জীবন যাপন করে আসছি। ২ তখন মহা-
ইমাম অননিয়, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল,
তাঁদেরকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলের মুখে
আঘাত করে। ৩ তখন পৌল তাঁকে বললেন, হে
চুনকাম-করা প্রাচীর, আল্লাহ্‌ তোমাকে আঘাত
করবেন; তুমি শরীয়ত অনুসারে আমার বিচার
করতে বসেছ, আর শরীয়তের বিপরীতে আমাকে
আঘাত করতে হুকুম দিচ্ছ? ৪ তাতে যারা কাছে
দাঁড়িয়েছিল, তারা বললো, তুমি কি আল্লাহ্‌র মহা
-ইমামকে কটুবাক্য বলছো? ৫ পৌল বললেন, হে
ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহা-
ইমাম; কেননা লেখা আছে, “তুমি স্বজাতীয়
লোকদের নেতাকে দুর্বাক্য বলো না।” ৬ কিন্তু
পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে, তাদের একাংশ
সদ্দূকী ও একাংশ ফরীশী, তখন মহাসভার মধ্যে
উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে ভাইয়েরা, আমি ফরীশী
এবং ফরীশীদের সন্তান; মৃতদের প্রত্যাশা ও
পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার বিচার হচ্ছে। ৭ তিনি
এই কথা বলতে না বলতে ফরীশী ও সদ্দূকীদের
মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হল, সভার মধ্যে দুই দল
হয়ে গেল। ৮ কারণ সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান
নেই, ফেরেশতা বা রূহ্‌ নেই; কিন্তু ফরীশীরা
উভয়ই স্বীকার করে। ৯ তখন মহাকোলাহল হল
এবং ফরীশী পক্ষীয় আলেমদের মধ্যে কয়েক জন
লোক উঠে দাঁড়িয়ে তর্ক করে বলতে লাগল,
আমরা এই ব্যক্তির কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না;
কোন রূহ্‌ কিংবা কোন ফেরেশতা যদি এর সঙ্গে
কথা বলে থাকেন, তবে আমাদের কি? ১০ এভাবে
ভীষণ বিরোধ হলে, পাছে তারা পৌলকে খণ্ড খণ্ড
করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে প্রধান সেনাপতি
হুকুম দিলেন, সৈন্যদল নেমে গিয়ে তাদের মধ্য
থেকে পৌলকে কেড়ে দুর্গে নিয়ে যাক।
১১ সেই রাতে প্রভু পৌলের কাছ দাঁড়িয়ে
বললেন, সাহস কর, কেননা আমার বিষয়ে যেমন
জেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও
দিতে হবে।

হযরত পৌলকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র

১২ দিন হলে ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের
একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করলো, বললো, আমরা
যে পর্যন্ত পৌলকে হত্যা না করবো, সেই পর্যন্ত
ভোজন বা পান করবো না। ১৩ চল্লিশ জনের
বেশি লোক এক সঙ্গে শপথ করে এইভাবে
চক্রান্ত করলো। ১৪ তারা প্রধান ইমামদের ও
প্রাচীনদের কাছে গিয়ে বললো, আমরা এক মহা
অভিশাপে নিজেদের আবদ্ধ করেছি, যে পর্যন্ত
পৌলকে হত্যা না করবো, সেই পর্যন্ত কিছুরই
স্বাদ গ্রহণ করবো না। ১৫ অতএব আপনারা
এখন মহাসভার সঙ্গে প্রধান সেনাপতির কাছে
এই আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের
কাছে তাকে নামিয়ে এনে দেন, বলুন যে,
আপনারা আরও সূক্ষ্মভাবে তার বিষয়ে বিচার
করতে উদ্যত হয়েছেন; আর সে কাছে উপস্থিত
হবার আগেই আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত
রইলাম। ১৬ কিন্তু পৌলের ভাগ্নে তাদের এই
চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়ে চলে গিয়ে দুর্গমধ্যে
প্রবেশ করে পৌলকে এসব কথা জানাল।
১৭ তাতে পৌল এক জন শতপতিকে কাছে
ডেকে বললেন, প্রধান সেনাপতির কাছে এই
যুবককে নিয়ে যান; কারণ তাঁর কাছে এর কিছু
বলবার আছে। ১৮ তাতে তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে
প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন, বন্দী
পৌল আমাকে কাছে ডেকে আপনার কাছে এই
যুবককে আনতে নিবেদন করলো, কেননা
আপনার কাছে এর কিছু বলবার আছে। ১৯ তখন
প্রধান সেনাপতি তার হাত ধরে এক পাশে নিয়ে
গিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে
তোমার কি বলবার আছে? ২০ সে বললো,
ইহুদীরা আপনার কাছে এই নিবেদন করার
পরামর্শ করেছে, যেন আপনি আগামীকাল আরও
সূক্ষ্মভাবে পৌলের বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য
তাঁকে মহাসভার কাছে নিয়ে যান। ২১ অতএব
আপনি তাদের কথা গ্রাহ্য করবেন না। কেননা
তাদের মধ্যে চল্লিশ জনের বেশি লোক তাঁর জন্য
চক্রান্ত করেছে; তারা একটি অভিশাপে
তাদেরকে আবদ্ধ করেছে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা
না করবে সেই পর্যন্ত ভোজন বা পান করবে না,
আর এখনই প্রস্তুত আছে, আপনার অনুমতির

[২২:১৪] প্রেরিত ৩:১৩; ৭:৫২; ১করি ১৫:৮।
[২২:১৫] প্রেরিত ২৩:১১; ২৬:১৬।
[২২:১৬] লেবীয় ৮:৬; ১করি ৬:১১; ইফি ৫:২৬; তীত ৩:৫; ইব ১০:২২; ১পিতর ৩:২১; রোমীয় ১০:১৩।
[২২:১৭] প্রেরিত ৯:২৬; ১০:১০।
[২২:২০] প্রেরিত ৭:৫৭-৬০; ৮:১।
[২২:২১] প্রেরিত ৯:১৫; ১৩:৪৬।
[২২:২২] প্রেরিত ২১:৩৬; ২৫:২৪।
[২২:২৩] প্রেরিত ৭:৫৮;ন২শামু ১৬:১৩।
[২২:২৪] প্রেরিত ২১:৩৪।
[২২:২৫] প্রেরিত ১৬:৩৭।
[২২:২৯] প্রেরিত ১৬:৩৮; ২১:৩৩।
[২২:৩০] প্রেরিত ২৩:২৮; ২১:৩৩; মথি ৫:২২।
[২৩:১] ১করি ৪:৪; ২করি ১:১২; ১তীম ১:৫,১৯; ৩:৯; ২তীম ১:৩; ইব ৯:১৪; ১০:২২; ১৩:১৮; ১পিতর ৩:১৬,২১।
[২৩:২] প্রেরিত ২৪:১; ইউ ১৮:২২।
[২৩:৩] মথি ২৩:২৭; লেবীয় ১৯:১৫; দ্বি:বি: ২৫:১,২; ইউ ৭:৫১।

২২:১৬ তাঁর নামে ডেকে। অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় তাঁকে নিজ জীবনে আহ্বান করা। সুসমাচার তবলিগ ও পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ শুরু থেকেই একসঙ্গে প্রচলিত হয়ে এসেছে।

তোমার গুনাহ্‌ ধুয়ে ফেল। বাপ্তিস্ম হচ্ছে অনুগ্রহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের বাহ্যিক চিহ্ন। তবে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করে না এবং অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে না।

২২:১৭ জেরুশালেমে ফিরে এসে। গালা ১:১৭-১৮ আয়াতে উল্লিখিত পৌলের পরিদর্শনের কথা বলা হচ্ছে, যা তাঁর মন পরিবর্তনের তিন বছর পর ঘটেছিল।

২২:১৮ ত্বরা কর ... বের হও। জেরুশালেমের ঈসায়ী ঈমানদারেরা পৌলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে তাঁকে সিজারিয়াতে নিয়ে যান (প্রেরিত ৯:২৯,৩০)।

২২:২৮ বহু অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছি। রোমীয় নাগরিকত্ব লাভের তিনটি উপায় ছিল:-

(১) রোমে অসাধারণ কোন কাজ করার জন্য পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ;

(২) যথোপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নেওয়া;

(৩) রোমীয় নাগরিকত্ব আছে এমন পরিবারে জন্ম নেওয়া।

২৩:২ অননিয়। ৪৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী মহা-ইমাম। অননিয় নিষ্ঠুরতা ও উগ্রতার জন্য পরিচিত ছিলেন। যখন রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়, সে সময় তিনি তাঁর অনুগত লোকদের হাতে নিহত হন।

২৩:৩ চুনকাম-করা প্রাচীর। যার বাইরের অংশ দেখতে

অপেক্ষা করছে। ২২ তখন প্রধান সেনাপতি ঐ যুবককে এই হুকুম দিয়ে বিদায় করলেন, তুমি যে এসব আমাকে জানিয়েছ তা কাউকেও বলো না।

শাসনকর্তার দরবারে হযরত পৌল

২৩ পরে তিনি দু'জন শতপতিকে কাছে ডেকে বলে দিলেন, সিজারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য রাত নয় ঘটিকার সময়ে দুই শত সৈন্য ও সত্তর জন ঘোড়সওয়ার এবং দুই শত বর্শাধারী লোক প্রস্তুত রেখো। ২৪ আর তিনি বাহন যোগাতে হুকুম করলেন, যেন তারা পৌলকে তার উপরে চড়িয়ে নিরাপদে শাসনকর্তা ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দেয়। ২৫ পরে তিনি এই মর্মে একখানি পত্র লিখলেন,

২৬ মহামহিম শাসনকর্তা ফীলিক্সের সমীপে ক্লৌদিয় লুষিয়ের মঙ্গলবাদ। ২৭ ইহুদীরা এই ব্যক্তিকে ধরে হত্যা করতে উদ্যত হলে আমি সেনাদের নিয়ে উপস্থিত হয়ে একে রক্ষা করলাম, কেননা জানতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি এক জন রোমীয়। ২৮ পরে তারা কি কারণে এর উপরে দোষারোপ করছে, তা জানবার জন্য তাদের মহাসভাতে একে নামিয়ে নিয়ে গেলাম। ২৯ তাতে আমি বুঝলাম, তাদের শরীয়ত সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় নিয়ে এর উপরে দোষারোপ হয়েছে, কিন্তু প্রাণদণ্ডের বা শিকলের যোগ্য কোন দোষের কারণে এর নামে অভিযোগ হয় নি। ৩০ আর এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত হবে, এই সংবাদ পেয়ে আমি অবিলম্বেই আপনার কাছে একে পাঠিয়ে দিলাম। এর উপরে যারা দোষারোপ করেছে, তাদেরকেও হুকুম করলাম, তারা আপনার কাছে এর বিরুদ্ধে যা বলবার থাকে তা বলে।

৩১ পরে সৈন্যেরা যে হুকুম পেয়েছিল সেই অনুসারে পৌলকে নিয়ে রাতের বেলায় আন্তিপাত্রি নগর পর্যন্ত গেল। ৩২ পরদিন ঘোড়সওয়ারদেরকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য রেখে তারা দুর্গে ফিরে আসল। ৩৩ ওরা সিজারিয়াতে পৌঁছে শাসনকর্তার হাতে পত্রখানি দিয়ে পৌলকেও তাঁর কাছে উপস্থিত করলো। ৩৪ তিনি পত্র পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন্ প্রদেশের লোক? তখন তিনি কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, এই কথা জানতে পেয়ে শাসনকর্তা বললেন, যারা তোমার উপরে দোষারোপ করেছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার কথা শুনবো। পরে তিনি হেরোদের রাজপ্রাসাদে তাঁকে রাখতে হুকুম দিলেন।

[২৩:৫] হিজ ২২:২৮।
[২৩:৬] প্রেরিত ৪:১; ২২:৫; ২৬:৫; ২৪:১৫,২১; ২৬:৮; ফিলি ৩:৫।
[২৩:৮] মথি ২২:২৩; ১করি ১৫:১২।
[২৩:৯] মার্ক ২:১৬; ইয়ার ২৬:১৬; লূক ২৩:৪।
[২৩:১০] প্রেরিত ২১:৩৪।
[২৩:১১] মথি ১৪:২৭; প্রেরিত।
[২৩:১২] প্রেরিত ২০:৩; ২৫:৩; ২১,৩০।
[২৩:১৫] প্রেরিত ২২:৩০।
[২৩:১৬] প্রেরিত ২১:৩৪।
[২৩:১৮] ইফি ৩:১।
[[২৩:২৩] প্রেরিত ৮:৪০।
[২৩:২৪] প্রেরিত

শাসনকর্তার সম্মুখে হযরত পৌলের বিচার

২৪ ১ পাঁচ দিন পরে অননিয় মহা-ইমাম কয়েক জন প্রাচীন এবং তর্তুল্ল নামে এক জন উকিলকে সঙ্গে করে সেখানে গেলেন এবং তাঁরা পৌলের বিরুদ্ধে শাসনকর্তার কাছে আবেদন করলেন। ২ পৌলকে ডেকে আনা হলে পর তর্তুল্ল তাঁর নামে এই বলে দোষারোপ করতে লাগল, হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনার দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ করে আসছি এবং আপনার দূরদর্শিতার গুণে এই জাতি নানা রকম মঙ্গলের কাজ দেখতে পেয়েছে, ৩ এই কথা আমরা সর্বতোভাবে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করছি। ৪ কিন্তু কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে কষ্ট না দিই, এজন্য ফরিয়াদ করি, আপনি নিজের দয়াগুণে আমাদের অল্প কিছু কথা শুনুন। ৫ কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই ব্যক্তি মহামারী-স্বরূপ, দুনিয়ার সমস্ত ইহুদীর মধ্যে কলহজনক এবং নাসরতীয় দলের অগ্রণী, ৬ আর সে বায়তুল-মোকাদ্দসও নাপাক করার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য আমরা একে ধরেছি। ৭ আমরা যেসব বিষয়ে এর উপরে দোষারোপ করছি, ৮ আপনি নিজে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেসব জানতে পারবেন।
৯ ইহুদীরাও সায় দিয়ে বললো, এসব কথা ঠিক।

শাসনকর্তার সম্মুখে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

১০ পরে শাসনকর্তা পৌলকে কথা বলবার জন্য ইশারা করলে তিনি এর জবাবে বললেন, আপনি অনেক বছর থেকে এই জাতির বিচার করে আসছেন, এই কথা জানাতে আমি স্বচ্ছন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি।

আকর্ষণীয়, কিন্তু ভেতরে অপবিত্র বস্তু এবং নোংরা ও কলুষতায় পরিপূর্ণ; যেমন কবর, যার ভেতরে রয়েছে গলিত মৃতদেহ। এখানে মহা-ইমামের ভণ্ডামি বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তোমাকে আঘাত করবেন। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে অননিয় নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই উক্তি পূর্ণতা লাভ করেছিল বলে অনেকে মনে করেন।

২৩:৫ আমি জানতাম না যে, উনি মহা-ইমাম। বিভিন্নভাবে এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে: পৌলের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল এবং তিনি দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহা-ইমাম। অথবা তিনি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি মহা-ইমাম, কারণ এর আগে তিনি ভিন্ন পদস্থদেরকেও এই আসনে বসতে দেখেছেন।

২৩:৮ সদ্দূকীরা বলে ... বা রূহ্ নেই। সদ্দূকীরা নিজেদের পার্থিব সুবিধা অর্জন করার জন্য এই সকল মতবাদ তৈরি করেছিল। পৌল কৌশলে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন যেন তিনি তাদের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসতে পারেন।

২৩:১২ একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করলো। অর্থাৎ তারা যা করতে চায় তা যদি না করতে পারে তাহলে তারা আল্লাহ্‌র বদদোয়া পাবে এমন বিশ্বাস।

২৩:২২ তা কাউকেও বলো না। যুবকটির নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং রাতের অন্ধকারে যেন নিরাপদে পৌলকে স্থানান্তর করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য।

২৩:২৩ সিজারিয়া। এহুদিয়া প্রদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যালয়।

[11] আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, আজ
বারো দিনের বেশি হয় নি, আমি এবাদত করার
জন্য জেরুশালেমে গিয়ে-ছিলাম। [12] আর এরা
বায়তুল-মোকাদ্দসে আমাকে কারো সঙ্গে
বাক্‌বিতণ্ডা করতে, কিংবা জনতাকে উত্তেজিত
করতে দেখে নি, মজলিস-খানাতেও নয়, নগরেও
নয়। [13] আর এখন এরা আমার উপরে যেসব
দোষারোপ করছে, আপনার কাছে সেই সমস্ত
বিষয়ের কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে না।
[14] কিন্তু আপনার কাছে আমি এই কথা স্বীকার
করি, এরা যাকে দল বলে, সেই পথ অনুসারে
আমি আমার পূর্বপুরুষের আল্লাহ্‌র এবাদত করে
থাকি। যা যা শরীয়ত অনুযায়ী এবং যা যা
নবীদের কিতাবে লেখা আছে, সেসব বিশ্বাস
করি। [15] আর এরাও যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে,
তেমনি আমি আল্লাহ্‌র উপরে এই প্রত্যাশা করছি
যে, ধার্মিক অধার্মিক উভয় রকম লোকের
পুনরুত্থান হবে। [16] আর এই বিষয়ে আমিও
আল্লাহ্‌র ও মানুষের প্রতি পরিষ্কার বিবেক রক্ষা
করতে সব সময় যত্ন করে থাকি। [17] অনেক
বছর পরে আমি স্বজাতির লোকদের কিছু দান
দেবার জন্য এবং নৈবেদ্য কোরবানী করার জন্য
এসেছিলাম; [18] এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে
বায়তুল-মোকাদ্দসে পাক-পবিত্র অবস্থায়
দেখেছিল, কোন ভিড়ও হয় নি, গণ্ডগোলও হয়
নি; [19] কিন্তু এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন ইহুদী
উপস্থিত ছিল, তাদেরই উচিত ছিল, যেন আপন-
ার কাছে আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা
থাকে, তবে উপস্থিত হয় এবং দোষারোপ করে।
[20] নতুবা এই উপস্থিত লোকেরাই বলুক, আমি
মহাসভার সম্মুখে দাঁড়ালে এরা আমার কি
অপরাধ পেয়েছে? [21] না, কেবল এই এক কথা,
যা তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলাম
'মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে আজ আপনাদের
সম্মুখে আমার বিচার হচ্ছে'।
[22] তখন ফীলিক্স, সেই পথের বিষয়ে ভাল করে
জানতেন বলে বিচার স্থগিত রাখলেন, বললেন,
প্রধান সেনাপতি লুষিয় যখন আসবেন, তখন
আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করবো। [23] পরে
তিনি শতপতিকে এই হুকুম দিলেন, তুমি একে
আবদ্ধ রাখ, কিন্তু স্বচ্ছন্দে রেখো, যদি এর কোন
আত্মীয় এর সেবা করার জন্য আসে তবে তাকে
বারণ করো না।

হযরত পৌলকে বন্দী রাখা

[24] কয়েক দিন পরে ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী
দ্রুষিল্লার সঙ্গে এসে পৌলকে ডেকে পাঠালেন ও
তাঁর মুখে মসীহ্‌ ঈসার উপর ঈমান আনার বিষয়
শুনলেন। [25] পৌল স্বার্থপরতার, ইন্দ্রিয় দমনের
এবং আগামী বিচারের বিষয় বর্ণনা করলে
ফীলিক্স ভয় পেয়ে জবাবে বললেন, এখনকার
মত যাও, উপযুক্ত সময় পেলে আমি তোমাকে
ডেকে আনবো। [26] তিনি এও আশা করেছিলেন
যে, পৌল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য পুনঃ পুনঃ
তাঁকে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন।
[27] কিন্তু দু'বছর অতীত হলে পর্কিয় ফীষ্ট
ফীলিক্সের পদ পেলেন, আর ফীলিক্স ইহুদীদের
প্রীতির পাত্র হবার ইচ্ছা করে পৌলকে বন্দী
রেখে গেলেন।

সম্রাটের কাছে হযরত পৌলের আপিল

২৫ [1] ফীষ্ট সেই প্রদেশে উপস্থিত হবার
তিন দিন পরে সিজারিয়া থেকে
জেরুশালেমে গেলেন। [2] তাতে প্রধান ইমামেরা
এবং ইহুদীদের প্রধান প্রধান লোক তাঁর কাছে
পৌলের বিরুদ্ধে আবেদন করলেন। [3] তারা
অনুরোধ করলেন, যেন ফীষ্ট পৌলের বিরুদ্ধে
তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁকে জেরুশালেমে
পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁরা
পথের মধ্যে তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র

২৪:১-৩,১০; ২৫:১৪।
[২৩:২৬] লূক ১:৩; প্রেরিত ২৪:৩; ২৬:২৫; ১৫:২৩।
[২৩:২৭] প্রেরিত ২১:৩২; ২১:৩৩; ২২:২৫-২৯।
[২৩:২৮] প্রেরিত ২২:৩০।
[২৩:২৯] প্রেরিত ১৮:১৫; ২৫:১৯।
[২৩:৩০] প্রেরিত ২০:৩; ২৪:১৯; ২৫:১৬।
[২৩:৩২] প্রেরিত ২১:৩৪।
[২৩:৩৩] প্রেরিত ৮:৪০।
[২৩:৩৪] প্রেরিত ৬:৯; ২১:৩৯।
[২৪:১] প্রেরিত ২৩:২; ২৩:৩০,৩৫; ২৩:২৪।
[২৪:৩] লূক ১:৩; প্রেরিত ২৩:২৬; ২৬:২৫।
[২৪:৫] প্রেরিত ১৬:২০; ১৭:৬; ২১:২৮; ২৬:৫; ২৮:২২; মার্ক ১:২৪।
[২৪:৬] প্রেরিত ২১:২৮।
[২৪:৯] ১ থিষ ২:১৬।
[২৪:১০] প্রেরিত ২৩:২৪।
[২৪:১১] প্রেরিত ২১:২৭।
[২৪:১২] প্রেরিত ২৫:৮; ২৮:১৭।

সৈন্য ... অশ্বারোহী ... বর্শাধারী। শতপতি পৌলকে একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে যথাযথ নিরাপত্তা দান করার জন্য মোট ৪৭০ জন সৈন্যকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২৩:২৪ ফীলিক্স। আন্তনিও ফীলিক্স, ৫২-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী এহুদিয়ার শাসক।

২৩:২৬ মহামহিম। এই উপাধি সাধারণত রোমীয় অশ্বারোহী বাহিনীর 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্ত বীরদের মধ্য থেকে আগত শাসনকর্তাদের বেলায় ব্যবহৃত হত। তবে ফীলিক্স এর ব্যতিক্রম ছিলেন। প্রেরিত কিতাবে এই উপাধিটি ফীস্ট (২৬:২৫) এবং লূকে (১:৩) থিয়ফিলের বেলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

২৩:৩১ আন্তিপাত্রি। মহান হেরোদ কর্তৃক পুনঃনির্মিত এবং তাঁর পিতার নামে নামাঙ্কিত নগর। এটি সামেরিয়া ও এহুদিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত, যা জেরুশালেম থেকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।

২৩:৩৪ হেরোদের রাজপ্রাসাদ। মহান হেরোদ কর্তৃক নির্মিত রাজকীয় বাসভবন, যা সে সময় রোমীয় সরকারী ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

২৪:১ পাঁচ দিন পরে। জেরুশালেম থেকে রওয়ানা দেবার পাঁচ দিন পর।

তর্তুল্ল। সম্ভবত তিনি একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন, আবার রোমীয় আদালতের আইন কানুন সম্পর্কে পরিচিত এক গ্রীক ভাষাভাষী ইহুদী হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়।

২৪:৫ কলহজনক। রোম সাম্রাজ্যে বিরোধ উত্তেজনা তৈরি করা সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামিল। রোমীয় অনুমোদন বিহীন যে কোন ধর্মীয় দলের নেতা হওয়া রোমীয় আইনের পরিপন্থি ছিল।

নাসরতীয় দল। ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীদের দল। ঈসায়ীরা নাসরতীয় ঈসা মসীহের নামের কারণে এই নামে পরিচিত হয়েছিলেন ।

২৪:১১ বারো দিনের অধিক হয় নি। পৌল খুব সম্প্রতি জেরুশালেমে গিয়েছিলেন, তিনি প্রায় সাত দিনে জেরুশালেমে এবং পাঁচ দিন সিজারিয়াতে কাটিয়েছিলেন।

হেরোদ আগ্রিপ্প ২

বাদশাহ্ হেরোদ আগ্রিপ্প ১-এর পুত্র। তাঁর মায়ের নাম ছিল সিপ্রোস। বাদশাহ্ ক্লডিয়াস তাঁকে ফিলিপী ও লুষানিয়ার বাদশাহ্ হিসেবে ভূষিত করেন, প্রেরিত ২৫:১৩; ২৬:২,৭। পরবর্তীতে তৎকালীন রোমীয় সম্রাট তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, মথি ২:২২। তিনি এহুদিয়া, সামেরিয়া ও ইদুমিয়া অঞ্চল শাসন করেন। তিনি সিজারিয়া-ফিলিপী শহরটিকে বড় করেন এবং সম্রাট নিরোর সম্মানে *নিরোনিয়া* নাম দেন। তিনি সিজারিয়াতে পৌল তাঁর এবং তাঁর বোনের সামনে প্রতিরোধ তৈরি করেন, প্রেরিত ২৫:১২-২৭। তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ ট্রজানের শাসনের তৃতীয় বছরে মারা যান।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- খ্রীষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা হেরোদ রাজবংশের শেষ শাসনকর্তা ছিলেন।
- রোম ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার সাফল্যকে ধরে রেখেছিলেন।
- নগর নির্মাণ ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর পারিবারিক সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- সুসমাচারের সত্যে বিশ্বাস করেন নি এবং তা সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
- নিজের বোন বর্ণীকির সাথে অবৈধ সম্পর্ক চালিয়ে গেছেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- পরিবার সন্তানদের উপরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাবই ফেলতে পারে।
- আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য একাধিক সুযোগ লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **পেশা:** উত্তর ও পূর্ব প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা।
- **আত্মীয়-স্বজন:** প্রপিতামহ: মহান হেরোদ; পিতা: হেরোদ আগ্রিপ্প ১; পিতার চাচা: হেরোদ আন্তিপাস; বোন: বর্ণীকি, দ্রুসিল্লা।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, ফীলিক্স, ফীষ্ট, পিতর, লূক।

মূল আয়াত: "তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, তুমি অল্পেই আমাকে ঈসায়ী করতে চেষ্টা করছো।" (প্রেরিত ২৬:২৮)।

হেরোদ আগ্রিপ্পের কাহিনী প্রেরিত ২৫:১৩-২৬:৩২ আয়াতে রয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

করেছিলেন। ৪ কিন্তু ফীষ্ট জবাবে বললেন, পৌল
সিজারিয়াতে বন্দী আছে; আমিও অবিলম্বে
সেখানে যাচ্ছি। ৫ অতএব তোমাদের মধ্যে যারা
ক্ষমতাপন্ন, তারা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে,
সেই ব্যক্তির কোন দোষ যদি থাকে, তবে তার
উপরে দোষারোপ করুক।
৬ আর তাঁদের কাছে আট দশ দিনের অনধিক
কাল অবস্থিতি করে তিনি সিজারিয়াতে নেমে
গেলেন; এবং পরদিন বিচারাসনে বসে পৌলকে
আনতে হুকুম করলেন। ৭ তিনি উপস্থিত হলে
জেরুশালেম থেকে আগত ইহুদীরা তাঁর চারদিকে
দাঁড়িয়ে তাঁর বিপক্ষে অনেক ভারী ভারী দোষের
কথা উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার প্রমাণ
দেখাতে পারলো না। ৮ এদিকে পৌল নিজের
পক্ষ সমর্থন করে বললেন, ইহুদীদের শরীয়তের
বিরুদ্ধে, বায়তুল-মোকাদ্দসের বিরুদ্ধে কিংবা
সম্রাটের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করি নি।
৯ কিন্তু ফীষ্ট ইহুদীদের প্রীতিপাত্র হবার ইচ্ছা
করাতে পৌলকে জবাবে বললেন, তুমি কি
জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সাক্ষাতে
এসব বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ? ১০ পৌল
বললেন, আমি সম্রাটের বিচারাসনের সম্মুখে
দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আমার বিচার হওয়া
উচিত। আমি ইহুদীদের প্রতি কোন অন্যায় করি
নি, এই কথা আপনিও বিলক্ষণ জানেন। ১১ তবে
যদি আমি অপরাধী হই এবং মৃত্যুর যোগ্য কিছু
করে থাকি, তা হলে মরতে অস্বীকার করি না;
কিন্তু এরা আমার উপরে যেসব দোষারোপ
করছে, এসব যদি কিছুই না হয়, তবে এদের
হাতে আমাকে তুলে দিতে কারো অধিকার নেই;
আমি সম্রাটের কাছে আপীল করি। ১২ তখন ফীষ্ট
মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে জবাবে বললেন,
তুমি সম্রাটের কাছে আপীল করলে; সম্রাটের
কাছেই যাবে।

ফীষ্ট ও বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্পের মতবিনিময়

১৩ পরে কয়েক দিন গত হলে বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প
এবং বর্ণীকি সিজারিয়ায় উপস্থিত হলেন এবং
ফীষ্টকে সালাম জানালেন। ১৪ তাঁরা অনেক দিন
সেখানে অবস্থিতি করলে ফীষ্ট বাদশাহ্‌র কাছে
পৌলের কথা উপস্থিত করে বললেন, ফীলিক্স
একটা লোককে বন্দী রেখে গেছেন। ১৫ যখন
আমি জেরুশালেমে ছিলাম, তখন ইহুদীদের
প্রধান ইমামেরা ও প্রাচীনবর্গরা সেই ব্যক্তির
বিষয় আবেদন করে তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যাচ্ঞা
করেছিল। ১৬ আমি তাদেরকে এই জবাব
দিয়েছিলাম, যার নামে দোষারোপ হয়, সে
যতদিন দোষারোপকারীদের সঙ্গে সম্মুখা-সম্মুখি
না হয় এবং আরোপিত দোষ সম্বন্ধে আত্মপক্ষ
সমর্থনের সুযোগ না পায়, ততদিন কোন
ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের
প্রথা নয়। ১৭ পরে তারা একসঙ্গে এই স্থানে
আসলে আমি কাল বিলম্ব না করে পরদিন
বিচারাসনে বসে সেই ব্যক্তিকে আনতে হুকুম
করলাম। ১৮ পরে দোষারোপকারীরা দাঁড়িয়ে,
আমি যে রকম দোষ অনুমান করেছিলাম, সেই
রকম কোন দোষ তার বিষয়ে উত্থাপন করলো
না; ১৯ কিন্তু তার বিরুদ্ধে তাদের নিজের ধর্ম
বিষয়ে এবং ঈসা নামে কোন মৃত ব্যক্তি, যাকে
পৌল জীবিত বলতো, তার বিষয়ে কয়েকটি তর্ক
উপস্থিত করলো। ২০ তখন এসব বিষয় কিভাবে
অনুসন্ধান করতে হবে, আমি স্থির করতে না
পেরে বললাম, তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে
সেখানে এই বিষয়ে বিচার পেতে সম্মত আছ?
২১ তখন পৌল আপীল করে সম্রাটের বিচারের
জন্য রক্ষিত থাকতে বিনতি করায়, আমি যে
পর্যন্ত তাকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিতে না
পারি, সেই পর্যন্ত বন্দী রাখতে হুকুম দিলাম।
২২ তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, আমিও সেই
ব্যক্তির কাছে কথা শুনতে চেয়েছিলাম। ফীষ্ট
বললেন, আগামীকাল শুনতে পাবেন।

বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্পের সম্মুখে হযরত পৌল

২৩ অতএব পরদিন আগ্রিপ্প ও বর্ণীকি মহা
আড়ম্বরের সঙ্গে আসলেন এবং প্রধান
সেনাপতিদের ও নগরের প্রধান লোকদের সঙ্গে
সভাস্থলে প্রবেশ করলেন, আর ফীষ্টের হুকুমে
পৌলকে সেখানে আনা হল। ২৪ তখন ফীষ্ট

[২৪:১৩] প্রেরিত ২৫:৭। [২৪:১৪] প্রেরিত ৩:১৩; ৯:২; ২৬:৬,২২; ২৮:২৩। [২৪:১৫] মথি ২৫:৪৬। [২৪:১৭] রোমীয় ১৫:২৫-২৮,৩১; ১করি ১৬:১-৪,১৫; ২করি ৮:১-৪। [২৪:১৮] প্রেরিত ২১:২৬। [২৪:১৯] প্রেরিত ২:৯; ২৩:৩০। [২৪:২১] প্রেরিত ২৩:৬। [২৪:২২] প্রেরিত ৯:২।
[২৪:২৩] প্রেরিত ২৩:৩৫; ২৮:১৬; ২৩:১৬; ২৭:৩। [২৪:২৪] প্রেরিত ২০:২১। [২৪:২৫] গালা ৫:২৩; ১থিষ ৫:৬; ১পিতর ৪:৭; ৫:৮; ২পিতর ১:৬; প্রেরিত ১০:৪২; ইয়ার ৩৬:১৬। [২৪:২৭] প্রেরিত ২৫:১,৪,৯,১৪; ১২:৩; ২৫:৯। [২৫:১] প্রেরিত ২৪:২৭; ৮:৪০। [২৫:২] প্রেরিত ২৪:১। [২৫:৩] প্রেরিত ২০:৩; ২৫:৪; ২৪:২৩; ৮:৪০। [২৫:৭] মার্ক ১৫:৩; লূক ২৩:২,১০;

২৪:১৪ সেই পথ অনুসারে ... এবাদত করে থাকি। পৌল স্বীকার করেন যে, তিনি সেই পথে চলেন, কিন্তু তিনি এখনও শরীয়ত ও নবীদের বিশ্বাস করেন। তিনি ইহুদীদের মত একই আশার অংশীদার অর্থাৎ পুনরুত্থানে ও বিচারে বিশ্বাসী (আয়াত ১৫)।

২৪:২১ মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে। পৌল আবারও ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যকার বিবাদের বিষয়টি তুলে ধরছেন। শতপতির সামনে তার বলা কথার জন্য তিনি নিজেকে দোষ দেন না, বরং তিনি বুঝিয়েছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে যথার্থভাবে অভিযোগ আনা যায়।

২৪:২২ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হওয়াতে। ফীলিক্স ছয় বছর ধরে এহুদিয়া ও সামেরিয়া শাসন করার সুবাদে ঈসায়ী ঈমানদারদের সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানতেন।

২৪:২৩ স্বচ্ছন্দে রেখো। পৌলকে কারাগারে না রেখে গৃহবন্দী রাখতে বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন, যিনি এখনও কোন ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন নি।

২৪:২৪ দ্রুষিল্লা। ফিলিক্সের তৃতীয় স্ত্রী এবং প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পের কন্যা। তিনি ১৫ বছর বয়সে এমেসার বাদশাহ্‌ আজিজুকে বিয়ে করেন, কিন্তু এক বছর পর ফীলিক্সের কারণে তাকে ত্যাগ করেন।

২৪:২৫ ফীলিক্স ভীত হয়ে। ধার্মিকতা, আত্ম-সংযম ও বিচারের বিষয়ে শুনে ফিলিক্স তার অতীত জীবনের দিকে তাকালেন এবং

বললেন, হে বাদশাহ্ আগ্রিপ্প এবং আর যাঁরা এই
সভাতে উপস্থিত আছেন, আপনারা একে
দেখছেন, এর বিষয়ে সমস্ত ইহুদীরা জেরুশালেমে
এবং এই স্থানে আমার কাছে আবেদন করে
চিৎকার করে বলেছিল, ওর আর বেঁচে থাকা
উচিত নয়। ২৫ কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, এ
প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ করে নি, তবুও এই
ব্যক্তি নিজে সম্রাটের কাছ আপীল করাতে একে
পাঠাতে স্থির করেছি। ২৬ আমার প্রভুর কাছে এর
বিষয়ে লিখতে পারি, আমার এমন নিশ্চিত কিছুই
নেই; সেজন্য আপনার কাছে, বিশেষত হে
বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, আপনার কাছে একে উপস্থিত
করলাম, যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে পর লিখবার
কিছু সূত্র পাই। ২৭ কেননা বন্দী পাঠাবার সময়ে
তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলো লিখে না
পাঠানো আমার অসঙ্গত বোধ হয়।

বাদশাহ্ আগ্রিপ্পের সম্মুখে হযরত পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

২৬ ১ পরে আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন,
তোমার পক্ষে যা বলবার আছে,
তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে। তখন
পৌল হাত বাড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে
লাগলেন– ২ হে বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমার
উপরে যেসব দোষারোপ করে, সেই সম্বন্ধে আজ
আপনার সাক্ষাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে
পারছি, এজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি;
৩ বিশেষ কারণ এই, ইহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি
ও তর্ক সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। অতএব নিবেদন
করি, সহিষ্ণুতাপূর্বক আমার কথা শুনুন।
৪ বাল্যকাল থেকে আমার আচার ব্যবহার, যা
আদি থেকে স্বজাতীয়দের মধ্যে এবং
জেরুশালেমে হয়ে এসেছে, তা ইহুদীরা সকলেই
জানে; ৫ তারা অনেক দিন থেকে আমাকে চিনে
বলে ইচ্ছা করলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে,
আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্মাচারী

প্রেরিত ২৪:৫,৬; ২৪:১৩।

[২৫:৮] প্রেরিত ৬:১৩; ২৪:১২; ২৮:১৭।

[২৫:৯] প্রেরিত ২৪:২৭; ১২:৩

[২৫:১১] প্রেরিত ২৬:৩২; ২৮:১৯।

[২৫:১৩] প্রেরিত ৮:৪০।

[২৫:১৪] প্রেরিত ২৪:২৭।

[২৫:১৫] প্রেরিত ২৪:১।

[২৫:১৬] প্রেরিত ২৩:৩০।

[২৫:১৯] প্রেরিত ১৮:১৫; ২৩:২৯; ১৭:২২।

[২৫:২২] প্রেরিত ৯:১৫।

[২৫:২৩] প্রেরিত ২৬:৩০।

সম্প্রদায় অনুসারে আমি ফরীশী মতে জীবন
যাপন করতাম। ৬ আর আমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে আল্লাহ্ কর্তৃক যা অঙ্গীকার করা হয়েছে,
তার উপর প্রত্যাশা রাখার দরুন এখন আমার
বিচার করা হচ্ছে। ৭ আমাদের বারো বংশ
দিনরাত একাগ্রমনে এবাদত করতে করতে সেই
অঙ্গীকারের ফল পাবার প্রত্যাশা করছে; আর হে
বাদশাহ্, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীদের
কর্তৃক আমার উপরে দোষারোপ হচ্ছে।
৮ আল্লাহ্ যদি মৃতদেরকে জীবিত করেন, তবে
তা আপনাদের বিচারে কেন বিশ্বাসের অযোগ্য
মনে হয়?
৯ আমিই তো মনে করতাম যে, নাসরতীয় ঈসার
নামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করা আমার
কর্তব্য। ১০ আর আমি জেরুশালেমে তা-ই কর-
তাম; প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ
করে পবিত্র লোকদের মধ্যে অনেককে আমি
কারাগারে বন্দী করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের
সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম। ১১ আর সমস্ত
মজলিস-খানায় বার বার তাঁদেরকে শাস্তি দিয়ে
বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম এবং
তাঁদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বিদেশী নগর
পর্যন্তও তাঁদেরকে নির্যাতন করতাম।
১২ এই উপলক্ষে প্রধান ইমামদের কাছ থেকে
ক্ষমতা ও হুকুমপত্র নিয়ে আমি দামেস্কে
যাচ্ছিলাম, ১৩ এমন সময়ে হে বাদশাহ্,
দুপুরবেলা পথের মধ্যে দেখলাম, আসমান থেকে
সূর্যের তেজের চেয়েও উজ্জ্বল আলো আমার ও
আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল।
১৪ তখন আমরা সকলে ভূমিতে পড়ে গেলে
আমি একটি বাণী শুনলাম, সেটি ইবরানী ভাষায়
আমাকে বললো, ‘শৌল, শৌল, কেন আমাকে
নির্যাতন করছো? কাঁটার মুখে পদাঘাত করা
তোমার পক্ষে কষ্টকর!’ ১৫ তখন আমি বললাম,
‘প্রভু, আপনি কে?’ প্রভু বললেন, ‘আমি ঈসা,

ভয়ে পূর্ণ হলেন।

২৪:২৬ তাঁকে টাকা দেবেন। ফীলিক্স মনে করেছিলেন যে, পৌলের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ রয়েছে, কিংবা তাঁর সহ-ঈমানদারেরা নিজেদের তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাবেন।

২৪:২৭ পর্কীয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হলেন। ফীলিক্সকে তার শাসনামলের বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের জবাবদিহি করতে ৫৯ বা ৬০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সে সময় তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে ফীস্টকে এই দায়িত্বে বসানো হয়।

২৫:৮ ইহুদীদের শরীয়তের বিরুদ্ধে ... অপরাধ করি নি। ইহুদী ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতি পৌলের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ছিল (রোমীয় ৭:১২; ৮:৩-৪; ১ করি ৯:২০ দেখুন)।

২৫:৯ তুমি কি জেরুশালেমে ... বিচার পেতে সম্মত আছ? ফীস্ট চেয়েছিলেন যে, যেহেতু ইহুদীরা এই মামলার বাদীপক্ষ, সে কারণে জেরুশালেমে ইহুদী আদালতেই তাঁর বিচার হোক।

২৫:১১ আমি সম্রাটের কাছে আপীল করি। সে সময় সম্রাট ছিলেন নীরো। রোমে স্বয়ং সম্রাটের সামনে মামলার শুনানি অনুষ্ঠান করতে চাওয়া প্রত্যেক রোমীয় নাগরিকের অধিকার।

২৫:১৩ আগ্রিপ্প। দ্বিতীয় হেরোদ আগ্রিপ্প। ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি ১৭ বছর বয়স্ক ছিলেন (১২:২৩)। তিনি গালীল সাগরের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, কয়েকটি গালীলীয় নগরী এবং পেরিয়ার কয়েকটি নগরী শাসন করতেন। তিনিই শেষ হেরোদ ছিলেন। তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বর্ণীকি। প্রথম আগ্রিপ্পের কন্যা। ১৩ বছর বয়সে তিনি তার চাচা হেরোদকে বিয়ে করেছিলেন এবং দু’টি সন্তান লাভ করেছিলেন। হেরোদের মৃত্যুর তিনি তার ভাই দ্বিতীয় আগ্রিপ্পের সাথে বাস করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় এই গুজব রটে যে, ভাইয়ের সাথে তার অবৈধ যৌন সম্পর্ক রয়েছে, এই কারণে সে

যাঁকে তুমি নির্যাতন করছো? ১৬ কিন্তু উঠ,
তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, তুমি যে যে
বিষয়ে আমাকে দেখেছ ও যে যে বিষয়ে আমি
তোমাকে দর্শন দেব, সেসব বিষয়ে যেন
তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, এই অভি-
প্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। ১৭ আমি যাদের
কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি, সেই লোকদের ও
অ-ইহুদীদের থেকে তোমাকে উদ্ধার করবো,
১৮ যেন তুমি তাদের চোখ খুলে দাও, যেন তারা
অন্ধকার থেকে আলোর প্রতি এবং শয়তানের
কর্তৃত্ব থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসে, যেন
আমার উপর ঈমান আনার দ্বারা গুনাহ্‌র মাফ
পায় ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার
পায়।'
১৯ এজন্য, হে বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, আমি সেই
বেহেশতী দর্শনের অবাধ্য হলাম না; ২০ কিন্তু
প্রথমে দামেস্কের লোকদের কাছে, পরে
জেরুশালেমে ও এহুদার সমস্ত জনপদে এবং
অ-ইহুদীদের কাছেও তবলিগ করতে লাগলাম
যে, তারা যেন মন ফিরায় ও আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে
আসে, মন পরিবর্তনের উপযোগী কাজ করে।
২১ এই কারণ ইহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দসে
আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করছিল।
২২ কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি
আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি, ক্ষুদ্র ও মহান সকলের
কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবীরা এবং মূসাও যা ঘটবে

[২৫:২৪] প্রেরিত ২২:২২।
[২৫:২৫] প্রেরিত ২৩:৯।
[২৬:১] প্রেরিত ৯:১৫; ২৫:২২; ১২:১৭।
[২৬:২] জবুর ১১৯:৪৬; প্রেরিত ২৪:১,৫; ২৫:২,৭,১১।
[২৬:৩] প্রেরিত ৬:১৪; ২৫:১৯
[২৬:৪] ফিলি ৩:৫; গালা ১:১৩,১৪।
[২৬:৫] ফিলি ৩:৫।
[২৬:৬] রোমীয় ১৫:৮।
[২৬:৭] ইয়াকুব ১:১; ১থিষ ৩:১০; ১তীম ৫:৫।
[২৬:৮] প্রেরিত ২৩:৬।
[২৬:৯] ১তীম ১:১৩; ইউ ১৬:২; ১৫:২১।

বলে গেছেন, তার বাইরে আর কিছুই বলছি না।
২৩ আর তা এই, মসীহ্‌কে দুঃখভোগ করতে
হবে, আর তিনিই প্রথম, মৃতদের পুনরুত্থান
দ্বারা, আমাদের লোক ও অ-ইহুদী এই উভয়ের
কাছে আলো ঘোষণা করবেন।

বাদশাহ্ আগ্রিপ্পকে ঈমান আনতে উৎসাহ দেন

২৪ এভাবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন
সময়ে ফীষ্ট উচ্চরবে বললেন, পৌল তুমি পাগল;
বহুবিদ্যাভ্যাস তোমাকে পাগল করে তুলেছে।
২৫ পৌল বললেন, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি
পাগল নই, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ সত্যের উক্তি তবলিগ
করছি। ২৬ বাস্তবিক বাদশাহ্ এসব বিষয়
জানেন, আর তাঁরই সাক্ষাতে আমি সাহসপূর্বক
কথা বলছি; কারণ আমার ধারণা এই যে, এর
কিছুই বাদশাহ্‌র অগোচর নয়; যেহেতু এই সব
ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। ২৭ হে বাদশাহ্
আগ্রিপ্প, আপনি কি নবীদেরকে বিশ্বাস করেন?
আমি জানি আপনি বিশ্বাস করেন। ২৮ তখন
আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, তুমি অল্পেই আমাকে
ঈসায়ী করতে চেষ্টা করছো। ২৯ পৌল বললেন,
আল্লাহ্‌র কাছে এই মুনাজাত করছি, অল্পে হোক
বা অধিকে হোক, কেবল আপনি নন, কিন্তু অন্য
যত লোক আজ আমার কথা শুনছে, সকলেই
যেন এই বন্ধন ছাড়া আমি যেমন, তেমনি হন।
৩০ তখন বাদশাহ্, শাসনকর্তা ও বর্ণীকী এবং
তাঁদের সঙ্গে উপবিষ্ট লোকেরা উঠলেন; ৩১ আর

কিলিকিয়ার বাদশাহ্ পলময়কে বিয়ে করে। কিন্তু শীঘ্রই সে আবার আগ্রিপ্পের কাছে ফিরে আসে।

২৫:২৩ সভাস্থল। আদালত নয়, কারণ এটি পুরোদস্তুর আদালতের বিচার ছিল না।

২৬:১ হাত বাড়িয়ে। সম্ভাষণের ভঙ্গিতে।

২৬:৩ ইহুদীদের ... সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। বাদশাহ্ হিসেবে আগ্রিপ্প এবাদতখানার তহবিল ও মহা-ইমামদের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং মহা-ইমাম নিয়োগ করতে পারতেন। ধর্মীয় বিষয়ে তিনি রোমীয়দের প্রতিনিধি ছিলেন। অনেকটা এই কারণেই ফীষ্ট পৌলের মামলা শুনানি চালানোর দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন।

২৬:৬ আল্লাহ্ কর্তৃক যা অঙ্গীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাজ্য, মসীহ্ ও পুনরুত্থান সহ সমস্ত ওয়াদা।

২৬:৮ আপনাদের বিচারে। পৌল আগ্রিপ্পের কাছে মূলত কথা বলছিলেন, কিন্তু তিনি অন্যান্যদেরও তাঁর বক্তব্যে সম্বোধন করেছিলেন, যেমন ফীষ্টকে ও শতপতিদেরকে, যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না।

২৬:১০ প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম। এ কথা বোঝায় না যে, পৌল মহাসভার সসস্য ছিলেন, তবে নির্যাতন করার দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হত বলে তিনি নিজেও এই সভায় উপস্থিত থাকতেন।

২৬:১১ বলপূর্বক ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম। তিনি ঈসায়ীদেরকে ঈসা মসীহের নামের প্রতি অভিশাপ দিতে বা জনসমক্ষে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন যে, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র, যাতে করে তিনি তাদেরকে কুফরী করার অপরাধে সাব্যস্ত করে হত্যা করতে পারেন।

২৬:১৭ যাদের কাছে। কেবল ইহুদীদের কাছে নয়, সেই সাথে অ-ইহুদীদের কাছেও।

২৬:১৮ তাদের চক্ষু খুলে দাও। পৌলকে তাঁর প্রভুর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ স্পর্শ কামনা করছেন।

অন্ধকার থেকে আলোর প্রতি। এ রূপকটি বিশেষভাবে পৌলের লেখায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (রোমীয় ১৩:১২; ২ করি ৪:৬; ইফি ৫:৮-১৪; কল ১:১৩; ১ থিষ ৫:৫ দেখুন)।

২৬:২০ মন পরিবর্তনের উপযোগী কাজ। এমন কাজ, যা দেখাবে যে তাদের অনুতাপ বিশুদ্ধ।

২৬:২২ নবীগণ এবং মূসা। পুরাতন নিয়মের অংশ (লূক ২৪:২৭,৪৪)।

২৬:২৩ তিনিই প্রথম, মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা। মৃতগণের প্রথমজাত ফল এসেছিল যেন আর কেউ না মরে (১ করি ১৫:২৫; কল ১:১৮ দেখুন)।

২৬:২৪ তুমি পাগল। ফীষ্ট মনে করেছিলেন যে, পৌলের শিক্ষা এবং পাক-কিতাব পাঠ, ভবিষ্যদ্বাণী ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে সমস্ত কথা তিনি বলছেন সেগুলো তাঁকে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।

২৬:২৬ এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। এ সুসমাচার প্রকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত, ঐতিহাসিক সময় ও স্থানের উল্লেখে যা জীবন্ত রয়েছে। পৌল যা নিশ্চিত করেছেন বাদশাহ্ অবশ্যই সে সত্যতায় নিজে সত্য বলে জানেন।

২৬:২৭ আপনি কি নবীগণকে বিশ্বাস করেন? বাদশাহ্ আগ্রিপ্প উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। যদি তিনি "হ্যাঁ" বলেন, তাহলে

BACIB International Bible CHURCH

অন্য স্থানে গিয়ে পরস্পর আলাপ করে বললেন, এই ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের কিংবা বন্ধনের যোগ্য কিছুই করে নি। [৩২] আর আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, এই ব্যক্তি যদি সম্রাটের কাছে আপীল না করতো, তবে মুক্তি পেতে পারত।

পৌলের রোমে গমন ও ইঞ্জিল তবলিগ

২৭ [১] যখন স্থির হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালীতে যাত্রা করবো, তখন পৌল ও অন্য কয়েক জন বন্দীর ভার আগস্তীয় সৈন্যদলের যুলিয় নামে এক জন শতপতির হাতে দেওয়া হল। [২] পরে আমরা এমন একখানি আদ্রামুত্তীয় জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম, যে জাহাজ এশিয়ার উপকূলের নানা স্থানে যাবে। ম্যাসিডোনিয়ার থিষলনীকী-নিবাসী আরিষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। [৩] পর দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে থামলো; আর যুলিয় পৌলের প্রতি সৌজন্য ব্যবহার করে তাকে বন্ধু-বান্ধবের কাছে যেতে অনুমতি দিলেন যেন তারা তাঁকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিতে পারে। [৪] পরে সেখান থেকে জাহাজ খুলে সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে চলতে লাগলাম। [৫] পরে কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হয়ে লুকিয়া দেশস্থ মুরা নগরে উপস্থিত হলাম। [৬] সেই স্থানে শতপতি ইতালীতে যেতে উদ্যত একখানি আলেক্‌জান্ড্রিয়ার জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে দিলেন। [৭] পরে বহু দিন ধীরে ধীরে চলে কষ্টে ক্নীদের সম্মুখে উপস্থিত হলে, বাতাসের কারণে আর অগ্রসর হতে না পারাতে, আমরা সল্‌মোনীর সম্মুখ দিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চললাম। [৮] পরে কষ্টে উপকূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে ‘সুন্দর পোতাশ্রয়’ নামক স্থানে উপস্থিত হলাম। লাসেয়া নগর সেই স্থানের নিকটবর্তী।

[৯] এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়াতে এবং রোজা-ঈদ অতীত হয়েছিল বলে জাহাজে করে যাওয়াটা সঙ্কটজনক হওয়াতে, পৌল তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, [১০] জনাবেরা, আমি দেখছি যে, এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে, তা কেবল মালের ও জাহাজের এমন নয়, আমাদের প্রাণেরও হবে। [১১] কিন্তু শতপতি পৌলের কথার চেয়ে প্রধান নাবিকের ও জাহাজের মালিকের কথায় বেশি কান দিলেন। [১২] আর ঐ পোতাশ্রয়ে শীতকাল যাপনের সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ লোক সেখান থেকে যাত্রা করার পরামর্শ করলো, যেন কোনভাবে ফিনিশিয়ায় পৌঁছে সেখানে শীতকাল যাপন করতে পারে। সেই স্থানটি ছিল ক্রীট দ্বীপের একটি পোতাশ্রয় এবং সেটি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা ছিল।

সমুদ্রের ঝড়

[১৩] পরে যখন দক্ষিণ বায়ু মন্দ মন্দ বইতে লাগল, তখন তারা তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হল মনে করে জাহাজ খুলে ক্রীট দ্বীপের কূলের খুব কাছ দিয়ে চলতে লাগল। [১৪] কিন্তু অল্পকাল পরে কূল থেকে উরাকুলো নামে অতি প্রচণ্ড একটি ঝড় আঘাত করতে লাগল। [১৫] তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বায়ুর প্রতিরোধ করতে না পারাতে আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। [১৬] পরে কৌদা নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলে বহুকষ্টে জাহাজের ছোট নৌকাখানি নিজেদের বশ করতে পারলাম। [১৭] তখন মাল্লারা তা তুলে নিয়ে, নানা উপায়ে জাহাজের পাশে বেঁধে দৃঢ় করলো। আর পাছে সূর্তি নামক

[২৬:১০] প্রেরিত ৯:১৩; ৮:৩; ৯:২, ১৪,২১; ২২:২০।
[২৬:১১] মথি ১০:১৭।
[২৬:১৪] প্রেরিত ৯:৭; ইউ ৫:২।
[২৬:১৬] ইহি ২:১; দানি ১০:১১; প্রেরিত ২২:১৪,১৫।
[২৬:১৭] ইয়ার ১:৮,১৯; প্রেরিত ৯:১৫; ১৩:৪৬।
[২৬:১৮] ইশা ৩৫:৫; ৪২:৭,১৬; জবুর ১৮:২৮; ইফি ৫:৮; কল ১:১৩; ১পিতর ২:৯; লূক ২৪:৪৭।
[২৬:১৯] ইশা ৫০:৫।
[২৬:২০] ইয়ার ১৮:১১; ৩৫:১৫; মথি ৩:৮; লূক ৩:৮।
[২৬:২১] প্রেরিত ২১:২৭,৩০; ২১:৩১।
[২৬:২২] লূক ২৪:২৭,৪৪; ১০:৪৩; ২৪:১৪।
[২৬:২৩] মথি ১৬:২১; ১করি ১৫:২০,২৩; কল ১:১৮; প্রকা ১:৫; লূক ২:৩২।
[২৬:২৪] ইউ ১০:২০; ৭:১৫; ১করি ৪:১০।
[২৬:২৫] প্রেরিত ২৩:২৬।
[২৬:২৮] প্রেরিত ১১:২৬।

পৌল তাঁকে ঈসাতে নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বীকার করতে জোর করবেন; আর যদি তিনি “না” বলেন, তাহলে তিনি ধার্মিক ইহুদীদের কাছে অপছন্দের পাত্র হবেন, যারা নবীদের বার্তাকে আল্লাহ্‌র একান্ত উক্তি বলে গ্রহণ করে থাকে।

২৬:২৮ তুমি অল্পেই আমাকে ঈসায়ী করতে চেষ্টা করছো। তাঁর এই উক্তি ছিল পৌলের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া এবং পৌলের পরবর্তী প্রশ্ন কী হবে তার আগাম আভাষ। তাঁর ইঙ্গিত হচ্ছে, তিনি এ ধরনের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

২৬:২৯ এই বন্ধন। পৌল তখনও বন্দী হিসেবে আবদ্ধ রয়েছেন।

২৭:১ আমরা ... যাত্রা করবো। ‘আমরা’ শব্দটি আবারও ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ লূক আবারও তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছেন। সম্ভবত লূক সিজারিয়াতে পৌলের দু’বছরের বন্দীত্বের সময় কাছাকাছি কোথাও ছিলেন এবং এখন তিনি আবারও তাঁদের সাথে তবলিগ-যাত্রায় যোগ দিচ্ছেন।

যুলিয়। তার নাম অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি কারাবন্দীদের বহন করার গাড়িবহরের পরিচালক ছিলেন।

আগস্তীয় সৈন্যদল। একশত সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদলের নাম।

২৭:২ আদ্রামুত্তীয়। এশিয়া প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে ও ত্রোয়ার দক্ষিণ-পূর্বে একটি পোতাশ্রয়।

২৭:৪ কুপ্র দ্বীপের আড়ালে। তারা প্রতিকূল বাতাস ঠেকাতে দ্বীপটির পূর্ব দিক ঘেঁষে উত্তরে গিয়েছিলেন এবং আবার উত্তর দিক ধরে পশ্চিমে গিয়েছিলেন।

২৭:৫ কিলিকিয়া ও পাম্ফুলিয়া। এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ তীরের সাথে যুক্ত প্রদেশ। এই উপকূল ধরে সীদোন থেকে মুরার দূরত্ব স্বাভাবিকভাবে ১০ থেকে ১৫ দিনের পথ।

লুকিয়া দেশস্থ মুরা। মুরা নগরীর নৌপথের যাতায়াতে সুবিধাজনক হওয়ার কারণে বিখ্যাত ছিল। এছাড়া মুরা গুরুত্বপূর্ণ শস্যভাণ্ডারও হয়ে উঠেছিল।

২৭:৬ আলেক্‌জান্দ্রিয়ার জাহাজ। মিসর থেকে আগত একটি শস্য বোঝাই জাহাজ, যা রোমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

২৭:৭ ক্নীদ। মুরা থেকে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রায় ১৭০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপ।

ক্রীট। ১৬০ মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপ। খোলা সাগর পাড়ি না দিয়ে জাহাজটি ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে ঝড় এড়াতে চাইছিল।

চড়াতে গিয়ে পড়ে, এই ভয়ে নোঙ্গরগুলো নামিয়ে
দিয়ে জাহাজটিকে অমনি চলতে দেওয়া হল।
১৮ ঝড়ের অতিশয় আঘাতের দরুন পরের দিন
তারা মালপত্র পানিতে ফেলে দিতে লাগল।
১৯ তৃতীয় দিনে তারা নিজের হাতে জাহাজের
সরঞ্জাম ফেলে দিল। ২০ আর অনেক দিন পর্যন্ত
সূর্য বা তারা প্রকাশ না পাওয়াতে এবং ভীষণ
ঝড়ের আঘাতে, আমাদের রক্ষা পাবার সমস্ত
আশা ক্রমে দূরীভূত হল।
২১ তখন সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকলে
পর পৌল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন,
ভাইয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য করে ক্রীট দ্বীপ
থেকে জাহাজ না ছাড়া এবং এই অনিষ্ট ও ক্ষতি
হতে না দেওয়া আপনাদের উচিত ছিল। ২২ কিন্তু
এখন আমার পরামর্শ এই, আপনারা সাহস
করুন, কেননা আপনাদের কারো প্রাণের হানি
হবে না, কেবল জাহাজের হবে। ২৩ কারণ আমি
যাঁর লোক এবং যাঁর এবাদত করি, সেই আল্লাহ্‌র
এক জন ফেরেশতা গত রাতে আমার কাছে
দাঁড়িয়ে বললেন, ২৪ পৌল, ভয় করো না,
সম্রাটের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আর
দেখ, যারা তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, আল্লাহ্‌ তাদের
সকলকেই তোমায় দান করেছেন। ২৫ অতএব
ভাইয়েরা সাহস করুন, কেননা আল্লাহ্‌র উপরে
আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার কাছে
যেরকম উক্ত হয়েছে, সেরকমই ঘটবে। ২৬ কিন্তু
কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তে হবে।
২৭ এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ইতস্তত
চলতে চলতে যখন চতুর্দশ রাত উপস্থিত হল,
তখন প্রায় মধ্যরাত্রে মাল্লারা অনুমান করতে
লাগল যে, তারা কোন দেশের নিকটবর্তী হচ্ছে।
২৮ আর তারা পানি মেপে বিশ বাঁউ পানি পেল;
একটু পরে আবার পানি মেপে পনের বাঁউ পেল।
২৯ তখন পাছে আমরা পাথরের উপরে গিয়ে
পড়ি, এই আশঙ্কায় তারা জাহাজের পিছনের ভাগ
থেকে চারটি নোঙ্গর ফেলে দিনের অপেক্ষা
করতে লাগলো। ৩০ আর মাল্লারা জাহাজ থেকে
পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এবং জাহাজের
সম্মুখ দিক থেকে নোঙ্গর ফেলবার ছল করে
নৌকাখানি সাগরে নামিয়ে দিয়েছিল। ৩১ এজন্য
পৌল শতপতিকে ও সেনাদেরকে বললেন, ওরা
জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না।
৩২ তখন সৈন্যেরা নৌকাখানির দড়ি কেটে তা
পানিতে ফেলে দিল।
৩৩ পরে দিন হয়ে আসছে, এমন সময়ে পৌল
সমস্ত লোককে কিছু আহার করতে অনুরোধ
করে বললেন, আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা
অপেক্ষা করে আছেন, কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে
অনাহারে কালক্ষেপ করছেন। ৩৪ অতএব
ফরিয়াদ করি, আহার করুন, কেননা তা
আপনাদের রক্ষার জন্য উপকারী হবে; কারণ
আপনাদের কারো মাথার একগাছি কেশও নষ্ট
হবে না। ৩৫ এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে
সকলের সাক্ষাতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করলেন,
পরে তা ভেঙ্গে ভোজন করতে আরম্ভ করলেন।
৩৬ তখন সকলে সাহস পেল এবং আহার
করলো। ৩৭ সেই জাহাজে আমরা সবসুদ্ধ দুই
শত ছিয়াত্তর জন ছিলাম। ৩৮ সকলে খাদ্যে তৃপ্ত
হলে পর তারা সমস্ত গম সাগরে ফেলে দিয়ে
জাহাজের ভার লাঘব করলো।
৩৯ দিন হলে তারা সেই স্থলটি চিনতে পারলো
না। কিন্তু এমন একটি উপসাগর দেখতে পেল,
যার বালুকাময় তীর ছিল; আর পরামর্শ করলো,
যদি পারে, তবে সেই তীরের উপরে যেন জাহাজ
তুলে দেয়। ৪০ তারা নোঙ্গরগুলো কেটে তা
সাগরে ফেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হালের বন্ধন
খুলে দিল; পরে বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের
পাল তুলে সেই বালুকাময় তীরের অভিমুখে
চলতে লাগল। ৪১ কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে
গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, তাতে সম্মুখের
অংশটি বসে যাওয়াতে জাহাজটি অচল হয়ে
রইলো, কিন্তু পিছনের ভাগ প্রবল ঢেউয়ের

[২৬:২৯] প্রেরিত ২১:৩৩।
[২৬:৩০] প্রেরিত ২৫:২৩।
[২৬:৩১] প্রেরিত ২৩:৯।
[২৬:৩২] প্রেরিত ২৮:১৮; ২৫:১১।
[২৭:১] প্রেরিত ১৬:১০; ১৮:২; ২৫:১২,২৫; ১০:১।
[২৭:২] প্রেরিত ২:৯; ১৯:২৯; ১৬:৯; ১৭:১।
[২৭:৩] মথি ১১:২১; আঃ ৪৩; প্রেরিত ২৪:২৩; ২৮:১৬।
[২৭:৫] প্রেরিত ৬:৯; ২:১০।
[২৭:৬] প্রেরিত ২৮:১১।
[২৭:৭] তীত ১:৫।
[২৭:৯] লেবীয় ১৬:২৯-৩১; ২৩:২৭-২৯; শুমারী ২৯:৭।
[২৭:১৪] মার্ক ৪:৩৭।
[২৭:১৮] ইউনুস ১:৫।

সল্‌মোনী। ক্রীট দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকের সমুদ্র সৈকত।

২৭:৮ সুন্দর পোতাশ্রয়: বর্তমানে এটি আধুনিক *কালোলিমনিয়া* বন্দর, যার অবস্থান ছিল ক্রীট দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে।

লাসেয়া: ক্রীট থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি নগরী।

২৭:৯ রোজা-ঈদ: ইহুদী হিসাব অনুসারে তাঁরা পঞ্চাশত্তমী থেকে (মে-জুন) কুঁড়ে-ঘরের ঈদ এবং ঈদের পরে পাঁচ দিন পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রায় ছিলেন।

২৭:১২ ফৈনীকা: এই দ্বীপে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটি পোতাশ্রয় ছিল।

২৭:১৪ উরাকুলো: ঘূর্ণিঝড়ের মত এক ধরনের বিশেষ ঘূর্ণিঝড়, যা পূর্ব দিক থেকে জাহাজটিকে প্রতিকূলে আঘাত করছিল। বস্তুত এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে পরিচিত 'টাইফুন' ঝড়।

২৭:১৬ কৌদা: কেপ মাল্টার পশ্চিম দিকে এবং ক্রীট দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানেই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ তারিখে 'দ্যা ব্যাটল অব কেপ মাটাপান' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

ছোট নৌকাখানি: একটি ছোট নৌকা জাহাজের পিছনে বাঁধা ছিল। স্রোতের কারণে এটি বারবার জাহাজের সামনের দিকে যাওয়ায় জাহাজের গতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল এবং হাল আটকে যাচ্ছিল। বাতাসে ও ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের সাথে ধাক্কা খেয়ে এটি ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, সে কারণে নৌকাটি তুলে নেয়া প্রয়োজন ছিল।

২৭:১৭ সূর্তি: তিউনিস ও ত্রিপলীর উপকূল থেকে বাইরে উত্তর আফ্রিকা সংলগ্ন দীর্ঘ নির্জন তীর, যেখানে প্রচুর চোরাবালি ছিল।

২৭:১৮ মালপত্র পানিতে ফেলে দিতে লাগল: জাহাজে অনেক শস্য ছিল, যা ইতালিতে নেওয়া হচ্ছিল। জাহাজকে হালকা

আঘাতে ভেঙ্গে যেতে লাগল। [৪২] তখন সৈন্যেরা
বন্দীদেরকে হত্যা করার পরামর্শ করলো, পাছে
কেউ সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। [৪৩] কিন্তু
শতপতি পৌলকে রক্ষা করার বাসনায় তাদেরকে
সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন, আর এই হুকুম
দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ
দিয়ে ডাঙ্গায় উঠুক; [৪৪] আর অবশিষ্ট সকলে তক্তা
কিংবা জাহাজের যা পায়, তা ধরে ডাঙ্গায় উঠুক।
এভাবে সকলে ডাঙ্গায় উঠে রক্ষা পেল।

মাল্টা দ্বীপে হযরত পৌল

২৮ [১] আমরা রক্ষা পেলে পর জানতে
পারলাম যে, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা।
[২] আর সেখানকার লোকেরা আমাদের প্রতি
অসাধারণ দয়া প্রকাশ করলো, বস্তুত বৃষ্টি ও
শীতের কারণে আগুন জ্বেলে আমাদের সকলকে
অভ্যর্থনা করলো। [৩] কিন্তু পৌল এক বোঝা কাঠ
কুড়িয়ে ঐ আগুনের উপরে ফেলে দিলে আগুনের
উত্তাপে একটা কালসাপ বের হয়ে তাঁর হাত
কামড়ে ধরলো। [৪] তখন ঐ লোকেরা তাঁর হাতে
সেই সাপটা ঝুলছে দেখে পরস্পর বলাবলি
করতে লাগল, এই ব্যক্তি নিশ্চয় খুনী, সমুদ্র
থেকে রক্ষা পেলেও ধর্ম একে বাঁচতে দিল না।
[৫] কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে সাপটাকে আগুনের
মধ্যে ফেলে দিলেন ও তাঁর কোনই ক্ষতি হল না।
[৬] তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল যে, তাঁর
দেহ ফুলে উঠবে, কিংবা হঠাৎ তিনি মারা গিয়ে
ভূমিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত
অপেক্ষায় থাকলে পর, তাঁর প্রতি কোন ভয়ঙ্কর
ব্যাপার ঘটছে না দেখে, তারা মত বদলিয়ে
বলতে লাগল, উনি দেবতা।
[৭] ঐ স্থানের কাছে সেই দ্বীপের পুব্লিয় নামক
প্রধানের ভূসম্পত্তি ছিল; তিনি আমাদেরকে
সাদরে গ্রহণ করে সৌজন্য সহকারে তিন দিন
পর্যন্ত আমাদের মেহমানদারী করলেন। [৮] সেই
সময়ে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে
অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ভুগছিল। আর পৌল
ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে মুনাজাতপূর্বক তাঁর
উপরে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করলেন। [৯] এই
ঘটনা হলে পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ছিল,
তারা এসে সুস্থ হল। [১০] আর তারা বিস্তর
সমাদরে আমাদেরকে সম্মান করলো এবং
আমাদের প্রস্থান করার সময়ে নানা রকম
প্রয়োজনীয় সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

রোম শহরে হযরত পৌল

[১১] তিন মাস গত হলে পর আমরা
আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একটি জাহাজে উঠে
যাত্রা করলাম। সেই জাহাজটি ঐ দ্বীপে শীতকাল
যাপন করেছিল এবং তার মাথায় যমজ-দেবতার
মূর্তি ছিল। [১২] পরে সুরাকূষে জাহাজ ভিড়িয়ে
আমরা সেখানে তিন দিন থাকলাম। [১৩] আর
সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে রীগিয়ে উপস্থিত হলাম;
এক দিনের পর দখিনা বাতাস উঠলো, আর
দ্বিতীয় দিন পূতিয়লীতে উপস্থিত হলাম। [১৪] সেই
স্থানে কয়েক জন ভাইয়ের দেখা পেলাম, আর
তাঁরা অনুনয় বিনয় করলে সাত দিন তাঁদের সঙ্গে
অবস্থিতি করলাম; এভাবে আমরা রোমে
উপস্থিত হলাম। [১৫] আর সেখান থেকে ঈমানদার
ভাইয়েরাও আমাদের সংবাদ পেয়ে অপ্পিয়ের হাট
ও তিন সরাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
এসেছিলেন; তাঁদেরকে দেখে পৌল আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া করে সাহস পেলেন।
[১৬] রোমে আমাদের উপস্থিত হবার পরে পৌল

[২৭:২৩] প্রেরিত ৫:১৯; ১৮:৯; ২৩:১১; রোমীয় ১:৯; ২তীম ৪:১৭।
[২৭:২৪] প্রেরিত ২৩:১১।
[২৭:২৫] রোমীয় ৪:২০,২১।
[২৭:২৬] প্রেরিত ২৮:১।
[২৭:৩৪] মথি ১০:৩০।
[২৭:৩৫] মথি ১৪:১৯।
[২৭:৩৮] ইউনুস ১:৫।
[২৭:৩৯] প্রেরিত ২৮:১।
[২৭:৪০] আঃ ২৯।
[২৭:৪১] ২করি ১১:২৫।
[২৭:৪৪]

করার জন্য কিছু বস্তা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হল।

২৭:১৯ জাহাজের সরঞ্জাম: সম্ভবত প্রধান পালের সাথে যুক্ত মাস্তুল, তক্তা এবং পাল খাটানোর আড়কাঠ। কিছু সময় পর পর এগুলো একেকটি করে পেছনের দিকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল গতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

২৭:২১ অনাহারে থাকলে পর: রান্নার অসুবিধা, সমুদ্রের নোনা পানিতে খাদ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, সমুদ্র-পীড়া প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে।

২৭:২৭ আদ্রিয়া সাগর: ইতালি, মাল্টা, ক্রীট ও গ্রীসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সাগর। প্রাচীনকালে আদ্রিয়া সাগর আরও অনেক দূরে দক্ষিণে সিসিলি ও ক্রীট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

চতুর্দশ রাত্রি: সুন্দর পোতাশ্রয় ত্যাগ করার পর থেকে গণনা করে।

২৭:২৮ পানি মেপে: ভারী কিছু নিচে নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়েছিল।

২৭:৩০ পলায়ন করার চেষ্টা করছিল: জাহাজটির জন্য বন্দর না থাকাতে, নাবিকেরা বাঁচার জন্য নৌকায় চড়ে পালিয়ে দ্বীপে যাওয়ার চিন্তা করলো।

২৭:৩৫ রুটি নিয়ে ... শুকরিয়া করলেন: পৌল দু'টি উত্তম দৃষ্টান্ত দেখালেন– তিনি দৈহিক পুষ্টির জন্য খাবার খেলেন এবং আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

২৭:৩৮ জাহাজের ভার লাঘব করলো: তারা গমের বাকি বস্তাগুলো ফেলে দিল, যা সম্ভবত নিজেদের খাবার জন্য রাখা হয়েছিল। জাহাজ যত হালকা হবে, তত এটি তীরের দিকে উঠতে পারবে।

২৭:৪০ হালের বন্ধন খুলে দিল: যেন পিছনে হাল নিচু হয়ে থাকে এবং সামনের দিকটি উঁচু হওয়ায় সহজে জাহাজ তীরে উঠে যেতে পারে।

২৭:৪২ বন্দীদেরকে হত্যা করার পরামর্শ করলো: কারাবন্দী পালিয়ে গেলে, তার বদলে রক্ষীর জীবন নেওয়া হত। সৈন্যরা বন্দীদের পালিয়ে যাওয়া ঝুঁকি নিতে চায় নি।

২৮:১ মাল্টা: একটি ফিনিশীয় নাম, যার অর্থ 'আশ্রয়'। গ্রীক ও রোমীয়দের কাছে 'মিলিটাস' নামে পরিচিত। এটি সিসিলি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলেও মূল প্রাদেশিক ভূখণ্ড থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৫৮ মাইল।

নিজের প্রহরী সৈনিকের সঙ্গে স্বতন্ত্র বাস করার
অনুমতি পেলেন।

রোম শহরে ইহুদী নেতাদের সঙ্গে হযরত পৌল

১৭ আর তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের প্রধান
প্রধান লোককে ডেকে এনে একত্র করলেন।
তারা সমাগত হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে
ভাইয়েরা, আমি যদিও স্বজাতীয়দের কিংবা
পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি
নি, তবুও জেরুশালেম থেকে প্রেরিত বন্দীরূপে
রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৮ আর
তারা আমার বিচার করে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন
দোষ না পাওয়াতে আমাকে মুক্তি দিতে
চেয়েছিল; ১৯ কিন্তু ইহুদীরা প্রতিবাদ করায় আমি
সম্রাটের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম;
স্বজাতীয়দের উপরে দোষারোপ করার কোন
কথা যে আমার ছিল তা নয়। ২০ সেই কারণে
আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা
বলার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করলাম;
কারণ ইসরাইলের প্রত্যাশা হেতুই আমাকে এই
শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছে। ২১ তারা তাঁকে
বললো, আমরা আপনার বিষয়ে এহুদিয়া থেকে
কোন পত্র পাই নি; অথবা ভাইদের মধ্যেও কেউ

আঃ ২২,৩১।
[২৮:১] প্রেরিত ১৬:১০; ২৭:২৬,৩৯।
[২৮:৪] মার্ক ১৬:১৮; লূক ১৩:২,৪।
[২৮:৫] লূক ১০:১৯।

২৮:২ বৃষ্টি ও শীত: সময়টি ছিল অক্টোবরের শেষ দিক অথবা নভেম্বরের প্রথম দিক।

২৮:৩ কালসাপ: এক প্রকার অতি বিষাক্ত সাপ। দ্বীপবাসীর কাছে সাপটি বিষাক্ত বলে আতঙ্কের কারণ ছিল।

২৮:৬ দেহ ফুলে উঠবে: তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রে বিষক্রিয়া বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা। লূক নিজে চিকিৎসক হওয়ায় এই পরিভাষা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

উনি দেবতা: লুস্ত্রায় যেভাবে পৌল ও বার্নাবাসকে পূজা করার চেষ্টা করা হয়েছিল (১৪:১১-১৮)।

২৮:৭ পুল্লিয়: একটি রোমীয় নাম, তবে তিনি জাতিগতভাবে রোমীয় ছিলেন না।

প্রধান: অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তা বা সহজ ভাষায় ‘জমিদার’।

২৮:১১ তিন মাস গত হলে পর: ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বা মার্চের প্রথম দিকে সমুদ্রপথ পুনরায় চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁদেরকে এখানেই থাকতে হয়েছিল।

যমজ-দেবতা: ক্যাস্টর ও পুলক্স, গ্রীক দেবতা জিউসের দুই পুত্র। গ্রীক পুরাণ অনুসারে এরা ছিল নাবিকদের রক্ষাকারী প্রধান দেবতা।

২৮:১২ সুরাকূষ: সিসিলির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত অন্যতম

BACIB
International Bible CHURCH

প্রেরিত পৌলের জীবনকাল

প্রাথমিক জীবন

তার্ষে জন্ম (প্রেরিত ২২:৩) -- ১০ খ্রী:
ইহুদী ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ (প্রেরিত ২২:৩) -- ২০-৩০ খ্রী:
স্তিফানের মৃত্যুর সাক্ষী (প্রেরিত ৭:৫৮) -- ৫ খ্রী:
ঈসায়ীদের অত্যাচার করেন (প্রেরিত ৯:১-২) --------------------------------------- ৩৫-৩৬ খ্রী:
দামেস্কের কাছে মসীহের উপর ঈমান স্থাপন (প্রেরিত ৯:৩-১৮)---------------------- ৩৭ খ্রী:
আরব দেশে চলে যাওয়া (গালা ১:১৭)-- ৩৭-৩৯ খ্রী:
জেরুশালেমে ফিরে আসা (প্রেরিত ৯:২৬-২৯) -------------------------------------- ৩৯ খ্রী:
তার্ষে ফিরে যাওয়া (প্রেরিত ৯:৩০)-- ৩৯ খ্রী:
এন্টিয়কে নিয়ে আসা (প্রেরিত ১১:২৫-২৬) --------------------------------------- ৪৩ খ্রী:

প্রথম তবলিগ যাত্রা

সাইপ্রাস দ্বীপে তবলিগ (প্রেরিত ১৩:৪-১২) --------------------------------------- ৪৫ খ্রী:
পর্গা (প্রেরিত ১৩:১৩)
পিষিদিয়া প্রদেশের এণ্টিয়ক (প্রেরিত ১৩:১৪-৫০) ---------------------------------- ৪৬ খ্রী:
ইকনিয় (প্রেরিত ১৩:৫১-১৪:৫)
লুস্ত্রা (প্রেরিত ১৪:৬-১৯)
দর্বী (প্রেরিত ১৪:২০)
লুস্ত্রা, ইকনিয়, পিষিদিয়ার এণ্টিয়কে ফিরে আসা (প্রেরিত ১৪:২১-২৪)---------------- ৪৭ খ্রী:
পর্গা, অত্তালিয়া (প্রেরিত ১৪:২৫) -- ৪৭ খ্রী:
সিরিয়ার এণ্টিয়ক (প্রেরিত ১৪:২৬-২৮)-- ৪৭-৫০ খ্রী:
জেরুশালেমের সভা (প্রেরিত ১৫ অ:)-- ৫০ খ্রী:

দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রা

স্থলপথে সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে এণ্টিয়কে (প্রেরিত ১৫:৪১) ---------------- ৫০ খ্রী:
দর্বী ও লুস্ত্রা (প্রেরিত ১৬:১-৫)
ফরুগিয়া ও গালাতিয়া (প্রেরিত ১৬:৬)
ত্রোয়া, সামথ্রাকী, নিয়াপলি, ফিলিপী (প্রেরিত ১৬:৮-৪০)
থিষলনীকী (প্রেরিত ১৭:১-৯)
বিরয়া (প্রেরিত ১৭:১০-১৪)
এথেন্স (প্রেরিত ১৭:১৫-৩৪)
করিন্থ (প্রেরিত ১৮:১-১৭)
১ ও ২ *থিষলনীকীয় লেখা*
ইফিষ, কৈসরিয়া, জেরুশালেম (প্রেরিত ১৮:১৮-২২)

এন্টিয়কে ফিরে আসা (প্রেরিত ১৮:২২) ----------------------------- ৫৩ অথবা ৫৪ খ্রী:

তৃতীয় তবলিগ যাত্রা

গালাতিয়া ও ফরুগিয়া (প্রেরিত ১৮:২৩) --------------------------------------- ৫৪ খ্রী:

ইফিষ (প্রেরিত ১৯:১-৪১)-- ৫৪-৫৭ খ্রী:

১ ও ২ *করিন্থীয়, রোমীয়, গালাতীয় পত্র লেখা*

ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া (প্রেরিত ২০ঃ১-৫) ------------------------------------ ৫৭ খ্রী:

ত্রোয়া (প্রেরিত ২০ঃ৬-১২) --- ৫৮ খ্রী:

মিলীত্ (প্রেরিত ২০ঃ১৩-৩৮)

জেরুশালেমে যাত্রা (প্রেরিত ২১:১-১৭) --- ৫৮ খ্রী:

জেরুশালেমে বন্দী হওয়া (প্রেরিত ২১:২৭-৩৬)--------------------------------- ৫৮ খ্রী:

পৌলের বন্দীত্ব ও মৃত্যু

সিজারিয়ায় বন্দী পৌল (প্রেরিত ২৩:২৩-২৬:৩২)-------------------------- ৫৮-৬০ খ্রী:

রোমে যাত্রা (প্রেরিত ২৭ অ:) -- ৬০ খ্রী:

রোমে আগমন (প্রেরিত ২৮:১৬) --- ৬১ খ্রী:

প্রথমবার বন্দী হওয়া -- ৬১-৬৩ খ্রী:

বন্দী অবস্থায় লেখা পত্র ঃ

ফিলীমন, কলসীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয়

মুক্তি -- ৬৪-৬৭ খ্রী: (?)

১ *তীমথিয়, তীত লেখা*

স্পেন (?) ক্রীট (তীত ১:৫), এশিয়া (২ তীম ৪:১৩)

ম্যাসিডোনিয়া (১ তীম ১:৩)

গ্রীস (২ তীম ৪:২০)

দ্বিতীয় বার বন্দী হওয়া --- ৬৭ খ্রী: (?)

২ *তীমথিয় লেখা*

শহীদ হলেন --- ৬৮ খ্রী:

**প্রত্যেকটি তারিখ আনুমানিক*